আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (৫০০ খৃঃ-১২৫৮ খৃঃ)

পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত থিসিস

প্রফেসর ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

আবুল খায়ের মুহাম্মদ আবদুল জলীল

RB
892.71
JAA

আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা

(৫০০-১২৫৮ খৃঃ)

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত থিসিস

তত্ত্বাবধায়ক :
প্রফেসর ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
এম.এ. (ঢাকা), পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক :
আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ আবদুল জলীল
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
400592

400592

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

জুন ২০০২

Prof. Dr. Md. Abu Baker Siddique
M.M., B.A. Hons, M.A. (Dhaka), Ph.D. (Aligarh)
Professor, Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

Ref .... *Date* 24.06.2002

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Abul Fatah Muhammad Abdul Jalil, is a bonafide Ph.D. Student of the Department of Arabic, University of Dhaka since 1998. He has completed his research work entitled "আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (৫০০খৃঃ১২৫৮ খৃঃ)" under my supervision leading to Ph.D. Degree. I have gone through the manuscript of the Thesis which is found as an original and entirely done by the scholar.

I, therefore, recommend Mr. Abul Fatah Muhammad Abdul Jalil to submit his Thesis to the University of Dhaka for the award of Ph.D. Degree in Arabic and wish him every success in his life.

400592

A.B. Siddique 24.06.2002
(Prof. Dr. Md. Abu Baker Siddique)
Supervisor
Department of Arabic
University of Dhaka,
Dhaka-1000, Bangladesh.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Mailing Address : 31/F, ISA Khan Road Residential Area, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 9661920/4293, 9661900-59/4293 (Off); 9661104 (Res); **Fax:** 88028615583, **E-mail:** duregstr@bangla.net, **Web:**//www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার "আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (৫০০-১২৫৮ খৃ.)" শীর্ষক বিষয়ে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে পেরে আমি তাঁর শাহী দরবারে জানাচ্ছি অযুত শুকরিয়া। তাঁরই অপার করুণায় এবং জ্ঞানী-গুণীজনদের সহযোগিতায় এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই যাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় আমার এ গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মুহতারাম উসতায জনাব ড. মোঃ আবূ বকর সিদ্দীক, এম. এ. (ঢাকা), পি এইচ.ডি. (আলীগড়)-এর কথা, যিনি অত্যন্ত আপনজনের ন্যায় স্নেহের পরশ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণার জন্য বিভিন্ন বই-পত্র সরবরাহ করে, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে, গবেষণার নিয়ম-কানূন বলতে গেলে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করতঃ এর ভুলগুলো সংশোধন করে দিয়েছেন; একে মার্জিত ও সমৃদ্ধ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় উসতায, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক, বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এম. এ. (ঢাকা), পিএইচ. ডি. (লণ্ডন), প্রবীণ উসদায জনাব আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন এম. এফ., এম. এ. (ট্রিপল, ঢাকা), অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক এম. এ., পিএইচ. ডি. (ঢাকা), অধ্যাপক আ.ন. ম. আবদুল মান্নান খান এম. এ. (ঢাকা), ডিপ্লোমা (খার্তুম), অধ্যাপক নাযির আহমদ এম. এ. (ঢাকা), অধ্যাপিকা ড. সাহেরা খাতুন এম. এ., পিএইচ. ডি. (ঢাকা), অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান এম. এ., পিএইচ. ডি. (ঢাকা), সগযোগী অধ্যাপক, আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ লিসান্স (মদীনা), এম. এ. (ঢাকা)-এর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ, যাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আমার কাজে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এ ছাড়া আমার এ গবেষণাকর্মের উপর অনুষ্ঠিত ১০. ৪. ০২ তারিখের সেমিনারে গঠনমূলক মূল্যবান বক্তব্য রেখে আমার পরম শ্রদ্ধেয় উসতায ড. আবদুল মা'বূদ এম. এ. (ঢাকা), লিসান্স (মদীনা), পিএইচ. ডি. (ঢাকা), সহযোগী অধ্যাপক ঢা. বি. ও ড. মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান

400592

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নিজামী এম. এ., পিএইচ. ডি. (ঢাকা), সহযোগী অধ্যাপক ঢা. বি. আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহের জন্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় উসতায, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ-এর প্রবীণ অধ্যাপক ড. খলীল আহমদ খালীফা এম. এ. (জর্ডান), পিএইচ. ডি. (কায়রো), আমার সহপাঠী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-এর আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও অনুজ প্রতিম মুহাম্মদ আবদুর রহমান, প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। সুলেখক ও অনুবাদক মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, পরিচালক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, অগ্রজপ্রতিম ড. মুহাম্মদ আবদুল হক, উপ-পরিচালক ইফাবা, মুহাম্মদ আবদুর রব মিয়া আল-বাগদাদী ভাষা শিক্ষক ইফাবা ও সিরাজ উদ্দীন আহমদ, সহকারী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বদরুন্নেসা সরকারী কলেজ, ঢাকা-এর নিকটও সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া যে সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সবের লেখকদের অবদানও আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে 'আহসানুল-জাযা' দান করুন। আমীন।

আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ আবদুল জলীল

জুন ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন

ا —	ض — দ·
ب — ব	ط — ত
ت — ত	ظ — জ·
ث — ছ	ع —
ج — জ	غ — গ
ح — হ·	ف — ফ
خ — খ	ق — ক·
د — দ	ك — ক
ذ — য·	ل — ল
ر — র	م — ম
ز — য	ن — ন
س — স	ه — হ
ش — শ	و — ওয়া
ص — স·	ي — য়

পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ

'আ — 'আলায়হিস-সালাম
আনু. — আনুমনিক
খ.— খণ্ড
খৃ. — খৃস্টাব্দ
খৃ. পূ.— খৃস্টাব্দ পূর্ব
জ. — জন্ম
ড. — ডক্টর
তা.বি. — তারিখবিহীন
তু. — তুলনীয়
দ্র. — দ্রষ্টব্য
পৃ.— পৃষ্ঠা
মৃ. — মৃত/মৃত্যু
র. — রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি
রা. — রাদিয়াল্লাহু 'আনহু
স. — সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং. — সংস্করণ
সম্পা. — সম্পাদিত/সম্পাদনা
হি. — হিজরী
হি. পূ. — হিজরী পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

উপক্রমনিকা ১-৪

প্রথম অধ্যায়

কবি ও কবিতার সংজ্ঞা ৫-৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী কবিতার উপাদান, উৎপত্তি ও বিকাশ ৮-২৬
আরবী কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ ৮
আরবী কবিতার উপাদান ১৬

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের আবির্ভাব কখন থেকে, ইসলাম বলতে কি বুঝায়, কি কি নৈতিক ও আদর্শিক গুণ এর অন্তর্ভুক্ত ২৭-৩৫
ইসলামের আবির্ভাব কখন থেকে ২৭
ইসলাম বলতে কি বুঝায় ৩২
কি কি নৈতিক ও আদর্শিক গুণ এর অন্তর্ভুক্ত ৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

জাহিলী যুগের কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ পর্যালোচনা ৩৬-৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে আরবী কবিতার গতি-প্রকৃতি ৫৫-১১৫
রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান পর্যালোচনা ৬৬
শাব্দিক বৈশিষ্ট্য ৬৬
বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্যগত বৈশিষ্ট্য ৬৯
বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য তথা উপাদান পর্যালোচনা ৭২
ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন কবিতা ৭৪
যুদ্ধের কবিতা ৮৩
অহংকারবিষয়ক কবিতা ৮৮
প্রশংসামূলক কবিতা ৯২
নিন্দাবাদমূলক কবিতা ৯৮
প্রণয়গীতি ১০২
শোকগাথাবিষয়ক কবিতা ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে প্রবেশের কবিতা ১০৮
রাজনৈতিক ও ফিতনা-ফাসাদ বিষয়ক কবিতা ১১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

উমায়্যা যুগের কবিতায় ইসলামী ভাষারীতি ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ ১১৬-১৫৫
প্রশংসা বা স্তুতিবাদবিষয়ক কবিতা ১২৩
নিন্দাবাদবিষয়ক কবিতা ১৩১
তিরস্কারমূলক কবিতা ১৩৩
বীরত্বগাথা ১৩৮
শোকগাথা ১৪৩
প্রণয়গীতি ১৪৭
দুনিয়া বিরাগতবিষয়ক কবিতা ১৫০
অহংকারমূলক কবিতা ১৫৪

সপ্তম অধ্যায়

'আব্বাসী যুগের কবিতায় ইসলামী ভাব:ারা ও তার আঙ্গিক বিশ্লেষণ ১৫৬-২১৮
'আব্বাসী যুগের পরিচয় ও সময়সীমা ১৫৬
'আব্বাসী যুগ ঃ প্রথম পর্ব ১৫৬
'আব্বাসী যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্ব ১৫৭
'আব্বাসী যুগ ঃ তৃতীয় পর্ব ১৫৮
'আব্বাসী যুগ ঃ চতুর্থ পর্ব ১৫৮
ইসলামী ভাবধারা ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ ১৫৮
আল্লাহর তাওহীদ ও ছানা-সিফাত ১৬০
তওবা ও অনুতাপ সম্পর্কিত ১৬৮
রাসূল (স.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ১৭৩
দুনিয়া বিরাগ ও উপদেশমূলক কবিতা ১৭৭
প্রশংসামূলক কবিতা ১৮১
খলীফার প্রশংসা ১৮১
সৈন্য ও সেনাপতিদের প্রশংসা ১৯০
ফিক্‌হবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রশংসা ১৯৪
নিন্দাবাদবিষয়ক কবিতা ১৯৬
শোকগাথা কবিতা ২০১
প্রণয়গাথা কবিতা ২০৭
উপসংহার ২১৯-২২০
গ্রন্থপঞ্জী ২২১-২২৭

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমণিকা

সমাজে কবিতার প্রভাব ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মানব জাতিকে জ্ঞান দান করত তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি, যিনি আরবী ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও গোটা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন।

কবিতা সব ভাষা ও সাহিত্যেরই বিশেষত আরবী ভাষা ও সাহিত্যের একটি শক্তিশালী উপাদান। এর মাধ্যমেই নির্ণীত হয় ভাষা ও সাহিত্যের মান। আর এ এমন একটি উপাদান যার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ স্বভাবজাত। এর মাধ্যমে কবি তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, 'আকীদা-বিশ্বাস, করণীয়-বর্জনীয় প্রভৃতি বিষয় মনের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপন করে। আর তার পাঠক বা শ্রোতাও তাতে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হয়। তাই তারা কবির সে চিন্তা-চেতনা ও মিশন এগিয়ে নিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়। ফলে সমাজ জীবনে কবিতার প্রভাব পড়ে ব্যাপক আকারে। তাই ইতিহাসের দিকে তাঁকালে দেখা যায় সামান্য কবিতার মাধ্যমে কবি এক মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। 'আমর ইব্ন কুলছূম[১]-এর এক কবিতা (মু'আল্লাকা) তাগলিব গোত্রকে দুশো' বছর পর্যন্ত মর্যাদা ও বীরত্বের নেশায় বিভোর রাখে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে কাফিরদের ২৭টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার কয়েকটি যুদ্ধ কবিরাই সংঘটিত করে[২]।

সিফ্ফীনের যুদ্ধে আমীর মু'আবিয়া (রা.) হযরত 'আলী (রা.)-এর সম্মুখ থেকে পলায়ন করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু 'আমর ইব্নুল-ইতনাবা[৩]-র নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে ঃ

أبت لى همتى وأبى بلائى وأخذى الحمد بالثمن الربح
واقحامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح
وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحى
لأدفع عن مأثر صالحات وأحمى بعد عن عرض صحيح[৪]

১. জাহিলী যুগের একজন খ্যাতিমান কবি ও গোত্রপতি। তাগলিব গোত্রের জুশাম শাখায় জন্ম। মৃ. আনু. হি. ৪০/খৃ. ৫৮১। তার গোত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বাক্র গোত্রের সাথে সংঘর্ষকালে তাদের বীরত্বপূর্ণ কর্মের প্রশংসাসূচক একটি কবিতার রচয়িতারূপে তাঁকে গর্বের সাথে স্মরণ করে। কয়েক পুরুষ পর এ কবিতাটি মু'আল্লাকায় স্থান পায়। ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইফাবা ১৪০১/১৯৮৬),২খ, পৃ. ২০৪।

২. হাকীম আবদুল মান্নান, শিবলী নোমানীর নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৭২ খৃ.), ১ম সং., পৃ. ১৮৫-৮৬।

৩. জাহিলী যুগের একজন কবি। ইতনাবা তার মাতার নাম। আর পিতার নাম 'আমির ইব্ন যায়দ মানাত। কবি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের নেতা। আওস ও খাযরাজ গোত্রের দীর্ঘকাল ব্যাপী লড়াইয়ে তিনি নেতৃত্ব দেন। আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৪ হি.) পৃ. ২০৩-২০৪।

৪. ইব্ন রাশীক, আল-'উমদাঃ, (মিসর : ১৯০৭ খৃ.), ১খ, ১০; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, (জীযা মিসর : দারুল ফিকর আল-'আরাবিয়্যাঃ ১৩৫১/১৯৩৩ খৃ.), ১ম সং., ৭খ, পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

"আমার শক্তি-সাহস আমার পক্ষে কাজ করতে অস্বীকার করেছে; আমার বিপদাপদ অস্বীকার করেছে (আমাকে ছেড়ে যেতে) এবং উত্তম মূল্যের বিনিময়ে আমি প্রশংসা গ্রহণ করতেও অস্বীকার করছি। জবর-দস্তি সত্ত্বেও আমার নফসকে (যুদ্ধের ময়দানে) প্রবেশ করানো এবং সতর্ক বীরের মস্তকে আঘাত করা (আমার কর্তব্য)। যখন যুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল এবং আমি ভীত হয়ে গিয়েছিলাম তখন আমার কথা ছিল, "তোমার স্থানে অটল থাক"—তা হলে তুমি প্রশংসা করতে পারবে অথবা শান্তি ও আরাম প্রার্থনা করতে পারবে; যাতে সৎ ও উত্তম কাজের জন্য আমি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। আর এরপর আমি সঠিক সম্মানের হিফাজত করতে পারি।"

অনুরূপভাবে আবু'ত-তাইয়িব আল-মুতানাব্বীর[৫] ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে আযুদুদ্দৌলাহ ফাতিক আল-আসাদীকে লেলিয়ে দেন তাঁকে হত্যা করতে। ফাতিক তার লোকজন নিয়ে 'সাফিয়া' নামক স্থানে তাঁকে আক্রমণ করে। তখন সুযোগ মত তিনি পালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর গুলাম যখন তাঁরই রচিত কবিতা-

الخيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم[৬]

"ঘোড়া, রাত, মরুভূমি, তীর, তরবারী, কাগজ-কলম সবই আমাকে চিনে যে আমি কে"- আবৃত্তি করে বলল যে, আপনার এ বীরত্বপূর্ণ উক্তি! আর এখন আপনি পালিয়ে গেলে লোকে বলবে কি? তখন এ কবিতাই তার কাল হয়ে দাঁড়ালো। তিনি আর পালাতে পারলেন না। ফলে পুত্র ও গুলামসহ তিনি সেখানে নিহত হলেন।[৭]

তাই কবিতার সামাজিক ক্ষেত্রে এহেন প্রভাবের কারণে তাতে যদি ইসলামী ভাবধারা প্রবিষ্ট থাকে তবে অবশ্যই তা মানব মনে রেখাপাত করবে এবং তার কর্মকাণ্ডেও তা বাস্তবায়িত হবে। অনুপ্রাণিত হবে তারা ইসলামের প্রতি, ইসলাম নির্দেশিত সৎকাজ ও অনুশাসনের প্রতি। তাইতো দেখা যায় স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة[৮]

---

৫. আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তার প্রকৃত নাম আহমাদ ইব্ন হুসায়ন আল-জু'ফী। উপনাম আবুত-তায়্যিব। আল-মুতানাব্বী তার উপাধি যার অর্থ নবুওয়াতের দাবীদার। বলা হয়, তিনি নবুওয়াতের দাবী করেছিলেন বলে উক্ত নামে তাকে বিশেষিত করা হয়। আবার কারো মতে নিজকে অনেক বড় ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন বিধায় তাকে উক্ত নাম দেয়া হয়। ৩০৩/৯১৫-১৬ সালে কূফার আল-কিনদা মহল্লায় তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু ৩৫৪/৯৬৫ সালে। কূফাতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন, আবুল হাসান আল-আখদাশ, আবূ ইসহাক আয-যাজ্জাজ, আবূ বাকর ইবনুস-সাররাজ, ইব্ন দুরায়দ ও আবূ 'আলী আল-ফারসী। তিনি সায়ফুদ-দাওলা, কাফূর ইখশীদী আযুদুদ্দাওলা আল-বুওয়ায়হী প্রমুখের স্তুতিবাদ রচনা করেন। বাগদাদের পথে প্রত্যাবর্তনকালে দায়রুল-'আকূল নামক স্থানে দস্যুদল ভিন্ন মতে আযুদুদ্দাওলা কর্তৃক ফাতিক আসাদীর নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীর হাতে নিহত হন। ইসলামী বিশ্বকোষ ২০খ, পৃ. ৩৮-৪০।

৬. দীওয়ানুল-মুতানাব্বী (বৈরুত : দার-বায়রূত ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ৩৩২।

৭. আহমদ হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (মিসর : তা. বি.), ২৫তম সং., পৃ. ৩০০।

৮. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, (রিয়াদ : দারুস-সালাম, ১৪১৭/১৯৯৭), ১ম সং., কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ২৮৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

"হে আল্লাহ! আখিরাতের শান্তিই প্রকৃত শান্তি। তাই আনসার ও মুহাজিরদেরকে তুমি ক্ষমা কর"—

শীর্ষক চরণদ্বয় বলতে বলতে ক্ষুধার্থ অবস্থায়ও প্রস্তরময় মরুভূমি খুঁড়ে পরিখা তৈরীর মত শক্ত কাজ সহজেই আঞ্জাম দিতে পেরেছেন এবং সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরামও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উক্ত কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সফলকাম হয়েছেন।

অনুরূপভাবে—

أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب[৯]

"আমি নবী, মিথ্যা নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।"

বলতে বলতে শত্রু সেনাকে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেছেন।

চয়নকৃত বিষয়ে গবেষণা করার কারণ ঃ

ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু আদি মানব হযরত আদম ('আ.) থেকেই চলে আসছে সেহেতু কবিদের কবিতায়ও অবশ্যই তার ছাপ পড়বে। সেগুলো খুঁজে বের করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য যাতে যুগপতভাবে আরবী সাহিত্য ও ইসলাম উভয় বিষয়েরই খিদমত হয়ে যায়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। ইসলাম এসেছে যুগে যুগে মানবতার কল্যাণের জন্য। আশরাফুল মাখলুকাতকে সকল প্রকারের গোমরাহী ও পাপ-পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে উদ্ধার করে ইহ ও পারলৌকিক শান্তির সোপানে পৌঁছে দেয়ার জন্যই স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এ বিধান। আর যেহেতু উভয় জগতেরই কল্যাণবহ এ বিধান তাই এর ব্যাপ্তিও অনেক বেশী। পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের ন্যায় গুটি কয়েক আরাধনা-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয় এ ইসলাম। বরং গোটা মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা মানবজীবনের প্রতিটি স্তর ও ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর। শিল্প-সাহিত্যও মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ। তাই কল্যাণের অমীয় ধারা ইসলামের পরশে সিক্ত হবে এ অংশটিও, সেটাই স্বাভাবিক। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই। শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম উপকরণ হল কবিতা। তাই সে কাব্য জগতেও ইসলামের ঢেউ তরঙ্গায়িত হয়েছে যুগে যুগে। আরবী কবিতা যখন থেকেই সংরক্ষিত হয়েছে (৫০০ খৃ.) তখন থেকেই ইসলামী চিন্তা-চেতনা, 'আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী ভাবধারার সরব উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই তাতে। প্রেম-বিরহ, স্তুতি-ব্যাঙ্গ, শৌর্য-বীর্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির পাশাপাশি ইসলামী ভাবধারাও আরবী কবিতার বিরাট একটি স্থান দখল করে আছে। কবিতা হল আরবদের জীবনপঞ্জী তাই বলা হয়েছে ঃ الشعر ديوان العرب তাই যুগে যুগে আরবদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারা যে ইসলাম নিয়ন্ত্রিত ছিল আরবী কবিতা পাঠে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই তাদের জীবন ধারা ও চিন্তা-চেতনা কতটুকু ইসলাম নিয়ন্ত্রিত ছিল তা খুঁজে বের করাই এ গবেষণার অন্যতম প্রয়াস। আশা করা যায় যে, প্রাচীন ও খ্যাতিমান সে সব

৯. আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৮৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

কবির কবিতায় প্রয়োগকৃত এ ভাবধারা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বাংলা ভাষার কবিগণও এতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন এবং বাংলা কাব্য সাহিত্যেও আরব কবিদের ন্যায় ইসলামী ভাবধারায় সফল প্রয়োগে যত্নবান হবেন।

আরবী কবিতা যেহেতু ৫০০ খৃস্টাব্দের পর থেকেই সংরক্ষিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং 'আব্বাসী আমল পর্যন্ত তাতে ইসলামী স্পিরিট পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তখনকার সময় পর্যন্ত আরবীই ছিল রাষ্ট্রভাষা। সেহেতু উক্ত ৫০০ খৃ.-১২৫৮ খৃ. সময়কার কবিতায় ইসলামী ভাবধারা নির্ণয় করাকে আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছি।

তথ্য ও উপাত্তের কিঞ্চিত বিবরণ ঃ

এ বিষয়ে গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও আরবী কাব্য সংগ্রহ (দীওয়ান) থেকে। এ ছাড়া এ বিষয়ে লিখিত সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ, ইতিহাস, সীরাত ও বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ থেকেও সহায়তা নেয়া হয়েছে।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে আমি সবচে' বেশী উপকৃত হয়েছি এবং সহায়তা পেয়েছি কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ-এর সমৃদ্ধ লাইব্রেরী থেকে। সেপ্টে. ১৯৯৯-জুলাই ২০০০ খৃ. পর্যন্ত আরবী ভাষায় পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের জন্য সৌদী সরকারের বৃত্তি নিয়ে আমি সেখানে অবস্থান করি। এই সময়েই মূলত আমার অভিসন্দর্ভের খসড়া প্রায় সমাপ্ত করে ফেলি। বাকী কাজ সমাপ্ত করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী এবং আরব দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর অধ্যয়ন করে আসা আমার কিছু কিছু বন্ধু-বান্ধবের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা গ্রন্থাদির সহায়তায়। এতে আমি ৭১৯টি টীকা এবং ১৫৩ জন কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করেছি।

মানবীয় স্বভাবজাত ভুল-ত্রুটি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সুধী গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পণ্ডিত, ছাত্র ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এর দ্বারা সামান্যতম উপকৃত হলেও নিজের শ্রম সার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

কবি ও কবিতার সংজ্ঞা

কবিতা বিশ্বের সব সাহিত্যেরই একটি প্রধান শাখা। বিভিন্ন মনীষী এর বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা দিলেও মূলতঃ মর্মের দিক থেকে সবই প্রায় কাছাকাছি। বাংলা সাহিত্যে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিধ্যে কবিমনে সৃষ্ট বিচিত্রভাব যখন ছবির মত প্রত্যক্ষ এবং গানের মত মধুর করে ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কবিতা বলা চলে। অন্য কথায় মানব মনের ভাবনা কামনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথা বিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে" তখনই তার নাম কবিতা।[১]

আর কবি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বাহিরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-কল্পনাকে যে লেখক অনুভূতিস্নিগ্ধ ছন্দোবদ্ধ শিল্প-সঙ্গত তনুশ্রী দান করিতে পারেন তাহাকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি।" অনেকে বলেন যে, "যিনি জগতের একখানি যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট আঁকিয়া দিতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি।"[২]

ইংরেজীতে কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য পেশ করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

জনসন বলেন, "Poetry is Matrical composition" it is "the art of unsting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason" and its "essence" is "invention".

"কবিতা হলো এক ছন্দোবদ্ধ রচনা বিশেষ। কবিতা যুক্তির সাহায্যে নিয়ে কল্পনার পাখায় ভর করে আনন্দকে সত্যের সাথে সম্মিলিত করার এক শিল্পকলা বিশেষ। আর কবিতা বা কাব্যের মূল নির্যাস হলো 'উদ্ভাবন'।"

লাইহান্ট বলেন, "The utherance of a passion for truth, beauty, and power, embodying and illustrating its conceptions by imagination and fancy, and modulating its language on the principle of variety unity".

"কবিতা হলো সত্য, শিব ও সুন্দরের জন্য আবেগের এক অভিব্যক্তি, যাতে রয়েছে এর ধ্যান-ধারণার বিশদায়ন। এ কাজটি করা হয় ললিত কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে এবং বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের ভিত্তিতে এর ভাষাকে উপযুক্ত স্বর সংযতি দিয়ে।"

---

১. মাহবুবুল আলম, বাংলা ছন্দের রূপ রেখা, (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এণ্ড কেম্পানী, ১৯৮৬ খৃ.), ৭ম সং, পৃ. ২।

২. শ্রীশ চন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা : এ, এ, চৌধুরী, তা. বি.), পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

শেলি বলেন, "In a general sense may be defined as the Expressin of the imagination.

শেলি বলেন, "সাধারণ ধারণায় কবিতাকে কল্পনার অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করা যায়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর ভাষায়, "It is the breath and finer spirit of all knowledge." ans "the impassioned expression which is in the countenance of all science".৩

"কবিতা হলো সকল জ্ঞানের সুকুমার প্রাণশক্তি ও বিশ্বাস বিশেষ। কবিতা এক আবেগময় ভাবের প্রকাশ যা সকল বিজ্ঞান সম্মত।"

আরবী সাহিত্যে কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্নজনে বিভিন্ন রকম মত ব্যক্ত করেছেন। খ্যাতিমান সাহিত্য সমালোচক ড. তা-হা হুসায়ন (মৃ. ১৯৭৩ খৃ.) তার বর্ণনা এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ কারো কারো মতে কবিতা হল, ওযন ও ছন্দে রূপায়িত পদ্যের নাম। আর কারো মতে কবিতা হল, এমন বাক্য যা রচনা করতে কবি কল্পনার ওপর নির্ভর করে এবং তাতে সেই শৈল্পিক সৌন্দর্য্যের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখে, যা জ্ঞানীগণকে আকর্ষণ করে এবং অন্তর যার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাই তা ওযন ও ছন্দে রূপায়িত পদ্য হোক বা না হোক। আবার কেউ কেউ এতদোভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে বলেন, কবিতা সেই বাক্যের নাম, যা হবে ছন্দোবদ্ধ পদ্য এবং তা কবির কল্পনা প্রসূত এবং তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে। এদের মতে ব্যাকরণের পদ্যগুলো কবিতা নয় যদিও তা ছন্দোবদ্ধ হয় (কারণ তাতে শৈল্পিক সৌন্দর্য এবং কবির কল্পনা অনুপস্থিত)। তদ্রূপ হামাদানীর 'মাকামাত' এবং ইবনুল-'আমীদের 'রাসাইল' কবিতা নয় (কারণ তাতে কবির কল্পনা এবং শৈল্পিক সৌন্দর্য থাকলেও তা ছন্দোবদ্ধ পদ্য নয়)।৪

ড. তা-হা হুসাইনের সহপাঠী খ্যাতনামা সাহিত্যিক আহমদ হাসান যায়্যাত কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البليغة وقد يكون نثرا كما يكون نظما ৫

"কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয়, আবার কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়।" গ্রীক, রোমান ও ইউরোপের মনীষীগণও কবিতার সংজ্ঞা এরূপ দিয়েছেন। তাদের

৩. W. H. Hudson, An introduction to the study of literature, (London : Harrap and Co. 1949), P. 64.

৪. ড. তা-হা হুসাইন, ফিশ-শি'রিল-জাহিলী (কায়রো : ফারুক মুহাম্মদ 'আবদুর রহমান, ১৩৫২/১৯৩৩), পৃ. ৩২৭; মিন তা'রীখিল-আদাবিল-'আরাবী (বৈরুত লেবানন : দারুল-'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৮১ খৃ.), ৪র্থ সং. পৃ. ৬১।

৫. আহমদ হাসান যায়্যাত, তারীখুল-আদাবিল 'আরাবী (মিসর : প্রকাশক বি., তা. বি.) ২৫ তম সং, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মতে কবিতা এমন একটি বিষয়, যা আমাদের অন্তরে উদ্বেলিত হয় এবং মুখের ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়। হযরত হাস্‌সান (রা. মৃ. ৪০ হি./৬৬০ খৃ.)-এর পুত্রকে বাঘে কামড়ে দেয়ার পর সে বাঘের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "মনে হচ্ছিল যেন সে বাঘ দু'টি ডোরাটাকা চাদরাবৃত"। এ কথা শুনে হাস্‌সান (রা.) বলেছিলেন, 'কা'বার প্রতিপালকের কসম! এটা কাব্যমূলক বাক্য"।[৬] এতে বুঝা যায় যে, আরবগণ ছন্দোবদ্ধ গদ্যকেও কবিতা বলে আখ্যায়িত করত। আর এ জন্যই তারা কুরআন কারীমকে কবির বক্তব্য তথা কবিতা এবং রাসূল (স.)-কে কবি বলত। তাই তাদের এ বক্তব্য খণ্ডন করে আয়াত নাযিল হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ انْ هُوَ الاَّ ذكْر وَّقُرْاٰن مُّبِيْن[৭]

"আমি তাঁকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَا تُوْمِنُوْنَ[৮]

"এটা কোন কবির কল্পনা নয়। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।"

অনুরূপভাবে রাসূল (স.) যখন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-কে বললেন যে, "আবদুল্লাহ! কবিতা কি, তা আমাকে বল। তখন তিনি বললেন, 'কবিতা এমন এক বিষয়, যা আমার অন্তরে উদিত হয় অতঃপর তা-ই আমার মুখ দিয়ে বের হয়'।[৯]

জুরজী যায়দান (মৃ. ১৯১৪ খৃ.) কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এই যে,

الشعر يصورها (الفنون الجميلة) بالخيال ويعبر عن أعجابنا بها وارتياحنا إليها بالألفاظ - فهو لغة النفس أو هو صورة ظاهرة لحقائق غير ظاهرة -

"কবিতা হল শব্দের মাধ্যমে মনের কল্পনাকে ফুটিয়ে তোলা, যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও আনন্দ থাকে। কবিতা হল মনের ভাষা। অথবা তা হল অপ্রকাশ্য বস্তুসমূহকে প্রকাশ্য করে তোলা।" তার মতে শুধু ছন্দোবদ্ধ মিলযুক্ত বাক্যই কবিতা নয়।[১০]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি আমাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় তা হল, মনের কল্পনা ও ভাবকে শৈল্পিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে ছন্দোবদ্ধ ও সুমধুর বাক্যে প্রকাশের নাম হল কবিতা। আর যিনি এ কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন তিনি কবি।

---

৬. প্রাগুক্ত।

৭. ৩৬ [ইয়াসীন] : ৬৯।

৮. ৬৯ [হাক্‌কা] : ৪১।

৯. শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন 'আব্‌দ রাব্বিহ, আল 'ইক্‌দুল-ফারীদ (মিসর : মুসতাফা মুহাম্মদ, ১৩৫৩/১৯৩৫), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩

১০. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল-লুগাতিল-'আরাবিয়্যা, (মিসর : মাতবা'আতুল-হিলাল, ১৯২৪ খৃ.), ২য় সং, ১ খ , পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী কবিতার উপাদান, উৎপত্তি ও বিকাশ

আরবী কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ

অন্যান্য সহিত্যে যেমন অনেক চড়াই-উৎরাই পার হবার পর কবিতা একটি গ্রহণযোগ্য মান ও পরিপক্কতা লাভ করেছে, যথা-বাংলা কবিতা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চর্যাপদ-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে রবীন্দ্র যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করেছে। ইংরেজী কবিতা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ্যাংলো স্যাকসন যুগের Beowult থেকে শুরু হয়ে শেলী, কীটস, বায়রন এবং সর্বশেষ টি. এস. এলিয়ট-এর যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করেছে। ফারসী কবিতা সপ্তম শতকে আবুল-'আব্বাস থেকে শুরু হয়ে শেখ সা'দীর যুগে এসে পরিপক্কতা লাভ করেছে। ঠিক তদ্রূপ আরবী কবিতাও একটি বিশেষ যুগে শুরু হয়ে ধাপে ধাপে চড়াই-উৎরাই পার হবার পর একটি গ্রহণযোগ্য মানে উপনীত হয়েছে এবং পরিপক্কতা লাভ করেছে। কিন্তু ঠিক কখন থেকে আরবী কবিতার সূচনা হয়েছে এবং সূত্রপাত ঘটেছে তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে পঞ্চম শতাব্দীই আরবী কাব্যসাহিত্যের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত। কারণ এর পূর্বের সুসমঞ্জস কোন কবিতা পাওয়া যায় না। আর ৫ম শতকের একেবারে শেষ প্রান্তে (যদিও তা যৎসামান্য) এবং ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে রচিত শানফারা আযদী (মৃ. ৫১০ খৃ.) তা'আব্বাতা শাররান (মৃ. ৫৩০ খৃ.), আল-মুহালহিল ইব্ন রাবী'আঃ (মৃ. আনু. ৫৩১ খৃ.), ইমরু'উল কায়স (মৃ. ৫৪০ খৃ.), হারিছ ইবন হিল্লিযাহ (মৃ. ৫৬০ খৃ.), সামাওআল ইব্ন 'আদিয়াঃ, (মৃ. ৫৬০খৃ.), তারাফাঃ ইব্ন 'আব্দ (মৃ. ৫৬৪ খৃ.) এবং মহিলা কবি লায়লা 'আফীফাঃ (মৃ. ৪৮৩ খৃ.) ও জালীলাঃ বিন্ত মুররাঃ আশ্ শায়বানী (মৃ. ৫৩৮ খৃ.) প্রমুখের কবিতা, যা প্রাচীন ও জাহিলী যুগের কবিতা বলে খ্যাত তা সাহিত্যিক মানে খুবই উচ্চাঙ্গের এবং যথেষ্ট পরিপক্ক। এগুলি যে কবিতা রচনার প্রথম পদক্ষেপ নয় তা বুঝতে কারোরই বেগ পেতে হয় না। কারণ কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস এমন পরিপক্ক হতে পারেনা। বরং অনুমিত হয় যে; কবিতার সূচনালগ্ন থেকে এক দীর্ঘ ও ক্রমাগত প্রক্রিয়ার পর, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বহু স্তর ও ধাপ পার হবার পর তা এমন পরিপক্ক, রসাত্মক ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে এবং তা এমন সমৃদ্ধরূপে বিকাশ লাভ করেছে। আর এটা

Dhaka University Institutional Repository

শুধু অনুমানই নয় বরং জাহিলী যুগের সেই প্রাচীন কবিগণও তাদের কবিতার মাধ্যমে দ্বিধাহীনচিত্তে একথা স্বীকার করে গেছেন। যথা-ইমরু'উল কায়স[১] বলেন ঃ

عوجا علي الطلل القديم لعلنا نبكى الديار كما بكى ابن حزام [২]

"প্রেয়সীর প্রাচীন বাস্তুভিটার কাছে থাম, যাতে আমরা তার বিলুপ্ত-প্রায় গৃহের কাছে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে কাঁদতে পারি, যেমনটি কেঁদেছে ইতোপূর্বে ইব্ন হিযাম।"

কে সেই ইব্ন হিযাম? আর কিভাবে তিনি কেঁদেছেন এবং কি শব্দসম্ভার ও কাব্য শৈলী দ্বারা তিনি স্বীয় প্রেয়সীর বিরহ-বেদনা প্রকাশ করেছেন—তা আমরা জানতে পারিনি।

যুহায়র ইবন আবী সুলমা[৩] বলেন ঃ

ما أرانا نقول الا معادا او معارا من قولنا مكرورا[৪]

"আমার মনে হয়, আমরা যা প্রকাশ করি তা নিছক ধার করা অথবা পূর্বে কথিত বক্তব্যের পুনরুক্তি, যা বারংবার আওড়ানো হচ্ছে।"

এখানে কার কাছ থেকে ধার করা? কে সেই কথক এবং কি তার সে কথা—কিছুই সুস্পষ্টরূপে আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

'আনতারাঃ ইব্ন শাদ্দাদ[৫] বলেন ঃ

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم [৬]

"পূর্ববর্তী কবিরা কি কোন শূন্যতা রেখে গেছেন (যা আমরা পূরণ করব) নাকি তুমি বহু চিন্তাভাবনা ও অনুসন্ধানের পর (প্রেয়সীর) সে ঘর চিনতে পেরেছ"?

এখানে কোন্ কবি কি কাব্য গাঁথা রচনা করে কবিতার ক্ষেত্র পূরণ করে গেছেন তা আমাদের জানা নেই। কবিদের ইঙ্গিতকৃত প্রাচীন কালের সে সব কবিতার কোন স্তরের কোন রেকর্ডও পাওয়া যায় না।

ভাষা আল্লাহর একটি বিশেষ নি'মাত ও নিদর্শন[৭], যদ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে এবং পরস্পরে ভাব বিনিময় করে। সব ভাষারই সাধারণতঃ প্রথম রূপ হল গদ্য। সেখান থেকেই

---

১. ইমরু'উল কায়স-এর পরিচিতি দ্র. পঞ্চম অধ্যায়, টীকা নং ২২।

২. ভিন্ন বর্ণনা ابن خزام (ইবন খিযাম); ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (কায়রো ঃ দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), ১৪শ সং., ১খ, পৃ. ১৮৩।

৩. যুহায়র ইব্ন আবী সুলমার পরিচিতি দ্র. চতুর্থ অধ্যায়, টীকা নং ৫০।

৪. ভিন্ন বর্ণনা لفظنا ড. শওকী দায়ফ, ১খ, পৃ. ২২৬।

৫. 'আনতারাঃ ইব্ন শাদ্দাদ-এর পরিচিতি দ্র. চতুর্থ অধ্যায়, টীকা নং ৭৪।

৬. আহমাদ হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ. ২৮-২৯ (টীকা সহ);, আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬ খৃ.), ২য় সং, পৃ. ৩৫-৩৬। কবিতা দ্র. মু'আল্লাকা, শ্লোক নং ১

৭. ৩০ [সূরা আররূম] : ২২।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে মানুষ শব্দ শৈলীর গাঁথুনী ও সুরের ঝংকার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছে কবিতা। আরবী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই অনুমান করা হয় যে, আরবগণ সাধারণ গদ্য থেকে ক্রমান্বয়ে ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত গদ্য রচনা করতে শুরু করে। এটাই তাদের কবিতা রচনার প্রথম পদক্ষেপ। এই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্য ব্যবহার করতো আরবের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, জ্যোতির্বিদ, পুরোহিত এবং যাদুকরগণ। দেবতাদের কাছে কিছু যাচ্ঞা করতে, জ্ঞানগর্ব ও উপদেশমূলক বাক্য সংরক্ষণ করে রাখতে এবং সর্বোপরি জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করে নিজের দিকে আকর্ষণ করণার্থে নিজদের বক্তব্য দুর্বোধ্য করে তুলতে তারা এ পদ্ধতির ব্যবহার করত। তাই রাসূল (স.)-এর উপর যখন কুরআন নাযিল হল, তখন এর বাক্যগুলো মিলযুক্ত থাকায় তারা তাঁকে কাহিন (গণক), সাহির (যাদুকর) প্রভৃতি বলে অভিহিত করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সে সব অপবাদের উল্লেখ করে তা খন্ডন করেছেন। যথা ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ [৮]

"এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু"।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ ـ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ [৯]

"নিশ্চয়ই এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বার্তা, এ কোন কবির রচনা নয়। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এ কোন গণকের কথাও নয় তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এ জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ।"

গ্রীক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা (কাহিন) দের ন্যায় আরব ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাগণও সর্বপ্রথম কবিতার সূত্রপাত করেন। তাদের ধারণা ছিল যে, তারা ইলহাম (প্রত্যাদেশ) প্রাপ্ত। তারা দেবতাদের সাথে গোপনে আলাপ করেন। তাই গীতের মাধ্যমে তারা তাদের কাছে করুণা প্রার্থনা করতেন এবং দু'আর মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে অদৃশ্যের খবর অবগত হতেন। আর সেসব গায়েবী ও অদৃশ্য সংবাদ ছন্দোবদ্ধ বাক্যে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতেন। তাদের এ জাতীয় বক্তব্যের নমুনা হল ঃ

اذا طلع السرطان استوى الزمان وحضرت الاوطان وشهدت الجيران .

اذا طلع البطين اقتضى الدين وظهر الرين واقتضى بالعطار والقين .

اذا طلع النجم يعنى الثرايا فالحر فى حدم والشعب في حطم .[১০]

---

৮. ৩৪ [সাবা] ঃ ৪৩।

৯. ৬৯ [আল-হাক্কা] ঃ ৪০-৪৩।

১০. জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগাতিল 'আরাবিয়্যাঃ, ১খ, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

"যখন কর্কট রাশি/নক্ষত্র উদিত হয় তখন সময়কাল সমান সমান হয়ে যায়, গ্রামবাসী উপস্থিত হয় এবং প্রতিবেশীগণ পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করে। আর যখন বাতীন (চন্দ্রের কক্ষ পথের একটি মনযিল) উদিত হয় তখন ঋণ তলব করা হয়, ময়লা-আবর্জনা দেখা দেয় এবং সুগন্ধি বিক্রেতা ও গায়ককে তলব করা হয়। আর যখন নক্ষত্ররাজি উদিত হয় তখন প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয় এবং জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে"।

এটাকে তারা سجع (গীত) নামে আখ্যয়িত করে, যা কবুতরের বাকবাকুম ডাক (سجع) থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ কবুতরের গীত-এর ন্যায় এর মধ্যেও এক ধরণের সুর ও গীত রয়েছে। ধীরে ধীরে এ পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে হতে হয়তোবা এক কালে কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে।[১১]

আরবের লোকজন অধিকাংশই ছিল যাযাবর। তারা মরুভূমির এক স্থান থেকে অন্যস্থানে খাদ্য-পানীয়ের সন্ধানে ঘুরে ফিরত। মরুভূমির তপ্ত ও রুক্ষ জীবনে চলতে চলতে তারা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন পাহাড়ের পাদদেশে পর্বতের সুশীতল ছায়া, ঝর্ণা ও তৃণভূমির সন্ধান পেয়ে শান্তিতে ভরে উঠেছে তাদের মন কানায় কানায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের সে অনাবিল শান্তির অনুভূতি সুর ও ভাষার অবলম্বনে প্রকাশ পেতে নিরন্তর পথ খুঁজে ফিরেছে। এভাবেই হয়তো একদিন তা কবিতার ভাষায় সুরের ঝংকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, সৃষ্টি হয়েছে নির্ঝর কবিতার।

মরুভুমিতে চলার জন্য উটই ছিল তাদের শ্রেষ্ঠতর বাহন। এক ঘেয়েমীভাবে দীর্ঘ পথ চলতে চলতে উটগুলি যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন স্বভাবতঃই সুরের মধুময় ঝংকার সে একঘেয়েমী দূর করে তাদের মধ্যে নব উদ্যম সৃষ্টি করতে এবং দৈহিক ও মানসিক ভাবে চাঙ্গা করে তুলতে ছিল শক্তিশালী টনিকের ন্যায়। তাই তাদেরকে নবপ্রেরণা ও নব উম্মাদনায় পরিচালিত করতেই হয়তো মধুময় সে ঝংকারের প্রথম পদক্ষেপ 'হুদা' গীতি বা উষ্ট্র চালকের গান রচিত হয়েছিল। উটের গতির তালে তালে বেদুঈনেরা এ গান রচনা করত। এর সূচনা সম্পর্কে কথিত আছে যে, মুদার ইব্ন নিযার নামক এক ব্যক্তি উটের পিঠ থেকে পড়ে হাত ভেঙ্গে ফেলেছিল। লোকে তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল আর হাতের যন্ত্রণায় সে وا يداه (হায় হাত!) বলে চীৎকার করছিল। তার গলার সুর ছিল খুব সুমিষ্ট। উটগুলো তার এ সুমধুর সুর শুনে দ্রুত চলা শুরু করেছিল। সেখান থেকেই উট চালকের গান প্রচলিত হয়। আরবগণ কবিতার 'রাজায' নামক ছন্দে এ গান রচনা করতে শুরু করে এবং তার কথাকেই প্রথম হুদা রূপে গ্রহণ করে।[১২] তাই 'হুদা' সঙ্গীত রচয়িতাদের কথা ও সুর হল ঃ

---

১১. হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ. ২৮-২৯। P.K. Hitti, History of the Arabs (London : 1949), P. 92.

১২. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৩২-৩৩; জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, ১খ, পৃ. ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

يا هاديا يا هاديا ويا يداه .يا يداه

সম্ভবত ধারা পরম্পরায় বর্ণিত উক্ত চারটি ক্ষুদ্র বাক্য উটের চলায় পথ দেখিয়েছে চার পংক্তি বিশিষ্ট রুবা'ইয়াত জাতীয় কবিতার দিকে। তাই রাজায ছন্দ 'হুদা' সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। আরবী কাব্য সমালোচকদের মতে এটা রাজায ছন্দের কবিতার প্রথম বাহর (بحر)। কারণ এটিই গদ্যের খুব কাছাকাছি এবং এর ব্যবহার অতি সহজ। এর ওযন ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য থাকার কারণে কাব্য সমালোচকগণ একে حمار الشعراء বা 'কবিগণের গাধা' নামে অভিহিত করেছেন। তারা এটাকে সেই সকল বিষয়বস্তুর জন্যও ব্যবহার করেছেন, যা আদৌ কবিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পড়েনা। যথা নাহ্ব (আরবী ব্যকরণ), তিব্ব (চিকিৎসা বিজ্ঞান) প্রভৃতি।[১৩]

এ গানের বিষয়বস্তু সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ ইত্যাদিতে ছিল মুখর। গানের সুর মাধুর্যে এমন ব্যঞ্জনা ব্যপ্ত ছিল, যে জন্য মরুভূমিতে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আরোহীরা ক্লান্তি বোধ করত না। উটের পদচারণায়ও গানের অনুপ্রেরণা ছিল অতিমাত্রায়।[১৪]

এভাবেই আরবদের মধ্যে গান এবং সুরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ফলে এর পরিধি ও ক্ষেত্র বাড়তে থাকে এবং কবিতা ইবাদাত খানার গণ্ডী পেরিয়ে মরুভূমি ও নির্জন প্রান্তরে গীত হতে থাক। দু'আ ছাড়াও হুদা গীতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হতে থাকে। এমনি করে তা যুদ্ধ-বিগ্রহ, গর্ব-বীরত্ব এবং প্রেম-বিরহেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এমনিভাবে বহুল ব্যবহারের অভিজ্ঞতার ফলে ধীরে ধীরে ওযনের উন্নতি সাধিত হতে থাকে এবং তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হতে থাকে।

কালক্রমে জাহিলী যুগে এসে আরব জাহানে সাহিত্য বিপ্লবের ঢেউ তরঙ্গায়িত হয় এবং কবিদের ভাষায় তা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, ঝংকৃত হয়ে ওঠে তাদের সুরের ঝংকারে। আর তা পূর্ণ শক্তিমত্তা নিয়ে উদ্ভাসিত হয় মুহালহিল ও তার ভাগ্নে ইমরু'উল কায়েসের যুগে।

কাব্য সমালোচকদের মতে মুহালহিল ইবন রাবী'আ আত-তাগলিবী[১৫] প্রথম কাসীদা রচনা করেন। প্রাচীন ও খ্যাতিমান কাব্য সমালোচক ইবন সাল্লাম (মৃ. হি. ২৩৫)-এর অভিমতও তাই।

১৩. রাশীদ ইউসুফ 'আতাউল্লাহ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবিয়্যা, সম্পা. ড. 'আলী নাজীব 'আতাবী (বৈরুত লেবানন : মুআসসাসা 'ইযযুদ-দীন, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খৃ) ১ম সং, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯-৩১।

১৪. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৪ খৃ.), ১ম সং পৃ. ১৯।

১৫. একজন প্রাচীন আরব কবি। পূর্ণ নাম আবূ লায়লা 'আদিয়্যি ইব্ন রাবী'আঃ। মুহালহিল তার উপাধি। যার অর্থ 'সহজকারী'। তিনিই প্রথম সহজ ও সাবলীলভাবে কবিতা রচনা করেন এবং দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন বলে তাকে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রসিদ্ধ তাগলিব গোত্রের জুশাম ইব্ন বাক্র শাখায় জন্ম। তিনি ছিলেন মু'আল্লাকার খ্যাতিমান কবি ইমরু'উল কায়েসের মামা এবং 'আমর ইব্ন কুলছূম-এর নানা। মহিলাদের সাথে বেশী বেশী সংশ্রব রাখতেন বলে তাকে যায়র (زير) অর্থাৎ 'মহিলাদের সাথে বেশী সাক্ষাতকারী' উপাধি দেয়া হয়। স্বীয় ভ্রাতা কুলায়ব ছিলেন গোত্রপতি। বাসূস যুদ্ধে কুলায়ব নিহত হবার পর মুহালহিল উক্ত যুদ্ধে স্বীয় গোত্রের নেতৃত্ব দেন। ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে তিনি এক মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেন। আলোচ্য বয়ত চারটি তারই অংশবিশেষ। এক বর্ণনামতে বন্দী অবস্থায় অপর বর্ণনা মতে মরুভূমিতে পাগল অবস্থায় হি. পূর্ব ৯২/খৃ. ৫৩০-৩১ সালে মৃত্যু বরণ করেন। 'উমর ফাররূখ, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী, (বৈরুত : দারুল-'ইলম-লিল-মালায়ীন, ১৯৯২ খৃ.), ৬ষ্ঠ সং., ১খ, পৃ. ১১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ভাষায়, প্রথম কাসীদা যিনি রচনা করেন এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় দুঃখ-বেদনা তুলে ধরেন, তিনি মুহালহিল ইবন রাবী'আ আত-তাগলিবী। এটি ছিল তার ভাই কুলায়ব ইবন রাবী'আ নিহত হওয়া সম্পর্কে। তার ভ্রাতা কুলায়ব ইবন রাবী'আ ছিলেন তাগলিব গোত্রের প্রধান। শায়বান গোত্র তাকে হত্যা করে। ভ্রাতার এ অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে তিনি নিম্নোক্ত শোকগাথা রচনা করেন ঃ

كليب لا خيرفي الدنيا ومن فيها ان انت خليتها فيمن يخليها

كليب اي فتي عز و مكرمة تحت السقائف اذ يعلوك سافيها

نعي النعاه كليبا الي فقلت لهم مادت بنا الارض أم مادت رواسيها

ليت السماء علي من تحتها وقعت وانشقت الارض فانجابت بمن فيها

"হে কুলায়ব! দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে, তার কোনটিতেই কোন মঙ্গল নেই যদি তুমি দুনিয়া ছেড়ে যাও। আর কে দুনিয়া ছেড়ে গেল সে সংবাদেও নেই কোন গুরুত্ব ও আকর্ষণ। কুলায়ব! হে যুবক, নীলাকাশের নীচে তুমি সম্মান ও আভিজাত্যের অধিকারী। (শত্রুরা) তোমাকে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে করেছে পরাভূত। শোকার্ত রমনীরা কুলায়বের জন্য বিলাপ করেছে আমার কাছে। তখন আমি বলেছি তাদেরকে, আমাদেরকে নিয়ে কাঁপছে পৃথিবী, নাকি দুলছে তার পর্বতরাশি। কতইনা ভাল হত যদি ভেঙ্গে পড়ত আকাশ পৃথিবীর ওপর, আর ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেতো যদি পৃথিবী। ফলে চুরমার হয়ে যেত যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে সবই"।[১৬]

কবি মুহালহিল বিখ্যাত বাসূস যুদ্ধ (৫১০-৫৫০ খৃ.)-এর একজন নায়ক। তাগলিব ও বাকর গোত্রের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যা দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাই কিংবদন্তী অনুযায়ী বুঝা যায় যে, মোটামুটি ভাবে গ্রহণযোগ্য ও সুসমঞ্জস কবিতার উদ্ভব হয় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

অতঃপর মুহালহিলের রচনার আদলেই আরবী কবিতা রচিত হতে থাকে। সমগ্র আরব উপদ্বীপের সর্বত্র এই ধারার অনুবর্তন পরবর্তী শতাব্দীতে চলতে থাকে এবং উমাইয়া আমলের শেষকাল অর্থাৎ ৭৫০খৃ. পর্যন্ত আরব কবিগণ এ ধারারই লালন করেন।[১৭]

কারো কারো মতে সর্বপ্রথম আমরা যেসব কবির কথা জানতে পেরেছি তারা হলেন, আবূ দু'আদ আল-ইয়াদী (মৃ. হি. পূ. ৮৫/খৃ. ৫৪০), লাকীত আল-ইয়াদী উভয়েই ইরাকে বসবাস করতেন। কারো কারো মতে হাযীন ইব্ন লাওযান, রাবী' ইব্ন যিয়াদ (মৃ. ৫৯০ খৃ.) ও যু'ল-ইসবা' আল-'আদাওয়ানী (মৃ. ৫৯৫ খৃ.) প্রথম কবি। আবার কারো কারো মতে রাবীআ' গোত্রের 'আমর আব্ন কামী'আ (মৃ. হি. পূর্ব ৮৫/খৃ. ৫৩০) প্রথম কবিতা রচনা করেন।[১৮] আর

১৬. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহত্যের ইতিহাস, পৃ. ৯০-৯১।

১৭. মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, 'আস্-সব্'উল-মু'অল্লকাত, সম্পাদনা, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২ খৃ.), ১ম সং পৃ. ১৬-১৭।

১৮. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল-লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, ১খ. পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইমরু'উল-কায়স তা দীর্ঘ কাসীদায় রূপান্তরিত করেন এবং তার গ্রন্থনায় শৈল্পিক রূপ প্রদান করেন। তাই তিনি বাস্তু ভিটা নিয়ে ক্রন্দন করেন। তার জন্য দুই বন্ধু ও সুহৃদের অবতারণা করেন। তাদেরকে ক্রন্দন করার আকুতি জানান। অতপর এখান থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবার পর গযলে প্রত্যাবর্তন করেন। অতপর প্রণয় আকর্ষণ ও ব্যাকুলতা থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হবার পর বর্ণনা রীতি (وصف)-এর দিকে ধাবিত হন।[১৯] আর কাফিয়াঃ (قافية) এসেছে কবিতার পর। অবশ্য কারো কারো মতে পূর্বে।

মুহালহিলের কবিতা (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) ছিল খন্ড কবিতা থেকে পূর্ণ কাসীদায় পদার্পণের প্রথম প্রয়াস। এর পূর্বে কবিতার প্রাথমিক অবস্থায় তথা ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পঞ্চম শতকের শেষ পর্যন্ত সময়ের কবিতার ভাষা, আকৃতি (আঙ্গিক) ও বিষয়বস্তু কেমন ছিল-এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কোন গোত্রের লোক যখন কবিতা বা কবিতা জাতীয় কিছু রচনা করত তখন তা উক্ত গোত্রের বিশেষ লাহজা বা ঢঙে রচিত হত। তাই তা নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কে হোক অথবা গোত্রের সীমিত গণ্ডি সম্পর্কিত হোক। আরবের প্রত্যেক গোত্রের স্বকীয় দীওয়ান ছিল যা তারা একত্রিত করত এবং গর্বস্বরূপ তা মুখে মুখে আওড়াতো। এ থেকেই বুঝা যায় যে, প্রত্যেক গোত্রের নিজস্ব লাহজায় কবিতা রচিত হত। যেমন দীওয়ানুল হুযালিয়্যীন। যদিও এটা পরবর্তী সময়কার। এজন্যই আরব উপদ্বীপে কবিতার এ সময়টা ছিল খুবই দুর্বল যুগ। সে সব কবিতা আরবগণ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেনি এবং তার রিওয়ায়াত অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও প্রসার লাভ করতে পারেনি।[২০] আর হয়তোবা এ কারণেই উক্ত উষালগ্ন তথা সূচনা পর্বের কবিতা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি। সূচনা পর্বের কবিতা অর্থাৎ গোত্রের অভ্যন্তরীন বিষয় নিয়ে, তার বিশেষ লাহজায় এবং সীমিত গণ্ডিতে কবিতা রচনার ধারা বলবৎ ছিল ৪র্থ শতকের মধ্যভাগ থেকে পঞ্চম শতকের শেষভাগ পর্যন্ত। এ সময়কালের কবিতা ছিল দু'টি অথবা তিনটি বয়ত বিশিষ্ট খণ্ড ও সংক্ষিপ্ত কবিতা। যার ওযন ছিল গদ্যের কাছাকাছি 'রাজায'-এর ন্যায়। তা হত ব্যক্তি দর্শন বা জীবন সম্পর্কিত কবির ব্যক্তিগত দর্শন ও মতামত। অথবা গোত্রের মতামত ব্যক্ত হত কবির ভাষায়। আবূ 'উবায়দাঃ বলেন, কবি রাজায ছন্দে দুই বা তিনটি বয়তে তার কবিতা রচনা করত। যখন যুদ্ধ বাঁধত অথবা কারো নিন্দাবাদ করত অথবা গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করত।[২১] এ সময়ে যে কেবলমাত্র রাজায ছন্দই প্রচলিত ছিল তাও ঠিক নয় বরং বলা যায় কবিতা سجع-এর নিকটবর্তী ছিল। ব্রকেলম্যান্ন বলেন,আরবীর প্রাচীন শৈল্পিক রূপ ছিল سجع অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ গদ্য যা ওযনবিহীন। য়ামানী প্রত্নতত্ত্বে বুঝা যায় যে তারা কাফিয়াঃ ব্যবহার করত।[২২]

---

১৯. রাশীদ ইউসুফ 'আতাউল্লাহ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবিয়্যা, ১খ. পৃ. ২৯-৩১।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; আল-উমদা, ১খ. পৃ. ৫৬।

২২. ড. সায়্যিদ হানফী হাসনায়ন, আল-শি'রুল জাহিলী (কায়রো : আল-হায়'আতুল-মিসরিয়্যা আল-'আম্মা, ১৯৭১ খৃ.), পৃ. ২৫; ব্রকেলম্যান্ন, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, (কায়রো : দারুল-মা'আরিফ ১৯৮৩ খৃ.), ৫ম সং., ১খ, পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যদি জাহিলী যুগের উওরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং মুখে মুখে আবৃত্তিকৃত কর্মোদ্দীপক সঙ্গীত বা বৃষ্টি প্রার্থনার গান অথবা যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের গান নিয়ে গবেষণা করি তাহলে তখনকার যুগে কবিতার কি ধারা ও ঢং ছিল তা অনুধাবন করা সহজ হবে। যদিও এ ধরনের কবিতা থেকে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা বিলম্বে পৌঁছার কারণে তার ভাষা শুদ্ধ। বর্ণিত আছে যে,রাসূল (স.)-এর পঞ্চম পূর্ব পুরুষ কুসায়্যি ইব্ন কিলাব যখন হাজীদের পানি পান-এর সুবিধার্থে মক্কায় একটি কূপ খনন করেন তখন তার নাম রাখেন 'আজূল (عجول)। সে সম্পর্কে তিনি কয়েকটি রাজায ছন্দ আবৃত্তি করেন। যা হল ঃ

تروي علي العجول ثم تنطلق　　قبل صدور الحاج من كل أفق

إن قصيا قد وفى وصدق　　بالشبع للناس وريّ مغتبق[২৩]

"আজূলের কাছ থেকে আমরা পানি পান করি। অতপর আমরা চলে আসি সকল দিগন্ত হতে হাজীগণ আগমনের পূর্বেই। কুসায়্যি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে এবং মানুষের (সকল সময়ের) পরিতৃপ্তি (বিশেষত) সন্ধ্যাকালে পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সত্য ও সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে।"

এমনিভাবে বেদুঈন মহিলাগণ যুদ্ধের দিন অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আবৃত্তি করত ঃ

إن تقبلوا نعا نق　　ونفرش النمارق

أوتدبروا نفارق　　فراق غير وامق[২৪]

"তোমরা যদি সম্মুখে আগুয়ান হও তবে আমরা আলিঙ্গন করব এবং শয্যা বিছেয়ে দেব। আর যদি পিছু হটো তাহলে আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব প্রেম ভালবাসাহীনদের ন্যায়"।

বর্ণিত আছে যে, এ গীতটি হিন্দ বিন্ত 'উতবা ও অন্যান্য কুরায়শ রমনীগণ উহুদ যুদ্ধের সময় কোরাস আকারে গেয়েছিল।

এমনিভাবে আরব কবিগণ শুদ্ধ ও প্রচলিত ধারায় কবিতা রচনার যুগ পর্যন্ত একটি বিষয় নিয়ে খণ্ড কবিতা রচনা করতে থাকে। তাই বলা যায় কবিতার প্রথম পদক্ষেপ হল মিলযুক্ত গদ্য। সেখান থেকে রাজায ছন্দের প্রচলন হয়। সেখান থেকে সৃষ্টি হয় খণ্ড কবিতার। সেখান থেকে কবিগণ উত্তীর্ণ হন কাসীদা রচনায়। অতপর তারা প্রবৃত্ত হন দীর্ঘ কাসীদা রচনায়।

কবিতার পরবর্তী ধারা সম্পর্কে ইব্ন সাল্লাম বলেন ঃ

জাহিলী কবিতা ছিল রাবী'আ গোত্রের মধ্যে। তাদের প্রথম হল মুহালহিল (মৃ. ৫৩১ খৃ.), সা'দ ইবন মালিক, তারাফা ইবনুল 'আবদ (মৃ. হি. পূ ৬২/৫৬০ খৃ), মুরাক্কিশ আল-আকবার

২৩. প্রাগুক্ত ; আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, সম্পা. E. J. Brill, (Leiden : 1968), পৃ. ৪৮।

২৪. ড. হাসনায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; তারীখুত-তাবারী, ২খ, পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

(মৃ. হি. পূ. ৭০/খৃ. ৫৫২), মুরাক্কিশ আল আসগার (মৃ. হি. পূ. ৫০), 'আমর ইবন কামী'আ (হি. পূ. ৮৫-১৮০/ খৃ. ৫৩০-৪৩৯), হারিছ ইবন হিল্লিযাহ (হি. পূ. ৫০/৫৬৯), মুতালাম্মিস (হি. পূ. ৫০/৫৬৯), আ'শা (হি. ৭/খৃ. ৬২৯) ও মুসক্বিব ইবন 'আলস। এরপর কবিতা কায়স-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তম্মধ্যে নাবিগা যুবইয়ানী (মৃ. ৬০৪ খৃ.), যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা (হি. পূ ১৩/খৃ. ৬০৯), 'আবদুল্লাহ ইবন গাতাফান থেকে তৎপুত্র কা'ব (মৃ. ২৪/ ৬৪৪), লাবীদ (মৃ. হি.৪১/৬৬১), নাবিগা জা'দী (মৃ. ৫৮হি./৬৭৭ খৃ.), হুতাই'আঃ (মৃ. ৬৭৮ খৃ.?), শাম্মাখ (৩০ হি./৬৫১) মুযাররিদ, খিদাশ ইবন যুহায়র। এরপর তা তামীম গোত্রে চলে আসে। আজ পর্যন্ত সেখানেই আছে।[২৫]

আরবী কবিতার উপাদান

আরবী কবিতা আরবদের সামগ্রিক এক জীবনালেখ্য। আরব জীবনের সার্বিক দিক এতে বিধৃত হয়েছে। ফুটে উঠেছে তাদের জীবনের সকল দিক ঠিক স্বচ্ছ আয়নার ন্যায়। নিত্য জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-ঠাট্টা, ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ তথা জীবন চলার পথের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই মূর্তরূপে আবির্ভূত হয়েছে তাদের কবিতায়। তাই বলতে গেলে গোটা জীবনটাই তাদের কবিতার উপজীব্য ও উপাদান । সে হিসেবে তাই এর উপাদান বহুবিধ। অবশ্য প্রাচীন আরবী কাব্য যেহেতু বেদুঈন যাযাবরদের সৃষ্টি, তাই তা-যে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখেরই অভিব্যক্তি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সুতরাং তখনকার কাব্যের বিষয়বস্তুতে দেখা যায় বেদুঈনদের যাযাবর জীবন প্রবাহের গতি-প্রকৃতি, 'হুদা' ও 'কাসাস' বা গীতি কবিতার প্রাধান্য। আরবী কাব্যের উপাদান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ঃ

১. গৌরব (فخر),
২. বীরত্ব (حماسة),
৩. প্রশংসা (مدح),
৪. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (هجا،),
৫. র্ভৎসনা (عتاب),
৬. শোক (مرثية),
৭. প্রেম-প্রীতি (غزل),
৮. বর্ণনা (وصف),
৯. জ্ঞানগর্ব নীতিবাক্য (حكمة) প্রভৃতি।

উদাহরণ সহ যার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(ক) গৌরব (فخر) ঃ নিজের, পরিবারের এবং স্ববংশের গর্ব-অহংকার বর্ণনা করে রচিত হয়েছে যে সব কবিতা-তাই গৌরব-গাঁথা (فخر) মূলক কবিতা বলে খ্যাত।

আরবগণ বিশ্বের সুপ্রাচীন একটি জাতি। তাদের রয়েছে গর্ব করার মত ঐতিহ্য। তাই তারই প্রভাবে আত্মগৌরব ও বংশগৌরব তাদের একটি মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়। প্রায় প্রত্যেক

২৫. ইব্ন সাল্লাম, তাবাকাতুশ শু'আরা, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

কবিই তার কবিতায় নিজের এবং নিজ পরিবার ও বংশের গৌরব অত্যন্ত ওজস্বী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যথা ঃ মু'আল্লাকর অন্যতম কবি, তাগলিব বংশীয় কবি 'আমর ইব্ন কুলছূম নিজ বংশ ও গোত্র সম্পর্কে গর্ব করে বলেন ঃ

فهل حدثت في جشم بن بكر بنقص في خطوب الاولينا
ورثنا مجد علقمة بن سيف اباح لنا حصون المجد دينا
ورثت مهلهلا والخيرمنه زهيرا نعم ذخر الذاخرينا
وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراب الاكرمينا
وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمي ونحمي لملتجينا .
ومنا قبله الساعي كليب فاي المجد الا قد ولينا

"পেয়েছ কি শুনতে কভু জুশম[২৬] তনয় বকর কূলে
কেলেঙ্কারীর খোঁটা কোনো তাদের অতীত পুরুষ তুলে?
সাইফ তনয় আলকামা[২৭] যে কেল্লা লুটে আসলো গুনের,
লাভ করেছি আমরা সবে মান-মহিমা তাদের খুনের।
মুহলহিলের[২৮] কীর্তি যশের অধিকারী আমরা এখন,
জোহাইর[২৯] বটে তারও বাড়া মান গরবে শ্রেষ্ঠ সে ধন।
আততাবেরই[৩০] কীর্তিরাশি বিরাজ করে মোদের কূলে,
কুলসুমেরই সব মহিমা সব নিয়েছি মাথায় তুলে।
বীর-বুরাতের[৩১] কীর্তিকথা জানতে তোমার নেইকো বাকী,
সেই বলেতে আমরা বলী বিপন্নেরে আগলে রাখি।
পূর্বে তারও কুলাইব ছিল মোদের মাঝে যশের খনি।
তাইতো বলি আমরা সব কোন গরবে নইকো ধনী?[৩২]

(খ) বীরত্ব (حماسة) ঃ যুদ্ধেক্ষেত্রে বা ডাকাতি ও লুটপাটের ক্ষেত্রে নিজের এবং স্বীয় বংশের যে বীরত্ব প্রকাশিত হত তারই বর্ণনায় রচিত কবিতাগুলি বীরত্বগাথা (حماسة) নামে খ্যাত। আরব

২৬. জুশম ইব্ন বাকর-কবির সগোত্র তাগলিব-এর জনৈক সর্দার।
২৭. 'আলকামা ইব্নে সাইফ-তাগলিব গোত্রের জনৈক খ্যাতনামা প্রধান।
২৮. আলোচ্য কবিতার কবি 'আমর ইব্ন কুলছূমের নানা।
২৯. যুহায়র-কবির উর্ধতন পিতৃপুরুষ।
৩০. কবির দাদা।
৩১. বুররা, তাগলিব গোত্রের জনৈক সর্দার।
৩২. কাব্যানুবাদ ও টীকা, মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সব-উল-মু'আল্লাকাত, সম্পা. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ. ১৮৩-১৮৮ ; আরবী কবিতা দ্রষ্টব্য কবির মু'আল্লাকা শ্লোক নং ৬০-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

জাতি বীরের জাতি। গোত্রে গোত্রে তাদের সর্বদা লড়াই-ঝগড়া লেগেই থাকত। আর সে লড়াইয়ে নিজের ও স্বগোত্রের বীরত্বের বর্ণনা ফলাও করে তুলে ধরত কবিগণ তাদের কবিতার মাধ্যমে। যেমন ঃ জাহিলী যুগের কবি ফিন্‌দ আয-যিম্মানী[৩৩] (মৃ.হি. পূ. ৯২/ খৃ.৫৩০) বাসূস যুদ্ধের সময় ময়দানের চিত্র ও নিজদের বীরত্বের কথা উল্লেখ করে আবৃত্তি করেন ঃ

فلما صرح الشر فأمسي وهو عريان
ولم يبق سوي العدوا ن دناهم كما دانو
مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان
بضرب فيه توهين وتخضيع و اقران[৩৪]

"যখন খোলামেলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আর তাদের অত্যাচারের প্রতিদান দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। তখন তারা যে আচরণটি করেছিল,আমরা সেরূপ আচরণ করলাম। আমরা সিংহের চালে চললাম, সকাল বেলা যখন সে সিংহ থাকে ক্রোধান্বিত। তাদেরকে আমরা এমন মার দিলাম যাতে ছিল অপদস্থতা, তাদেরকে দুর্বল করে দেয়া এবং আনুগত্য লাভ করা"।

এছাড়া নির্জন মরুভূমির পথে-প্রান্তরে তারা লুটতরাজ করে ফিরত। আর তা করতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হলে বেঁধে যেত লড়াই। সেক্ষেত্রে কীরূপ বীরত্ব প্রকাশ পেত তার বর্ণনাও কবিতার মাধ্যমে অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিগণ। যথা ঃ মালিক ইবনুর-রায়ব[৩৫] বলেন ঃ

خذها وإني لضراب إذا اختلفت أيدي الرجال بضرب يختلي البصلا [৩৬]

"লও এ আঘাত, (আর জেনে রেখ) সহযোদ্ধারা যখন পরস্পরে পরস্পরকে আঘাত করে তখন সে (রনোম্মাদনাময় মুহূর্তে) আমি এমন প্রচণ্ড আঘাতকারী, যে আঘাত লৌহ-শিরস্ত্রাণকে পর্যন্ত কেটে ফেলে"।

জাহিলী যুগের কবি শানফারা আযদী[৩৭] শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ঘোর অন্ধকার রজনীতে চোরা

৩৩. জাহিলী যুগের একজন প্রাচীন কবি। তার প্রকৃত নাম শাহ্‌ল ইব্‌ন শায়বান ইব্‌ন মালিক আল-হানাফী। ইয়ামামার বাক্‌র ইব্‌ন ওয়া'ইল গোত্রে জন্ম। তিনি ছিলেন স্বগোত্রের নেতা এবং নামকরা ঘোড়সওয়ার। তার কবিতা সরল ও প্রাঞ্জল। তাতে কোন দুর্বোধ্য শব্দ নেই। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং শতাধিক বৎসর বয়সে হি. পূ. ৯২/খৃ. ৫৩০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। 'উমর ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১০০-১০১।

৩৪. আবূ তাম্মাম, দীওয়ানু'ল-হামাসা,(দেওবন্দ : ইউ. পি., তা. বি.), পৃ. ৪-৫; মুহাম্মদ আল খাদারী, মুহাযযারুল-আগানী, (মিসর : মুসাহামা মিসরিয়্যাঃ তা, বি.) ১খ, পৃ. ১৬৫।

৩৫. উমায়্যাঃ যুগের একজন অখ্যাত কবি। তামীম গোত্রে জন্ম। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, সাহিত্যিক ও সাহসী বীর। হিজাযের গভর্নর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ (মৃ. ৭১৪ খৃ.)-এর هجو করে কবিতা রচনা করেন। হাজ্জাজ-এর ভয়ে দীর্ঘদিন তিনি পলাতক ছিলেন। অতপর বসরা ও কূফার গভর্নর বিশর ইব্‌ন মারওয়ান তাকে নিরাপত্তা দেন। তিনি খুরাসানে সা'ঈদ ইব্‌নুল 'আস-এর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। আল-মারযুবানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।

৩৬. ডঃ 'আবদুল হালীম হাফনী, শি'রুস-সা'আলীকঃ মানহাজুহু ওয়া খাসাইসুহু, (মিসর : মাতাবি' আল হাইআতুল-মিসরিয়্যা-আল 'আম্‌মাঃ ১৯৭৮ খৃ.) পৃ. ২৬৬-২৬৭।

৩৭. শানফারা আযদীর পরিচিতি দ্র. পঞ্চম অধ্যায়, টীকা নং ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

গোপ্তা হামলা চালিয়ে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা তার কাব্যে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ

دعست علي غطش وبغش وصحبتي سعار وارزيز و وجر وأفكل
فأ يمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأ ت والليل أليل[৩৮]

"ঘোর অন্ধকার ও হাল্কাবৃষ্টির মধ্যে আমি রওয়ানা হলাম। আর আমার সঙ্গী ছিল তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা, হাঁড় কাঁপানো শীত, ভয় ও ত্রাস। অতপর আমি বহু মহিলাকে বিধবা বানিয়ে এবং বহু সন্তান সন্ততিকে ইয়াতীম বানিয়ে তেমনি নিরুপদ্রবে ও নির্বিঘ্নে ফিরে এলাম যেমন ভাবে যাত্রা শুরু করেছিলাম ; আর রাত্র ছিল তখন ঘোর অন্ধকারময়।"

(গ) প্রশংসামূলক কবিতা (مدح) ঃ এটা হল, কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের বা মর্যাদাবান ব্যক্তির বা প্রেমাস্পদের উত্তম গুণ সমূহের উল্লেখ করে কবিতা রচনা করা। যেমন তার বুদ্ধি, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বীরত্বের (رجاحة) উল্লেখ করা। আল্লাহ প্রদত্ত গঠন প্রকৃতির প্রশংসা করেও যথা সৌন্দর্য ও সুঠাম দেহের উল্লেখ করে এ জাতীয় কবিতা রচনা করা হত। নাবিগা, আ'শা ও যুহায়র এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেন।[৩৯]

প্রশংসামূলক কবিতা আরবী কাব্যের বিরাট একটি স্থান দখল করে আছে। আরব কবিগণ বেশীর ভাগই ছিলেন দরিদ্র। তাই তারা পরিতোষিকের আশায় বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের দরবারে গিয়ে তাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। রাজা-বাদশাহগণ তাদের কবিতায় সন্তুষ্ট হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করতেন। কখনো বা মোটা অংকের এককালীন সম্মানী এবং সাথে সাথে বাৎসরিক ভাতাও দিতেন। যেমন যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা স্বীয় গোত্রের প্রশংসা করে রচনা করেছেন ঃ

وفيهم مقامات حسان وجو ههم واندية ينتابها القول و الفعل
وإن جئتهم ألفيت حول بيو تهم مجالس قد يشفي باحلامها الجهل
علي مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة و البذل
سعي بعد هم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يليسوا و لم يالو [৪০]

"তাদের মধ্যে সুন্দর চেহারার সুদর্শন দল রয়েছে এবং এমন পরামর্শ সভা রয়েছে, যেখানে কথা কাজ একটার পর একটা প্রকাশিত হতে থাকে।তুমি যখন তাদের কাছে যাবে তখন তাদের গৃহের চারপাশে এমন সভা অনুষ্ঠিত হতে দেখবে, যা স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা মূর্খতার বিলোপ

৩৮. লামিয়াতুল-'আরাব লিশ্ শানফারা, সম্পা. 'আবদুল হালীম হাফনী, (মিসর : মাকতাবাতুল-আদাব, তা.বি.), পৃ. ৪২-৪৩।

৩৯. আহমাদ ইসকানদারী ও মুসতাফা 'ইনানী, আল-ওয়াসীত ফিল-আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি, (মিসর : মাতবা'আতুল মা'আরিফ, ১৩৪৭/১৯২৮),'৭ম সং, পৃ. ৪৮।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩; হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সাধন করে। তাদের নিকট যে মেহমান গমন করে, ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর তার মেহমানদারীর ভার পড়ে। আর দরিদ্রের উপর দায়িত্ব থাকে মেহমানদের সাথে সদালাপ ও নম্র ব্যবহার করার। তাদের পর অন্য লোকে তাদের সে সম্মান ও মর্যাদা পাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা তা পারেনি। অথচ তারা তা করতে গিয়ে কোন পথ ও পন্থা বাকী রাখেনি। তবে এ ব্যাপারে তাদেরকে তিরস্কার করা যায় না।"

রাসূল (স.)-এর সভাকবি (شاعر الرسول) হাস্‌সান ইবন ছাবিত[৪১] (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গাস্‌সানী রাজার দরবারে যাতায়াত করতেন এবং তার প্রশংসা করে বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন লাভ করতেন। উক্ত গাস্‌সানী রাজা জাবালা ইব্‌নুল-আয়হাম (মৃ. ৬৪৪ খৃ.)-এর প্রশংসা করে তিনি বলেন ঃ

أولاد جفنة عند قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل
يغشون حتي ما تهر كلا بهم لا يسألون عن السواد المقبل
يسقون من ورد البريص عليهم بردي يصفق بالرحيق السلسل
بيض الوجوه كريمة أحسابهم ثم الانون من الطراز الأول[৪২]

"তিনি জাফনা বংশের সন্তান। তাদের পিতার কবরের কাছে সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত পুত্রের কবর। তাদেরকে ঢেকে রাখা হয়েছে এমনকি যখন তাদের সারমেয়গুলো ঘেউ ঘেউ করে তখন তারা আগত অন্ধকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে না (অর্থাৎ বিপদাপদকে তারা মোটেই ভয় করে না)। যারা তাদের কাছে গমন করে তাদেরকেই তারা 'বারীস' ও 'বারাদ' (দামেস্কের সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ ঝর্ণা)-এর পানি পান করায়, যা পরিষ্কার ও সুমিষ্ট পানিতে ভরপুর। তারা শুভ্র সমুজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, তাদের বংশ অভিজাত ও সম্মানিত। প্রাচীনকালের মানুষের মত আত্ম-গৌরবসম্পন্ন বীরপুরুষ।"

(ঘ) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসা (هجاء) ঃ কোন লোকের বা কোন বংশের দোষ বর্ণনা এবং তাদের সৎ ও উত্তম গুণাবলী অস্বীকার করে যে কবিতা রচনা করা হয় তাই হল هجاء বা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। আরব জাতি ছিল খুবই আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি। তাই বিন্দুমাত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা কুৎসা তাদের কাছে তীর তরবারীর চেয়েও ভয়ঙ্কর আঘাত বলে মনে হত। যেমন রাসূল (স.) হযরত হাস্‌সান-কে কুরায়শদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসার উপযুক্ত জবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ لهذا اشد عليهم من وقع النبل [৪৩]

"নিশ্চয়ই তা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপের চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে।"

---

৪১. হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর পরিচিতি দ্র. পঞ্চম অধ্যায়, টীকা নং ৩৩।

৪২. হান্না ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, (বৈরুত : মাতবা'আ আল-বু'সা তা. বি.), পৃ. ২৩৪; জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগাতিল-'আরাবিয়্যা, ১খ. পৃ. ১৪৯-১৫০।

৪৩. ডঃ শওকী দায়ফ, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), ১২শ সং, ২খ. পৃ. ৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আরব দেশে গোত্রে গোত্রে লড়াই-ঝগড়া সর্বদা লেগেই থাকতো। সেক্ষেত্রে এ জাতীয় কবিতা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করতো। কবিতার মাধ্যমে কবি যখন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ বা ভীতি প্রদর্শন করত তখন তা সত্যিই মারাত্মক বলে বিবেচিত হত। বিরাট জাঁক-জমক পূর্ণ অনুষ্ঠান করে এসব কবিতার আবৃত্তি শ্রবণ করা হত । প্রথম দিকে আরবগণ هجاء কাব্যে কোনরূপ অশালীন ভাষা ব্যবহার করত না। বরং উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা হত এবং তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হত। যেমন যুহায়র হিস্‌ন গোত্রের ব্যঙ্গ (هجاء) করে বলেন ঃ

وما أدري ولست اخال ادري أقوم ال حصن أم نساء[৪৪]

"আমি জানিনা এবং ধারণাও করতে পারিনা যে, হিস্‌ন বংশধরেরা কি একটি (পুরুষ) জাতি, না তারা সব মহিলা!"

কুরায়ত ইব্‌ন উনায়ফ[৪৫] তার কওমকে ব্যঙ্গ (هجو) করে বলেন ঃ

ولكن قومي وإن كانوا ذووعدد ليسوا من الشر في شي،

يجزون من ظلم أهل الظلم ومن إساءة أهل السوء إحسانا[৪৬]

"কিন্তু আমার গোত্র যদিও তারা সংখ্যায় অগণিত কিন্তু লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কোন কাজেরই না। তারা (এতই ভীরু যে) অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের নিপীড়নের বিনিময় দেয় দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা"।

পরবর্তীকালে এতে গালি-গালাজ ও অশ্লীল বাক্যের সূচনা হয়।[৪৭] উমাইয়া যুগে এই هجاء মূলক কবিতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় জারীর (মৃ. ৭৩৩ খৃ.), আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খৃ.) ও ফারাযদাক (মৃ. ৭৩৩ খৃ.) প্রমুখ শক্তিমান কবির দ্বারা। তখন সৃষ্টি হয় نقائض জাতীয় কবিতা যা هجاء জাতীয় কবিতারই উৎকর্ষিত রূপ। যথা আল-আখতাল[৪৮] জারীর ও তার গোত্রকে هجو করে রচনা করেন ঃ

فلاوأبيك ما يستطيع قوم إذا لم ياخذوا منا حبالا

عداوتنا وإن كثروا وعزوا ولا يثنون أيدينا الطوالا

وما اليربوع محتضنايديه بمغن عن بني الخطفي قبالا[৪৯]

---

৪৪. আহমাদ ইসকানদারী, আল ওয়াসীত, পৃ. ৪৮।

৪৫. একজন 'আরব কবি। বানুল-'আম্বার গোত্রে জন্ম। শায়বান গোত্রের লোকজন তার ৩০টি উট ছিনিয়ে নেয়। স্বগোত্রের সাহায্য না পেয়ে তিনি মাযিন গোত্রের দ্বারস্থ হন। তারা শায়বান গোত্রের একশত উট ছিনিয়ে এনে কবিকে দিয়ে দেয়। সে সম্পর্কে তিনি কবিতা রচনা করেন। যার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়ত দু'টি।

৪৬. আহমাদ আল ইসকানদারী, আল-ওয়াসীত, পৃ. ৫৪ ; আবূ তাম্মাম, দীওয়ানুল-হামাসা (দেওবন্দ : ইউ. পি, মাকতাবাঃ ই'যাযিয়াঃ তা.বি.), পৃ. ১২।

৪৭. আহমাদ ইসকানদারী, আল ওয়াসীত, পৃ. ৪৮।

৪৮. আল-আখতাল-এর পরিচিতি দ্র. ষষ্ঠ অধ্যায়, টীকা নং ৮।

৪৯. আল আখতাল, দীওয়ান (বৈরুত : তা. বি.), পৃ. ১৬৩-১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

"না, তোমার পিতার কসম! কোন জাতি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ না হয় ততক্ষণ তারা কিছুই করতে সক্ষম হয় না। আমাদের শত্রুরা যদিও অনেক বেশী এবং শক্তিশালী হয় তারা আমাদের লম্বা হাত ফিরাতে পারবেনা। সম্মুখের হাত গুটিয়ে চলা ইঁদুর (জারীর) খাতাফা গোত্রের পক্ষ থেকে জুতার ফিতার ন্যায় এতটুকু উপকারীও নয়।"

(ঙ) ভর্ৎসনা (عتاب) ঃ هجاء জাতীয় কবিতারই আর একটু কঠোর রূপ। অর্থাৎ কবিগণ তাদের বিপক্ষীয় লোকজন ও গোত্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসা বর্ণনা করত এবং তাদের কীর্তি-কর্মের জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করত। যথা জাহিলী কবি যু'ল-ইসবা' 'আদওয়ানী[৫০] তার চাচাতো ভাইকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

لاه ابن عمك لا افضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني

ولا تقوت عيالي يوم مسغبة ولا بنفسك في العزا، تكفيني[৫১]

"হে আমার পিতৃব্যপুত্র! (আল্লাহর ওয়াস্তে) একটু চিন্তা কর যে, এ বাড়াবাড়ি কেন? না তুমি বংশ মর্যাদায় আমার থেকে উপরে, আর না তুমি আমার প্রভু ও প্রতিপালক যে তুমি আমাকে অপদস্থ করবে। না তুমি আমার পরিবার পরিজনকে ক্ষুধায় আহার্য দাও, আর না তুমি আমার কোন ভীষণ বিপদাপদে সাহায্য কর"।

(চ) শোকগাথা (رثاء) ঃ স্বজন হারাবার বিয়োগ ব্যথা থেকেই এ জাতীয় কবিতার সৃষ্টি। মৃতের গুণাগুণ,তার ঘটনা বহুল জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ প্রভৃতি নিয়ে রচিত হয় এ শ্রেণীর কবিতা। মৃত ব্যক্তির স্বজনেরা দুঃখ ও আফছোস জাহির করতঃ বিলাপ করে করে আবৃত্তি করে এসব কবিতা। তারা এতে তার বিয়োগে মুসীবত ও বিপদাপদের কথাও উল্লেখ করে[৫২]। এ শ্রেণীর কবিতা রচনায় মহিলা কবিগণেরই প্রাধান্য ছিল বেশী। মহিলা কবি খানসা এ বিষয়বস্তুতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ভ্রাতা সাখর ও মু'আবিয়ার অকাল মৃত্যুতে রচিত তাঁর শোকগাঁথাগুলি আরবী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন কবি আল-মুহালহিল ইব্ন রাবী'আঃ তার ভাই কুলায়ব যিনি বাসূস যুদ্ধে নিহত হন তাঁর বিয়োগে যে শোকগাঁথা রচনা করেন তা ইতোপূর্বে উল্লিখিত 'আরবী কবিতার উৎপত্তি' অংশে দ্রষ্টব্য।

---

৫০. জাহিলী যুগের একজন কবি। যু'ল-ইসবা' তার উপাধি। প্রকৃত নাম 'হুরছান'। ইয়াশকুর ইব্ন 'আদওয়ান গোত্রের শাখা বানূ জারব ইব্ন 'আমর-এর জন্ম। কথিত আছে যে, একদা একটি সাপ তাকে দংশন করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলে এজন্য তাকে যু'ল-ইসবা' (অঙ্গুলীধারী) বলা হয়। ভিন্নমতে তার পায়ে একটি আঙ্গুল বেশী ছিল এজন্য তাকে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা হয়। যু'ল-ইসবা' ছিলেন একজন খ্যাতিমান অশ্বারোহী। তার সম্পর্কে বহু বীরত্বপূর্ণ ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। হি. পূ. ২৫/খৃ. ৫৯৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই গর্ব, বীরত্ব গাথা ও হিকমত সম্পর্কিত। 'উমর ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৬৫-৬৬।

৫১. হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ. ৪০; 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৬৬।

৫২. আহমাদ ইসকানদারী, আল-ওয়াসীত, পৃ.৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রাতা সাখর স্মরণে খানসা[৫৩] (রা.) রচিত শোকগাথার দু'টি বয়ত এরূপ ঃ

أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى

ألا تبكيان الجريئ الجميل ألا تبكيان الفتي السيدا [৫৪]

"হে আমার চক্ষুদ্বয়! বেশী করে অশ্রু ঝরাও, শুকিয়ে যেওনা। দান-দক্ষিণার মূর্ত প্রতীক সাখ্‌র-এর জন্য কি তোমার অশ্রু প্রবাহিত করবে না? তোমরা কি কাঁদবেনা সুদর্শন বীর যোদ্ধার জন্য? কাঁদবেনা যুবক নেতার জন্য?"

(ছ) প্রেম-প্রীতির কবিতা (غزل) ঃ গযল তথা প্রেম-প্রীতি, প্রিয়ার স্মৃতিচারণ প্রভৃতি আরবী কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং প্রাচীন ধারা। খ্যাতিমান কবিগণ প্রায় সকলেই এ ধারায় কবিতা শুরু করেছেন। কবি তার কাসীদা কবিতার প্রথমাংশে সাধারণতঃ প্রণয় সংক্রান্ত বর্ণনা দিয়ে থাকেন। প্রেয়সীর বাসভবনের ধবংসাবশেষের কাছে দাঁড়িয়ে তার প্রেমের স্মৃতিচারণ করেন। মু'আল্লাকার কবিগণ প্রায় সকলেই এ ধারায় তাদের কবিতা রচনা করেছেন। যথা ইমরুউ'ল-কায়েস বলেছেন ঃ

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوي بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمه لما نسجتها من جنوب وشمال

تري بعر الارام في عرصاتها و قيعانها كأنه حب فلفل

كأني غداة البين يوم تحملوا لدي سمرات الحي ناقف حنظل[৫৫]

---

৫৩. একজন মহিলা সাহাবী ও খ্যাতিমান মহিলা কবি। প্রকৃত নাম তুমাদির বিন্‌ত 'আমর ইবনুশ-শারীদ। খানসা তাঁর উপাধি। নজদ-এর মুদার গোত্রের শাখা মুযায়নাঃ গোত্রে আনু. ৫৭৬ খৃ. জন্ম। পিতা 'আমর ইবনুশ-শারীদ এবং মু'আবিয়াঃ ও সাখর নামে দুই ভাই স্বগোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি প্রথম প্রথম দু'একটি খণ্ড কবিতা রচনা করেন। অতপর পিতা শত্রু গোত্র কর্তৃক নিহত হন। ভ্রাতা মু'আবিয়াঃ আসাদ গোত্রের হাতে নিহত হন। তার প্রতিশোধ নিয়ে গিয়ে অপর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাখরও নিহত হন। পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের এই অকাল মৃত্যু তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এখান থেকেই তাঁর দীর্ঘ কবিতা রচনা শুরু। তাদের স্মরণে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বিরাট বিরাট শোকগাথা রচনা করেন। হিজরতের পর স্বগোত্রের সাথে আপন পুত্রসহ মদীনায় আগমন করত রাসূল (স.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে (৬৩৭ খৃ.) তার চার পুত্র শহীদ হন। কিন্তু তিনি অশেষ ধৈর্যের পরিচয় দেন। কবিতার গেলবতা, শব্দের প্রাঞ্জলতা এবং সুরের ব্যঞ্জনা ও মাধুর্যের ক্ষেত্রে কোন মহিলা কবি তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। কোন কোন সময় এসব ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতনামা পুরুষ কবিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। নাবিগা, জারীর ও বাশ্‌শারের মতে তিনি পুরুষদের থেকেও ভাল কবিতা রচনা করতেন। ২৪/৬৬৪ সালে ৮৯ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। ১৮৮৮ খৃ. বৈরুতে তার দীওয়ান প্রকাশিত হয়। আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা : ইফাবা ১৯৯৫ খৃ.), ১ম সং. পৃ. ৭৩-৭৯।

৫৪. হাসান যায়্যাত, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, পৃ. ১৫০।

৫৫. মু'আল্লাকা, শ্লোক, ১-৪, মুখতার 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ 'আলী, আত-তাওদীহাত, (দেওবানদ, ইউ. পি. : কুতুব খানায়ে ইমদাদিয়া, তা. বি.), পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

"দাঁড়াও যুগল বন্ধু! কাঁদি প্রিয়া ও তার বাস্তু স্মরি,
'হামলা' 'দাখুল' বালির টিলায় ভিটে যে তার রইলো পড়ি।
'তুজি'-'মাকরা'র মধ্যে আজো চিহ্ন যে তার মুছলো না হায়,
জমায় বালু দখনে হাওয়া সরায় পুনঃ উত্তরে বায়।
দেখরে চেয়ে ছড়িয়ে আছে আমার প্রিয়ার আঙনে যেন,
চলে যাওয়া সফেদ মৃগের পুরীষ যত পিপুল হেন।
সেই বিচ্ছেদের বিষাদ মাখা উষায় যেদিন চললো তারা
দাঁড়িয়ে ছিলাম বাবুল-তলায় ঝরলো আঁখি অঝোর ধারা"।[৫৬]

(জ) বর্ণনা মূলক (الوصف) ঃ কোন জিনিসের আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যে কবিতা রচিত হয়েছে তাই হল الوصف-জাতীয় কবিতা। এ ধরণের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বাস্তব ভিত্তিকও হতে পারে, আবার রূপকও হতে পারে। যেন কবি তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন অথবা অনুভব করছেন। নৈসর্গিক বর্ণনা, প্রাকৃতিক বিশেষ দৃশ্য ও বিশেষ মুহূর্তের বর্ণনা, প্রেয়সীর কাছে পৌঁছাবার বাহন তথা উট ও ঘোড়ার বর্ণনা, মরুভূমির শ্যামল প্রান্তরের বর্ণনা প্রভৃতি বিষয় অতি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন কবি তাদের কবিতার মাধ্যমে। যথা মু'আল্লাকার কবি 'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (মৃ. আনু. ৫৯৮খৃ.) প্রেয়সীর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন রূপকের মাধ্যমে। আর সে বর্ণনায় প্রাকৃতিক শোভার এক মোহনীয় দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন ঃ

أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم
جادت عليها كل بكرحرة فتركن كل قرارة كالدرهم
سحا وتسكابا فكل عشية يجري عيها الماء لم يتصرم
وخلا الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم[৫৭]

"কিংবা ঘন বাদল ধারায় শ্যামল বীথি গজিয়ে ওঠা
নেই তাহাতে চিহ্ন পায়ের মলিনতার একটা ফোঁটা।
শান্ত ঘন বিজলী হারা অঝোর ধারা সেই বাদলে,
গর্ত নামা বোঝাই পানি উজ্জ্বল 'মোহর' যেমন জ্বলে।
সেই বাদলের সিক্ত ধারায় সবুজ বীথি নিত্য সাঁঝে,
বিরামবিহীন স্রোতের ধারা নেই যেন ছেদ তাহার মাঝে।

---

৫৬. অনুবাদ, মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস সব-'উল মু'অল্লকাত, পৃ. ৮২-৮৩,।

مقراة ও توضح، حومل، دخول নাজদ প্রদেশের চারটি গ্রামের নাম, এ চারটি গ্রামের মাঝখানেই কবি প্রিয়ার বাসস্থান ছিল।

৫৭. মু'আল্লাকা শ্লোক ২০-২৪, মুখতার 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ 'আলী, আত-তাওদীহাত, পৃ. ১৪১-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

নিবিড় ঘন সেই বীথিতে গুঞ্জে মিহি কণ্ঠে অতি,
শরাব নেশায় মত্ত বিভোর কণ্ঠে যেন সুরের কলি” ।[৫৮]

প্রেয়সীর কাছে পৌঁছাবার বাহন উটের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

هل تبلغني دارها شد نية لعنت بمحروم الشرابْ مصرم
خطارة غب السري زيافة تطس الاكام بذات خف ميثم[৫৯]

“হায় সাদানের উষ্ট্রী আমার! পৌছে দিত প্রিয়া ঘরে,
উষ্ট্রী চির বন্ধ্যা বরে থন থেকে তার দুধ না ক্ষরে।
ভর-রজনী চলার পরেই চপল গতি পুচ্ছ তুলে,
ক্লান্তি হারা সচল খুরে টিলার মাটি গঁড়ায় ধুলে।”[৬০]

কবিসম্রাট ইমরু'উল কায়েস তার ঘোড়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكل
مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل[৬১]

“ভোর উষাতে বেরিয়ে পড়ি, বিহগ তখন আপন ঘরে,
হ্রস্ব পশম, ক্ষিপ্র সুঠাম শিকার ধয়া অশ্বে চড়ে।
অগ্রে-পিছে, ডাইনে-বাঁয়ে তীব্র গতি একই সাথে,
ছিটকে-পড়া উপল যেন উপর হতে স্রোতের ঘাতে।[৬২]

(ঝ) জ্ঞানগর্ব নীতিবাক্য (حكمة) ঃ আরব কবিগণ ছিলেন জনগণের চোখে অনুকরণীয় আদর্শের প্রতীক। তাই কবিগণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কিছু জ্ঞানগর্ব ও নীতি বাক্য এবং উপদেশাবলী কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন। আর তা মুখে মুখে প্রচারিত হত। যথা ঃ 'আবীদ ইবনুল-আবরাস[৬৩] বলেন ঃ

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قر ين بالمقارن يقتدي
ولا ابتغي ود امرئ قل خيره وما أناعن وصل الصديق بأحيد

---

৫৮. অনুবাদ, মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সব 'উল মু'অল্লকাত, পৃ. ২০৪।
৫৯. মু'আল্লাকা শ্লোক ২৭-২৮ মুখতার 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ 'আলী,আত-তওদীহাত, পৃ. ১৪৩।
৬০. মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সাব'উল-মু'অল্লাকাত, পৃ. ২০৫।
৬১. মু'আল্লাকা, শ্লোক ৫২-৫৩, মুখতার আলী ইব্ন মুহাম্মদ আলী, আত-তাওদীহাত, পৃ. ২১।
৬২. অনুবাদ মৌলানা নুরুদ্দীন আহমদ, অস-সব'উল-মু'অল্লকাত, পৃ. ৮৯।
৬৩. 'আবীদ ইবনুল-আবরাস-এর পরিচিতি দ্র. চতুর্থ অধ্যায়, টীকা নং ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

إذا أنت حسلت المو،ون أما نة　　فانك قد أسندتها شرمسند

ولا تظهرن ود امريء قبل خيره　　وبعد بلاء المرء فالامم اواحمد[৬৪]

"কোন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করোনা (যে সে কেমন?) বরং তার সঙ্গী ও সহচর সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কারণ প্রত্যেক সঙ্গীই (কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহারে) তার সঙ্গীর অনুসরণ করে। আমি এমন লোকের ভালবাসা চাইনা, যার মধ্যে কল্যাণের মাত্রা কম, বন্ধুর মিলন থেকে আমি পৃথক নই। যখন তুমি খিয়ানতকারীর কাছে কোন আমানত রাখবে তখন তুমি যেন সে আমানতকে একজন খারাপ লোকের সাথে সম্পৃক্ত করে দিলে। কোন লোক সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে-শুনে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করোনা। কোন লোককে ভাল মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরই কেবল তুমি তার প্রশংসা বা নিন্দাবাদ করতে পারো।"

---

৬৪. আহমাদ-আল হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাঃ, তা.বি.), ৩০ তম সংস্করণ, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের আবির্ভাব কখন থেকে, ইসলাম বলতে কি বুঝায়, কি কি নৈতিক ও আদর্শিক গুণ-এর অন্তর্ভুক্ত

ইসলামের আবির্ভাব কখন থেকে ঃ اسلام আরবী শব্দ যা س ل م ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্ব ও আনুগত্য করার জন্য। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ [২]

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই দাসত্ব করবে।"

আর দাসত্বের কাজ হল, বিনা বাক্য ব্যয়ে, নির্দ্বিধায় ও নত মস্তকে স্বীয় প্রভুর আজ্ঞা পালন করা। তাই সর্বান্তকরণে, স্বেচ্ছায় আল্লাহর বিধানের প্রতি নতি স্বীকার করতে এবং আত্মসমর্পণ করতে শিখিয়েছে যে ধর্ম-সে ধর্মেরই নাম রাখা হয়েছে ইসলাম। এটাই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ও বিধান। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الاِسْلاَمُ [৩]

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দীনই হল ইসলাম।"

আর ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা দীন কেউ অবলম্বন করলে আল্লাহ তা কবূল করবেন না বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الاخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ [৪]

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত"।

তাই মানব সৃষ্টির পর থেকেই সেই ইসলামেরও যাত্রা শুরু, যা তাদের জন্য বিধান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সব নবীর যুগেই তাঁদের ধর্মের নাম ছিল ইসলাম এবং জাতি হিসেবে তারা ছিলেন মুসলিম। একথা যুগে যুগে বিভিন্ন নবীর কথা ও কাজে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন হযরত নূহ ('আ.)

১. ইব্ন মানজূর, লিসানুল-'আরাব (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), ৩খ, পৃ. ২০৮০।

২. ৫১ [আয-যারিয়াত] ঃ ৫৬।

৩. ৩ [আল-ই 'ইমরান] ঃ ১৯।

৪. প্রাগুক্ত, আয়াত ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

যাকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়-তাঁকে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ কথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [৫]

"অতপর তোমরা (তার কওম) মুখ ফিরায়ে নিলে নিতে পার, তোমাদের কাছে আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাইনি। আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর কাছে। আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।"

তবে হযরত ইবরাহীম ('আ.)-এর সময় থেকেই এ ধর্ম গ্রহণকারীদের মুসলিম নামে নাম-করণ করতে দেখা যায়। তিনিই এ নামকরণ করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هَذَا [৬]

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও।"

মহান আল্লহর ঘর কাবাশরীফ নির্মাণের সময় তিনি নিজকে ও স্বীয় পুত্র ইসমাঈল ('আ.)-কে খাঁটি মুসলিম বানাবার জন্য এবং তাঁর বংশধরকে মুসলিম জাতি করার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ [৭]

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার মুসলিম বানিয়ে দাও এবং আমাদের বংশধরদের থেকে তোমার এক মুসলিম উম্মাত করো।"

তাঁর সময়কালে যারা তাঁর দীন অনুযায়ী চলত তাদেরকে মুসলিম নামে অভিহিত করা হত। তাই হযরত লূত ('আ.)-এর পাপিষ্ঠ কওমকে ধ্বংস করার জন্য যে সকল ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা শুধু লূত ('আ.)-এর পরিবারটিকেই মুসলিম পরিবার বলে অভিহিত করেছেন। বাকী সব ছিল খোদাদ্রোহী অমুসলিম পরিবার। তারা ইবরাহীম ('আ.)-এর সাথে কথোপকথনের সময় তাই বলেছিলেন ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ [৮]

---

৫. ১০ [ইউনুস] ঃ ৮২।
৬. ২২ [হাজ্জ] ঃ ৭৭।
৭. ২ [বাকারা] ঃ ১২৮।
৮. ৫১ [আয-যারিয়াত] ঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

"আর সেখানে আমরা মুসলিমদের একটি পরিবার ব্যতীত আর পাইনি"।

হযরত ইবরাহীম ('আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতপর নির্দ্বিধায় ও সন্তুষ্টচিত্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٩

"তাঁর (ইবরাহীমের) প্রতিপালক যখন তাঁকে বলেছিলেন, 'ইসলাম গ্রহণ কর' তখন সে বলেছিল, জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম"।

তিনি একাই শুধু ইসলাম গ্রহণ করেননি বরং তিনি ও তৎপৌত্র ইয়াকূব ('আ.) স্বীয় সন্তানগণকে ওসিয়াত করে যান যে, তারা যেন 'মুসলিম' না হয়ে মৃত্যু বরণ না করে। যথা কুরআন কারীমের বক্তব্য ঃ

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ١٠

"আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রদেরকে ওসিয়াত করে গিয়েছিলেন যে, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দীনকে (ইসলামকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং 'মুসলিম' না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না"।

ইবরাহীম ('আ.)-এর পৌত্র ইয়াকূব ('আ.) পূর্ণাঙ্গরূপে মুসলিম ছিলেন। তাঁর পিতা ইসহাক ('আ.)ও ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম। তাই ইয়াকূব ('আ.) তাঁর ইনতিকালের সময় স্বীয় পুত্রগণের নিকট যখন তাদের দীন কি হবে, ইলাহ কে হবেন—সে সম্পর্কে উদগ্রীব হয়ে উৎসুক নেত্রে জানতে চাইলেন তখন তাঁরাও দ্ব্যর্থহীন চিত্তে জানায় যে, তাদের বাপ-দাদা ও পরদাদাদের (ইয়াকূব, ইসহাক ও ইবরাহীম ('আ.)-এর) যে দীন ও ইলাহ ছিল তারা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তারা 'মুসলিম' হিসেবেই বেঁচে থাকবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ـ قَالُوْا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَ إِسْمَاعِيْلَ وَ إِسْحَاقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ١١

"ইয়াকূবের কাছে যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের 'ইবাদত করবে'? তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমা'ঈল ও ইসহাক-এর ইলাহ-এরই 'ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তারই তরে 'মুসলিম"।

---

৯. ২ [বাকারা] ঃ ১৩১।

১০. প্রাগুক্ত, আয়াত ঃ ১৩২।

১১. প্রাগুক্ত, আয়াত ঃ ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সুলায়মান ('আ.)-এর সময়েও তাঁর অনুসারীরা মুসলিম হিসেবে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়। হুদহুদ পাখীর কাছে সাবার রাণী বিলকীসের কথা এবং তার কুফরী ও শিরকের কথা যখন তিনি জানতে পারলেন তখন তাকে 'মুসলিম' হয়ে তার কাছে হাজির হবার নির্দেশ দিয়ে পত্র লিখলেন। যাতে লেখা ছিল ঃ

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ أَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَأْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ১২

"এ পত্র সুলায়মানের কাছ থেকে এবং তা এই ঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও"।

অতপর রাণী বিলকীসও ঘোষণা করেছেন যে, তারা পূর্বে মুসলিমই ছিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ أُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ১৩

"আমাদেরকে ইতোপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা মুসলিমই ছিলাম"।

অতপর তিনি পুনরায় নতুনভাবে হযরত সুলায়মান ('আ.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার ঘোষণাও দেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قَالَتْ رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ১৪

"সে (বিলকীস) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম, আমি সুলায়মানের সাথে জগৎসমূহের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করছি"।

হযরত মূসা ('আ.)-এর সময়েও তাঁর অনুসারী ও উম্মত ছিল মুসলিম। তাই মূসা ('আ.) তাদেরকে ফির'আওনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন যে, 'মুসলিম' হিসেবে এটাই তাদের করণীয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالَ مُوْسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ১৫

"মূসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহতে ঈমান এনে থাক, তোমরা যদি মুসলিম হয়ে থাক তবে তোমরা তারই ওপর নির্ভর কর"।

অতপর আল্লাহকে অবিশ্বাসকারী, ইসলাম ধর্ম অমান্যকারী ফির'আওন যখন লোহিত সাগরে পানিতে ডুবে যেতে থাকে, মৃত্যু যখন অবধারিত বলে সে বুঝতে পারে তখন সে প্রকৃত দীনের অনুসারী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকার ঘোষণা দেয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

---

১২. [নমল] ঃ ৩০-৩১।
১৩. প্রাগুক্ত, আয়াত ঃ ৪২।
১৪. প্রাগুক্ত, আয়াত ঃ ৪৪।
১৫. ১০ [ইউনুস] ঃ ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ بَغْيًا وَّعَدْوًا ـ حَتّٰى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ১৬

"আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফির'আওন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্যের সাথে সীমা লংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল তখন বলল, 'আমি ঈমান আনলাম সেই সত্তার প্রতি, বনী ইসরাঈলগণ যার প্রতি ঈমান এনেছে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত"।

অনুরূপভাবে ঈসা ('আ.)-এর বিশেষ উম্মাত ও সহচর হাওয়ারীগণকে আল্লাহ্ যখন তাঁর ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন তখন তারাও ঈসা ('আ.)-কে সাক্ষী রেখে নিজদেরকে মুসলিম ঘোষণা করেছিল। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ১৭

"আরো স্মরণ কর, যখন আমি হাওয়ারীদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম"।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)ও নিজে মুসলিম হবার ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ১৮

"তার (আল্লাহর) কোন শরীক নেই। আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম"।

সর্বোপরি বিদায় হজের সময় রাসূল (স.)-এর উপর নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا ১৯

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"

এতে বুঝা যায় পূর্ববর্তী সব দীন-এর নামই ছিল ইসলাম। ইসলাম পূর্ব থেকেই চালু ছিল। তবে তা ছিল অপূর্ণাঙ্গ। আর আল্লাহ এখন থেকে সে দীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ করে দিয়ে তার প্রতি রাজী হয়ে গেছেন।

---

১৬. প্রাগুক্ত, আয়াত ঃ ৯০।

১৭. ৫ [মায়িদা] ঃ ১১১।

১৮. ৬ [আন'আম] ঃ ১৬৩।

১৯. ৫ [মায়িদা] ঃ ৩।

২০. আহমদ বাহজাত, আম্বিয়া উল্লাহ ফিল-কুরআনিল-কারীম, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছা, তা. বি.), পৃ. ১৮৩; তু. ইব্ন মানজূর, লিসানুল-'আরাব, ৩খ, ২০৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টির প্রথম মানব, আদি পিতা হযরত আদম ('আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবীর দীনই ছিল ইসলাম তথা ইবাদাতে, আত্মসমর্পণে, কোন কিছু চাওয়া পাওয়ায় ও ক্রিয়া-কলাপে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। তাই দেখা যায়, মূল 'আকীদার বেলায় সকল নবীই এক ছিলেন। সকলের দীনই ছিল ইসলাম। অবশ্য সামাজিক বিধি-বিধান ও কর্মপন্থা তথা শরী'আতের ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল।[২০]

ইসলাম বলতে কি বুঝায়? ইসলামের সর্বপ্রথম ও প্রধান দাবী হল, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা এবং প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দেয়া। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَد - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَد -[২১]

"বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নহেন সকলেই তার মুখাপেক্ষী, তিনি কাকেও জন্ম দেন নি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।"

এটি সার্বজনীন একটি দাবী। প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম ('আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী ও তাঁদের উম্মাতের জন্য এ বিধান কার্যকর ছিল এবং এখনো আছে। অতপর শেষ নবীর উম্মাতের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে রাসূল রূপে স্বীকার করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা ও সাওম পালন করা— এসব কাজ ইসলামের মৌলিক ও অত্যাবশ্যিক কাজ বলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন ঃ

بنى الإسلام على خمس شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة والحج وصوم رمضان [২২]

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ঃ (১) আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল — এ কথার সাক্ষ্য দেয়া (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত দেওয়া (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রামাদান-এর সাওম পালন করা।"

ইসলামী 'আকীদা সমূহের মধ্যে তাওহীদই বুনিয়াদী 'আকীদা। তাওহীদের অর্থ ও তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ এক; তিনি পবিত্র ও সব দোষমুক্ত; তিনিই সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ[২৩] "বল, আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী", তিনি অধিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।[২৪] জীবন দান ও জীবন হরণ তাঁরই অধিকারে রয়েছে;[২৫] তিনিই সকলের প্রয়োজন পূরণকারী; তিনিই 'ইবাদত

২০. আল-মায়েদা আয়াত নং ৩।
২১. ১১২ [সূরা ইখলাস] : ১-৪।
২২. আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৮।
২৩. ১৩ [সূরা রা'দ] : ১৬।
২৪. ২ [বাকারা] : ২০।
২৫. ২ [বাকারা] : ২৫৮; ৩ [আলে 'ইমরান] : ১৫৬; ৭ [আ'রাফ] : ১৫৮; ৯ [তাওবা] : ১১৬; ২৩ [আল-মু'মিনূন] : ৮০; ৪০ [গাফির] : ৬৮; ৪৪ [দুখান] : ৮; ৫৭ [হাদীদ] : ২।

Dhaka University Institutional Repository

পাবার যোগ্য এবং সাহায্য কেবল তাঁর কাছেই চাইতে হবে। তাঁর কোন শরীক নেই। তাওহীদ সূক্ষ্ম ও স্থূল সব ধরণের শিরকের সম্পূর্ণ বিরোধী।[২৬] তাওহীদের 'আকীদা মানুষের অন্তরে সৃষ্টির দাসত্ব না করার এবং মাথা উঁচু করে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার সাহস সৃষ্টি করে। প্রত্যেক নবীই তাঁর উম্মাতকে সর্বপ্রথম তাওহীদের বাণী শুনিয়েছেন।[২৭]

কি কি নৈতিক ও আদর্শিক গুণ এর অন্তর্ভুক্ত ঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই শিষ্টাচার ও নৈতিকতাও তারই একটি অংশ। মানুষের মধ্যে যত ধরণের উত্তম গুণ হতে পারে সবগুলোই ইসলাম স্বীকৃত। সেগুলো অর্জন করার জন্য ইসলামে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাই প্রতিটি সৎ কাজকেই একটি 'ইবাদাত তথা ইসলামের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সৎ ও উত্তম কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [২৮]

"আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদাত কর এবং সৎ কাজ কর যাতে সফলকাম হতে পার।"

রাসূলুল্লাহ (স.) সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্র সুন্দর করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর রিসালাতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق [২৯]

"আমি সুন্দর স্বভাবগুলিকে পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।"

রাসূল (স.) লোকদেরকে সুন্দর স্বভাবের অধিকারী হবার আদেশ দিতেন। হযরত আবূ যার্‌র (রা.) রাসূল (স.)-এর নবী হবার সংবাদ শুনে স্বীয় ভ্রাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই উপত্যকা পার হয়ে গিয়ে তুমি তাঁর কথা শুনে এস। অতপর সে ফিরে এসে বলেছিল ঃ

رأيته يأمر بمكارم الأخلاق [৩০]

"আমি তাঁকে সুন্দর স্বভাব অর্জন করার আদেশ দিতে দেখেছি।"

রাসূলুল্লাহ (স.) এও বলতেন ঃ[৩১] إن خياركم أحسنكم أخلاقا

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যার স্বভাব সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

সত্যবাদিতা ইসলামের একটি বড় গুণ। আল্লাহকে ভয় করার সাথে সাথে সত্য ও সঠিক কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ[৩২] يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً

---

২৬. ১৮ [কাহ্‌ফ] : ১১০।

২৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪০৯/১৯৮৮), ১ম সং., ৫খ, পৃ. ২৯৯।

২৮. ২২ [হাজ্জ] : ৭৭।

২৯. ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস, আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুল জামি', বাব মা জা'আ ফী হুসনিল-খুলুক।

৩০. আল-বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব, বাব হুসনিল-খুলুক, বাব নং ৩৯।

৩১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬০৩৫।

৩২. ৩৩ [আহযাব] : ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।"

ন্যায্য কথা বলার নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা এসেছে ঃ[৩৩] وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

"যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও।"

ন্যায় বিচার, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, জুলুম করা থেকে বিরত থাকা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদান করা, উক্ত অধিকার প্রদানে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করা — প্রভৃতিও ইসলামী গুণের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে ন্যায় বিচারের গুরুত্ব এত বেশী যে শত্রুর ব্যাপারেও ন্যায় বিচার কায়েম করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى[৩৪]

"আর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন ন্যায় বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। ন্যায় বিচার কায়েম করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর।"

সবর ও শুক্‌রও ইসলামী গুণের অন্যতম। বিপদাপদ ও প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্যশীল থাকা এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নি'মাতসমূহের জন্য তাঁর প্রতি শুক্‌র বা কৃতজ্ঞতা আদায় করাই এর উদ্দেশ্য। কুরআন কারীমের বহু স্থানে সবর ও শুক্‌রের গুণ অর্জন করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।[৩৫]

এতদ্ব্যতীত ইসলামে আত্মত্যাগ, দয়া ও কৃপা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, অতিথিপরায়ণতা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা বন্ধনকে অবিচ্ছিন্ন রাখা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

উপরিউক্ত গুণগুলো সবই পার্থিব জীবনে অর্জনের জন্য। এ ছাড়া পরকাল সম্পর্কে ইসলামের 'আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা হল ঃ এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, যা অতি সত্বর বিলীন হয়ে যাবে।[৩৬] এটা একটা পরীক্ষা কেন্দ্র। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন যে, কে সুন্দর আমল করে[৩৭]; কে তার শুক্‌রগুযারী করে আর কে অবাধ্য হয়।[৩৮] অতপর নির্ধারিত সময় আসলেই এ দুনিয়ার সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন সকলকে এক জায়গায় জমা করা হবে। দলে দলে মানুষ সেখানে গিয়ে হাজির হবে।[৩৯]

৩৩. ৬ [আন'আম] : ১৫২।

৩৪. ৫ [মায়িদা] : ৮।

৩৫. সবর-এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ২৫ জায়গায়। যথা : ৩ [আলে 'ইমরান] : ২০০; ৭ [আ'রাফ] : ৮৭; ৮ [আনফাল] : ৪৬; ১০ [ইউনুস] : ১০৯; ১১ [হূদ] : ১১৫; ৪৬ [আহকাফ] : ৩৫ প্রভৃতি। আর শুক্‌রের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৭ জায়গায়। যথা : ২ [বাকারা] : ১৪; ১৭২; ১৬ [আন-নাহল] : ১১৪; ২৯ [আনকাবূত] : ১৭; ৩১ [লুকমান] : ১২, ১৪; ৩৪ [সাবা] : ১৫।

৩৬. ৪০ [মু'মিন] : ৩৯।

৩৭. ৬৭ [মুলক] : ২।

৩৮. ৭৬ [দাহর] : ৩।

৩৯. ৬ [আন'আম] : ২২।

Dhaka University Institutional Repository

অতপর পরকাল শুরু হয়ে যাবে। সেখানে মানুষের দুনিয়ার যাবতীয় কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ হবে সঠিকভাবে পাল্লায় ওযন করে। হিসাবের মধ্যে কোনরূপ অন্যায় অত্যাচার বা জুলুম করা হবে না।[৪০] দুনিয়াতে যারা সৎ কর্ম করবে পরকালে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং বিনিময় স্বরূপ জান্নাত দান করবেন।[৪১] আর পাপাচারকারী ও অসৎকর্মকারীকে তার বিনিময় স্বরূপ জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন।[৪২] এটাই হবে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের স্থায়ী নিবাস। চিরস্থায়ীভাবে তারা সেখানে বসবাস করেব।[৪৩]

উপরিউল্লিখিত সকল ক্রিয়াকলাপ ও গুণাগুন-এর প্রকাশকেই ইসলামী ভাবধারা বলে অভিহিত করা যায়। আর ৫০০-১২৫৮ খৃ. পর্যন্ত প্রাপ্ত আরবী কবিতায় এ সব ভাবধারার বহুল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। উক্ত সময়সীমার মধ্যে রচিত আরবী কবিতা সমূহে ইসলামী এ সব ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাপক আকারে। উদাহরণসহ যার বিস্তারিত বিবরণ আমি পরবর্তী চারটি (৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

---

৪০. ২১ [আম্বিয়া] : ৪৭।

৪১. ৩২ [আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ] : ১৯।

৪২. প্রাগুক্ত, আয়াত নং ২০।

৪৩. ১৮ [কাহ্‌ফ] : ১০৭-১০৮; ৭২ [জিন্‌ন] : ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জাহিলী যুগের কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ পর্যালোচনা

জাহিলী যুগের কবিতাসমূহ বেশীর ভাগই প্রেয়সীর বস্তুভিটায় দাঁড়িয়ে রোদন, রমণীর আকৃতি-প্রকৃতি ও গুণাগুণ বর্ণনা (نسيب بالمراة), প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা (الوصف), বাহনের বর্ণনা ও প্রশংসা (المدح), নিন্দাবাদ বর্ণনা (هجاء) , শোক বর্ণনা (رثاء) এবং গর্ব ও আত্ম-গৌরব (فخر)মূলক বর্ণনা হলেও তাদের কবিতায় অনেক নৈতিক গুণাগুণ, আখিরাতে বিশ্বাস, আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি অবিচল আস্থা, তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রাপ্তির বর্ণনা প্রভৃতি ইসলামী ভাবধারা এবং আকীদা ও বিশ্বাস ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। যার বিষয়বস্তু দৃষ্টে জাহিলী যুগের কবিতা বলে মনেই হয়না। নিম্নে কয়েকজন কবির কবিতার উদ্ধৃতি পেশ করা হল ঃ

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস এবং সেখানে প্রতিটি কর্মের বিনিময় প্রদানের বিশ্বাস—প্রভৃতি ঈমান-'আকীদা সম্পর্কীয় ইসলামী ভাবধারা জাহিলী যুগের কবিতায়ও .ফুটে উঠেছে। যেমন কবি তা'আব্বাতা শার্‌রান[১] (মৃ. হি.

---

১. তা'আব্বাতা শার্‌রান একজন প্রাচীন জাহিলী কবি। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী বীর ও 'ভিক্ষু' (صعلوك) কবি। তার প্রকৃত নাম ছাবিত ইবন জাবির ইব্‌ন সুফ্‌য়ান আল ফাহমী। তা'আব্বাতা শাররান ছিল তার উপাধি, যার অর্থ "অমঙ্গল বগলদাবা করে নিয়েছে"। এ উপাধি লাভের পেছনে বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এক বর্ণনা তে এ উপাধি তার মা তাকে দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, একবার তার মা তাকে তরবারী বগলদাবা করে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখলেন। কোন এক লোক তাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, لا ادرى تأبط شرا وخرج "জানিনা, অমঙ্গল একটা বগলদাবা করে বেরিয়ে গেছে।"। সেখান থেকেই কবি 'তা'আব্বাতা শার্‌রান' (تأبط شرا) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুতা' সাফাদী ও ঈলিয়া জাবী সম্পা, আল মাওসূ'আতুশ-শি'রিল-জাহিলী (বৈরুত : শারিকা খায়্যাত, ১৯৮৪ খৃ.), ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃ.।

দিনে রাতে একাই তিনি লুঠতরাজ করতেন। এত দ্রুত দৌড়াতে পারতেন যে, কেউ তার নাগাল পেত না। বলা হত যে, তিনি ছিলেন দুই পা, দুই নলা ও দুই চোখ বিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে সবচে' বেশী দ্রুতগামী। তার গতিবেগ এত দ্রুত ছিল যে, ক্ষুধা লাগলে তিনি হরিণের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন। অতপর মোটা তাজা দেখে একটির পেছনে ছুটে সেটাকে ধরে ফেলতেন। অতপর স্বীয় তরবারী দিয়ে তা যবেহ করতঃ ভূনা করে খেয়ে নিতেন। আল ইসফাহানী, কিতাবুল-আগানী, (বৈরুত লেবানন : মু'আস্‌সা 'ইয্‌যুদ-দীন, তা. বি.), ৬খ, পৃ. ২১০) দ্রুত গতিসম্পন্ন হবার কারণে তাকে হরিণের বন্ধু বলা হত।

Dhaka University Institutional Repository

পূ. ৯২/খৃ. ৫৩০)-এর কবিতায় আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস, আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে বিনিময় প্রদানের বিশ্বাস-এর কথা বিধৃত হয়েছে। এক যুদ্ধে জয়ের পর তিনি বলেন ঃ

جزى الله فتيانا على العوص أمطرت * سماؤهم تحت العجاجة بالدم [২]

"আল্লাহ তা'আলা সেই সব যুবকদের প্রতিদান দিন, যারা 'আওস' ভূমিতে ঘোরতর যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার নীচে তাদের আকাশ রক্ত বর্ষণ করেছে। (অর্থাৎ তাদের তরবারীর আঘাতে প্রতিপক্ষের রক্ত ঝরেছে প্রচুর)"।

শাহর-ই হারামকে[৩] সম্মান করা ইসলামের একটি বিধান, উক্ত সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ। কুরআন কারীমে উক্ত হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ـ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ [৪]

"শাহর-ই হারাম (পবিত্র মাস)-এ যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ [৫]

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহর নিদর্শনের, এবং শাহর-ই হারামের পবিত্রতার অবমাননা করবে না।"

তা'আব্বাতা শার্‌রান শাহর-ই হারাম তথা পবিত্র মাসে যুদ্ধ বন্ধ রেখে উক্ত মাস অতিবাহিত হবার পর যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন তার কবিতায়। তিনি তার প্রতিপক্ষকে বলেন ঃ

তৎকালীন যুগে এ ধরণের গুণে তিনজন সুপরিচিত ছিলেন ঃ তা'আব্বাতা শার্‌রান, তার মামা শানফারা আযদী ও 'আমর ইব্‌ন বাররাক। তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করা হত।

স্বাধীন, ঘোড়সওয়ার ও যুদ্ধ-বিগ্রহময় জীবন যাপনই ছিল কবি তা'আব্বাতা শার্‌রান-এর লক্ষ্য। তিনি ছিলেন এমন কবি যে, মৃত্যুর হাতছানি উপেক্ষা করে নির্ভিক চিত্তে মৃত্যুর ঘাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তার মায়ের স্বামী ছিলেন খ্যাতিমান কবি আবূ কাবীর আল-হুযালী। তিনি তা'আব্বাতা শার্‌রানকে বহুবার হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। এজন্য তিনি সারা জীবন হুযায়ল গোত্রের সাথে শত্রুতা পোষণ করে যান। স্বীয় মামা ও সহচর শানফারা নিহত হবার পর হি. পূ. ৯২/খৃ. ৫৩০ সালে তিনি নিহত হন। এক বর্ণনা মতে রুমায়লা গোত্রের সাথে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। অপর এক বর্ণনা মতে স্বর্প দ্বংশনে তার মৃত্যু হয় (ড. 'আফীফ 'আবদুর রাহমান, মু'জামুল-শু'আরাইল জাহিলিয়্যীন ওয়াল মুখাদরামীন, (রিয়াদ : দারুল 'উলূম লিতাতিবা'আঃ ওয়ান নাশর ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ৫৩।

২. মাওসূ'আতুশ শি'রিল জাহিলী, ১খ, পৃ. ১৩১।

৩. শাহর-ই হারাম চারটি ঃ যুল-কা'দা, যুল-হিজ্‌জা, মুহররাম ও রজব (দ্র. আল-মুনতাখাব ফী তাফসীরিল- কুরআনিল-কারীম,(কায়রো : ওয়াযারাতুল আওকাফ, মিসর১৪১৩/১৯৯৩) ১৭শ সংস্করণ পৃ. ৪৯।

৪. ২ [বাকারা] ঃ ২১৭।

৫. ৫ [মায়িদা] ঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

فعدوا شهور الحرم ثم تعرفوا قتيل أناس أو فتاة تعانق [৬]

"তোমরা শাহর-ই হারাম গণনা করে পার কর। অতপর (প্রতিপক্ষের) নিহত লোক-জনদেরকে অথবা সেই সব যুবকদেরকে চিনে রাখো যারা (মৃত্যুকে) আলিঙ্গন করে।" অর্থাৎ অতি সত্তর আমি তোমাদেরকে অবকাশ দেব শাহর-ই হারাম শেষ হওয়া পর্যন্ত। এরপর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব এমনভাবে যে, তোমরা জানতেও পারবে না কখন কি ঘটল! তোমাদের নিহ-তদেরকে পৃথকও করতে পারবে না। তোমাদের মহিলাদের কাছে তাদের পরিচয়ও তুলে ধরতে পারবে না। অথচ তারা তাদের স্বামীদের বিছানায় শুয়ে থাকার সময়ই তারা নিহত হয়েছে।

অপমান অপদস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন, যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ [৭]

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর, যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও আর যাকে ইচ্ছা অপদস্থ কর"।

কবি তা'আব্বাতা শার্‌রান-এর কবিতায় ইসলামী এ ভাবধারা ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বীয় শ্যালক 'আমর ইব্‌ন কিলাব ও সা'দ ইবনুল আশরাম-এই দুই সঙ্গীসহ লুঠতরাযের জন্য বুজায়লা গোত্রে গেলেন। তারা ছিল পাহাড়ে! তাই কবির দল বেশী সুবিধা করতে পারল না। কবির সঙ্গীদ্বয় নিহত হল এবং তিনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। গোত্রের কাছে ফিরে এলে সংবাদ শুনে তার স্ত্রী বলল, "আমার ভাইকে ফেলে রেখে তুমি দিব্বি পালিয়ে চলে এলে! আল্লাহ কসম! তুমি যদি সম্ভ্রান্ত লোক হতে তাহলে কিছুতেই তাকে শত্রুর কাছে সোপর্দ করে দিয়ে আসতে না। কবি তা'আব্বাতা শার্‌রান তখন নিজের উযর পেশ করে এবং সম্মান ও অপদস্থতা যে আল্লাহরই হাতে তা ব্যক্ত করে কবিতা আবৃত্তি করেন, যার একটি বয়ত এরূপ ঃ

ألا تلكما عرسى منيعة ضمنت من الله خزيا مستسرا وعاهنا [৮]

"জেনে রাখো, তারা দু'জন আমার বিশেষ আত্মীয় ও প্রিয়ভাজন। আল্লাহর পক্ষ থেকেই অপদস্থতা তাদের সাথে মিলিত হয়েছে প্রফুল্ল চিত্তে ও খুব দ্রুতবেগে"।

স্বস্তি ও শান্তি দানের মালিক আল্লাহ। পৃথিবীতে আর কেউ তা দিতে পারে না। তাই ইসলামী

৬.. মাওসূ'আতুশ শি'রিল জাহিলী, ১খ, পৃ.১৩১; আল-আগানী, ৬খ, পৃ. ২১৪; ইব্‌ন কুতায়বাঃ, আশ-শি'র ওয়াশ-শুআরা, (বৈরুত লেবানন : দারুছ-ছাকাফা ১৯৬৪ খৃ.), পৃ. ২৩০।

৭. ৩ [আল-ই ইমরান] ঃ ২৬।

৮. আল-আগানী, ৬খ, পৃ. ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবধারা অনুযায়ী মানুষকে আল্লাহর শান্তি থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تَيْأَسُواْ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ [৯]

"আর আল্লাহর আশিস হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না, কারণ আল্লাহর আশিস হতে কেউ নিরাশ হয় না কাফিরগণ ব্যতীত"।

জাহিলী যুগের প্রাচীন মহিলা কবি জালীলা বিন্ত মুররা[১০] (মৃ. হি. পূ. ৮০/খৃ. ৫৩৮) একদিকে নিহত স্বামীর বিয়োগ ব্যাথায় মুহ্যমান ছিলেন, অপরদিকে স্বামীর হত্যাকারী জালীলার ভাই হবার কারণে সমালোচকদের বিষাক্ত বাক্যবাণে জর্জরিত ও ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল তার হৃদয়। এহেন দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট মুহূর্তে আল্লাহরই কাছে রহমত, শান্তি ও স্বস্তি কামনা করেছেন তিনি। তিনি বলেন ঃ

إننى قاتلة ، مقتولة ولعل الله أن يرتاح لى [১১]

"আমিই হন্তা, আমিই নিহত (অর্থাৎ আমি যখন স্বামী হত্যাকারী আমার ভাই জাস্‌সাসের কথা ভাবি তখন অনুভব করি যে, আমিই আমার স্বামীকে হত্যাকারী; আবার যখন আমার স্বামী কুলায়ব-এর কথা ভাবি তখন অনুভব করি যে, আমিই নিহত)। আল্লাহ তাঁর রহমতের দ্বারা আমাকে এ আযাব থেকে রক্ষা করে একটু শান্তি দিন-এ ছাড়া আমি আর কিছু চাই না"।[১২]

ধৈর্যধারণ করা ইসলামী ভাবধারার একটি বিশেষ দিক। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ সকলে ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। তাদের অনুসরণ করে স্বয়ং রাসূল (স.)-কেও আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বহু স্থলে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

---

৯. ১২ [ইউসুফ]; ৮৭

১০. জালীলা বিনত মুররাঃ ছিলেন খৃস্টান ধর্মাবলম্বী একজন মহিলা কবি। তাগলিব গোত্রের প্রধান কুলায়ব-এর স্ত্রী এবং শায়বা গোত্রের জাস্‌সাস এর ভগ্নী। ঘটনাক্রমে ভ্রাতা জাস্‌সাস তার স্বামী কুলায়বকে হত্যা করে। এ কারণে কুলায়ব-এর ভগ্নী জালীলাকে তার স্বামীর ঘর থেকে বের করে দেয় এবং স্বামীর মাতমে উপস্থিত হতে তাকে বাঁধা দেয়। কারণ আরবদের কাছে উক্ত অনুষ্ঠানে জালীলার উপস্থিতি ছিল বিপদে আনন্দ প্রকাশের নামান্তর এবং লজ্জাকর বিষয়। অতপর জালীলা ভাইয়ের গৃহে চলে আসেন এবং সে নিহত হওয়া পর্যন্ত তার বাড়ীতেই কাটান। যুদ্ধের সময় স্বীয় কওম বনূ শায়বার সাথে তিনি অন্যত্র চলে যান। মু'জামু'শ শু'আরাইল-জাহিলিয়্যীন ওয়াল-মুখাদরামীন, পৃ. ৯২; জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, (বৈরুত-লেবানন : মানশূরাঃ দারুল-মাকতাবা আল-হায়াত ১৯৯২ খৃ.), ১খ, পৃ. ১৪৫; মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ৩খ, পৃ. ১০১।

জালীলা যখন স্বামী গৃহ থেকে চলে আসেন তখন তার স্বামী কুলায়ব-এর বোন এ উক্তি করে যে, "মুররা বংশের অমঙ্গল হোক, আগামী কাল থেকে তারা বিপদের পর বিপদের সম্মুখীন হবে"। এ কথা জালীলার কানে পৌছলে এর প্রতিবাদ করে এবং স্বামীর বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। সে কবিতার শেষ বয়তটি এখানে উদ্ধৃত করা হল।

১১. কবিতা দ্র. আল-আগানী, ৪খ, পৃ. ১৫১; আল-আব লাবীস শীখো, শু'আরাউন নাসরানিয়্যা (বৈরুত-লেবানন : দারুল মাশরিক, ১৯৯১ খৃ.), ৪র্থ সং. পৃ. ২৫২; মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ৩খ. ১০৫।

১২. ব্যাখ্যা দ্র. মাওসূ'আতুশ শি'রিল জাহিলী, ৩খ, পৃ. ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ [১৩]

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"

সকল মু'মিনকেও আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে সফলতার একটি উপকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ [১৪]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

ধৈর্য ধারণকারীকে আল্লাহ উত্তম পুরস্কার দিবেন বলেও ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ [১৫]

"যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম পুরস্কার দান করব।"

কবি আস-সামাও'আল ইব্ন আদিয়া[১৬] (মৃ.হি.পূ. ৬৫)-এর কবিতায় ইসলামী এ ভাবধারাটি ফুটে উঠেছে। ধৈর্য না থাকাকেই তিনি মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

إن حلمى إذا تغيب عنى فاعلمى أننى عظيما رزيت [১৭]

"আমার ধৈর্য যখন আমা হতে উধাও হয়ে যায়, জেনে রেখ হে প্রিয়তম, তখন আমি বিরাট মুসীবত ও বিপদাপদে নিপতিত হই।"

---

১৩. ৪৬ [আহকাফ] ; ৩৫।

১৪. ৩ [আল-ই 'ইমরান] ঃ ২০০।

১৫. ১৬ [নাহ্ল] ঃ ৯৬।

১৬. জাহিলী যুগের একজন ইয়াহূদী কবি। তার প্রকৃত নাম সামুঈল (صموئيل আরবীতে السموأل)। তিনি ছিলেন গাস্সান গোত্রভূত। তাঁর পিতা শাম ও হিজায (ওয়াদিল কুরা)-এর মধ্যবর্তী 'তায়মা' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এটি ছিল তায়্যি গোত্রের নিবাস। সেখানে তিনি কালো ও সাদা পাথরের একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন যা 'আল আবলাক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এটি পরবর্তীতে সামাও'আলের দুর্গে পরিণত হয়। বিখ্যাত কবি ইমরু'উল কায়েস (মৃ. হি. পূ. ৮০/খৃ. ৫৬৫) একদা তার আতিথেয়তা গ্রহণ করেন এবং তার কাছে স্বীয় অস্ত্র গচ্ছিত রাখেন। অতপর আল-হারিছ ইব্ন আবী শামির আল-গাস্সানী সামাও'আলের কাছে এসে উক্ত অস্ত্র দাবী করে। কিন্তু সামাও'আল তা দিতে অস্বীকার করেন এবং তা রক্ষার্থে দুর্গের কপাট বন্ধ করে দেন। অতপর হারিছ প্রাসাদের বাইরে থেকে সামাও'আলের পুত্রকে বন্দী করে বলে, "হয় অস্ত্র আমার হাতে তুলে দেবে নতুবা তোমার পুত্রকে হত্যা করব।" সামাও'আল উত্তর দেন যে, "তুমি তাকে হত্যা কর তবুও আমি তোমাকে এ অস্ত্র দেব না।" অতপর হারিছ দুর্গের বাইরে তার পুত্রকে হত্যা করে। এভাবেই সামাও'আল প্রাণপ্রিয় পুত্রের বিনিময়ে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেন। ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাতু ফুহূলিশ শু'আরা, (কায়রো : মাতবা'আতুল-মাদানী তা. বি.) ১খ, পৃ. ২৭৯ ; মু'জামুশ-শু'আরাইল জাহিলিয়্যীন ওয়াল-মুখাদরামীন, পৃ. ১৫৬।

১৭. ইব্ন সাল্লাম, তাবাকাতু ফুহূলিশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আমানতের খিয়ানত না করা ইসলামের একটি মহান শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে খিয়ানাত করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللّهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ [১৮]

"হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে খিয়ানাত (বিশ্বাস ভঙ্গ) করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানাতেও খিয়ানাত করো না।"

ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ খিয়ানাতকারীকে পসন্দ করেন না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِيْنَ [১৯]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা খিয়নাতকারীদিগকে পসন্দ করেন না।"

ইসলামের এ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি আস-সামাও'আল আমানাত সংরক্ষণে জীবন পণ করেছেন এবং খিয়ানাতের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ضيق الصدر بالخيانة لا ين قص فقرى أمانتى ما حييت [২০]

"খিয়ানাতের দ্বারা হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই আমি জীবিত থাকতে কিছুতেই আমার দরিদ্রতা আমার আমানাত ভঙ্গ করতে পারবে না।"

আখিরাত অনুষ্ঠান, সেখানে খোলা আমল নামা প্রদান, ভালমন্দ কর্মের জিজ্ঞাসাবাদ তথা হিসাব গ্রহণ প্রভৃতি ইসলামী ভাবধারা ও বিশ্বাসে কবি (সামাও'আল) বিশ্বাসী। তাই তিনি বলেন ঃ

ليت شعرى ! وأشعرن ، إذا ما قربوها منشورة فقريت

ألى الفضل أم علىً إذا حوسـ بت؟ إنى على الحساب مقيت [২১]

"হায় (ভবিষ্যতের) জ্ঞান যদি আমার থাকত (আমি যদি জানতে পারতাম)! আমি কি জানতে পারব? যখন তাঁরা (ফিরিশতারা) সে আমলনামা খোলা অবস্থায় নিকটবর্তী করবে, অতঃপর আমাকে অনুসরণ করা হবে (অর্থাৎ সে আমলের ভাল-মন্দ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে)।

আমার যখন হিসাব গ্রহণ করা হবে তখন কি আমি ফযীলত ও সম্মানের অধিকারী হব, না কি তা আমার বিপক্ষে যাবে (অর্থাৎ আমি অপদস্থ হব)? আমি আমার হিসাবের হিফাজাতকারী বা রক্ষক ও সাক্ষী (অর্থাৎ আমি যে সব অপকর্ম করেছি তা আমি জানি। কারণ মানুষ তার নফস সম্পর্কে জ্ঞাত)।

---

১৮. ৮ [আনফাল] ঃ ২৭।

১৯. ৮ [আনফাল] ঃ ৫৮।

২০. ইব্ন সাল্লাম, তাবাকাতু ফুহূলিশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ২৭০।

২১. প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ২৭১।

Dhaka University Institutional Repository

কবি সামাও'আলের কবিতার এ ভাবটিই হুবহু ফুটেছে আল-কুরআনুল কারীমে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ২২

"যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে।"

অন্যত্র আরো পরিস্কারভাবে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا ـ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَفِيْظاً ২৩

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়।"

কবি স্বীকার করেন যে, তিনি এক সময় মৃত ছিলেন। বর্তমানে জীবিত থাকলেও অতি সত্বর যে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন সে ব্যাপারে তিনি দায়বদ্ধ। তিনি বলেন ঃ

ميت دهر قد كنت ، ثم حييت وحياتى رهن بأن سأموت ২৪

"আমি তো যুগের মৃত ছিলাম। অতপর জীবিত হয়েছি। আর আমার জীবনটা এ ব্যাপারে বন্ধক রাখা হয়েছে যে, অতি সত্বর আমি আবার মৃত্যু বরণ করব।"

এ ভাবটিই কুরআন কারীমে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ ২৫

"তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তার দিকেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি, সব কিছুই তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই কোন সৃষ্টির ইচ্ছা কার্যকর হয় না, বরং আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর হয়। তিনি যা চান তাই হয়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ـ ২৬

"তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।"

---

২২. ৮১ [তাকবীর] ঃ ১০।

২৩. ১৭ [বনী ইসরাঈল] ঃ ১৩।

২৪. ইব্ন সাল্লাম, তাবাকাতু ফুহূলিশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ২৭১।

২৫. ২ [আল-বাকারা] ঃ ২৮।

২৬. ৮১ [আত-তাকবীর] ঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এ চিরন্তন ভাব ও বিশ্বাসটি ফুটে উঠেছে জাহিলী যুগের কবি আল-মুছাক্কিব আল-'আবদী[২৭] (মৃ. হি. পূ. ৩৫/খৃ. ৫৮৭)-এর কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

وأيقنت إن شاء الا له ، بانه سيبلغنى اجلادها و قصيدها [২৮]

"আমি বিশ্বাস করি, যদি আল্লাহ চান তবে আমি আমার গন্তব্যে পৌছতে পারব এবং আমার বাহন এ উষ্ট্রীর মধ্যেও সফরের জন্য শক্তি সঞ্চিত হবে।"

অন্যত্র তিনি আল্লাহর ক্ষমতা ও আবূ কাবূস নু'মান ইবনুল মুনযির (মৃ. ৬০২ খৃ.)-এর প্রশংসা করে বলেন ঃ

ولو علم الله الجبال عصينه لجاء بأمراس الحبال يقودها [২৯]

"আল্লাহ যদি জানতে পারেন যে, পর্বতরাজি তাঁর (আবূ কাবূসের) অবাধ্য হয়েছে তবে অবশ্যই তিনি রশি দিয়ে তাদেরকে টেনে নেবেন (অর্থাৎ তাঁর কথা না শুনলে আল্লাহ পর্বতরাজিকে অপদস্থ করে উটের মত নাকে রশি দিয়ে যথেচ্ছ টেনে নেবেন)।

প্রতিবেশীকে সম্মান করা ও তার হক আদায় করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ। হাদীসে উক্ত হয়েছে রাসূল (স.) বলেন ঃ

والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله ؟ قال الذى لا يأمن جاره بوائقه [৩০]

"আল্লাহর কসম সে মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম সে মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম সে মু'মিন নয় ; সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, যার খারাপ আচরণ থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।"

২৭. মুছাক্কিব তার উপাধি। প্রকৃত নাম 'আইয, কারো কারো মতে 'আইযুল্লাহ ইব্ন মিহসান। কেউ কেউ শাস ইব্ন 'আইয ইব্ন মিহসান, আবার কেউ কেউ নাহার ইবন শাস বলে উল্লেখ করেছেন (দ্র. মু'জামুশ শু'আরাইল-জাহিলিয়্যীন-ওয়াল মুখাদরামীন, পৃ. ৩২১।

ইব্ন কুতায়বা তার নাম মিহসান ইবন ছা'লাবা বলে উল্লেখ করেছেন । আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ. পৃ. ৩১১। তিনি ছিলেন বাহরায়ন-এর কবি। তিনি 'আমর ইবন হিন্দ-এর সমসাময়িক। কয়েক বছর তিনি আবূ কাবূস বাদশাহ (সময়কাল ঃ ৫৮০-৬০২ খৃ.)-এর সাহচর্যও লাভ করেন। তিনি ছিলেন স্বগোত্রের নেতা। বাসূস যুদ্ধের পর বাক্র ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে যারা কার্যকর ভূমিকা রাখেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি নাবিগার চেয়েও প্রাচীন কবি ছিলেন। মু'জামুশ শু'আরাইল-জাহিলিয়্যীন ওয়াল-মুখাদরামীন, পৃ. ৩২১।

তার কবিতা ছিল বালাগা (অলংকার শাস্ত্র)-এর দ্বারা প্রভাবিত এবং হিকমত-এর দ্বারা পরিপূর্ণ। অনেক সময় তিনি বিরল ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ বুঝতে অভিধানের স্মরণাপন্ন হতে হয়। মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ২খ, পৃ.১৭৩।

২৮. প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৮৪ ।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, (রিয়াদ : দারুস সালাম ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.), ১ম সং. হাদীছ নং ৬০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূল (স.) বলেন ঃ

ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه [৩১]

"জিবরীল ('আ.) প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে বারবার আমাকে উপদেশ দিয়েছেন এবং তাকীদ করেছেন যে, আমার ধারণা হচ্ছিল তাকে বুঝি ওয়ারিছ বানিয়ে দেবেন।"

কবি আল-মুছাক্কিব-এর কবিতায় ইসলামী এ ভাবধারাটির প্রতিফলন ঘটেছে এবং প্রতিবেশীর হক ও সম্মানের কথা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজে তা করেন বলে উল্লেখ করে অন্যকেও তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

أكرم الجار وأرعى حقه إن عرفان الفتى الحق كرم [৩২]

"আমি প্রতিবেশীকে সম্মান করি এবং তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখি ও তার হিফাজত করি। কেননা যুবকের পরিচিতিই হল অন্যের অধিকারের মর্যাদা প্রদান করা।"

গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআন কারীমে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাবার সাথে তুলনা করতঃ তা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ [৩৩]

"একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর।"

ইসলামের এ ভাবধারা ও মূল্যবোধকেই কবি মুছাক্কিব আল-'আবদী তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন ঃ

لا ترانى راتعا فى مجلس فى لحوم الناس كالسبع الضرم
إن شر الناس من يكشرلى حين يلقانى ، وإن غبت شتم [৩৪]

"তুমি আমাকে কোন মজলিসে মানুষের গোশ্তে তৃপ্ত দেখতে পাবে না ক্ষুধাতুর হিংস্র পশুর ন্যায়। খারাপ লোক সে, যে আমার সাক্ষাতে হাসিমুখে আলাপ করে, আর অসাক্ষাতে গালিগালাজ করে।"

জিন্ন জাতিকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। কারণ কুরআন কারীমে জিন্ন জাতির কথা বহুবার[৩৫] উল্লিখিত হয়েছে। একটি সূরাও তাদের নামে নাম-

৩১. প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৬০১৪, ৬০১৫।
৮২. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল-জাহিলী, ২খ, পৃ. ১৮৮।
৩৩. ৪৯ [আহযাব] ঃ ১২।
৩৪. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল-জাহিলী, ২খ, পৃ. ১৮৯।
৩৫. ২২ বার।

Dhaka University Institutional Repository

করণ করতঃ সূরাতুল জিন্ন[৩৬] রাখা হয়েছে। জাহিলী যুগের কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানী[৩৭] (মৃ. হি. পূ. ১৮/খৃ. ৬০৪)-এর دارمية يا শীর্ষক কবিতায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, জিন্ন জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং নবী হযরত সুলায়মান ('আ.)-এর উপর বিশ্বাসের কথা ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে সুলায়মান ('আ.)-এর জন্য যে আল্লাহ তা'আলা জিন্ন জাতিকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছামত তাদেরকে খাটাতেন এবং বড় বড় কাজ আদায় করে নিতেন যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ ـ[৩৮]

"জিন্নদের মধ্যে কতক তাঁর (সুলায়মান ('আ.)-এর) প্রতিপালকের নির্দেশে তাঁর সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা (জিন্নেরা) সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করত।"-এ সবের উপর বিশ্বাসেরও একটি চিত্র ফুটে উঠেছে তার কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

ولا أرى فاعلا فى الناس يشبهه ولا أحاشى من الأقوام من أحد
إلا سليمان ، إذ قال الاله له قم فى البرية فاحددها عن الفند
وخيس الجن ! إنى قد أذنت لهم يبنون تدمر ، بالصفاح والعمد[৩৯]

---

৩৬. দ্র. ৭২ নং সূরা।

৩৭. জাহিলী যুগের একজন খ্যাতিমান কবি। প্রকৃত নাম যিয়াদ ইবন মু'আবিয়া। উপনাম আবূ উমামা, মতান্তরে আবূ ছুমামা। যুবইয়ান গোত্রে জন্ম। নাবিগা তার উপাধি। শব্দটির অর্থ পরিপক্ব। তাঁকে নাবিগা এজন্য বলা হয় যে, তিনি পরিপক্ব বা পরিণত বয়সে এসে অর্থাৎ চল্লিশ বছর পার হবার পর কবিতা রচনা করেন। কারো কারো মতে এজন্য বলা হয় যে, তিনি কোন কবি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেননি। ঝর্ণাধারা যেমন হঠাৎ করে উথলে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে কবিতা তার মধ্যে উথলে উঠেছিল।

তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অন্য গোত্রের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধিচুক্তি প্রভৃতিতে তিনি স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। হিজাযবাসীগণ নাবিগাকে প্রাধান্য দিত। মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ২খ, পৃ. ২৩৭ ; মু'জামুশ-শু'আরাইল-জাহিলিয়্যীন ওয়াল-মুখাদরামীন, পৃ. ৩৫৮-৫৯; আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ,. পৃ. ৯২।

কবি নাবিগা ছিলেন কবিদের মান নির্ধারণকারী। তাঁর জন্য উকাজ বাজারে চামড়ার একটি লাল তাবু স্থাপন করা হত। তিনি সেখানে বিচারকের আসনে সমাসীন হতেন। আর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবিগণ সেখানে সমবেত হয়ে নিজদের কবিতা শুনাতেন। তিনি সেগুলো শুনে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা কোন্ দোষে দুষ্ট-প্রভৃতি রায় দিতেন। কিতাবুল-আগানী, ৩/৯খ, পৃ. ১৫৬। তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই হীরার বাদশাহ নুমান ও তার স্ত্রীর প্রশংসায় নিবেদিত।

৩৮. ৩৪ [সাবা] ঃ ১২-১৩।

৩৯. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল-জাহিলী, ২খ, পৃ. ২৫৩; কিতাবুল-আগানী, ৩/৯খ, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

"লোকের মধ্যে আমি তাঁর (নু'মান-এর) মত করিৎকর্মা আর কাউকে দেখি না। এ ব্যাপারে কওমের মধ্যে অন্য কাউকে আমি পৃথক করি না সুলায়মান ('আ.) ব্যতীত। আল্লাহ যখন তাঁকে বলেছিলেন, মানুষের কাছে যাও। অতপর তাদেরকে গোমরাহী থেকে ফিরাও। আর জিন্ন জাতিকে অপদস্থ কর। আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি তারা 'তাদমুর'[৪০] শহর নির্মাণ করবে চওড়া-সূক্ষ্ম চমৎকার পাথর দিয়ে ও বড় বড় পিলার দিয়ে।"

তাঁর অপর একটি বয়তে আল্লাহর নামের কসমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এভাবে ফুটে উঠেছে যে, তাঁর পবিত্র নামের কসম করলে তাতে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ থাকতে নেই। আর মানুষ আল্লাহর দৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে কখনো কোথায়ও যেতে পারে না। তিনি বলেন ঃ

حلفت، فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب [৪১]

"আমি কসম করেছি (আল্লাহর নামে), তাই তোমার জন্য কোন সন্দেহের অবকাশ আমি রাখিনি। আর (জেনে রাখো) মানুষের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার কোন জায়গা নেই।"

ঠিক একই বিষয়বস্তু আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে এভাবে ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ ـ [৪২]

"হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ব্যাতিরেকে।"

পুরো ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত বলে 'উমর (রা.) উক্ত কবিতাটির রচয়িতাকে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। বর্ণিত আছে যে, 'উমর (রা.) একদিন লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, শ্রেষ্ঠ কবি কে? তারা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আপনিই বেশী অভিজ্ঞ। তখন তিনি এ বয়তটি আবৃত্তি করে বললেন, এটি কার কবিতা? তারা বলল, নাবিগার। উমর (রা.) বললেন, সেই আরবের শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৩]

ইসলামে আমানাত রক্ষা করার গুরুত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সে ভাবধারাটিও নাবিগার কবিতায় ফুটে উঠেছে এবং সাথে সাথে বিশিষ্ট নবী হযরত নূহ ('আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস এবং তিনি আমানাতের খিয়ানত করতেন না-সে কথাও সুস্পষ্টরূপে তার কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

---

৪০. শাম সীমান্তে অবস্থিত বর্তমান সিরিয়ার একটি শহর। রোমানদের থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় এটি ছিল যানূবিয়ার রাজধানী।

৪১. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল-জাহিলী, ২খ, পৃ. ২৭১।

৪২. ৫৫ [আর-রাহমান] ঃ ৩৩।

৪৩. কিতাবুল-আগানী, ৩/৯খ, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

فألقيت الأمانة لم تخنها كذالك كان نوح لا يخون [৪৪]

"তুমি আমানাত সযত্নে রেখে দিয়েছ, যার কোনরূপ খিয়ানত তুমি করনি; এমনিভাবে নূহ ('আ.)ও আমানাতের খিয়ানত করতেন না।"

তাঁর আরো একটি কবিতায় হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা তিনি বাঁচিয়ে রাখেন আর যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। তাঁর নামের কসম ভাঙ্গা উচিত নয়-এ জাতীয় ইসলামী ভাবধারার কথা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন একটি প্রসিদ্ধ কিংবদন্তীকে কবিতায় রূপ দেয়ার মাধ্যমে। কিংবদন্তীটি হল ঃ

একটি সাপের উৎপাতে এক জনপদের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে একদা দুই সহোদর সাপটিকে বধ করার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু চতুর সাপটি এক ভাইয়ের ওপর হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে তাকে দ্বংশন করে। ফলে সে মৃত্যু বরণ করে। অপর ভাই ঘটনাক্রমে এক সময় সাপটিকে বাগে পেয়ে যায়। তখন সাপটি বলে, "তুমি কি আমাকে নিরাপত্তা দেবে এই শর্তে যে, প্রতিদিন আমি তোমাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা দেব?" লোকটি তাতে রাজী হয়ে গেল এবং প্রতিদিন একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা পেয়ে সে ধনী হয়ে গেল। অতপর একদিন তার ভাইয়ের স্মৃতি মনে পড়ল। তখন সে মনে মনে বলল, আমার ভাইবিহীন এ জীবন কিভাবে আমার ভাল লাগতে পারে! অতপর সে সাপটিকে হত্যা করার জন্য একটি কুঠার নিয়ে গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সাপটি যখন বেরিয়ে আসতে লাগল তখন সে কুঠার দিয়ে সজোরে তার মাথায় আঘাত করল। এতে সাপটি সামান্য আহত হল। তার ক্ষত খুব গভীর ছিল না।[৪৫] অপর এক বর্ণনামতে তার এ আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুহাদ্বারে একটি পাথরের ওপর পতিত হয়, সেখানে কুঠারাঘাতের চিহ্ন পড়ে যায়।[৪৬]

অতপর সাপটি তাকে স্বর্ণ মুদ্রা দেয়া বন্ধ করে দেয়। তখন লোকটি সাপের অপঘাতের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তাকে বলল, "তুমি কি এ ব্যাপারে রাজী আছ যে, আমরা আমাদের পূর্বে কৃত অঙ্গীকারে ফিরে যাব?" তখন সাপটি বলল, كيف اعاودك وهذا أثر فأسك "কিভাবে আমি তোমার সাথে পুনরায় অঙ্গীকারে ফিরে যাব, এই যে তোমার কুঠারের চিহ্ন!" পরবর্তীতে এটি একটি উপমায় পরিণত হয়। যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হতে থাকে।[৪৭] অন্য এক বর্ণনামতে সাপটি বলল, যতদিন আমার পার্শ্বে এ কবর

---

৪৪. ড. ইবরাহীম 'আবদুর-রাহমান মুহাম্মদ, আশ-শি'রুল জাহিলী ঃ কাদায়াহুল ফান্নিয়্যাঃ ওয়াল-মাওদূ'ইয়্যা ঃ (বৈরুত : দারুন নাহদাঃ আল-'আরাবিয়্যাঃ, ১৪০০ হি./খৃ. ১৯৮০), পৃ. ১১৩; কিতাবুল আগানী, ৩/৯খ, পৃ. ১১৩।

৪৫. ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ৯৬।

৪৬. ড. ইবরাহীম, আশ-শি'রুল-জাহিলী, পৃ. ৫৯-৬০।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

(লোকটির ভাইয়ের কবর) থাকবে, আমার মাথায় এ আঘাত থাকবে ততদিন আমি তোমাকে নিরাপদ মনে করতে পারব না।[৪৮]

নাবিগা আয-যুবইয়ানী উক্ত কিংবদন্তীটি কাব্যে রূপ দিয়ে বলেন ঃ

تذكر أنى يجعل الله جنة فيصبح ذا مال و يقتل واتره

فلما رأى ان ثمر الله و ماله وأثل موجودا وسد مفاقره

أكب على فأس يحد غرابها مذكرة من العاول باتره

فلما وقاها الله ضربة فأسه وللبر عين لا تغمض ناظرة

فقال تعالى نجعل الله بيننا على مالنا ، أو تنجزى لى اخره

فقالت يمين الله أفعل، إننى رأيتك غدارا يمينك فاجره

أبى لى قبر، لا يزال مقابلى وضربة فأس فوق رأسى فاقره [৪৯]

"তুমি এখন অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করছ, কিভাবে আল্লাহ (আমাদের মধ্যে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার) ঢাল বানাবেন! সে (চুক্তিকারী লোকটি) সম্পদশালী হয়ে তার বন্ধু (সাপটি)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সে যখন দেখল, আল্লাহ তাকে অনেক সম্পদ-এর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন এবং তার দরিদ্রতা দূর করে দিয়েছেন, তখন সে তার কুঠার নিয়ে তার অগ্রভাগ ধারালো করল তার আশ্রিতকে কেটে ফেলার জন্য। অতপর আল্লাহ যখন তাকে (সাপটিকে) তার কুঠারের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন, আর আসল কথা হচ্ছে সৎ কাজের বিশেষ এক ধরণের চোখ থাকে তা দিয়ে কেউ দেখতে চাইলে তার সে চোখকে বন্ধ করে দেয়া যায় না। তখন সে বলল, এস, আমরা আল্লাহকে আমাদের মাঝখানে রাখি আমাদের উপকারার্থে অথবা শেষ পর্যন্ত তুমি অঙ্গীকার পূরণ করবে সে ব্যাপারে। তখন সাপটি বলল, আমি আল্লাহর কসম দেব! অথচ আমি তোমাকে বিশ্বাসঘাতকরূপে দেখতে পাচ্ছি ; তোমার কসম ভূয়া। কসম করতে আমাকে বাঁধা দিচ্ছে একটি কবর, যতক্ষণ তা আমার সামনে থাকছে এবং আমার মাথায় কর্তনকারী কুঠারের আঘাত।"

জাহিলী যুগের নীতিবান কবি যুহায়র ইব্ন আবী সুলমা[৫০] (মৃ. হি. পূ. ১৩/খৃ. ৬০৯)-এর কবিতায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে ইসলামের মূল ভাবধারা। আল্লাহ তা'আলার

৪৮. আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ৯৬।

৪৯. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ২খ,পৃ.৩০৫-৩০৬; আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ৯৬; আশ-শি'রুল জাহিলী, পৃ. ৬০।

৫০. মু'আল্লাকার একজন খ্যাতিমান কবি। গাতাফান গোত্রে তাঁর জন্ম। ইব্ন কুতায়বাঃ, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ৭৬। তবে অনেকের মতে তিনি মুদার গোত্রের শাখা মুযায়নাঃ গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় গোত্রসহ তিনি নাজদ-এর গাতাফান গোত্রের সাথে বসবাস করতেন। মাওসূ'আতুশ-শি'রিল-জাহিলী, ২খ, পৃ.৩০৯। আল-ইসফাহানীও তার আগানী গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করতঃ তার পূর্ণ বংশ তালিকা বর্ণনা করেছেন। দ্র. আল-আগানী, ২/৯খ, পৃ. ১৩৯। তাঁর গোটা পরিবারই ছিল কবি পরিবার। পিতা সুলমা (প্রকৃত নাম রাবী'আ) ইব্ন রাবাহ ছিলেন কবি। তেমনিভাবে

Dhaka University Institutional Repository

গুণসমূহের অন্যতম হল তিনি সর্ব জ্ঞাত। মানুষ তাদের আচার-আচরণ ও কথা-বার্তায় যা প্রকাশ করে তা যেমন তিনি জ্ঞাত তেমনিভাবে যা তারা প্রকাশ করে না বরং অন্তরের মণিকোঠায় সুপ্ত ও লুকায়িত রাখে সে সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ـ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ [৫১]

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর। আর তিনি অন্তর্যামী।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرِ [৫২]

"চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।"

ইসলামের এ ভাবধারাটিই তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ

فلا تكتمن الله ما فى صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم [৫৩]

তার মামা বাশামাঃ ইবনুল গাদীরও কবি ছিলেন। বোন সালমা, দুই পুত্র কা'ব ও বুজায়র, পৌত্র উকবা ইব্ন কা'ব ওরফে আল-মুদাররাব ইব্ন কা'ব এবং আল-'আওওয়াম ইব্ন কা'বও কবি ছিলেন। মাওসূ'আ, ২খ, পৃ.৩০৯। তাই বলা যায় তাঁর কাব্য প্রতিভা ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, যা অন্য কোন কবির বেলায় দেখা যায় না।

তিনি 'আবস' ও 'যুবইয়ান' গোত্রের মধ্যে সংঘটিত 'দাহিস' ও গাবরা 'যুদ্ধে' অংশ গ্রহণ করেন। তাই তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই উক্ত যুদ্ধদ্বয়কে ঘিরে রচিত হয়েছে। জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ৩ জন ঃ (১) ইমরু'উল কায়েস, (২) যুহায়র ইবন আবী সুলমা ও (৩) আন-নাবিগা যুবইয়ানী। এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সে সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও এ তিন জনের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। আল-আগানী, ২/৯খ, পৃ.১৩৯। 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে বললেন, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে শুনাও। বলা হল, তিনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, যুহায়র। আবার বলা হল, কিভাবে তিনি শ্রেষ্ঠ হলেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর কবিতায় একটি বয়ত বুঝতে অন্যটির মুখাপেক্ষী করে রাখেন না, বিরল ও দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগ করেন না এবং যে যতটুকু প্রাপ্য, তার বেশী প্রশংসা করেন না। আবূ যায়দ আল-কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব (দিমাশক : দারুল-কালাম ১৪০৬/১৯৮৬), ২য় সং. ১খ, পৃ. ১৮৮; আল-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ৭৬-৭৭; আল-আগানী, ২/৯খ, পৃ. ১৩৯-৪০।

যুহায়র খুবই ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান কবি ছিলেন। তিনি বলতেন, তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না করতে তবে অবশ্যই আমি সেই সত্তাকে সিজদা করতাম যিনি এই যমীনকে মৃতের পর সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁকে আকাশে উঠানো হয়েছে। এত কাছাকাছি যে, হাত দিয়ে তিনি তা স্পর্শ করে ফেলেছিলেন প্রায়! অতপর রশি ছিড়ে গেল। পরদিন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে ডেকে বললেন, হে আমার পুত্রগণ! আমি এরূপ এরূপ স্বপ্ন দেখেছি। আমার পর অতি সত্বর অবশ্যই বড় কোন এক ঘটনা ঘটবে। যে তার অনুসরণ করবে তার মর্যাদা উন্নত হবে এবং সে সফলকাম হবে। তাই তোমরা সেখান থেকে তোমাদের অংশ নিয়ে নিও। এরপর বেশী দিন আর তিনি বাঁচেননি। এক বছর পার হতে না হতেই রাসূল (স.) নবীরূপে প্রেরিত হন। জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব, ১খ, পৃ.১৯০; আল-আগানী, ৩/৯খ, পৃ.১৪০। যুহায়র জাহিলী যুগে গোত্রপতি ছিলেন, তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। শিষ্টাচার ও নৈতিকতায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল-আগানী, ৩/৯ খ, পৃ. ১৪৮।

৫১. ৬৪ [তাগাবুন] ঃ ৪ ।

৫২. ৪০ [গাফির] ঃ ১৯।

৫৩. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ২খ, পৃ. ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের অন্তরে যা আছে গোপন করার জন্য তা কখনো লুকিয়ে ফেলো না। কারণ যে কোন বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করা হলেও তিনি তা জেনে ফেলেন।"

মানুষ দুনিয়াতে ভালো-মন্দ যে কর্মই করুক না কেন তা বেকার ছেড়ে দেয়া হয় না। সব কিছুরই হিসাব রাখা হয় এবং 'আমলনামায় তা জমা করে রাখা হয়। কিয়ামত দিবসে সব কিছুর চুলচেরা হিসাব হবে এবং তদনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ [৫৪]

"তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ [৫৫]

"তোমার (রাসূল সা.)-এর কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ـ [৫৬]

"যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।"

আবার কোন কোন মন্দ কাজের পরিণাম স্বরূপ কিছুটা শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ [৫৭]

"বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই ছোট শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে।"

কবি যুহায়র-এর কবিতায় এসব ভাবধারাই অত্যন্ত বাঙময় হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ

يؤخر فيوضع فى كتاب، فيدخر ليوم الحساب ، أو يعجل فينقم [৫৮]

"অপরাধিকে অবকাশ দেয়া হবে.। অতপর হিসাব দিবসের জন্য তা জমা করে রেখে দেয়া হবে। (এবং হিসাব শেষে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে)। অথবা শীঘ্রই দুনিয়াতে সে শাস্তি দেয়া হবে।"

---

৫৪. ২ [বাকারা] ঃ ২০২ ।
৫৫. ১৩ [রা'দ] ঃ ৪০।
৫৬. ৩৮ [সাদ] ঃ ২৬।
৫৭. ৩২ [আলিফ লাম-মীম আস-সাজদা] ঃ ২১।
৫৮. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ২খ, পৃ. ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ মাত্রই মরণশীল। কোন অবস্থাতেই কেউ মৃত্যু এড়াতে পারবে না তাই যত শক্তিশালী ও ইস্পাত কঠিন ব্যবস্থাই সে গ্রহণ করুক না কেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ৫৯

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।"

ঠিক এ ভাবধারাটিই ফুটে উঠেছে কবি যুহায়রের কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم ৬০

"যে মৃত্যুর অবলম্বনকে ভয় পায়, মৃত্যু তাকে পাবেই, যদিও সে সিড়ি দিয়ে আকাশের অবলম্বন আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করে।"

তাঁর অপর এক কবিতায় আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার কথা ফুটে উঠেছে, যা ইসলামী ভাবধারার মূল শিক্ষা তাওহীদের পরিচায়ক। তিনি বলেন ঃ

محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله عنهم ما به حسدوا ৬১

"তাদেরকে (মুররা ইব্ন আওফ গোত্রকে) যে অপরিসীম নিয়ামত দেয়া হয়েছে তার জন্য তাদেরকে হিংসা করা হয়। যত হিংসাই করা হোক না কেন আল্লাহ কখনো তাদের সে নিয়ামত ছিনিয়ে নেবেন না।"

সমস্ত প্রশংসা এক মাত্র আল্লাহর। তিনিই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেন যার ফলে তারা সকাল সন্ধ্যায় উপনীত হয়। তিনিই তাদেরকে কল্যাণ দান করেন। ইসলামী এ বিশ্বাস ও ভাবধারা ফুটে উঠেছে কবি উমায়্যা ইব্ন আবিস-সালত৬২ (মৃ. হি. ৫/খৃ. ৬২৬)-এর কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

---

৫৯. ৪ [নিসা] ঃ ৭৮।

৬০. মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী, ১খ, পৃ. ৩২৪।

৬১. আবূ যায়দ মুহাম্মদ ইবন আবিল খাত্তাব আল-কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব (দামিশক : দারুল-কালাম, ১৪০৬ /১৯৮৬), ২য় সং. ১খ, পৃ. ১৮৯।

৬২. উমায়্যা ইবন আবিস-সালত ছিলেন তায়েফ নিবাসী জাহিলী যুগের কবি। রাসূল (স.)-এর যুগের কিছু অংশ পেলেও তিনি তাঁর ওপর ঈমান আনেন নি। মুস'আব ইবন 'উছমান-এর বর্ণনা মতে তিনি পূর্ববর্তী কিতাব পড়েছিলেন তবে ইবাদত বা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, হানীফিয়্যা প্রভৃতি ইসলামী শব্দের উল্লেখ করতেন। তিনি মদ হারাম করেছিলেন এবং মূর্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। ইব্ন কুতয়বার বর্ণনা মতে তিনি মূর্তি পূজা থেকে বিরত ছিলেন। পূর্ববর্তী কিতাব থেকে তিনি লোকজনকে অবহিত করতেন যে, অতি সত্বর একজন নবী প্রেরিত হবেন। সে সময়টিই এখন চলছে। তিনি নিজেই সে নবূওয়াতের প্রত্যাশী ছিলেন, কারণ পূর্ববর্তী কিতাবে তিনি পড়েছিলেন যে, সে নবী আরবেই প্রেরিত হবেন। অতপর রাসূল (স.) যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন এবং এ খবর তার কাছে পৌছল তখন তিনি হিংসা বশতঃ কুফরী করতে লাগলেন। বললেন, আমি তো এটাই হবার প্রত্যাশা করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْ اٰتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ (الاعراف [৭] : ১৭৫) "তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন অতপর সে তা বর্জন করে ও শয়তান তার পেছনে লাগে। আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্র. আল-আগানী, ৩খ, পৃ. ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربى و ممسانا ৬৩

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি কল্যাণের সাথে আমাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত করিয়েছেন। আমার প্রতিপালকই আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে সকাল-সন্ধ্যায় পৌঁছিয়েছেন"।

মানুষের কাছে যে সম্পদ আছে তা অতি অল্প এবং ক্ষণস্থায়ী, এক সময় না এক সময় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে আসমান যমীন ব্যাপী বিশাল ধণভাণ্ডার। আর তার সে ধণ-ভাণ্ডারের কোন ক্ষয় নেই। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُوْنَ ৬৪

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকগণ তা বোঝে না"।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ৬৫

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী"।

উমায়্যার কবিতায় ইসলামের এ ভাবধারাটি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ

رب الحنيفة لم تنفد خزائنها مملوءة طبق الافاق سلطانا ৬৬

"তিনি সত্য দীনের মালিক। তাঁর ভাণ্ডার কখনো নিঃশেষ হয় না, সর্বদাই তা পরিপূর্ণ। দিগন্তের প্রতিটি স্তরেই তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বিদ্যমান"।

'ইকরিমা থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূল (স.) আমার নিকট উমায়্যার এ কবিতা শুনতে চাইলেন। অতপর কবিতা শুনানো হলে তিনি বললেন, উমায়্যা তো ইসলাম গ্রহণ করেই ফেলেছিল৬৭

সাহিত্য সমালোচক আবূ উ'বায়দা (সময়কাল ঃ ৭২৮-৮২৫ খৃ.) বলেন, আরবগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শহরবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হল ইয়াছরিব বাসীগণ। অতপর 'আবদুল কায়েস গোত্র। তারপর ছাকীফ গোত্র। আর ছাকীফ গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হল, উমায়্যা ইবন আবিস-সালত (প্রাগুক্ত)।

খ্যাতিমান ভাষাবিদ আল-আসমা'ঈ (সময়কাল ঃ ৭৪০-৮২৮ খৃ.) বলেন, উমায়্যা সাধারণত তার কবিতায় আখিরাতের কথা উল্লেখ করেছেন। 'আনতারাঃ সাধারণত যুদ্ধের কথা এবং 'উমার ইবন আবী রাবী'আ সাধারণত যৌবনের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৮১।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বলেন, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে। এ অসুখই আমার মৃত্যু। আমি জানি যে, হানীফিয়্যা তথা একত্ববাদের দীনই সঠিক; কিন্তু আমার মধ্যে সন্দেহ প্রবেশ করেছে মুহাম্মাদের ব্যাপারে। অতপর বেঈমান অবস্থায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৮৪।

৬৩. কিতাবুল আগানী, ৩খ, পৃ. ১৮৩।

৬৪. ৬৩ [মুনাফিকূন] ঃ ৭ ।

৬৫. ১৬ [নাহল] ঃ ৯৬।

৬৬. কিতাবুল আগানী, ৩খ, পৃ. ১৮৩।

৬৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উমায়্যার কবিতায় ইসলামী ভাবধারার প্রভাব এত সুস্পষ্ট ছিল যে, বাহ্যিকভাবে তাকে মুসলমান বলেই মনে হত। তাই রাসূল (স.)-এর সামনে তার কবিতা আবৃত্তি করা হলে তিনি বলেছেন, "তার জিহ্বা ঈমান এনেছে কিন্তু অন্তর কুফরী করেছে।[৬৮]

আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও নি'মাতের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা অগাধ সম্পদ ও রিযিক দান করেন। বিশেষত যে তাঁকে ভয় করে তাকে এমনভাবে তিনি রিযিক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ [৬৯]

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্ক"।

আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী এবং মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষাকারী। শত ত্রুটি থাকলেও কায়মনোবাক্যে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি বান্দার সকল দোষ-ত্রুটি ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করে তাকে ক্ষমা করেন-এ সব ইসলামী ভাবধারার ছাপ পাওয়া যায় জাহিলী কবি 'আবীদ ইবন-ল-আবরাস[৭০] (মৃ. হি. পূ. ২৫/খৃ. ৬০০)-এর কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء ، وذو عفو وتصافح [৭১]

"আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, আল্লাহ যাকে চান তাকেই নি'মাত দান করেন, ক্ষমা করেন এবং তার দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন।"

প্রকৃত ধনী ও অমুখাপেক্ষী হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর সকল সৃষ্টিই দরিদ্র ও নিঃস্ব এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। কুরআন কারীমে তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ [৭২]

---

৬৮. ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ৩৬৯।

৬৯.৬৪ [তাগাবুন] ঃ ২-৩।

৭০. জাহিলী যুগের একজন কবি। আসাদ গোত্রে তার জন্ম। তিনি ছিলেন নাবিগা যুবইয়ানীর সমসাময়িক। হীরা রাজ দরবারে তিনি জীবন যাপন করেন। তার মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। Encyclopaedia of Islam-এর বর্ণনা অনুযায়ী হীরার বাদশাহ তৃতীয় আল-মুনযির ইব্ন মাউস-সামা' (মৃ. ৫৫৪ খৃ.)-এর হাতে তিনি নিহত হন। কাজেই তার মৃত্যু বাদশাহর মৃত্যুর (৫৫৪ খৃ.) পূর্বেই হয়ে থাকবে। ইমরু'উল কায়েসের সাথে তার কবিতায় বিতণ্ডা হয়। এ বিতণ্ডার সময়কাল ch. Lyall-এর বর্ণনা মতে খৃ. ৫৩০-৫৫০-এর মধ্যবর্তী কালে হয়েছিল। কারণ আসাদ গোত্র কিনদাহ রাজ-এর বিরুদ্ধে ৫৩০ খৃ.-এর দিকে বিদ্রোহ করে এবং ইমরু'উল কায়েসের পিতা হুজরকে হত্যা করে। এ কারণেই উভয় কবির মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। Encyclopaedia of Islam, (Leiden : 1979), New edition, vol. 1 p. 99.
তার প্রসিদ্ধ কাসীদা হল কাসীদা আল-বাইয়্যা (البائية)।

৭১. ড. ইবরাহীম 'আবদুর রাহমান মুহাম্মদ, আশ-শি'রুল জাহিলী ঃ কাদায়াহুল-ফান্নিয়্যা ঃ ওয়াল মাওদূ'ইয়্যাঃ, পৃ. ১১২।

৭২. ৩৫ [ফাতির] ঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মানুষ! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ"।

ঠিক এ মর্মটিই ফুটে উঠেছে 'আবীদ ইবনুল আবরাসের এক কবিতায়। তিনি বলেছেন, মানুষের কাছে যাঞাকারী বঞ্চিত হয় আর আল্লাহর কাছে যাঞাকারী নিরাশ হয় না। তার কবিতা হল ঃ

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب [৭৩]

"যে মানুষের কাছে চায় মানুষ তাকে বঞ্চিত করে অথচ আল্লাহর নিকট যাচ্ঞাকারী নিরাশ হয় না।"

জাহিলী যুগের অপর এক খ্যাতিমান কবি, মু'আল্লাকার রচয়িতা 'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ[৭৪] (মৃ. হি. পূ. ২২)-এর কবিতায় ইসলামী ভাবধারার প্রকাশক শব্দ সমূহ যথা 'সিজদায় লুটিয়ে পড়া' (تخر له سجودا), 'হাম ইব্ন নূহ', 'মাকাম-ই ইবরাহীম-এর পাথর', 'জাহান্নামের আগুন' (نار الجحيم) ও 'হাশর' (المحشر) প্রভৃতি যথার্থভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

إذا بلغ الفطام لنا صبى تخر له أعادينا سجودا .
عجوز من بنى حام بن نوح كأن جبينها حجر المقام
كلما ذقت باردا من لماها خلته فى فمى كنار الجحيم
ورجعت عنهم لم يكن قصدى سوى ذكر يدوم إلى أوان المحشر[৭৫]

"আমাদের শিশু যখন দুধ ছেড়ে দেয়ার সময়ে পৌঁছে যায় তখন আমাদের শত্রুগণ (ভয়ে) তার উদ্দেশ্যে 'সিজদায় লুটিয়ে পড়ে'। তারা 'নূহ ('আ.)' তনয় 'হাম'-এর বংশধরের বৃদ্ধ লোক, তাদের কপাল যেন মাকাম (ইবরাহীম)'-এর পাথর। যখনই আমি তাদের ঠোট থেকে শীতল পরশ আস্বাদন করতে যাই তখনই আমার মুখের মধ্যে 'জাহান্নামের আগুন'-এর ন্যায় তাপ অনুভব করি। আর আমি তাদের কাছ থেকে ফিরে আসি এমতাবস্থায় যে, আমার ইচ্ছা কেবল (এ অনাকাঙিখত স্মৃতিকে) স্মরণ করা ছাড়া আর কিছু হয় না, যে স্মরণ 'হাশরের ময়দান' পর্যন্ত স্থায়ী।"

৭৩. ড. ইবরাহীম 'আবদুর রাহমান, আশ-শি'রুল জাহিলী, পৃ. ১১২।

৭৪. জাহিলী যুগের একজন খ্যাতিমান কবি। সপ্ত মু'আল্লাকার একটির রচয়িতা। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী বীর। তাই তার কবিতায় যুদ্ধ বিগ্রহের কথাই বেশীর ভাগ স্থান পেয়েছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্বে, ব্যবহার ও স্বভাব মাধুর্যে এবং কবিতার পরিপক্কতায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফারদীনান টুটেল, আল-মুনজিদ ফিল-আদাব ওয়াল 'উলূম, পৃ. ৩৬০। তার খ্যাতি শুনে রাসূল (সা) বলেন, ما وصف لى اعرابى قط فاحببت ان اراه الا عنتره "কোন বেদুঈনের আলোচনা আমার সামনে করা হলে তাকে দেখার আকাঙখা আমার জন্মেছে-এমনটি 'আনতারা ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে হয়নি"। মুখতার 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ 'আলী, আত-তাওদীহাত, পৃ. ১৩৬। কারো কারো মতে শাদ্দাদ তার চাচার নাম। তিনিই তাকে প্রতিপালন করেন বলে তার সাথেই 'আনতারাকে সম্পৃক্ত করা হয়। তার মাতা 'যাবতা' একজন হাবশী ক্রীতদাসী ছিলেন এ জন্য 'আনতারার গায়ের রং ছিল কালো। স্বীয় চাচাতো বোন 'আবলাকে তিনি ভালবাসতেন; কিন্তু দাসীপুত্র হওয়ায় তার সাথে বিয়ে দিতে কনে পক্ষ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এ বিচ্ছেদই তাকে কবিতা রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

৭৫. ড. ইবরাহীম, আশ-শি'রুল জাহিলী, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে আরবী কবিতার গতি-প্রকৃতি

শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক কা'বা গৃহ মক্কায় থাকার কারণে জাহিলী যুগে মক্কা ছিল তুলনামূলকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থল। গোত্রে গোত্রে কলহ ও হানাহানি ছিল না বললেই চলে যা গ্রামীন যাযাবরদের মধ্যে অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাই জাহিলী যুগে এখানে কবিতারও প্রসার ঘটেনি। কারণ তৎকালে কবিতা ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুপ্রেরণাদায়ক মন্ত্র বিশেষ। কবির কবিতায় থাকত স্বীয় গোত্রের শৌর্যবীর্যের ইতিহাস—তা শুনে বীরের হৃদয় টগবগ করে উঠত, ফলে দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাপিয়ে পড়ত তারা অন্য গোত্র ও প্রতিপক্ষের ওপর। আবার প্রতিপক্ষীয় গোত্রের নিন্দাবাদ ও কুৎসা থাকত তাতে, যার ফলে তারা অপমানবোধ করত এবং ক্ষিপ্ত হত কবির গোত্রের ওপর। তাই তাদের পক্ষ থেকেও আসত এর প্রতিউত্তর। কিন্তু মক্কায় এই বিরোধ না থাকায় কবিতারও প্রসার ছিল না।

রাসূল (স.)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর দা'ওয়াতের ফলে কিছু লোক তাদের পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্মে দীক্ষিত হল। আর কিছু লোক তাদের পূর্ব পুরুষের পৌত্তলিক ধর্মে অটল রইল। এমনিভাবে সৃষ্টি হল দু'টি দলের। রাসূল (স.) ও নব্য মুসলমানদের দা'ওয়াতের ফলে তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় পৌত্তলিকদলের লোকদের অন্তরে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ফলে মুসলিমগণ পরিণত হলেন তাদের প্রতিপক্ষে। তাই তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানগণ প্রথমত হাবশায় হিজরত করেন। অতপর রাসূল (স.) ও মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করেন। শত্রু পক্ষ নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং সেখানে মুসলমানদের অকল্পনীয় মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মক্কার পৌত্তলিকগণ ক্রোধের প্রচণ্ডতায় ফুঁসে ওঠে এবং আর কিছু না পেয়ে কাব্য-বাণ নিক্ষেপ করে মনের আক্রোশ মিটাবার ব্যর্থ প্রয়াস পায়। প্রকৃতিগত ভাবে কাব্য প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করা আরব তথা মক্কা বাসীর হৃদয়ে এবার কবিতার তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে। রাসূল (স.), ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করতে এগিয়ে আসেন মক্কার প্রতিভাবান একদল কবি। আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যিবা'রা, দিরার ইবনুল খাত্তাব, 'আমর ইবনুল 'আস, আবূ 'আয্যা আল জুমাহী, আল হারিছ ইব্ন হিশাম,

Dhaka University Institutional Repository

হুবায়রা ইব্ন ওয়াহাব আল-মাখযূমী, মুসাফি' ইব্ন 'আবদ মানাফ ও আবূ উসামা মু'আবিয়া ইব্ন যুহায়র প্রমুখের নাম তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদের রচিত নিন্দাবাদ মূলক (هجاء) কবিতার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তাদের বাক্যবাণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং নতুন দীনের দা'ওয়াত পৌছাবার জন্য মদীনার মুসলমানদের পক্ষ থেকে বুক টান করে এগিয়ে আসেন হাস্সান ইব্ন ছাবিত, কা'ব ইব্ন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) প্রমুখ কবিবর্গ। এ ভাবেই তৎকালীন আরবে দু'টি ধারায় কবিতা রচিত হতে থাকে। একটি মক্কার ধারায়, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং মূর্তির পক্ষাবলম্বন করে যার প্রতি তারা ঈমান এনেছিল। তারা সর্বশক্তি দিয়ে নতুন দীনের বিরোধিতা করে, যে দীনের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন রাসূল করীম (স.)। এ দলের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা রাখেন তিনজন কবিঃ আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যিবা'রা ও মু'আবিয়া ইব্ন যুহায়র। আর অপরটি হল মদীনার ধারায়, যারা রাসূল (স.)-এর সাথে থেকে তাঁকে সাহায্য করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মক্কার কবিদের রচিত কবিতার উত্তর দেন এবং নতুন দীনের দাওয়াত দেন। এদের মধ্যেও তিনজন বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তারা হলেন ঃ হাসসান ইব্ন ছাবিত, কা'ব ইব্ন মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)। উভয় পক্ষই ইসলাম সম্পর্কে বাদানুবাদ মূলক কবিতা রচনার প্রয়াস পায়।

মক্কার কবিদের পেছনে আর একদল কবি এসে অবস্থান নেয়। তন্মধ্যে য়াহূদী কবি কা'ব ইব্ন আশরাফ এবং অন্যান্য গোত্রের কবিদের একটি দলও ছিল, যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। যথা উমায়্যা ইব্ন আবিস-সালত[১]—যে দীন-ই-হানীফ এর অনুসন্ধানে ছিল কিন্তু রাসূল (স.)-এর প্রতি কঠোর শত্রুতা পোষণ করত। কারণ সে নিজকে সেই প্রতীক্ষিত আরবী নবী বলে মনে করত, যার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিবরণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী সে সব আসমানী কিতাব সম্পর্কে সে অবগত ছিল।

মদীনার কবিগণের কবিতার শৈল্পিক ধারা ছিল মক্কার কবিগণ থেকে ভিন্ন। তাদের কেউ কেউ কুরায়শদের নিন্দাবাদ করত প্রাচীন জাহিলী যুগের মর্ম ও বিষয় বস্তু দ্বারা। আর কেউ কেউ নিন্দাবাদ করত নবতর ইসলামী মর্ম ও বিষয়বস্তু দ্বারা। যেমন আবুল ফারাজ আল ইসফাহানী বলেন, হাসসান ইব্ন ছাবিত ও কা'ব ইব্ন মালিক তাদেরকে বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রীতিনীতি নিয়ে কবিতা রচনা করে লজ্জা দিতেন, যেমনটি করা হত জাহিলী যুগে। আর 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) তাদেরকে লজ্জা দিতেন কুফরী নিয়ে; তাদেরকে কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত করতেন এবং জানিয়ে দিতেন যে, কুফরীর চেয়ে তাদের মধ্যে আর কোন খারাপ ও ঘৃণার বস্তু নেই। সে সময়ে কাফির কুরায়শদের কাছে হাসসান ও কা'ব (রা.)-এর কবিতা বড় কষ্টদায়

১. তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্র. চতুর্থ অধ্যায় 'জাহিলী যুগের কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ পর্যালোচনা' শীর্ষক শিরোণাম।

Dhaka University Institutional Repository

বিতা বড় কষ্টদায় বলে মনে হত। তাদের কবিতায়ই তারা বেশী মর্মাহত হত। আর ইব্ন রাওয়াহার কবিতা নিতান্ত মামুলী ও হাল্কা ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বলে মনে হত, যাকে তারা তেমন একটা গুরুত্ব দিতনা। পরবর্তী কালে যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং ইসলামকে ভালভাবে বুঝল তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার কবিতাই তাদেরকে বেশী কষ্ট দিত। পূর্বের কৃত কর্মের জন্য তারা বেশী লজ্জা ও বেদনা অনুভব করত।

মোট কথা মদীনার কবিদের সুস্পষ্ট দু'টি ধারা ও দিক ছিল, একটি হল জাহিলী ধারা, যার ধারক-বাহক ও প্রবর্তক ছিলেন হাস্সান ইব্ন ছাবিত ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)। তাঁরা কুরায়শদের নিন্দাবাদ করতেন জাহিলী যুগের স্টাইলে,যাতে তারা কষ্ট পেত ইসলাম গ্রহণের পূর্বে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর এই জাহিলী স্টাইল তাদের জন্য মোটেই পীড়াদায়ক ছিলনা। কারণ ইসলাম তাদের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। অপরটি ছিল ইসলামী ধারা, যার ধারক-বাহক ও প্রবর্তক ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.), যিনি কুরায়শদের নিন্দাবাদ করতেন তাদের কুফর ও শিরক, মূর্তি পূজা এবং সত্য ও নতুন দীনের আহবানে সাড়া না দেয়া নিয়ে। এ নিন্দাবাদ কুরায়শদেরকে জাহিলী অবস্থায় তথা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মোটেও কষ্ট দিত না। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণের পর এটাই তাদের জন্য সর্বাধিক পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দেয়।

কবিতার এ ধারা চলতে থাকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। মক্কা বিজয় সম্পন্ন হলে আরববাসী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে এবং একে একে সকলেই তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়। এমনকি ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় জোরে শোরে নেমেছিল যে কবিকুল, তারাও সকলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই মক্কা-মদীনার মধ্যে কাব্যিক যে দ্বন্দ্ব এতকাল ধরে চলে আসছিল স্বভাবতই সে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। ইসলাম, মুসলমান ও রাসূল (স.)-কে ব্যঙ্গ করে তারা যে ধারায় কবিতা রচনা করে আসছিল তা পরিত্যাগ করে তারা রাসূল (স.) ও মদীনার সাহাবী কবিকুলের পাশে এসে দাঁড়ান। ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামের প্রবর্তক রাসূল (স.)-কে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন এবং দীনের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রচারে রত হন। এমনি ভাবে মক্কা বিজয়পূর্ব দু'টি শৈল্পিক ধারা এক ধারায় লীন হয়ে যায় এবং সম্মিলিত ধারায় ইসলামের খিদমতে রচিত ও নিবেদিত হতে থাকে তাদের কবিতা। এ ছাড়া মক্কার কবিকুল বিগত জীবনে ইসলামের বিরোধিতা করে যে অপরাধ করেছিল, রাসূল (স.)-এর কাছে সে অপরাধ ও অন্যায়ের ক্ষমা চেয়েও তারা কবিতা রচনা করা শুরু করেন। তাদের সে সব কবিতাও ছিল পুরো ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত। যেমন 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যিবা'রা[২] (রা.)-এর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই ঃ

---

২. মক্কার একজন প্রথম সারির কবি। কুরায়শ বংশে জন্ম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি আপন আচার-ব্যবহার ও কবিতার মাধ্যমে রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের কঠোর সমালোচনা ও বিরোধিতা করতেন। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি বহু বিদ্রূপাত্মক ও শ্লেষাত্মক কবিতা (هجاء) রচনা করেন। উহুদের যুদ্ধে কাফিরগণের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেন। মক্কা বিজয়ের পর হুবায়রা ইবন আবী ওয়াহব সহ পলায়ন করে তিনি নাজরান চলে যান। সমকালীন

Dhaka University Institutional Repository

يا رسول المليك إن لسانى راتق ما فتقت إذ أنا بور
إذ أجارى الشيطان فى سنن الغىّ ومن مال ميله مبثور
آمن اللحم والعظام بما قلت فنفسى الفداء وانت النذير৩

"ওগো প্রভুর রাসূল! আমার জিহবা ভুল করেছে যখন আমি গোমরাহ ছিলাম, যখন ভ্রান্ত পথে আমি শয়তানকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর যে সেদিকে ঝোঁকে তার সে ঝোঁক বিনষ্ট হয়ে যায়। আপনি যা বলেছেন তার প্রতি আমার গোশত ও হাড্ডি (তথা সর্বাঙ্গ) ঈমান এনেছে। তাই আমার অন্তর আপনার প্রতি নিবেদিত। আর আপনি তো সতর্ককারী।"

মক্কায় থাকাকালে তার জাহিলী ও মুশরেকী জীবনে ইসলাম ও মুলসমানদের নিন্দাবাদ করে তিনি যে কবিতা রচনা করেন এ কবিতায় তা থেকে সুস্পষ্টরূপে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

এমনিভাবে মক্কা বিজয়ের পর থেকে সকল কবির কবিতা একই ধারায় রচিত হতে থাকে। নতুন দীনের প্রচার-প্রসার, তার মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং তার প্রতি দা'ওয়াত দেয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর প্রসঙ্গক্রমেই মক্কার কবিগণ এর পাশাপাশি তাদের বিগত জীবনের অপরাধ এবং ইসলাম ও রাসূল (স.) সম্পর্কে তাদের ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কবিতা রচনা করতে থাকেন। এদের সকলের কবিতাই যে ইসলামী ভাবধারায় আপ্লুত ছিল তা বলাই বাহুল্য। এমনিভাবে চলতে থাকে কবিতা রচনার ধারা।

রাসূল (স.) ইনতিকাল করলে অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় কবিকুলও বেদনাহত হন, তাঁর শোকে কেঁদে বুক ভাসান এবং রচনা করেন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও ব্যাথা ভরা শোক গাথা। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী কবিগণ যেমনি ভাবে এ শোক গাথা রচনায় অংশ নেন, মক্কা বিজয় পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার কবিগণও তদ্রূপ তাতে অশং নেন। কোনক্রমেই তারা পিছিয়ে থাকেননি এ শোক গাথা রচনা থেকে। তাই তো আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ[৪] যিনি

বিশিষ্ট মুসলিম কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.) তার উদ্দেশ্যে কবিতার দু'টি শ্লোক রচনা করেন। সেটি তার নিকট পৌছলে তিনি অনুতপ্ত হয়ে রাসূল (স.)-এর কাছে আগমন করেন এবং বিগত জীবনের সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি রাসূল (স.)-এর স্তুতিবাদ বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেন। মক্কা বিজয়ের পর বহু যুদ্ধেও তিনি রাসূল (স.) সাথে অংশগ্রহণ করেন। আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা,([মিসর : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৩২৮ হি.), ১ম সং., ২খ. পৃ. ৩০৮; ইব্নুল-আছীর, উসদুল-গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা [বৈরুত -লোবানন : দার ইহইয়াইত তুরাছ আল-'আরাবী, তা. বি.], ৩খ. পৃ. ১৫৯-৬০।

৩. ড. শওকী দায়ফ, তা'রীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২খ, পৃ.৬৯; ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাতু ফুহূশিল-শু'আরা, পৃ. ২০২; ইব্ন হিশাম, আস-সীলাতুন-নাবাবিয়্যা (কায়রো ঃ দারুর-রায়্যান. ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খৃ.), ১ম সং., ৪খ, ৯১।

৪. রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই। তিনিও হালীমা (রা.)-এর দুধ পান করেন। সেই সূত্রে তিনি রাসূল (স.)-এর দুধ ভাই। মক্কার যে কয়জন কবি ইসলাম, মুসলমান ও রাসূল (স)-এর নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করতেন তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিরাম কবিতা রচনা করেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আলী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে তিনি সোজা রাসূল (স.)-এর

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত দরাব কণ্ঠে বহু ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন রাসূল (স.), ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে—তিনিই রাসূল (স.)-এর ইনতিকালে মর্মস্পর্শী কবিতা তথা হৃদয় বিদারক শোকগাঁথা রচনা করেছেন। যথা ঃ

لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول

نبى كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول [৫]

"আমাদের মুসীবত বিরাট আকার ধারণ করেছে সেই সন্ধ্যায় যখন বলা হল যে, রাসূল (স) ইনতিকাল করেছেন। তিনি ছিলেন নবী, যিনি তার প্রতি প্রেরিত ওহী এবং তার কথাবার্তা দ্বারা আমাদের থেকে সন্দেহের অপনোদন করতেন।"

রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর আবূ বকর (রা.) খিলাফতের হাল ধরেন। এ সময় আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চল ইয়ামনে কিছু লোক ইসলামের মৌল কাঠামোর কোন কোনটাকে অস্বীকার করে। আবার কিছু লোক সরাসরি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। আবূ বকর (রা.) এ বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা করেন যা 'রিদ্দা যুদ্ধ' নামে খ্যাত এবং তাদেরকে পরাভূত করতঃ পুনরায় ইসলামের সঠিক রূপ ফিরিয়ে আনেন।

এই রিদ্দা যুদ্ধকালীন সময়ে বহু কবির আত্ম প্রকাশ ঘটে। মুরতাদদের মধ্য হতে কিছু কবি ইসলামের নিন্দাবাদ করে এবং তাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের ক্লেদ ঝেড়ে কিছু কবিতা রচনা করে। অপর পক্ষে মুসলমানদের মধ্য হতে কিছু কবি ইসলামের স্বপক্ষে মুরতাদদের নিন্দাবাদ করে এবং ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাবার পরিনাম ভয়াবহ হবে, অচিরেই তারা পূর্ববর্তী মুশরিকদের ন্যায় পরাজয়ের গ্লানী ভোগ করবে—এসব বলে ওজস্বী ভাষায় কবিতা রচনা করেন।

প্রথম পক্ষে দেখা যায় প্রসিদ্ধ কবি হুতাইআ৬ (মৃ. ৬৭৮) আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত অস্বীকার করে কবিতা রচনা করেন। সে কবিতায় তিনি বলেন যে, আমরা রাসূল (স.)-এর

কাছে গিয়ে হাজির হন এবং বিগত জীবনের সকল অপরাধ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূল (স.) তাকে ক্ষমা করে দেন। অতপর তিনি মুসলমান হন। হুনায়নের যুদ্ধে তিনি রাসূল (স.)-এর পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়ের সময়েও তিনি রাসূল (স.)-এর সাথে ময়দানে অটল ছিলেন। তিনি 'উমর (রা.)-এর খিলাফত আমলে ১৫ হি. (মতান্তরে ২০ হি.) ইনতিকাল করেন। 'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৪খ, পৃ. ৯০-৯১।

৫. ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২খ, পৃ. ৬৯; 'আসকালানী, ইসাবা, ৪খ, পৃ. ৯০; ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তারীখুশ-শি'রিল 'আরাবী. ফিল 'আসরিল ইসলামী (কায়রো : দারুছ-ছাকাফা, ১৯৭৬ খৃ. ১ম সং. পৃ. ২১; ইব্ন 'আবদিল বার্‌র, আল-ইসতী'আব (কায়রো : মাকতাবাতু নাহদাঃ, মিসর, তা. বি.) ৪খ. পৃ. ১৬৭৬।

৬. একজন খ্যাতিমান ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতা, মুখাদরাম বেদুঈন কবি। উপনাম আবূ মুলায়কা। তার মাতা 'আবস গোত্রের এক লোকের সাথে বসবাস করতেন। সেখানেই কবির জন্ম। তাই পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থাকায় তিনি কোন্ বংশের তা সঠিক করে বলা যায় না। ছোট বেলা থেকেই তিনি লোকের ঘৃণা ও অবহেলার মধ্যে বেড়ে ওঠেন। ফলে সব কিছুর প্রতিই তার বিদ্বেষ জন্মে। সামাজিক মর্যাদাহীন থাকার কারণে সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিতদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে তিনি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। আর তাই ছোট-বড়, আপন-পর নির্বিশেষে সকলের কুৎসা রটনা করা শুরু করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি কবি যুহায়র ইব্ন আবী সুলমার রাবী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্য করেছি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। কারণ তিনি আল্লাহর রাসূল। আবূ বকর তো আল্লাহর রাসূল নন, তার আনুগত্য করব কেন ? তিনি বলেন ঃ

أطعنا رسول الله ما كان بيننا   فيا لعباد الله ما لأبى بكر

أيورثها بكرا إذ مات بعده   وتلك لعمر الله قاصمة الظهر৭

"আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আনুগত্য করেছি, যতদিন তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন। হে আল্লাহর বান্দারা! আবূ বকরের কি হল, সে যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন (তার পুত্র) বকরকে কি জাতির ওয়ারিছ বানিয়ে যাবে? আল্লাহর কসম, এটাতো পিঠ ভেঙ্গে দেয়ার মত ব্যাপার!"

এ কবিতার মাধ্যমে হুতাইআর জাহিলী চিন্তা-চেতনা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি ধারণা করেছেন, বিষয়টি কেবল রাসূল (স.)-এর সাথেই সম্পৃক্ত। আরবদের নেতৃত্ব দেয়া বা তাদের সঠিক পথে চালিত করার আর কারো অধিকার নেই। তারা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের ন্যায় এখন থেকে আবার যা ইচ্ছা তাই করবেন। কোন বাঁধা ধরা গণ্ডী বা সীমানা থাকবেনা। থাকবেনা কোন-রূপ শরী'আতের নিয়ন্ত্রন ও বাধ্য বাধকতা।

অপর দিকে আমরা শুনতে পাই মুসলিম কবি আওস ইব্ন বুজায়র আত তাঈ৮-এর কণ্ঠে মুসলমানদের বিজয়ে এবং মুরতাদদের পরাজয়ে বিজয়গাথা তথা গর্বমূলক (فخرية) কবিতা। তিনি বলেন :

তাঁর কাছ থেকে তিনি কবিতা রচনার শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি যুহায়রের পুত্র কা'ব-এরও সঙ্গী ছিলেন। দু'জন খ্যাতিমান কবির সাহচর্য তাকে কবিতা রচনার কৌশল আয়ত্ব করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। যদিও তিনি তাঁদের চারিত্রিক সুষমা থেকে উপকৃত হতে পারেননি এক বিন্দুও। সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূল (স.)-এর সাহচর্য লাভ করতে পারেননি। ফলে তার স্বভাবের মন্দ দিকগুলির সংশোধন হয়নি। রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর তিনি মুরতাদ হয়ে যান। অতঃপর আবার ইসলামে ফিরে আসেন। খলীফা 'উমর (রা.)-এর খিলাফত আমলে কর আদায়কারী সরকারী কর্মকর্তা আয-যিবরিকান ইবন বদরের নিন্দা করে কবিতা রচনা করলে উমর (রা.) তাকে জেলে পুরে রাখেন। তার নাবালক বাচ্চা ও পরিবার পরিজনদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি 'উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেন, যাতে ক্ষমা করার অনুরোধও ছিল। 'উমর (রা) তাকে এই শর্তে ক্ষমা করতঃ মুক্তি দেন যে, তিনি আর কখনো কারো নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করবেন না। 'উমর (রা.)-এর খিলাফত আমলে তিনি এ অঙ্গীকার রক্ষা করেন এবং কারো নিন্দাবাদে কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু 'উমর (রা.)-এর শহীদ হবার পর তিনি উক্ত অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেননি। আবার নিন্দাবাদ করে তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন এবং আমৃত্যু তিনি এ থেকে আর বিরত হননি। ৫৯/৬৭৮ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৬১-৬২; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাঃ, ১খ. পৃ. ২২২।

৭. ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তারীখুশ-শি'রিল 'আরাবী, পৃ. ২১; ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী, ২খ, পৃ. ৯৬। ড. শওকী দায়ফ-এর বর্ণনায় لعمر الله-এর স্থলে و بيت الله, উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. একজন কবি। তিনি রাসূল (স.)-এর যুগ পেয়েছেন। তবে তখন বয়সে খুব ছোট ছিলেন। আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত আমলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'বুয়াখা' যুদ্ধে তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং সে সম্পর্কেই তিনি উক্ত কবিতা রচনা করেন। ইসাবা, ১খ, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ولیت أبا بکر یری من سیوفنا وما نجتلی من أذرع و رقاب

ألم تر أن الله لا رب غیره یصب علی الکفار سوط عذاب[৯]

"হায়, আবূ বকর যদি দেখত আমাদের তরবারীর ঝলক! আর আমাদের হাতের বাযূ ও ঘাড় যেভাবে চমকেছিল! তুমি কি দেখনা যে, যিনি ব্যতীত আর কোন প্রতিপালক নেই সেই আল্লাহ কাফিরদের প্রতি হানেন শাস্তির কশাঘাত।"

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফাত আমলে বিজিত হয় প্রায় অর্ধ বিশ্ব। আরব উপদ্বীপের গণ্ডি পেরিয়ে পারস্য, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামের প্রজজ্বলিত মশাল নিয়ে মুসলিমগণ দলে দলে ছড়িয়ে পড়েন উক্ত দেশসমূহে। কবিকুলও হিজরতের এ মিছিল থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে শুরু করেন ইসলামের বিজয়-গাথামূলক কবিতা (شعر الفتوح) রচনা। ফলে আরবী কাব্য জগতে সূচিত হয় এক নতুন ধারার কবিতা, যা জাহিলী যুগে প্রচলিত ও পরিচিত ছিলনা এবং যা জাহিলী যুগের কবিদের রচিত যুদ্ধ বিগ্রহের কবিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় রচিত।

এসব কবিতায় বিধৃত হয়েছে ঘটনাবলীর সঠিক ও সত্য বিবরণ। দীনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, যার কারণে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের জন্য বিশেষত শহীদদের জন্য যেসব পুরস্কার ও বিনিময় প্রস্তুত করে রেখেছেন তার বিবরণ; বিজিত দেশসমূহের প্রাকৃতিক বর্ণনা, সেখানকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও বিলাস-ব্যসনের বিবরণ, তারা সেখানে যেসব নতুন নতুন জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন তার বর্ণনা, অপরিচিত জীবজন্তু গাছ-পালা ও উদ্ভিদসমূহের বর্ণনা। সুদূর প্রবাসে মুজাহিদদের মনে বিরহ-বিচ্ছেদের যেসব অনুভূতি সৃষ্টি হত, স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ এবং পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের থেকে দূরে অবস্থানের কারণে হৃদয়ে যে আকুতি সৃষ্টি হত তার বর্ণনা। আর এসব কিছু ছাপিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য এবং শহীদদের জন্য যে আনন্দঘন সুখের নিবাস জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তা প্রাপ্তির ব্যাপারে তাদের হৃদয়ে যে উজজ্বল আশার সঞ্চার হত তার বর্ণনা, সর্বোপরি তাদের বিজয় ও শত্রুর পরাজয়ের নিখুঁত চিত্র তাঁরা এঁকেছেন তাঁদের কবিতায়। যেমনটি আমরা দেখতে পাই 'আমর ইব্ন শাস আল-আসাদী'[১০]-এর কবিতায়, যা তিনি রচনা করেছেন কাদেসিয়া যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত 'আরমাছ' যুদ্ধ সম্পর্কে। তিনি বলেন ঃ

---

৯. 'আসকালানী, আল-ইসাবা ১খ, পৃ. ১১৪।

১০. একজন সাহাবী ও কবি। বানূ আসাদ গোত্রে জন্ম। কেউ কেউ তাকে আল-আসলামী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হুদায়বিয়াতে রাসূল (স.)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হিজাযবাসীদের মধ্যে একজন উত্তম কবি ছিলেন। স্বীয় পুত্র 'আররার ও স্ত্রী উম্মুল হাস্সানকে নিয়ে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন, যা অত্যন্ত পরিপক্ক ও মানোত্তীর্ণ। সে সব কবিতা সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। দ্র. ইব্ন আবদিল বার্র, আল-ইসতী'আব, ৩খ, পৃ. ১১৮০-৮৩; ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, ৪খ, পৃ. ১১৩-১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

جلبنا الخيل من أكناف نبق إلى كسرى فوافقها رعالا
قتلنا رستم وبنيه قسرا تثير الخيل فوقهم الهيالا
تركنا منهم حيث التقينا قياما ما يرون ارتحالا
وفر البيرزان ولم يحامى وكان على كتيبته وبالا[১১]

"আমরা ঘোড়া হাঁকিয়েছি আমাদের সুদূরের নিবাস থেকে কিসরার (পারস্যের) দিকে। অতপর ছোট ছোট দলে তা সেখানে পৌঁছে গেছে। আমরা রুসতাম ও তার পুত্রকে হত্যা করেছি জবরদস্তিমূলকভাবে। ঘোড়া তাদের ওপর দিয়ে ধূলায় ধুসরিত করে দিয়েছিল। আমরা তাদের কওমকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ফেলে রাখলাম যেখানে আমরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তারা ফিরে যাবার কল্পনাও করছিল না (কারণ তারা তো আমাদের হাতে নিহত হয়ে লাশ হয়ে পড়েছিল) বীরযান পলায়ন করল। কোনরূপ প্রতিরোধ সে করতে পারলনা। তার সেনাবাহিনীর জন্য ছিল করুণ পরিণতি।"

এ সকল যুদ্ধ ও স্মরণীয় বিজয়ে অংশগ্রহণকারী কবিদের বিরাট একটি অংশের নাম এবং সেসব যুদ্ধ ও বিজয় সম্পর্কে রচিত তাদের কবিতার নমূনা আজো ইসলামের ইতিহাস ও আরবী কাব্য সংগ্রহের পাতায় পাতায় সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। সেসব কবির মধ্যে প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য হলেন : আবূ মিহজান আছ-ছাকাফী, 'আমর ইব্ন মা'দীকাবির আয-যুবায়দী, কায়স ইব্ন মাকশূহ আল-মুরাদী, 'উরওয়া ইব্ন যায়দ আল খায়ল, রাবী'আ ইব্ন মাকরূম আদ-দাব্বী, 'আবদা ইবনুত-তাবীব, আল-কা'কা' ইব্ন 'আমর, 'আমর ইব্ন শাস আল-আসাদী ও বিয়াদ ইব্ন হানজালা প্রমুখ। তবে বিজয়গাথা কাব্য (شعر الفتوح) রচয়িতা কবিদের অধিকাংশই ছিলেন অপরিচিত ও অখ্যাত, যাদের অনেকেরই নাম পর্যন্ত জানা যায়না অথবা নাম জানা গেলেও কাব্য জগতে তারা ছিলেন অপরিচিত নতুন মুখ। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ এসব যুদ্ধ ও বিজয়ে অংশগ্রহণকারীগণ ছিলেন আরবের বিভিন্ন দেশ ও গোত্র থেকে আগত শক্তি ও সামর্থবান যোদ্ধা। যাদের কাব্য শিল্পের সাথে কোন সম্পর্ক ছিলনা। নিতান্ত আবেগের তাড়নায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সুপ্ত প্রতিভা দিয়ে তারা কাব্য রচনা করেছেন। যেমনিভাবে বহু অপরিচিত অখ্যাত সাধারণ সৈন্য ও যোদ্ধার নাম হারিয়ে গেছে, তেমনিভাবে বহু অপরিচিত যোদ্ধা- কবির নাম যুদ্ধের ভীড়ে হারিয়ে গেছে চিরতরে।

এ সময়কার রচিত বিজয়গাথার অধিকাংশই ছিল খণ্ড কবিতা যা মুজাহিদগণ দ্রুত সংঘটিত ঘটনার মধ্য থেকে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বা ভয়াবহতা অথবা যুদ্ধের প্রকৃতি তাদের এ খণ্ড কবিতায় তুলে ধরেছেন। এতে তাদের গর্ব ও বীরত্ব তুলে ধরেছেন এবং শত্রুদেরকে পরাজয় ও মৃত্যুর ভয় দেখিয়েছেন। এগুলির প্রায় সবই ছিল 'রাজায' ছন্দে রচিত। তাই এ সময়ে কাব্য শিল্পে 'রাজায'

১১. ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২খ, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দের প্রসার ঘটে ব্যাপকভাবে। অর্থ ও ভাবের দিক দিয়ে যা ছিল পুরো ইসলামী ছাঁচে ঢালাইকৃত। প্রকৃতপক্ষে এ বিজয়গাথামূলক কবিতার সংখ্যা অনেক যা একটি পূর্নাঙ্গ দীওয়ানরূপে প্রকাশের যোগ্যতা রাখে।

রাসূল (স.) থেকে শুরু হওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে জিহাদে কবিগণ যেমন অংশ গ্রহণ করেছিলেন তেমনিভাবে সেসব ফিতনা ফাসাদ তথা মহা বিপর্যয়েও তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার সূত্রপাত ঘটেছিল হযরত 'উছমান (রা.)-এর খিলাফাতের শেষ ভাগ থেকে এবং যা প্রলম্বিত হয়েছিল 'আলী (রা.)-এর খিলাফত পর্যন্ত। যার সমাপ্তি হয়েছিল 'আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর উমাইয়াদের হাতে খিলাফাত স্থানান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এসব ফিতনা ও বিপর্যয়ের ঘটনাবলী সম্পর্কেও রচিত হয়েছে অজস্র কবিতা। বিপুল সংখ্যক কবি 'আলী (রা.)-এর পক্ষে যেমন তেমনি মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং জোরদার ভাবে তার পক্ষকে সাহায্য করেছেন স্বীয় অস্ত্রপাতি ও কবিতা দিয়ে। এ সময়ে খণ্ড কবিতা ও কাসীদা রচিত হয়েছে প্রচুর। এ সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও যুদ্ধের বিবরণে কবিগণ কখনো বা সোচ্চার হয়েছেন 'রাজায' ছন্দে খণ্ড কবিতা রচনা করে, আবার কখনো বা সোচ্চার হয়েছেন 'কাসীদা' রচনা করে। 'উছমান (রা.)-এর ফিতনা, বিদ্রোহীগণ কর্তৃক তাঁকে অবরোধ, তাঁর গৃহে সংঘটিত হৃদয় বিদারক হত্যা, মদীনায় 'আলী (রা.)-এর বায়'আত গ্রহণ, অতপর তাঁর ইরাক গমন, জামাল (উষ্ট্র) যুদ্ধ, সিফ্ফীন যুদ্ধ, নাহরাওয়ানে সংঘটিত খারেজীদের সাথে যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত 'আলী (রা.)-এর বিজয় -প্রভৃতি বিষয়ে তথা প্রতিটি যুদ্ধে ও প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কবিগণ অংশগ্রহণ করেছেন কবিতা দিয়ে, যেমনিভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তারা অস্ত্র দিয়ে। এসব ক্ষেত্রে তীর তরবারী ও বল্লমের ন্যায় কবিতাও নির্ভরযোগ্য অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। প্রতিটি যুদ্ধের শেষে কবিগণ যুদ্ধে তাদের শহীদদেরকে নিয়ে রচনা করেছেন শোকগাঁথা এবং তুলে ধরেছেন তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় যেমনিভাবে তুলে ধরছেন শত্রু পক্ষের পরাজয় এবং তাদেরকে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেয়ার ঘটনা অত্যন্ত গর্বভরে।

'আলী (রা.)-এর পক্ষের সৈনিকগণ যেমন তাঁর বীরত্ব ও গৌরব গাথা সম্পর্কিত 'রাজায' ছন্দের কবিতা আওড়াতে আওড়াতে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়েছে এবং 'আলী (রা.)-এর পক্ষে প্রতিরোধ গড়ার হুমকি দিয়েছে স্বীয় কবিতায়, তেমনি মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষের সৈনিকগণ তাঁর মুকাবিলায় স্বীয় বীরত্ব ও গৌরবগাঁথা সম্পর্কিত 'রাজায' ছন্দের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হাজির হয়েছে এবং মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষে প্রতিরোধ গড়া ও 'উছমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার হুমকি দিয়েছে স্বীয় কাব্যে। উভয় পক্ষের সৈনিকই যুদ্ধের আগে ও পরে কাসীদা ও কাব্যের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করেছে।

রাসূল (স.)-এর হিজরতের পর যেমন মক্কা ও মদীনা দু'টি পক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। দু'পক্ষের কবি পরস্পরে কবিতার লড়াইয়ে শামিল হয়েছে -এ সময়ে পুনরায় তেমনি শাম ও ইরাক দু'টি

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষের সৃষ্টি হয়েছে এবং দু'পক্ষের কবিগণই কবিতার লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। এ সময়েই মূলতঃ نقائض জাতীয় কবিতার সূত্রপাত হয়। উভয় পক্ষ থেকে যেমন ধ্বণিত হয়েছে তীর, তরবারী, বল্লম, ঢাল, লৌহ বর্মের আওয়ায তথা অস্ত্রের ঝনঝনানী তেমনিভাবে ধ্বণিত হয়েছে উভয় পক্ষের কবিকুলের কণ্ঠে 'রাজায' (খণ্ড কবিতা) ও 'কাসীদা'র গুরু গম্ভীর আওয়ায। উদাহরণ স্বরূপ আমরা তুলে ধরতে পারি 'উছমান (রা.)-এর ফিতনার সময়ে রচিত তাঁর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ওয়ালীদ ইব্ন 'উকবা[১২]-র কবিতা, যাতে তিনি এ ফিতনার জন্য বনী হাশিমকে অভিযুক্ত করেন এবং তার জবাবে রচিত ফযল ইব্ন 'আব্বাস (রা.) কর্তৃক রচিত نقائض মূলক কবিতা, যাতে উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করে 'আলী (রা.)-এর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ওয়ালীদ ইব্ন 'উকবা বলেনঃ

بنى هاشم إيه كما كان بيننا وسيف ابن أروى عندكم وحرائبه
بنى هاشم ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه
عذرتم به كيما تكونوا مكانه كما عذرت يوما بكسرى مرازبه[১৩]

"হে বনী হাশিম! আরো কিছু বল বা কর, যেমনটি ছিল আমাদের মধ্যে। আরওয়া[১৪] পুত্রের তরবারী ও যুদ্ধাস্ত্র তোমাদের কাছে রয়েছে। বনী হাশিম! তোমাদের ভগ্নী-পুত্রের অস্ত্র ফেরৎ দাও, তা লুটপাট করে নিওনা। তা লুঠ করাতো তোমাদের জন্য হালাল নয়। তার সম্পর্কে তোমরা উযর পেশ করছ যাতে তোমরা তার স্থলাভিষিক্ত হতে পার, যেমনভাবে একদিন কিসরা সম্পর্কে তার লৌহ শলাকা উযর পেশ করেছিল।"

তার এ অভিযোগ খণ্ডন করে আল ফযল ইব্ন 'আববাস[১৫] (রা) তার জবাবে বলেন ঃ

---

১২. উমাইয়া বংশের একজন সাহাবী কবি ও বীর যোদ্ধা। 'উছমান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। 'উছমান (রা) তাকে ২৫ হি. কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ২৮ হি. তিনি আযারবায়জান বিজয়ে নেতৃত্ব দেন। মদ পানের অভিযোগে ২৯ হি. 'উছমান (রা.) তাকে বরখাস্ত করেন। তিনি ছিলেন একজন ভাল কবি, দাতা ও সাহসী বীর। 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর তাঁকে স্মরণ করে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তাঁর থেকে বেশ কিছু হাদীছও বর্ণিত আছে। মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফত আমলে তিনি ইনতিকাল করেন। ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৬৩৭-৩৮।

১৩. ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তারীখুশ-শি'রিল 'আরাবী, পৃ. ২৭।

১৪. 'আরওয়া বিন্ত কুরায়য; হযরত 'উছমান (রা.) ও আল-ওয়ালীদ উভয়েরই মাতা। এখানে 'আরওয়া পুত্র' দ্বারা 'উছমান (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

১৫. রাসূল (স.)-এর চাচা 'আব্বাস (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাসূল (স.) তাঁকে বিবাহ দেন এবং তার মোহর পরিশোধ করে দেন। ফযল (রা.) রাসূল (স.)-এর সাথে মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূল (স.)-এর সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (স.)-কে গোসল দেয়ার কাজেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এক বর্ণনামতে আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফত আমলে আজনাদায়নের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। অন্য এক বর্ণনামতে ১৫ হি. উমর (রা)-এ.র খিলাফত আমলে ইয়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হন। অপর এক বর্ণনা মতে শাম দেশে এক মহামারীতে ১৮ হি. তিনি ইনতিকাল করেন। ইসতী'আব ৩খ, ১পৃ. ২৭০)। তবে পূর্বোক্ত কবিতার দ্বারা বুঝা যায় তিনি আরো বেশী দিন জীবিত ছিলেন। রাসূল (স.) থেকে তিনি বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসাবা, ৩খ, পৃ. ২০৮-২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

فلا تسألونا سيفكم إن سيفكم　　أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه
سلوا أهل مضر عن سلاح ابن أختنا　　فهم سلبوه سيفه وحرائبه
وكان ولى العهد بعد محمد　　على وفى كل المواطن صاحبه
على ولى الله أظهر دينه　　وأنت مع الأشقين فيما تحاربه[১৬]

"তোমাদের তরবারী সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করোনা। তোমাদের তরবারী বিনষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধ ও ভয়ের সময় তা তার মালিক ফেলে দিয়েছে। মুদার-এর লোকজনকে জিজ্ঞেস কর আমাদের ভগ্নী-পুত্রের অস্ত্রপাতি সম্পর্কে। তারাই তার তরবারী ও যুদ্ধাস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। মুহাম্মদ (স.)-এর পর যুবরাজ ছিলেন 'আলী (রা.)। আর তিনি ছিলেন সর্বত্র তাঁর সঙ্গী। 'আলী (রা.) আল্লাহর বন্ধু যিনি তাঁর দীনকে প্রকাশ ও শক্তিশালী করেছেন। আর তুমি বদবখতদের সাথে রয়েছ, যে ব্যাপারে তার সাথে বিবাদ করছ।"

এমনিভাবে 'আলী ও মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফীন যুদ্ধের সময়ে রচিত কবিতায় আমরা দেখতে পাই গোত্রগত বিরোধ থেকে দেশ ভিত্তিক বিরোধে তথা ইরাক ও শাম-এর বিরোধে রূপান্তরিত হবার কবিতা। যেমন মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষাবলম্বনকারী কবি কা'ব ইব্ন জু'আয়ল[১৭] শাম বাসীর মতামতের প্রতিধ্বণি করে কবিতা রচনা করেন। যথা ঃ

أرى الشام تكره ملك العراق　　وأهل العراق له كارهونا
وكل لصاحبه مبغض　　يرى كل ما كان من ذاك دينا
وقالوا : على إمام لنا　　فقلنا رضينا ابن هند رضينا
وقالوا : نرى أن تدينوا لنا　　فقلنا لهم : لا نرى أن ندينا[১৮]

"আমি দেখতে পাচ্ছি, শাম (বাসী) অপছন্দ করছে ইরাক রাষ্ট্রকে আর ইরাকবাসী তাদেরকে অপছন্দ করছে। প্রত্যেকেই তার সতীর্থের উপর রাগান্বিত। তারা এর সবটাকেই দীন বলে মনে করছে। তারা বলছে, 'আলী আমাদের নেতা। অতপর আমরা বলছি, আমরা হিনদ[১৯]-তনয় (মু'আবিয়া)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম (তাকে নেতা বলে মেনে নিলাম)। তারা বলছে,

১৬. ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তা'রীখুশ-শি'রিল 'আরাবী, পৃ. ২৭।

১৭. একজন প্রসিদ্ধ কবি। বানূ ছা'লাবা গোত্রে জন্ম। ইমাম বাগাবী তাকে সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ধারণা করা হয় যে, রাসূল (স.)-এর সময়ে তিনি অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন। মু'আবিয়া (রা.)-এর সময়কালে তিনি শাম-এ বসবাস করতেন। তাই তিনি ছিলেন শামবাসীদের কবি। সিফ্ফীন যুদ্ধে তিনি মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষে সম্মুখ সমরে যেমন লড়াই করেন তেমনি কবিতার লড়াইয়েও অংশ নেন। স্বীয় বন্ধু 'আবদুর রাহমান ইবন খালিদ-এর মৃত্যুতে তিনি বেশ কিছু শোকগাথামূলক কবিতা (رثاء) রচনা করেন। তিনি তার প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন। ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৩১৪)

১৮. ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তারীখুশ-শি'রিল 'আরাবী, পৃ. ২৭।

১৯. মু'আবিয়া (রা.)-এর মাতা, আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব (রা.)-এর স্ত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের রায় হল, তোমরা আমাদের আনুগত্য কর। অতপর আমরা তাদেরকে বললাম, আমরা তোমাদের আনুগত্য করার কিছুই দেখিনা।"

অতপর 'আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে আন-নাজাশী আল হারিছী[২০] ইরাক বাসীর মতামতের প্রতিধ্বণি করে এর জবাবে বলেন ঃ

دعن معاوى ما لن يكونا　　فقد حقق اللّه ما تحذرونا
أتاكم على بأهل العراق　　وأهل الحجاز فما تصنعونا
يرون الطعام خلال العجاج　　وضرب القوانس فى النقع دينا
هم هزموا الجمع جمع الزبير　　وطلحة والمعشر الناكثينا[২১]

"মু'আবিয়াকে ছাড়ো, সে কখনো হতে পারবেনা (আমাদের নেতা)। তোমরা যার ভয় পাচ্ছ, আল্লাহ তা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। 'আলী তোমাদের কাছে এসে গেছেন ইরাক ও হিজায বাসীসহ। অতপর তোমরা কি করবে? ধূলাবালুর মধ্যে বর্শা দ্বারা আঘাত করা এবং উৎক্ষিপ্ত ধূলির মধ্যে (যুদ্ধের ময়দানে) মস্তকের অগ্রভাগে আঘাত করাকে তারা দীন বলে মনে করে। তারা সেই লোক যারা যুবায়র ও তালহার দলকে পরাজিত করেছে, তারা পরাস্তকারী দল।"

রাসূল (স) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান পর্যালোচনা ঃ

রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে 'আরবী কবিতা শব্দচয়ন ও প্রয়োগ, আর্থিক ও বিষয় বস্তুগত পরিবর্তন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে আছে। নিম্নে সেসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা হল ঃ

শাব্দিক বৈশিষ্ট্য ঃ এ সময়কার কবিতা জাহিলী যুগের কবিতার তুলনায় শাব্দিক দিক থেকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। বস্তুত জাহিলী যুগের কবিতার শব্দ সম্ভার এতই কঠিন যে তা অধ্যয়ন করতে ও তার মর্ম বুঝতে আরবী অভিধানের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। যেমন ইমরু'উল-কায়েস[২২] তার ঘোড়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

---

২০. তার প্রকৃত নাম কায়স ইব্ন 'আমর। তাঁর গায়ের রং ছিল হাবশীদের ন্যায় এ জন্য তাকে আন-নাজাশী বলা হত। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। 'উমর (রা.)-এর সময় এক প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি আগমন করেন এবং কবিতা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ সময় তিনি কবি তামীম ইবন মুকবিল-এর নিন্দায় কবিতা রচনা করেন। অতপর 'আলী (রা.)-এর খিলাফত আমলে তিনি তাঁর পক্ষাবলম্বন করেন। 'আলী (রা.)-এর প্রশংসায় তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তিনি 'আলী (রা.)-এর সেনাদলে যোগদান করে সিফ্ফীনের যুদ্ধে মু'আবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে কবিতার লড়াইয়েও শামিল হন। মদ পানের অভিযোগে 'আলী (রা.) তাকে বেত্রাঘাত করলে তিনি পলায়ন করে মু'আবিয়া (রা.)-এর দলে গিয়ে যোগ দেন। ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৫৮২-৫৮৩।

২১. ড. ইউসুফ খুলায়ফ, তারীখুশ-শি'রিল 'আরাবী, পৃ. ২৭।

২২. জাহিলী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মু'আল্লাকার রচয়িতা। প্রকৃত নাম হুনদুয ইব্ন হুজর আলকিন্দী। উপনাম আবুল হারিস। ইয়ামনের সামন্ত রাজ পরিবারে জন্ম। দাদা হারিস ও পিতা হুজর ছিলেন সামন্ত রাজা বা গোত্রপতি উভয়েই শত্রুর হাতে নিহত হন। মাতা ছিলেন তাগলিব গোত্রের খ্যাতিমান সরদার কুলায়ব এবং কবি মুহালহিল-এর ভগ্নী।

Dhaka University Institutional Repository

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل[২৩]

কিন্তু রাসূল (স.) যুগের কবিতার শব্দ সম্ভার খুবই ঝরঝরে ও প্রাঞ্জল। অত্যন্ত সহজ সরল শব্দ দিয়ে রচিত হয়েছে এ যুগের কাব্যের ভিত। যথা হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

شهدت باذن الله أن محمدا رسول الذى فوق السموات من عل

وأن أبا يحى ويحى كلاهما له عمل فى دينه متقبل[২৪]

"আল্লাহর অনুমতিতে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সেই সত্তার রাসূল, যিনি আকাশ-মণ্ডলীর ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইয়াহইয়া ('আ.) ও তার পিতা (যাকারিয়া 'আ.]) উভয়েই আল্লাহর দীন অনুযায়ী আমল করেন যা মকবূল।"

এযুগের কবিতায় সহজ সরল ও প্রাঞ্জল শব্দ ব্যবহারের কারণ হল, এতে অধিকাংশই ইসলাম, হিদায়াত, কুরআন ও তার ফযীলাত, রাসূল (স.) ও তাঁর জিহাদ, জিহাদে মুসলিমদের বীরত্ব, বিপথগামী লোকদের নিন্দাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এসব বিষয়ে আলোচনা করতে কঠিন ও অপরিচিত শব্দের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপ ভাবে এতে বেদুঈন জীবনের বিষয়বস্তু যথা ভ্রমন ও উষ্ট্রীর বিবরণ, হিংস্র ও জংলী জীব জানোয়ার ও তাদের শিকারের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়ে খুব কমই আলোচনা করা হয়েছে এ সব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে কঠিন ও অপরিচিত শব্দের প্রয়োজন হয়।

এসময়ে ইসলামী তথা কুরআনিক শব্দ সমূহের বহুল প্রচলন ঘটে কবিতায় যা 'ইবাদাত ও উপাস্য হওয়া সম্পর্কিত নতুন বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে। যথা ذو الجلال (জালালুহু=মহিমান্বিত), الرب (প্রতিপালক), الرحمن (দয়াময়), الواحد (এক), الصمد (মুখাপেক্ষিহীন), عالم الغيب (অদৃশ্যে জ্ঞানী) المعبود (উপাস্য), ذوالجلال (মহিমান্বিত), الغفور (ক্ষমাকারী), العزيز (সম্মানিত), الوهاب (দাতা), ذوالعرش (আরশের অধিপতি), الرؤوف (দয়ার্দ্র) প্রভৃতি শব্দ। অনুরূপভাবে রাসূল (স.)-এর নাম ও গুণবাচক শব্দসমূহও ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ الرسول

কবিতা, গান আর সুরা- এই নিয়ে তিনি মত্ত ছিলেন। বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতেন বেশী, এ জন্য তাকে الملك الضليل 'ভবঘুরে যুবরাজ' বলে অভিহিত করা হয়। তাকে মু'আল্লাকার স্রষ্টা বলা যায়। কারণ তাতে তিনি নতুন রীতির প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালের কবিগণ এ ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করেছেন। নতুন নতুন উপমা-উৎপ্রেক্ষা দিয়ে এবং দক্ষতার সাথে প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করে কাব্য জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। অদ্ভুত এক রোগে ৫৪০ খৃ. আক্কারায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মু'আল্লাকা ছাড়া তার দীওয়ানও প্রকাশিত হয়েছে।

২৩. মু'আল্লাকা, শ্লোক ৫৩, মুখতার 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ 'আলী, আত-তাওদীহাত, পৃ. ২১; কবিতার তরজমা দ্র. দ্বিতীয় অধ্যায় 'আরাবী কবিতার উপাদান।

২৪. হাস্‌সান ইব্ন ছাবিত, দীওয়ান. সম্পা. Hartwig Hirschfeld, (লাইডেন : ই. জে. ব্রিল, ১৯১০ খৃ.) ১ম সং., পৃ. ৩৪; ড. 'আবদুল্লাহ আল-হামেদ, আশ-শি'রুল ইসলামী ফী সাদরিল ইসলাম (রিয়াদ : মু'আস্‌সাসাঃ দারুল-ইসালাঃ, ১৪০০/১৯৮০), ১ম সং., পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

(রাসূল), المصطفى (মনোনীত), أحمد (প্রশংসিত), الهادى (পথ প্রদর্শক), البشير (সুসংবাদদাতা), النذير (সতর্ককারী) প্রভৃতি। অনুরূপভাবে কুরআনের প্রতি ইঙ্গিতবহ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ التنزيل (অবতরণকৃত) الوحى (ওহী), الفرقان (ফুরকান তথা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী), البرهان (দলীল-প্রমাণ), الهدى (হিদায়াত) প্রভৃতি। অনুরূপভাবে এক বিশ্বাস থেকে অন্য আর এক বিশ্বাসের প্রতি প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত ইঙ্গিতবাহী শব্দসমূহ। যথা ঃ إيمان (ঈমান), اسلام (ইসলাম), مؤمن (মুমিন), مسلم (মুসলিম), الكفر (কুফরী), الكافر (কাফির), الشرك (শিরক), مشرك (মুশরিক), يهود (ইয়াহূদী), نصارى (খৃস্টান) প্রভৃতি। ফিরিশতা ও কিয়ামত দিবসবোধক শব্দসমূহের ব্যবহারও দেখা যায় এ সময়ে অধিকহারে। যথা ঃ جبريل (জিবরীল), النار (জাহান্নাম), الجنة (জান্নাত), প্রভৃতি। ইসলামের সামাজিক বিষয়বোধক শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে তাদের কবিতায়। যথা ঃ الحج (হজ্জ), الصوم (রোযা), الزكاة (যাকাত), الصدقة (সাদাকা বা দান), الهجرة (হিজরত) প্রভৃতি। ইসলামের রাজনৈতিক ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ البعثة (অভিযান), يوم بدر (বদর যুদ্ধ), يوم أحد (উহুদ যুদ্ধ), الفتح (বিজয়, বিশেষতঃ মক্কা বিজয়), الردة (মুরতাদ হওয়া বা ইসলাম পরিত্যাগ করা), الفتنة (ফিতনা-ফাসাদ ও বিবাদ), الجهاد (জিহাদ) প্রভৃতি শব্দও ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এ সময়কার কবিতায়।

উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কবিতা উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন ঃ

شهدت بأن وعد الله حق　　وأن النار مثوى للكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف　　وفوق العرش رب العالمينا
وتحمله ملائكة غلاظ　　ملائكة الإله مقربينا[২৫]

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। আর জাহান্নাম হল কাফিরদের ঠিকানা। আরশ পানির উপর অবস্থিত। আর আরশের উপর হলেন জগতসমূহের প্রতিপালক। তা (আরশ) বহন করছে নির্মম হৃদয়ের ফিরিশতা। তারা আল্লাহর প্রিয় ফিরিশতা।"

তাঁর আরো একটি কবিতায় এসব শব্দের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন তিনি বলেন ঃ

خلوا بنى الكفار عن سبيله　　خلوا فكل الخير فى رسوله

---

২৫. ড. 'আবদুল্লাহ আল-হামেদ আল-হামেদ, শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ (রিয়াদ : মুআস্সাসা দারুল- ইসালাঃ, ১৪০৫/১৯৮৫), ২য় সং. পৃ. ১৪৫-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

قد انزل الرحمن فى تنزيله　　فى صحف تتلى على رسوله
بأن خير القتل فى سبيله　　يا رب إنى مؤمن بقيله
أعرف حق الله بقبوله[২৬]

"কাফির বংশকে তাদের রাস্তায় ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও তাদেরকে। বস্তুতঃ সকল কল্যাণ তো তাঁর রাসূলের মধ্যে। দয়াময় আল্লাহ তাঁর কুরআন-এ নাযিল করেছেন, এমন সাহীফায় যা তাঁর রাসূলের উপর তিলাওয়াত করা হয়—উত্তম কতল হল তাঁর রাস্তায় কতল হওয়া। হে আমার প্রতিপালক! আমি তাঁর কথায় ঈমান এনেছি। তা কবুল করার দ্বারা আমি আল্লাহর হক চিনতে পেরেছি।"

অনুরূপ ভাবে হাস্‌সান (রা.) বলেন ঃ

شهدت باذن الله أن محمدا　　رسول الذى فوق السموات من عل
وأن أبا يحى ويحى كلاهما　　له عمل فى دينه متقبل
وأن الذى عادى اليهود ابن مريم　　رسول اتى من عند ذى العرش مرسل[২৭]

"আল্লাহর হুকুমে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স.) সেই সত্তার রাসূল, যিনি উপরস্থ আকাশ সমূহের ওপর রয়েছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইয়াহইয়ার পিতা (যাকারিয়া 'আ.) ও ইয়াহইয়া ('আ.) উভয়েরই তার দীনে মকবূল আমল রয়েছে। আর ইয়াহূদীরা যার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে অর্থাৎ মরিয়ম তনয় (ঈসা) তিনিও রাসূল। আরশের অধিপতির কাছ থেকেই তিনি রাসূলরূপে এসেছিলেন।"

বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্যগত বৈশিষ্ট্য ঃ এ যুগের কবিতায় আমরা সর্ব প্রথম যে ধারা ও পদ্ধতি বা স্টাইল লক্ষ্য করি তা হল বর্ণনাভঙ্গীর সাবলীলতা যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর কারণ হল, কুরআন কারীমের বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা এ যুগের কবিতা প্রভাবিত হয়েছে। আর কুরআন কারীমের বর্ণনাভঙ্গী হল, এমন ভাষা ও ভঙ্গীতে মানুষকে আহবান করা, যা তারা সহজে বুঝতে পারে। যেমন রাসূল (স,)-তনয়া হযরত ফাতিমা[২৮] (রা.) আবৃত্তি করেন ঃ

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৯; হাসসান ইব্‌ন ছাবিত, দীওয়ান, সম্পা. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, (বৈরুত : দার সাদির, ১৯৭৪ খৃ.), ১খ. ২০৩।

২৭. কিছু পরিবর্তনসহ দ্র. ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাঃ, (কায়রো : দারুর-রাইয়ান, ১৪০৮/১৯৮৭), ১ম সং., ৩খ. পৃ. ৭।

২৮. রাসূল (স.)-এর সর্বাধিক স্নেহের ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। 'আলী (রা.)-এর সহধর্মিনী এবং হাসান হুসায়ন (রা.)-এর মাতা। রাসূল (স.) তাঁকে এতই ভালবাসতেন যে, সফর বা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে প্রথমেই মসজিদে ঢুকে দু' রাক'আত নামায পড়তেন। অতঃপর তাঁর গৃহে গিয়ে তার খোঁজ-খবর নিতেন এরপর স্বীয় পত্নীদের খোঁজ-খবর নিতেন ; তিনিও রাসূল (স.)-কে এত প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতেন যে, তাঁর ইনতিকালের পর মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এ ছয় মাসে তাকে কেউ কোনদিন মুচকি হাসতেও দেখেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি বেশ কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তবে তাঁর আবৃত্তিকৃত সেসব কবিতার মধ্যে রাসূল (স.)-এর ইনতিকালে যে শোকগাথা তিনি আবৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

اغبر افاق السماء وكورت — شمس النهار وأظلم العصران

فالأرض من بعد النبى كئيبة — اسفا عليه كثيرة الرجفان

فليبكه شرق البلاد وغربها — ولتبكه مضر وكل يمان

وليبكه الطود المعظم جوده — والبيت ذو الاستار والأركان

يا خاتم الرسل المبارك ضوءه — صلى عليك منزل القرآن[২৯]

"আকাশের প্রান্ত ধূলিময় হয়ে গেছে, দিবসের সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে এবং দিবারাত্র সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই নবী (স.)-এর ইনতিকালের পর তার উপর আফছোস ও আক্ষেপবশতঃ পৃথিবী বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। হয়ে পড়েছে অত্যধিক ভীত ও কম্পমান। তাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মানুষ সবাই তার ওপর ক্রন্দন করুক। ক্রন্দন করুক বৃহৎ পর্বতরাজি, বৃষ্টি-বাদল এবং পর্দা ঘেরা ও থাম বিশিষ্ট গৃহ সকল। হে সর্বশেষ রাসূল, যার নূর অত্যন্ত বরকতময়! আপনার ওপর কুরআন অবতরনকারী (আল্লাহ) শান্তিবর্ষণ করুন।"

বর্ণনা ভঙ্গীর এ সাবলীলতা সরাসরি কুরআন কারীম থেকে শব্দ ও বাক্য চয়নের ফলেও সূচিত হয়েছে। যেমন নাবিগা আল জা'দী (রা.)[৩০] এর কবিতা ঃ

الحمد لله لا شريك له — من لم يقلها فنفسه ظلما

করেছেন তারই কেবল সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লিখিত কবিতাটি সে শোকগাথারই একটি। ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, ৪খ, পৃ. ১৮৯৫; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাঃ, ৫খ, পৃ. ৫২৪।

২৯. আল-কায়রাওয়ানী, যাহরুল-আদাব ওয়া ছামারুল আলবাব, (বৈরুত লেবানন : দারুল জীল, তা. বি.), ৪র্থ সং, ১খ. পৃ. ৭০; আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুক (বৈরুত লেবানন : দার ইহ্‌ইয়াইত তুরাছ আল-'আরাবী, তা. বি.), ৭খ, পৃ. ৫৭৪।

৩০. একজন সাহাবী ও মুখাদরাম কবি। প্রকৃত নাম কায়স ইবন 'আবদিল্লাহ। উপনাম আবূ লায়লা। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন। জাহিলী যুগে বেশ কিছু দিন তিনি কবিতা রচনা করতে অপারগ হয়ে পড়েন। ইসলামী যুগে আবার পূর্ণোদ্যমে কবিতা রচনা করা শুরু করেন এবং সুনামও অর্জন করেন। এ জন্য তার উপাধি হয় নাবিগা অর্থাৎ অভিজ্ঞ ও প্রতিভাধর কবি। আর তার উর্ধ্বতন পুরুষ জা'দা-এর সাথে সম্বন্ধ করে তাঁকে জা'দী বলা হয়। প্রসিদ্ধ জাহিলী কবি নাবিগা যুবইয়ানী থেকে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। জাহিলী যুগেও তিনি মদ পান, জুয়াখেলা ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিলেন। তিনি হীরা রাজ্যে বসবাস করতেন। অতপর স্বগোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (স.)-এর কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় বসবাস শুরু করেন। পারস্য বিজয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। 'আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি স্বীয় কবিতা দ্বারা তাঁকে সাহায্য করেন। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে তিনি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি ইসফাহানে ৫৮/৬৭৭ সালে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮০ মতান্তরে ২০০ বা ২৩০ বছর। গৌরব, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শোকগাথা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। রূপক অর্থে শব্দের ব্যবহার তাঁরই কীর্তি বলে উল্লেখ করা হয়। আসমা'ঈ (মৃ. ২১০/৮২৮) তার কবিতাকে 'কম দামী ওড়না ও মূল্যবান পরিচ্ছদে'র সাথে তুলনা করেছেন। আর ইব্‌ন সাল্লামের মতে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি। ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খৃ.), ১ম. সং., ১৩খ, পৃ. ৭৪৮; ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৫৩৭-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

المولج الليل فى النهار وفى الل- يل نهارا يفرج الظلما
الخالق البارئ المصور فى الارحا م ماء حتى يصير دما[৩১]

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যার কোন শরীক নেই। যে তা বলবেনা সে নিজের ওপর জুলুম করবে। তিনি রাতকে দিনে প্রবিষ্টকারী আর দিনকে রাতে। তিনি অন্ধকার বিদূরিত করেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, মাতৃগর্ভে পানিকে রক্তে রূপদাতা ।"

এখানে الحمد لله প্রভৃতি বাক্য সরাসরি কুরআন কারীম থেকে الخالق البارئ المصور..... চয়ন করা[৩২]। অনুরূপ ভাবে হাসসান ইব্ন ছাবিত[৩৩] (রা.)-এর কবিতা ঃ

وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء[৩৪]

"নতুবা তোমরা সবর কর সেদিন প্রতিহত করার জন্য, যেদিন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করবেন।"

এখানে দ্বিতীয় চরণ يعز الله فيه من يشاء কুরআনেরই বাক্য[৩৫]।

এছাড়া আরো বহু কবিতা আছে, যা অনেকাংশেই হুবহু কুরআন কারীমের আয়াতের অংশ-বিশেষ। যদিও অনেকের মতে তা মানোত্তীর্ণ ও পরিপক্ক কবিতা নয়। যেমন সাহাবী নু'মান ইব্ন

৩১. ইব্ন কুতায়বাঃ, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ২৫৩; শি'রুদ-দাওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৩৮-৪০।

৩২. দ্র. সূরা ফাতিহা এবং সূরা হাশর, আয়াত নং ২৪।

৩৩. হাস্‌সান ইবন ছাবিত আল-আনসারী। বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান কবি। উপনাম আবুল ওয়ালীদ ও আবূ 'আবদির রাহমান। মদীনার খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ নাজ্জার-এ জন্ম। তিনি ছিলেন দীর্ঘ বয়সপ্রাপ্ত কবি। ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। জাহিলী যুগ থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন এবং প্রায় অর্ধ জীবন তিনি জাহিলী যুগেই অতিবাহিত করেন। সে সময়ের নগরবাসী কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি। উকাজ মেলায় তিনি কবি আ'শা ও খানসা (রা.)-এর ন্যায় খ্যাতিমান কবির সাথে প্রতিযোগিতা করে কবিতা আবৃত্তি করেন। গাসসানী রাজা-বাদশাহগণের প্রশংসা করে জাহিলী যুগে তিনি কবিতা রচনা করেন। রাসূল (স.) হিজরত করে মদীনা এলে তাঁর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই থেকেই রাসূল (স.), ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর বাকী অর্ধেক জীবন ইসলামের পক্ষে কবিতা রচনা করে কাটান। মক্কার কাফির কবিগণ রাসূল (স.) ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কুৎসা রটনা করে যে সব কবিতা রচনা করত রাসূল (স.)-এর নির্দেশে যে তিনজন কবি তাদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন হাস্‌সান (রা.) তাদের অন্যতম (অপর দু'জন হলেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক)। হাস্‌সান (রা.) কুরায়শ কবিদের কবিতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। তাঁর কবিতা আবৃত্তির জন্য মসজিদে নববীতে রাসূল (স.) একটি মিম্বরও বানিয়ে দেন। সেখানে বসে তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন। ইসলামের পক্ষে কবিতা রচনা করায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। তাই তাঁকে বলা হত 'শা'ইরুর রাসূল' বা রাসূল (স.)-এর কবি। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই (৯০) মূলক যা তিনি রচনা করেছেন কাফির কবিদের মোকাবিলায়। এ ছাড়া রয়েছে আনসারদের গর্ব ও রাসূল (স.)-এর প্রশংসামূলক। আর জাহিলী যুগে রচিত কবিতার অধিকাংশই গাসসানী রাজবংশ এবং বাদশাহ নু'মান ইবনুল মুনযির প্রমুখের প্রশংসায় রচিত। তিনি ৫৪/৬৭৪ সালে মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফত কালে ইনতিকাল করেন। তাঁর কবিতার বিরাট দীওয়ান ভারত, তিউনিস, মিসর থেকে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।

৩৪. দীওয়ান. সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ১২।

৩৫. দ্র. সূরা আল-ই 'ইমরান, আয়াত নং ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাশীর[৩৬] (রা) বলেন ঃ

عالم الغيب والشهادة والفضا ئل وذو المن والجلال الحميد
وله الدين قاضيا متعال وهو يبدى بعلمه ويعيد
فاتقوا الله واحذروا شر يوم قمطرير عذابه مشهرد
فطعام الغواة فيها ضريع وشراب من الحميم صديد
كلما أخرج اللعينون منها ساعة من عذاب غم أعيدوا[৩৭]

"তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি মহীয়ান। তিনি অনুগ্রহশীল, মহিমাময়, প্রশংসিত। দীন তাঁরই জন্য। তিনি ফয়সালাকারী, মর্যাদাবান। তিনিই স্বীয় জ্ঞান দ্বারা অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান। অতপর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সেই দিনের মন্দ পরিনাম থেকে সতর্ক হও, যেদিনের শাস্তি হবে ভয়ানক। আর তা উপস্থিত থাকবে। পথ ভ্রষ্টদের জন্য সেখানে খাবার হবে কন্টকময় গুল্ম। পানীয় হবে গরম পানি ও পূঁজ। অভিশপ্তদের সেই কষ্টদায়ক আযাব থেকে যখনই এক মুহূর্ত বের করা হবে সাথে সাথেই আবার তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে নেয়া হবে।"

এখানে পুরো কবিতাই কুরআন কারীমের শব্দে ভরপুর।

বিষয় বস্তুগত বৈশিষ্ট্য তথা উপাদান পর্যালোচনা ঃ

রাসূল (স.)-এর আগমন এবং মানব জাতির দিগ্‌দর্শন আল-কুরআনুল কারীম নাযিলের দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়। আর তা এ যুগের আরবী কবিতায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয় বরং এ মূল্যবোধ আরবী কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করে বল-লেও অত্যুক্তি হবেনা। এ প্রভাবের ফলে আরবী কবিতায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় যা নিম্নরূপঃ

---

৩৬. একজন খ্যাতিমান রাবী, সাহাবী, বাগ্মী ও কবি। মদীনার খাযরাজ গোত্রে তার জন্ম। সেই সূত্রে তিনি আনসারী। হিজরতের পর আনসারদের মধ্যে সর্ব প্রথম ভূমিষ্ঠ শিশু। তাঁর জন্মের ছয় মাস পর 'আবদুল্লাহ ইবনুয- যুবায়র (রা.) জন্ম গ্রহণ করেন। অথচ অনেকে তাকেই হিজরতের পর ভূমিষ্ঠ প্রথম শিশু বলে মনে করেন। পিতা বাশীর ইবন সা'দ (রা.) ছিলেন রাসূল (স.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী, মাতা 'আফরা বিনত রাওয়াহাও ছিলেন সাহাবিয়া এবং সাহাবী কবি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-এর বোন। নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-এর পক্ষাবলম্বন করে 'আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মু'আবিয়া (রা.) তাকে প্রথমে দামিশক-এর কাযী পরে ইয়ামন-এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। অতপর ৫৯ হি.তাকে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরে ইয়াযীদ তাকে হিমস-এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। আমৃত্যু তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। খলীফা মারওয়ানের রাজত্বকালে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়রের পক্ষাবলম্বন এর অপরাধে ৬৫ হি. তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর থেকে ১২৪টি হাদীছ বর্ণিত আছে। ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, সম্পা. সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, (করাচী : শাহকার বুক ফাউণ্ডেশন, তা. বি.) পৃ. ১৪১১; ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা : ১৯৯৩ খৃ.), ১ম সং., ১৪খ পৃ. ১৮৩-৮৪।

৩৭. আশ-শি'রুল-ইসলামী, পৃ. ১১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) কিছু ধারা, যা জাহিলী যুগ থেকে চলে আসছিল—বর্জিত হয়।

(খ) আর কিছু ধারা পূর্বের ন্যায়ই অবশিষ্ট থাকে। তবে তা ইসলামী ভাবধারায় সিঞ্চিত হয়ে তদনুযায়ী রচিত হতে থাকে।

(গ) আর কিছু নতুন ধারা আরবী কাব্যে সংযোজিত হয় যা ইতোপূর্বে ছিল না।

যে সব ধারা বর্জিত হয় তা হল ঃ

১. অশ্লীল গীতি (الغزل الفاحش)।

২. মিথ্যা গৌরব (الفخر الكاذب)।

৩. মদ ও জুয়া সম্পর্কিত বিবরণ (الحديث عن الخمر والميسر)।

৪. অশোভন নিন্দাবাদ (الهجاء المقذع), বিশেষত মক্কা বিজয়ের পর তা একেবারে তিরোহিত হয়।

৫. মিথ্যা প্রশংসা (المديح الكاذب)।

৬. শিকার সম্পর্কিত বর্ণনা (الحديث عن الصيد), যা মুসলমানগণ খেল-তামাশা বলে মনে করে।

যে সব ধারা পূর্বের ন্যায় প্রচলিত থাকে তবে তা ইসলামী ভাবধারা মাফিক রচিত হয় তা হলঃ

১. ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত কবিতা (الشعر الدينى الأخلاقى)।

২. যুদ্ধ ও বীরত্বের কবিতা (شعر الحرب والحماسة)।

৩. গৌরব মূলক কবিতা (شعر الفخر)।

৪. শোকগাথা মূলক কবিতা (شعر الرثاء)।

৫. প্রশংসা মূলক কবিতা (شعر المديح)।

৬. নিন্দাবাদ মূলক কবিতা (شعر الهجاء)।

৭. জ্ঞান ও নীতি কথা বিষয়ক কবিতা (شعر الحكمة)।

৮. গীতিকাব্য (شعر الغزل)।

যে সব ধারা পূর্বে ছিলনা বরং নতুনভাবে সংযোজিত হয় তা হল ঃ

১. ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তের কবিতা (شعر الدخول فى الإسلام)।

২. সমালোচনা মূলক কবিতা (شعر النقائض)।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যুদ্ধ ও বিজয়ের বীরত্বগাথা মূলক গীতিকাব্য (الأناشيد الحماسية فى الحروب والفتوح)।

৪.রাজনৈতিক কবিতা (الشعر السياسى)।

ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কিত কবিতা ঃ

এ যুগে এসে ধর্মীয় কবিতা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময়ে বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে কবিতা রচিত হয়। তন্মধ্যে আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য, তাঁর তাসবীহ ও গুণাগুণ, তাঁর দেয়া নি'মাতের শুক্‌রিয়া আদায়, তাঁর প্রতি কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করা, কৃত পাপসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং গুনাহের ভয় প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

এ যুগের কবিগণ আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য বেশী বেশী প্রকাশ করেছেন। যেমন আবূ কায়স সিরমা ইব্‌ন আনাস আল-আনসারী[৩৮] বলেন ঃ

سبحوا الله شرق كل صباح　　طلعت شمسه وكل هلال
عالم السر والبيان لدينا　　ليس ما قال ربنا بضلال
وله الطير تستريد وتأوى　　فى وكور من آمنات الجبال
وله الوحش فى الفلاة تراها　　فى حقاف وفى ظلال الرمال[৩৯]

"তোমরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর প্রত্যেক সকালের উজ্জ্বলতম সময়ে, যখন তাঁর সূর্য উদিত হয় এবং প্রত্যেক নবচন্দ্র উদিত হবার সময়ে। তিনি আমাদের নিকট যা কিছু গোপন ও প্রকাশ্য—সে ব্যাপারে জ্ঞানী। আমাদের প্রতিপালক যা বলেছেন তা গোমরাহী নয়। তাঁরই (সৃষ্ট) সেই পক্ষীকুল যা বিভিন্ন স্থানে বিচরণ শেষে পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে বাসায় ফিরে আসে এবং আশ্রয় নেয়। তাঁরই (সৃষ্ট) ময়দানের সেই বন্য জন্তু যেগুলিকে তুমি বালুর ঢিবি ও তার ছায়ায় দেখতে পাবে।"

কিয়ামত দিবস ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কেও এ যুগের কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন। যেমন নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) বলেন ঃ

فاتقوا الله واحذروا شر يوم　　قمطرير عذابه مشهود
فطعام الغواة فيها ضريع　　وشراب من الحميم صديد
وترى الناس يحسبون من الكر　　ب سكارى بل العذاب شديد

---

৩৮. একজন সাহাবী কবি। নাম সিরমাঃ ইব্‌ন আনাস। উপনাম আবূ কায়স। মদীনার বানূ নাজ্জার গোত্রে জন্ম। জাহিলী যুগে তিনি খৃস্টান পাদরী ছিলেন। রাসূল (স.) মদীনায় আগমন করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তখন বৃদ্ধ। তিনি হক কথা বলতেন, সুন্দর কবিতা রচনা করতেন এবং পাক-পবিত্র থাকতেন। তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইসাবা, ২খ, পৃ. ১৮২-৮৩; শি'রুদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৩৫।

৩৯. ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান নিহায়াঃ, (মিসর, জীযা : দারুল-ফিক্‌র আল-'আরাবী, ১৩৫১/১৯৩২), ১ম সং., ৩খ, পৃ. ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

وقف الناس للحساب جميعا　　فشقى معذب وسعيد[৪০]

"অতপর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সতর্ক হয়ে যাও সেই ভয়ঙ্কর দিনের অমঙ্গল থেকে যার আযাব প্রকাশ্যে দেখা যাবে। অতপর গোমরাহ ও পথভ্রষ্টদের খাবার হবে সেখানে কন্টকময় গুল্ম, এবং গরম শরবত ও পূঁজ। তুমি লোকজনকে দেখতে পাবে তাদেরকে মনে হবে কোন বিপদ ও মুসীবতের কারণে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল হয়ে আছে; বরং আযাব আরো কঠিন। মানুষ সব হিসাবের জন্য দাঁড়াবে। অতপর তাদের মধ্যে খারাপ লোকদের শাস্তি দেয়া হবে, আর ভাল লোকেরা হবে সৌভগ্যবান।"

আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টি কর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই—একথা স্বীকার করে অতপর তাঁর সৃষ্টি রহস্য এবং কিয়ামত দিবসে সকলকে জড়ো করার কথা বর্ণনা করে নাবিগা আল জা'দী (রা.) বলেন ঃ

الحمد لله الذى لا شريك له　　من لم يقلها فنفسه ظلما
المولج الليل فى النهار وفى الل-　　يل نهارا يفرج الظلما
الخافض الرافع السماء على الار　　ض ولم يبن تحتها دعما
من نطفة قدها مقدرها　　يخلق منها الأبشار والنسما
ثمت لابد أن سيجمعكم　　والله جهرا شهادة قسما[৪১]

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যার কোন শরীক নেই। যে একথা না বলবে সে নিজের ওপর জুলুম করবে। তিনি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। তিনি অন্ধকার দূরীভূত করেন। তিনি যমীনের উপর আসমানকে সুউচ্চ করেছেন আর তার নীচে কোন থাম বা ভিত রাখেন নি। শুক্র বিন্দুকে তিনি পরিমাপ করে বিভক্ত করেন। তা দিয়ে তিনি চামড়া ও প্রাণ বা আত্মা সৃষ্টি করেন। অতপর হাড্ডি সৃষ্টি করে তাকে শির দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতপর তাতে গোশ্ত পরান। অতপর তা অনেক সময়ই জমজ পয়দা করেন। এরপর অতিসত্ত্বর তিনি একদিন অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন প্রকাশ্যে সাক্ষী দেয়ার জন্য।"

বস্তুত আল্লাহরই যে প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ এ কবিতায় সে অভিব্যক্তিই সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে। কারণ গোটা জীবনটাই তো তাঁর দেয়া এবং তারই নিয়ন্ত্রণে। সমগ্রজীবনে এত নি'মাত লাভের পর মানুষ কিভাবে তাঁর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় না করে থাকতে পারে!

এমনিভাবে আল্লাহর প্রশংসা করে ও তাঁর অবদানের কথা স্বীকার করে 'আল-হাসহাস' গোত্রের দাস সুহায়ম[৪২] বলেন ঃ

৪০. আশ-শি'রুল-ইসলামী, পৃ. ১৬৫-৬৬।

৪১. ইব্ন কুতায়বাঃ, কিতাবুশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ২৫৩।

৪২. একজন মুখাদরাম কবি। সূদানে জন্ম। তিনি ছিলেন নিগ্রো দাস। রাসূল (স.) তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স.) তাঁর এ কবিতা শুনে বলেন, "সে খুব সুন্দর বলেছে এবং সত্য বলেছে। এ জাতীয় বাক্য দিয়েই

Dhaka University Institutional Repository

الحمد لله حمدا لا انقطاع له فليس إحسانه عنا يقطوع[৪৩]

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, এমন প্রশংসা যাতে কোন বিরতি নেই। তাই তাঁর অবদানও আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না।"

এমনি ভাবে লাবীদ ইব্ন রাবী'আ (রা.)-এর[৪৪] কবিতায় আল্লাহর প্রশংসা ফুটে উঠেছে, যিনি তাকে ইসলামের প্রতি হিদায়াত করেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বনে সাহায্য করেছন। তিনি বলেনঃ

حمدت الله والله الحميد ولله المؤثل والعديد

فإن الله نافلة تقاه وما يقتالها إلا الحسيد[৪৫]

আল্লাহর শুক্র করা হয়। সে যদি সঠিক পথে চলে এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তবে অবশ্যই সে জান্নাতী।"

হযরত 'উছমান (রা.)-এর খিলাফত আমলে তিনি নিহত হন। তাঁর হত্যার কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, 'হাসহাস' গোত্রের 'সুমাইয়া' নাম্নী এক মহিলাকে এক ইয়াহূদী বন্দী করে নিয়ে গিয়ে তার কেল্লার মধ্যে নিজের রক্ষিতা বানিয়ে রাখে। সুহায়ম-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে মুক্ত করার কৌশল খুঁজতে থাকেন। এক সময় তিনি দেয়াল ছিদ্র করে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং উক্ত ইয়াহূদীকে হত্যা করে মহিলাটিকে মুক্ত করে আনেন। অতপর মহিলাটিকে তার গোত্রে পৌছে দেন। এর ফলে উভয়ের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি হলে 'হাসহাস' গোত্র একজন দাসের সাথে তাদের এক মহিলার প্রণয়ে লজ্জাবোধ করে এবং সুহায়মকে হত্যা করে। আল-ইসাবা, ২খ, পৃ. ১০৯-১১০; শি'রুদ-দাওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১২৮।

৪৩. দীওয়ান সুহায়ম 'আবদ বানি'ল-হাসহাস, সম্পা., 'আবদুল 'আযীয আল-মায়মানী, (কায়রো : মাকতাবা দারু'ল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খৃ.), পৃ. ৬৮।

৪৪. একজন সাহাবী ও মুখাদরাম কবি। তিনি মু'আল্লাকার অন্যতম কবি। উপনাম আবূ 'আকীল। আনু. ৫৪০ খৃ. (মতান্তরে ৫৩১ খৃ.) মুদার গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম। তিনি নিজেও ছিলেন একজন জ্ঞানী, গুণী, সুশিক্ষিত, দানশীল, অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ও বীরযোদ্ধা। তিনি ছিলেন অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর কবিতায় এ সব গুণের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। শব্দ ব্যবহারে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর ভাষা হয়েছে খুবই প্রাঞ্জল। নিকৃষ্ট ভাব থেকে তাঁর কবিতা মুক্ত। তাঁর মু'আল্লাকা মরুজীবনের একটি সফল ও বাস্তব চিত্র। সেখানে তিনি বন্য প্রাণী তথা নীল গাভী, বন্য গাধা প্রভৃতির চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। এক প্রতিনিধি দলের সাথে এসে তিনি রাসূল (স)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। তিনি কওমের লোকজনকে কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতির বর্ণনা দেন এবং কুরআন শিক্ষা দেন। নিজেও তিনি কুরআন কারীম হিফয করেন। কুরআনের মর্মবাণী, ভাষা ও সাহিত্য তাঁকে এতই অভিভূত করে যে তিনি কবিতা রচনা এক রকম ছেড়েই দেন এবং কুরআনেই মনোনিবেশ করেন। কারো কারো মতে তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র একটি কবিতা রচনা করেন। তবে প্রকৃত পক্ষে এ সময় তিনি আরো বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন যাতে ইসলামী ভাবধারার সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। তাই তাঁর কবিতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ জাহিলী ও ইসলামী। জাহিলী যুগের কবিতা প্রশংসা (مدح) ও নিন্দাবাদ (هجاء)মূলক; তাঁর নিজের ও পূর্বপুরুষের (গৌরব) فخر বর্ণনায় ভরপুর। আর ইসলামী যুগে যা সামান্য রচনা করেছেন তা ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট, কুরআনিক ঢঙে মার্জিত এবং সুমধুর ও প্রাঞ্জল। সে সব কবিতায় ফুটে উঠেছে উপদেশ, আল্লাহ, কিয়ামত, তকদীর, হিসাব-নিকাশ, তাকওয়া প্রভৃতি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। ৪১/৬৬১ সালে ১৪৫ (মতান্তরে ১৫৭) বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তার দীওয়ান প্রথমবার ভিয়েনাতে ১৮৮০ খৃ. প্রকাশিত হয় জার্মান ভাষায়, যার অনুবাদ লাইডেন থেকে ১৮৯১ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইব্ন কুতায়বাঃ, কিতাবুশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ১৪৮-৪৯; ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল-'আরাবী, ২খ, পৃ. ৯০-৯৪; আবদুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃ.), ১ম, সং., পৃ. ৫২-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি। আর আল্লাহই প্রশংসা পাবার যোগ্য। আল্লাহরই জন্য সকল রাজত্ব ও মাহাত্ম্য, কারণ আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া অতিরিক্ত এক নি'মাত। যে নি'মাতের শরবত প্রশংসাকারী ছাড়া আর কেউ পান করতে পারেনা।"

কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করত : আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে কবি আল হুসায়ন ইবনুল হুমাম (রা.)[৪৬] বলেন ঃ

أعوذ بربى من المخزيا ت يوم ترى النفس أعمالها
وخف الموازين بالكافر ين وزلزلت الأرض زلزالها[৪৭]

"আমি আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি অপদস্থকারী কাজসমূহ থেকে। যেদিন মানুষ তার কর্মসমূহ দেখতে পাবে এবং কাফিরদের নেক আমলের পাল্লা হাল্কা হবে। আর পৃথিবী আপন কম্পনে প্রবলভাবে কম্পিত হবে।"

স্মরণ শক্তির সীমাবদ্ধতা, জিহ্বার জড়তা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে কবি আন-নামির ইব্ন তাওলাব (রা.)[৪৮] বলেন ঃ

أعذنى رب من حصر وعى ومن نفس أعالجها علاجا[৪৯]

"হে আমার প্রতিপালক! আমার স্মরণ শক্তির সীমাবদ্ধতা, জিহ্বার জড়তা এবং সেই নফস (আত্মা) থেকে আমাকে পানাহ দিন, যার আমি চিকিৎসা করাই।"

আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মুমিন স্বীয় অপরাধের কথা স্বীকার করে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা ও গুনাহের ভয় নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। তাই বলা হয়েছে الإيمان بين الخوف والرجاء "ঈমান ভয় ও আশার মধ্যবর্তী অবস্থানে।" যেমন 'আমর ইবনুল জামূহ (রা.)[৫০] বলেন ঃ

أتوب إلى الله سبحانه واستغفر الله من ناره

---

৪৫. শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৩২।

৪৬. একজন খ্যাতিমান মুখাদরাম কবি। মুররাঃ গোত্রে তাঁর জন্ম। জাহিলী যুগ থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। ইসলামী যুগ শুরু হবার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামী ভাবধারায় কবিতা রচনা করতে থাকেন। তিনি ছিলেন স্বগোত্রের নেতা। কোন এক সফরে তিনি ইনতিকাল করেন। ইসাবা, ১খ, পৃ. ৩৩৬; শি'রুদ-দাওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৪৮।

৪৭. আশ-শি'রুল-ইসলামী, পৃ. ১১৮; শি'রুদ-দাওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৬৮; ইসাবা, ১খ, পৃ. ৩৩১।

৪৮. একজন দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত সাহাবী কবি। তিনি স্বগোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় এসে রাসূল (স.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন পরে তিনি বসরায় বসবাস করেন। তাঁর রচিত কবিতা ছিল অতি উত্তম, যার মধ্যে বেশী বেশী উদাহরণ থাকত। এ জন্য আবূ 'আমর ইবনুল 'আলা তাকে 'আল-কায়্যিস' (বুদ্ধিমান) নামে অভিহিত করেন। তিনি ছিলেন খুবই দানশীল। কথিত আছে যে, তিনি দুই শত বছর জীবিত ছিলেন। আল-ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৫৭২-৭৩।

৪৯. ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, ৪খ, পৃ. ১৫৩৩; শি'রুদ-দাওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১১৭; আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৬৮।

৫০. একজন আনসার সাহাবী। মদীনার খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ সালামার জন্ম। তিনি স্বগোত্রের নেতা ছিলেন। দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-মারযুবানীর বর্ণনামতে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ

Dhaka University Institutional Repository

وأثنى عليه بالائه بإعلان قلبى واسراره [৫১]

"আল্লাহ্‌র নিকট আমি তওবা করছি, তিনি পবিত্র। আর আমি তাঁর জাহান্নামের আগুন থেকে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর নি'মাতের জন্য আমার অন্তর থেকে জোরে ও আস্তে প্রশংসা করছি।

হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)[৫২] বলেন ঃ

ظلوم لنفسى غير أننى مسلم أصلى الصلوة كلها وأصوم [৫৩]

"আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি। তবে (আশার কথা এই যে,) আমি মুসলিম। সকল সালাত আদায় করি এবং সওমও পালন করি।"

আল্লাহ্‌র ভয় সম্পর্কে আল-আজদা' আল-হামদানী[৫৪] বলেন ঃ

إذا ما تنادوا للصلوة وجدتنى يفزع من خوف الإله جنانيا [৫৫]

"সালাতের জন্য যখন তোমরা আহবান কর তখন আমি এমন অবস্থা অনুভব করি যে আল্লাহর ভয়ে আমার অন্তর যাবড়ে যায়।"

এ যুগের কবিতার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহর ভয়ের কথা পরিস্ফুট। এমনকি আল্লাহর ভয়ে স্বীয় সতিত্ব অটুট রাখার কথাও ফুটে উঠেছে কবিতায়। যেমন 'উমর (রা.)-এর সময়ে এক মহিলা, যার স্বামী যুদ্ধে গমন করার কারণে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল, সেই বিরহ-কাতর মহিলার কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই ঃ

تطاول هذا الليل تسرى كواكبه وأرقنى ألا ضجيع ألاعبه

কবিতা আবৃত্তি করেন। এক বর্ণনা মতে 'আকাবার শপথে ও বদর যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খুবই দানশীল। উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হন। তিনি ছাড়া আরো কিছু করিতা আবৃত্তি করেন যা সীরাত গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে। আল-ইসাবা, ২খ, পৃ. ৫২৯-৩০; ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত লেবানন : দার সাদির তা. বি.), ২খ, পৃ. ৪৩-৪৪, ৩খ, পৃ. ৫৬২।

৫১. আল-ইসাবা, ২খ, পৃ. ৫৩০; শি'রুদ দাওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৩০।

৫২. রাসূল (স.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা। দুনিয়ায় থাকতেই এক মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের অন্যতম। তিনি কাব্যানুরাগীও ছিলেন। সমসাময়িক লোকদেরকে কবিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি কূফার গভর্ণর মুগীরা ইবন শু'বাঃ (রা.)-কে নির্দেশ দেন সেখানকার যত কবি আছেন, তারা ইসলামী যুগে কি ধরনের কবিতা রচনা করেন তা সংগ্রহ করার জন্য। উমর (রা.) নিজেও জাহিলী যুগের বহু কবিতা আবৃত্তি করেছেন। ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তেও তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এ কবিতাংশটুকু তাঁর জীবনের শেষ প্রহরে স্বীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমরের কোলে মাথা রেখে তিনি আবৃত্তি করেন।

৫৩. আল-ইসতী'আব, ৩খ, পৃ. ১১৫৭, ইব্‌নুল আছীর; আল-কামিল (বৈরুত : দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যা, ১৪০৭/ ১৯৮৭) ১ম সং, ১খ, ৪৪৮।

৫৪. একজন অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা ও স্বগোত্রের নেতা। তিনি ছিলেন উত্তম কবিদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। শি'রুদ-দা'ওয়া আল ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫১৫।

৫৫. প্রাগুক্ত; আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

فوالله لو لا الله لا شيئ غيره لزحزح من هذا السرير جوانبه
ولكننى أخشى رقيبا مؤكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه [৫৬]

"এ রাত অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে, যার তারকারাজি চলাচল করছে। আর আমাকে জাগিয়ে রেখেছে এ বিষয়টি যে, আমার পার্শ্বে কোন শয়নকারী নেই, যার সাথে আমি ক্রীড়া-কৌতুক করব। আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি না থাকতেন (তিনি ছাড়া আর কিছুই আমাকে ফিরাতে পারতনা)-তবে অবশ্যই এ খাট থেকে দূর করা হত অন্য পুরুষকে। কিন্তু আমি ভয় করি সেই পাহারাদারকে, যার কাছে আমাদের আত্মা সোপর্দ করা হয়েছে। যার লেখক কখনো দায়িত্বে অবহেলা করে না।"

এ যুগের কবিতায় সৎকাজের উপদেশ ও তার প্রতি লোকজনকে আহবান-এর চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন 'আবদা ইবনুত-তাবীব[৫৭] বলেন ঃ

أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطى الرغائب من يشاء ويمنع [৫৮]

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন ও তার ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ তিনিই যাকে ইচ্ছা সৎকাজের আগ্রহ দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তা থেকে ফিরিয়ে রাখেন।"

খ্যাতিমান কবি হযরত লাবীদ ইব্ন রাবী'আ (রা.)ও তাকওয়া তথা আল্লাহ ভীতির প্রতি আহবান করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, এ ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নেই। যথা তিনি বলেন ঃ

بل كل سعيك باطل إلا التقى فإذا انقضى شيئ كأن لم يفعل [৫৯]

"বরং তাকওয়া ছাড়া তোমার সমস্ত প্রচেষ্টাই বাতিল। যখন কোন বিষয় বা কাজ সম্পন্ন হয় (তাকওয়া ছাড়া করা হলে তা হয় মূল্যহীন) তা যেন করাই হয়নি।"

প্রসিদ্ধ সাহাবী ও রাসূল (স.)-এর চাচাতো ভাই আল-ফাদল ইব্ন 'আববাস (রা.) কবিতার মাধ্যমে দূরদর্শিতা (حزم)-এর এমন অর্থ বর্ণনা করেছেন যা রাজনীতিকদের অর্থ থেকে ভিন্নতর। যেমন তিনি বলেন ঃ

---

৫৬. আস-সুয়ূতী, তা'রীখুল খুলাফা (বৈরুত : দারুল জীল, ১৪১৭/১৯৯৭), ৩য় সং, পৃ. ১৬৩।

৫৭. একজন প্রসিদ্ধ কবি। সূদানের তামীম গোত্রে জন্ম। তাঁর পিতার প্রকৃত নাম ইয়াযীদ ইব্ন 'আমর আত- তামীমী। জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি একজন মুখাদরাম কবি। هجاء তথা ব্যঙ্গ ও নিন্দাবাদমূলক কবিতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতার গাঁথুনী খুবই মজবুত, যা শব্দ বাহুল্য দোষ বিবর্জিত। জাহিলী যুগে তিনি চৌর্য বৃত্তিতে লিপ্ত থাকলেও ইসলাম গ্রহণের পর অত্যন্ত সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হন। মুসলিমদের বিভিন্ন বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। শি'রুদ-দা'ওয়া আল ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫২৮।

৫৮. আশ-শি'রুল-ইসলামী, পৃ. ১৬৯।

৫৯. প্রাগুক্ত; শি'রুদ-দা'ওয়া আল ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

والحزم تقوى الله فاتقه ترشد و ليس لفاجر حزم
خير الأمور مغبة وشهادة تقوى الإله وشرها الإثم[৬০]

"দূরদর্শিতা হল আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। তাই তাঁকে ভয় কর, তাহলেই সঠিক পথের সন্ধান পাবে। কোন পাপীর দূরদর্শিতা নেই। দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল কাজের মধ্যে উত্তম কাজ হল তাকওয়া অবলম্বন করা, আর সবচে' খারাপ কাজ হল পাপ।"

কাযা ও কদর তথা তকদীরে বিশ্বাস ঈমান ও ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। সে সম্পর্কেও এ যুগের বহু কবি কবিতা রচনা করেছেন। যথা আল-আ'ওয়ার আশ শান্নী[৬১] বলেন ঃ

هون عليك فإن الأمو ر بكف الإله مقاديرها
فليس بآتبك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها [৬২]

"তোমরা নিজের ওপর কাজ সহজ করে নাও। কারণ সকল কাজেরই তাকদীর তথা নির্ধারণ-ক্ষমতা রয়েছে আল্লাহরই হাতে। তাই তার (তাকদীরের) নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ তোমার কাছে আসবেনা। আর তাতে নির্দেশিত ও অনুমোদিত বস্তসমূহ তোমার কাছে আসতে অক্ষম হবেনা।"

এ বিষয়ে হুমায়দ ইব্ন ছাওর[৬৩] বলেন ঃ

قضى الله بعض المكاره للفتى برشد وفى بعض الهوى ما يحاذر [৬৪]

"কিছু অপছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ যুবকের জন্য ফয়সালা করে রেখেছেন সঠিকভাবে, আর কিছু পছন্দনীয় জিনিসের থেকে তাদেরকে সতর্ক করেছেন।"

কবিতার এ মর্মটি ঠিক কুরআন কারীমের আয়াত ঃ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّلَّكُمْ[৬৫] "তোমরা যা অপসন্দ কর সম্ভবত তোমাদের জন্য তা কল্যাণ-কর এবং যা ভালবাস সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর।"

---

৬০. আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৭০; শি'রুদ-দা'ওয়া, আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫৩৩।

৬১. একজন উত্তম কবি। তবে তার ভাষা ছিল অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। জামাল যুদ্ধে তিনি 'আলী (রা.)-এর পক্ষে ছিলেন। তাঁর এ কবিতা এতটাই উত্তম ও বাস্তবমুখী যে হযরত 'উমর (রা.) প্রায়ই তাঁর এ কবিতা আবৃত্তি করতেন। শি'রুদ-দা'ওয়া আল ইসলামিয়্যা, পৃ. ৫২৫।

৬২. প্রাগুক্ত; ইব্ন রাশীক, আল-'উমদাঃ (মিসর : ১৯০৭ খৃ) ১খ, পৃ. ৩৩।

৬৩. একজন সাহাবী কবি। রাসূল (স.)-এর কাছে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-মারযুবানীর বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন একজন শুদ্ধভাষী কবি। তিনি হযরত 'উছমান (রা.)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অবশ্য যুবায়র ইব্ন বাক্কার-এর বর্ণনা মতে তিনি বনূ উমাইয়ার কোন এক খলীফার নিকট গিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি সে আমল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আল-ইসাবাঃ, ১খ, পৃ. ৩৫৬। তাঁর কবিতার দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতা তার দীওয়ান থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আল-হামাসায় এটি 'আমির ইব্নুত তুফায়ল-এর কবিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। শি'রুদ দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫৪৪।

৬৪. আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৭০।

৬৫. ২[আল-বাকারা] ঃ ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'উছমান (রা.)-এর শোকগাথা বর্ণনা করে লায়লা আল-আখীলিয়্যা[৬৬] বলেন ঃ

ولا تقولن لشئ سوف أفعله قد قدر الله ما كل امرئ لاق[৬৭]

"কোন কাজ সম্পর্কে একথা বলোনা যে, অতি সত্ত্বর আমি তা করব। আল্লাহ পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন প্রত্যেক মানুষ যার মুখোমুখী হবে তা।"

কবিতার প্রথম চরণটি কুরআন কারীমের আয়াত ঃ وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَيْئٍ إِنِّىْ فَاعِل ذَالِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ[৬৮] "কখনো তুমি কোন বিষয়ে বলোনা, আমি তা আগামীকাল করব। 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' – একথা না বলে"।

মুসলিম কোন কাজে ভয় পায়না। কারণ সবই তো পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত এবং সে তা করতে আদিষ্ট। যেমন রাবী'আ ইব্ন মাকরূম আদ-দাব্বী[৬৯] বলেন ঃ

أصبح ربى فى الأمر يرشدنى إذا نويت المصير والطلبا

لا ساغ من سوانح الطير يث نينى ولا ناعب اذا نعبا [৭০]

"আমার প্রতিপালক সকল কাজে আমাকে পথ নির্দেশ করেন। যখন আমি পথ চলার এবং কোন জিনিস অনুসন্ধান করার সংকল্প করি। কোন মঙ্গলবহ ইঙ্গিত বা কাকের কা কা রব (অমঙ্গলবহ ইঙ্গিত) আমাকে ফিরাতে পারে না।"

ধর্মীয় ভাবধারায় আপ্লুত এবং নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন কবিতা যা উপদেশমূলক এবং যা সামাজিক চরিত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তার আরো উদাহরণ যেমন আবূ কায়স আল-আনসারী[৭১] বলেন ঃ

واتقوا الله فى ضعاف اليتامى ربما يستحل غير حلال

---

৬৬. উমাইয়া বংশীয় একজন মহিলা কবি। ইসলামের প্রথম যুগে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাওবা ইব্নুল-হুমায়্যিরকে তিনি প্রচণ্ডভাবে ভালবাসতেন। তাঁকে নিয়ে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষতঃ তার অকাল বিয়োগে তিনি রচনা করেছেন প্রচুর শোকগাথামূলক কবিতা। 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতে তিনি শোকগাথা (مرثية) রচনা করেন। আলোচ্য বয়ত দু'টি তারই অংশবিশেষ। বাশীর য়ামূত, শা'ইরাতুল 'আরাব ফিল-জাহিলিয়্যা ওয়াল-ইসলাম (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাঃ, ১৩৫৩/১৯৩৪), ১ম সং, পৃ. ১৫০১।

৬৭. প্রাগুক্ত; ইব্ন কুতায়বাঃ, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ৪১৭।

৬৮. ১৭ [আল-কাহফ], ২৩।

৬৯. একজন মুখাদরাম কবি। জাহিলী ও ইসলামী যুগে তিনি মুদার গোত্রের কবি ছিলেন। জাহিলী যুগে তিনি পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট গমন করেন। অতপর ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। দি'বিল-এর বর্ণনা মতে কিসরা তাঁকে আটকে রাখেন। অতপর কাদেসিয়া যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি খাঁটি মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করেন। তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধসহ অন্যান্য মুসলিম বিজয় সমূহেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি একশত বছর জীবিত ছিলেন। আল-ইসাবাঃ, ১খ, ৫২৭; শি'রুদ দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫১৪।

৭০. শি'রুদ দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যা, পৃ. ৫১৩-১৪।

৭১. তাঁর পরিচিতি দ্র. আবূ কায়স ইবনুল আসলাত।

Dhaka University Institutional Repository

واعلموا أن لليتيم وليا عالما يهتدى بغير سوال
ثم مال اليتيم لا تقربوه ان مال اليتيم يرعاه وال
وأجمعوا امركم على البر والتق وى وترك الخنا وأخذ الحلال [৭২]

"তোমরা দুর্বল ইয়াতীমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। অনেক সময় হালাল নয় এমন জিনিসকেও হালাল মনে করা হয়। জেনে রাখো, ইয়াতীমদের একজন বন্ধু রয়েছেন, যিনি জ্ঞানী। না চাইতেই যিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। অতপর ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তীও হয়োনা। নিশ্চয়ই ইয়াতীমদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন একজন অভিভাবক। তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়া আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে, অশ্লীল ও কটু ভাষা ত্যাগ করার ব্যাপারে এবং হালাল গ্রহণের ব্যাপারে তোমাদের কর্ম স্থির করে নাও।"

নামির ইব্ন তাওলাব বলেন ঃ

لا تغضبن على امرئ فى حاله وعلى كرائم صلب مالك فاغضب
وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى وإلى الذى يعطى الرغائب فارغب [৭৩]

"কোন লোকের প্রতি তার সম্পদের ব্যাপারে রাগান্বিত হয়োনা। কঠোর হৃদয় কৃপণের ওপর রাগান্বিত হও। তুমি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে ধণী হবার কামনা কর। আর যিনি প্রাচুর্য দান করেন (আল্লাহ) তাঁর প্রতিই ধাবিত হও।"

সাহম ইব্ন হানজালা[৭৪] বলেন ঃ

ويحملنك اقتار على زهد ولا تزل فى عطاء الله مرتغبا
الله يخلف ما أنفقت محتسبا إذا شكرت ويؤتيك الذى كتبا
لا تك ضبا إذا استغنى وأخر ولم يحفل قرابة ذى قربى ولا نسبا [৭৫]

"দুনিয়া ত্যাগের ওপর কৃপণতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে; সর্বদাই তুমি আল্লাহর দান সম্পর্কে খুশী ও আগ্রহী থাক। তুমি যা খরচ কর আল্লাহ তা হিসাব করে তোমাকে দিয়ে দেবেন- যখন তুমি শোকর করবে এবং তোমাকে তাই দেবেন, যা তিনি লিখে রেখেছেন। তুমি গোপনে সেই রকম হিংসাকারী হয়ো না, যে ধণী হলে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, কোন আত্মীয় স্বজন বা বংশীয় লোককে একত্রিত করেনা (অর্থাৎ কাউকে আহার করায় না)।"

মোটকথা ধর্মীয় বা ইসলামী ভাবধারা জাহিলী যুগের কবিতায় তেমন একটা পরিদৃষ্ট হয়না। কারণ তাদের জীবনযাত্রা ছিল এ ভাবধারা থেকে যোজন যোজন দূরে। ইসলামী যুগের প্রথম

৭২. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৩খ, পৃ. ১৫৭; আল-ইসতী'আব, ৪খ, পৃ. ১৭৩৬-৩৭।
৭৩. আল-'আসকালানী, আল ইসাবাঃ, ৩খ, পৃ. ৫৭৩।
৭৪. একজন মুখাদরাম কবি। তিনি ছিলেন শাম-এর অধিবাসী।
৭৫. আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৭;, শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

দিকেই এর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে। এ সময় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করে। তন্মধ্যে আল্লাহর কামালাত ও বড়ত্ব, শেষ দিবস সম্পর্কিত বর্ণনা ও তার ভয়াবহতার বিবরণ প্রভৃতি। নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক কবিতায় দেখা যায় সদুপদেশ, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণের আহবান এবং তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি আহবান প্রভৃতি।

যুদ্ধের কবিতা ঃ

এ যুগটি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের এবং দীনের প্রচার প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। তাই এসময়ে মুসলমানদের বহু বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে, বহু ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়েছে। সত্যের এ দীপ্ত আলো এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে বাতিলের অনুসারীরা। তাই অনিবার্য ভাবেই সংঘাত বেঁধেছে বাতিলের সাথে। ফলে সংঘটিত হয়েছে বহু যুদ্ধ। তাই যুদ্ধের কবিতাও এসময়কালে রচিত হয়েছে প্রচুর। মুসলিম পক্ষের বীর যোদ্ধাগণ একমাত্র আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য ও তার বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করেছেন। পার্থিব কোন সম্মান-প্রতিপত্তি ও যশ-খ্যাতির জন্য নয়। যেমন কা'ব ইব্ন মালিক[৭৬] (রা.) বলেনঃ

أجيبونا إلى ما نجتديكم من القول المبين والسداد.
وإلا فاصبروا لجلاد يوم لكم منا إلى شطر المذاد
لنظهر دينك اللهم انا توكلنا على رب العباد[৭৭]

"আমরা তোমাদের কাছে যা চাচ্ছি সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সঠিক কথা--তোমরা তার জবাব দাও, নতুবা সেদিনের আঘাতের জন্য ধৈর্য ধারণ করে বসে থাক, যে আঘাত হানা হবে আমাদের পক্ষ

৭৬. একজন খ্যাতিমান সাহাবী কবি। রাসূল (স.), ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দা ও ব্যঙ্গ করে কুরায়শ কবিগণ যেসব কবিতা রচনা করত তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে মদীনার যে তিনজন কবি আত্মনিয়োগ করেন তন্মধ্যে কা'ব ইবন মালিক (রা.) অন্যতম। মদীনায় খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ সালিমায় ৬০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মদীনায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা লগ্নেই তিনি মুসলমান হন এবং ৫০/৬৭০ সালে মতান্তরে ৫৩/৬৭৩ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল প্রশংসামূলক (مدح), গর্বমূলক (فخر) ও নিন্দাবাদমূলক (هجاء) যার পুরোটাই ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট। তার বর্ণনা রীতি অত্যন্ত সহজ-সরল যা কুরআন কারীমের শব্দ ও ভাব দ্বারা প্রভাবিত। কোথাও কোথাও শব্দ আবার কোথাও কোথাও পুরো বাক্য হুবহু কুরআন কারীম থেকে চয়নকৃত। শব্দ অত্যন্ত আকর্ষনীয় ও প্রাঞ্জল আর ভাব সুস্পষ্ট। তার কবিতার দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই বদর উহুদ, বি'র মা'উনা, বানূ নাযীর, খনদক, খয়বর,মুতা এবং অন্যান্য অভিযানের ওপর রচিত, যার অধিকাংশ ইব্ন হিশামের সীরাতে পাওয়া যায়। তাঁর কাব্যে অনুভূতির ভাবাবেগ কবি হাস্সান (রা.) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাতে ইসলামের প্রতি প্রকৃত গভীর আগ্রহ রয়েছে। তাবূক যুদ্ধ থেকে তিনজন খাঁটি মু'মিন পিছিয়ে থাকে। কা'ব (রা.) তাদের অন্যতম। পিছিয়ে থাকার কারণে তাদেরকে সমাজচ্যুত করা হয়। অতপর সূরা তওবার ১১৭-১৮ নং আয়াতে তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হলে তাঁরা আবার মুসলমানদের সাথে স্বাভাবিক জীবন যাপন ও মেলা মেশা করেন। শি'রুদ দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৬০, ইসলামী বিশ্বকোষ ৬খ, পৃ. ৬২৫-২৬)।

৭৭. আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তোমাদেরকে, আর যা পরিব্যাপ্ত হবে ময়দানের সিংহভাগব্যাপী। হে আল্লাহ! আপনার দীন বুলন্দ করার জন্যই আমরা তা করব। আমরা বান্দাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করি।"

যুদ্ধের ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য বস্তু ছিল দীনকে বিজয়ী করা। তাই তাঁরা ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন আত্মীয়তার সম্পর্কের ওপর। যেমন 'আববাস ইব্ন মিরদাস (রা.)[৭৮] বলেন ঃ

نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مطالا لكنا الأقربين نتابع

ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع [৭৯]

"আমাদের (দীনী) ভাইদের থেকে অন্য ভাইদের (রক্ত সম্পর্কের অথচ কাফির) কে হটিয়ে দেব। আমরা যদি কোন দাতা ও সম্মানিত লোক দেখতাম তবে অবশ্যই আমরা তার নিকটতম হতাম, তার অনুসরণ করতাম। কিন্তু আল্লাহর দীনই হল মুহাম্মাদ (স.)-এর দীন। আমরা তাতে সন্তুষ্ট। তাতে রয়েছে হিদায়াত ও শরী'আত বা বিধান।"

তাঁরা দীনের জন্য এতটাই কুরবানী করেছিলেন যে, দুনিয়া ত্যাগই কেবলমাত্র তাঁদের কাম্য ছিলনা; বরং কাম্য ছিল এ পথে মৃত্যু। কারণ এপথে মৃত্যুবরণকারী শহীদ। আর শহীদের জন্য জান্নাত অবধারিত। সে আল্লাহর কাছে জীবিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে রিযিক দেয়া হয়।[৮০] তাই আমরা দেখতে পাই তাদের কবিতায় ফুটে উঠেছে জাগতিক দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নেয়া, দুনিয়াকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং জিহাদকেই মূখ্য জ্ঞান করত তার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নেয়ার চিত্র। যেমন 'উরওয়া ইবন যায়দ আল খায়ল[৮১] বলেন ঃ

وكم كربة فرجتها وكريهة شددت لها أزرى إلى أن تجلت

وقد اضحت الدنيا لدى ذميمة وسليت عنها النفس حتى تسلت

وأصبح همى فى الجهاد ونيتى فلله نفس أدبرت وتولت [৮২]

---

৭৮. একজন সাহাবী ও উত্তম কবি। বানূ সুলায়ম গোত্রে জন্ম। তিনি ছিলেন স্বগোত্রের নেতা এবং একজন অশ্বারোহী বীর ও সাহসী যোদ্ধা। আবূ 'উবায়দার ধারণা মতে তিনি ছিলেন খ্যাতনামা মহিলা কবি খানসা (রা.)-এর পুত্র। রাসূল (স.)-এর সাথে তিনি মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ে তিনি স্বগোত্রের সাতশত যোদ্ধা নিয়ে রাসূল (স.)-এর সাথে যোগ দেন। তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে পূর্ণ মাত্রায়। তা যেন একজন খাঁটি মুমিনের হৃদয়ের আকুতি। ইসাবাঃ, ২খ, পৃ. ২৭২; শি'রুদ দা'ওয়াঃ আল- ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৪৫-৪৬।

৭৯. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান্- নিহায়াঃ, ৪খ, পৃ. ৩৪।

৮০. ৩ [আলে-'ইমরান] ঃ ১৬৯।

৮১. তাঁর পিতা যায়দ আল-খায়ল একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, অশ্বারোহী বীর ও কবি ছিলেন। 'উরওয়া নিজেও একজন ভাল কবি ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পিতার সাথে জাহিলী যুগের বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এতে বুঝা যায় যে ইসলামী যুগে তিনি পরিণত বয়সের ছিলেন। তাই পিতা সহ তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (স.)-এর দরবারে হাজির হয়ে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন—এটাই স্বাভাবিক। তিনি 'উমর (রা.)-এর সময়ে সংঘটিত কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 'আলী (রা.)-এর সাথে সিফফীন যুদ্ধেও (৬৫৭ খৃ.) তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁরই খিলাফাত আমলে ইনতিকাল করেন। ইসাবা, ২খ, পৃ. ৪৭৬; শি'রুদ দা'ওয়া, পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

"কত দুঃখ যাতনা আমি হাসিমুখে সহ্য করেছি এবং কত অপছন্দনীয় ও কষ্টদায়ক কাজ যা করতে আমি কোমর বেঁধে নেমেছি এমনকি এক সময় তা সফলতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দুনিয়া আমার কাছে শিশির সম হয়ে গেছে, আমি আমার নফসকে তা থেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, ফলে সে সান্ত্বনা লাভ করেছে। জিহাদকে কেন্দ্র করেই আমার চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হচ্ছে। তাই আল্লাহর জন্যই নফস কখনো পিছিয়ে আসছে ও ফিরে যাচ্ছে।"

দীনের জন্য যেহেতু তাঁরা নিজের জীবনটাই বিলিয়ে দিয়েছেন এবং নিজেই তার জন্য কুরবান হয়েছেন, তাই তাঁদের কবিতায় দীন তথা ইসলামের ভাবধারা প্রস্ফুটিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত কবিতার মধ্যে কিছু আছে দীর্ঘ কবিতা, যা গোটা যুদ্ধের চিত্র আঁকতে গিয়ে রচনা করা হয়েছে। আর কিছু আছে বীরত্ব গাথা, যাকে খন্ড কবিতা ও গীতিকাব্য বলে আখ্যায়িত করা যায়। এর কোনটি বা যুদ্ধের প্রস্তুতি লগ্নে গীত হয়েছে, যথা কাদেসিয়ার যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে আবৃত্তি করা হয়েছে[৮৩] ঃ

فبادروا الحرب كماة فى العدد إما بفوز بارد على الكبد

أميتة تورثكم غنم الأبد فى جنة الفردوس والعيش الرغد [৮৪]

"অতপর যুদ্ধে আগুয়ান হও যুদ্ধাস্ত্রে বলীয়ান হয়ে; হয়তো কলিজায় শীতল কামিয়াবী দ্বারা অথবা এমন ভাবে মৃত্যু বরণ করে যা তোমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাওস-এ এবং শান্তিময় জীবনে চিরস্থায়ী গনীমাত সম্পদের ওয়ারিছ বানাবে।"

আর কোনটি যুদ্ধ চলাকালে উভয় সারির মধ্য থেকে আবৃত্তি করা হয়েছে। যথা উহুদের দিন 'উমায়র ইব্নুল হুমাম[৮৫] (রা.) বলেন ঃ

ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد

والصبر فى الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد

غير التقى والبر والرشاد [৮৬]

---

৮২. প্রাগুক্ত; আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৯৪।

৮৩. আবৃত্তিকারক হলেন মহিলা সাহাবী কবি হযরত খানসা (রা.)-এর দ্বিতীয় পুত্র।

৮৪. আন-নু'মান 'আবদুল মুতা'আল আল-কাযী, শি'রুল ফুতূহ আল-ইসলামিয়্যাঃ (কায়রো : আদ-দারুল কাওমিয়্যাঃ ১৩৮৫/১৯৬৫), পৃ. ৪১।

৮৫. একজন নিবেদিত প্রাণ সাহাবী। মদীনার সালামা গোত্রে জন্ম। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর-এ অংশ গ্রহণ করেন এবং আনসারদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন। বদর যুদ্ধেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স.) জান্নাতের বিবরণ দিলে তিনি 'বাখ' 'বাখ' বলে লাফিয়ে ওঠেন। তখন রাসূল (স.) তাঁকে জান্নাতী হবার সুসংবাদ দেন। তিনি তখন খেজুর খাচ্ছিলেন। অতপর বলে উঠলেন, "এই খেজুরগুলো শেষ করা পর্যন্ত জীবিত থাকা--সে তো বড় দীর্ঘ জীবন!" এই বলে হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। অনেক কাফিরকে হত্যা করে শেষে নিজেও শহীদ হলেন। উক্ত কবিতা ছিল শাহাদাতের পূর্বক্ষণে তাঁর আবৃত্তিকৃত কবিতা। এটাই তাঁর জীবনের শেষ কথা। ইসাবাঃ,৩খ, পৃ. ৩১; শি'রুদ-দা'ওয়াঃ,পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি আল্লাহর পথে দৌড়ে যাচ্ছি পাথেয় ছাড়া। তাকওয়া পরকালের আমল ও জিহাদের জন্য আল্লাহর প্রতি ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া। আর তাকওয়া, সৎকাজ ও সঠিক পথে চলা ব্যতীত আর সকল পাথেয়ই বিলীন হয়ে যাবার উপকরণ।"

আর কোনটা যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় বিজয় গর্বে বুক ফুলিয়ে আবৃত্তি করা হয়েছে। যেমন কাদেসিয়া যুদ্ধের সংগ্রামী বীর মুজাহিদ আল-কা' কা' ইব্ন 'আমর (রা.)[৮৭]-এর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই ঃ

نحن قتلنا معشرا وزائدا أربعة و خمسة و واحدا

حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا الله ربى واحترزت عامدا [৮৮]

"আমরা হত্যা করেছি বিরাট একটি দলকে এবং তার চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে; চারটি পাঁচটি আরো একটি দলকে। এমনিভাবে তারা যখন মৃত্যুবরণ করেছে তখন বীর বেশে দরায কণ্ঠে আমি বলেছি ঃ আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক, এবং ইচ্ছাকৃতই আমি ফিরে থেকেছি।"

এ জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল গীতসম্পন্ন (غزل), ভুমিকা বিহীন--জাহিলী যুগের কবিগণ যার অনুসরণ করেছেন। এর আরো বৈশিষ্ট্য হল, এ জাতীয় কবিতা সংক্ষিপ্ত; এতে কয়েক ধরণের বিষয়বস্তু থাকতনা। এর অধিকাংশই 'রাজায' ছন্দে রচিত।

যুদ্ধের দীর্ঘ কবিতা যেগুলো--তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রতিপক্ষকে ভীতি ও হুমকি প্রদান, যুদ্ধ বিদ্যায় মুসলমানদের অবস্থানের ব্যাখ্যা; শত্রুদের করুণ পরিণতির বিবরণ এবং যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও তার সামগ্রিক চিত্র। যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচুর কবিতা রচনা করা হয়েছে। হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ

لقد علمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد

بأنا حين تشتجر العوالى حماة الحرب يوم ابى الوليد

---

৮৬. ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৩খ, পৃ. ৩৭৭; ইউসুফ কানধলাবী, হায়াতুস সাহাবাঃ, (লাহোর : ইদারাহ-ই নাশরিয়াত-ই ইসলামী, তা. বি.), ১খ, পৃ. ৪১৭; আল-ইসতী'আব, ৩খ, পৃ. ১২১৪।

৮৭. একজন সাহাবী ও জনপ্রিয় সেনাধ্যক্ষ। রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর তিনি মুসলিমদের পক্ষ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধে সাহাসিকতার সাথে নেতৃত্ব দেন ও বিজয় লাভ করেন। ১১/৬৩২ সালে তিনি বুযাখার যুদ্ধে খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদের অধীনে একজন নিম্নপদস্থ সেনাপতি হিসেবে অংশ নেন। হীরা রাজ্য দখলের পর তিনি একটি সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। এ বাহিনী ১২/৬৩৩ সালে আল-আনবার অঞ্চলে পারস্যবাসীদের ওপর জয়ী হয়। ৬৩৫ খৃ. তিনি দামিশক বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি খুব পারদর্শিতার সাথেই যুদ্ধ করেন। তিনি আল মাদাইন বিজয়ী সাহ্সী যোদ্ধাদের অন্যতম। ১৬/৬৩৭ সালে জালূলার যুদ্ধে তিনি একটি অগ্রগামী সেনাদল পরিচালনা করেন। ২১/৬৪১-২ সালে নিহাওয়ান্দ দখলেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি কূফায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর সামরিক অভিযান সমূহের স্মৃতি বিজড়িত বেশ কিছু কবিতা তিনি আবৃত্তি করেন যা এখনো সংরক্ষিত আছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, পৃ. ৪০৫।

৮৮. আন-নু'মান 'আবদুল মুতা'আল আল কাযী, শি'রুল-ফুতূহিল-ইসলামী ফী সাদরিল-ইসলাম, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

قتلنا ابنى ربيعة يوم سارا إلينا فى مضاعفة الحديد

لقد لاقيتم ذلاو قتلا جهيزا نافذا تحت الوريد [৮৯]

"কুরায়শগণ জানতে পেরেছে বদর যুদ্ধের দিন, বন্দী হবার এবং প্রচণ্ড হত্যাযজ্ঞের সকালে; তারা জানতে পেরেছে যে, মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন যখন সম্মুখে অগ্রসর হয় আবুল-ওয়ালীদের দিনে, তখন আমরা বনে যাই যুদ্ধ ক্ষেত্রের সিংহ। আমরা রাবী'আর পুত্রদ্বয়কে[৯০] হত্যা করেছি সেদিন, যেদিন তারা লৌহের ডবল বর্ম পরিধান করে আমাদের কাছে এসেছিল, (হে কুরায়শ!) তোমরা অপদস্থতার সম্মুখীন হয়েছ এবং দ্রুতবেগে হত্যার, যা কাঁধের শাহ রগের নীচ দিয়ে সংঘটিত হয়।"

কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) বলেন ঃ

لعمر أبيكما يا ابنى لؤى على زهو لديكم وانتخاء

لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند اللقاء

فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء [৯১]

"হে লুআয়্যি-এর পুত্রদ্বয়! তোমাদের পিতার জীবনের কসম! তোমাদের গর্ব অহংকার ও আত্ম প্রসাদ চূর্ন হয়েছে। বদর প্রান্তরে যখন তোমাদের অশ্বারোহীগণ প্রতিরোধ করেছে এবং সাক্ষাতের সময় তারা মোটেও ধৈর্যধারণ করেনি। হে আবূ সুফইয়ান! তাড়াহুড়ো করোনা; বরং পর্যবেক্ষণ কর সেই উত্তম অশ্বগুলোকে যা 'কাদা' নামক স্থান থেকে আত্ম প্রকাশ করেছে।"

উহুদ যুদ্ধে নিজদের ভুলের কারণেই মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটে। ফলে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন। তাই এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয় 'মারছিয়া' (শোক গাথা) কবিতা। মুসলমানদের ধৈর্যধারণ ও অপেক্ষা করার উপদেশ দিয়ে এবং মুসলিম শহীদদের উত্তম পরিণাম ও নিহত কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তির বিবরণ দিয়ে রচিত হয় কবিতা। যেমন কা'ব (রা.) বলেন ঃ

فإن تذكروا قتلى وحمزة فيهم قتيل ثوى لله وهو مطيع

فإن جنان الخلد منزلة بها وأمر الذى يقضى الأمور سريع

وقتلاكم فى النار أفضل رزقهم حميم معا فى جوفها وضريع [৯২]

"তোমরা যদি নিহতদের কথা স্মরণ কর, আর তাদের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন হাম্যা, যিনি অনুগত অবস্থায় আল্লাহর জন্য নিহত হয়েছেন। কারণ স্থায়ী জান্নাত হল তাদের বাড়ী। যে বিষয়টি

---

৮৯. দীওয়ান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ২৯-৩০; ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ. ৩৬৭।

৯০. 'উতবাঃ ইব্ন রাবী'আঃ ও শায়বাঃ ইব্ন রাবী'আঃ।

৯১. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩ খ. ৩৩৬; ইব্ন হিশাম, সীরা, ২খ. ৩৭২।

৯২. আল-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৮৭-৮৮; শি'রুদ দা'ওয়াঃ আল ইসলামিয়্যাঃ,পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

(জান্নাতে যাওয়া সম্পর্কিত) সকল কাজের ফয়সালা করে তা হল দ্রুত শহীদ হওয়া। আর তোমাদের নিহতদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। তাদের উত্তম রিযিক হল তার মধ্যে একই সাথে গরম পানি ও কন্টকময় গুল্ম।"

আহযাব যুদ্ধ, বানূ কুরায়জাকে শাস্তি দেওয়া প্রভৃতি সময়ে বহু কবিতা রচিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর উমর (রা.) আবৃত্তি করেন ঃ

ألم تر أن الله أظهر دينه على كل دين قبل ذالك حائد

فامسى رسول الله قد عز نصره وأمسى عداه من قتيل وشارد [৯৩]

"তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তার দীনকে সকল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পূর্বে তারা সঠিক রাস্তা থেকে দূরে ছিল। অতপর রাসূলূল্লাহ (স.) এলেন যার সাহায্য খুবই শক্তিশালী। আর তার শত্রুরাও এল, তাদের বহু নিহত হল এবং বহু পালিয়ে গেল।"

যুদ্ধের অধিকাংশ কবিতাই দীর্ঘ কাসীদা সম্পন্ন তেমনিভাবে কবি তাতে তাবীল, বাসীত, কামিল প্রভৃতি বাহ্‌র (ছন্দ) ব্যবহার করেছেন, যা কবিতাকে করেছে গম্ভীর ও সমৃদ্ধ।

গর্ব বিষয়ক কবিতা (الفخر) ঃ গর্ব বিষয়ক কবিতার প্রচলন জাহিলী যুগেও ছিল। কিন্তু তখন তার মধ্যে অনেক অশ্লীলতা ও বাগাড়ম্বরী ছিল। যেমন চরম অশ্লীল কাজের জন্য গর্ব করে ইমরু'উল কায়স বলেন ঃ

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تمائم محول

إذا ما بكى خلفها انصرفت له بشق وتحتى شقها لم تحول [৯৪]

"গর্ভবতী দুগ্ধবতী তোমার মত ঢের রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু ভোগ করেছি ডেরায় পশি।
যখন শিশু উঠত কেঁদে মুড়িয়ে দিত অর্ধদেহ,
মত্ত বিবশ আধেক তখন আমার নীচে নিঃসন্দেহ।"[৯৫]

কবি শানফারা আযদী[৯৬] (মৃ. ৫১০ খৃ.) বলেন ঃ

وليلة نحس يصطلى القوس ربها وأقطعه اللاتى بها يتنبل

---

৯৩. জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, হুসনুস সাহাবাঃ,(মিসর : ১৩২৪ হি.), ১খ, পৃ. ৩২৪-২৫; আল-কায়রাওয়ানী, যাহরুল-আদাব, ১খ, পৃ. ৭৪।

৯৪. আল-মু'আল্লাকা, শ্লোক নং ১৬, ১৭।

৯৫. কাব্যানুবাদ, মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সব'উল-মু'আল্লাকাত, পৃ. ৮৪।

৯৬. জাহিলী যুগের একজন বেদুঈন, যাযাবর ও ভিক্ষু কবি। ইয়ামন দেশের 'আযদ' গোত্রে জন্ম। শৈশবে বনূ সালামানের দস্যুরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি লালিত-পালিত হন। বড় হয়ে নিজের পরিচয় জানতে পেরে স্বগোত্রে ফিরে আসেন এবং শপথ করেন যে বনূ সালামানের একশত লোককে হত্যা করে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

دعست على غطش وبغش وصحبتى سعار وإزرير و وجر وأفكل
فايمت نسوانا وأيتست إلدة وعدت كما أبدأت والليل أليل [৯৭]

"প্রচণ্ড শীতের রাতে (আগুন পোহাবার জন্য) ধনুকের মালিক যখন তা জ্বালিয়ে দেয় এবং নিক্ষেপ করার মত তীরের বাট জ্বালিয়ে দেয় তখন আমি সেই ঘন অন্ধকার ও হাল্কা বৃষ্টির মধ্যে রওয়ানা হলাম। আমার সঙ্গী ছিল তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা, তীব্র শীত, ভয় ও শরীর কম্পন। অতপর আমি তাদের বহু মহিলাকে স্বামী হারা করলাম এবং শিশুদেরকে ইয়াতীম করে দিলাম। এতকিছু করেও আমি এমন স্বচ্ছন্দে ফিরে এলাম যেমনভাবে আমি গিয়েছিলাম। আর রাত ছিল তখন গভীর।"

রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে এসে সে ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ইসলামী ভাবধারায় তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। যেমন 'আলী (রা.)[৯৮] পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই প্রথম ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং রাসূল (স.) ও হামযা (রা.) তাঁর আপন জন হবার জন্য গর্ব করে বলেনঃ

سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمى

আটানব্বই জনকে হত্যা করার পর তাদের একজনের দ্বারা তিনি আহত হয়ে মারা যান। মারা যাবার পূর্বে নিজের কর্তিত হাত দিয়ে তাদের আরো একজনকে হত্যা করতে সক্ষম হন। মৃত্যুর পর শানফারার মাথাটি মাটিতে পড়ে থাকে। বনূ সালামানের এক লোক তুচ্ছ জ্ঞানে পা দিয়ে খুলিটিতে লাথি মারে। ফলে তার হাড় পায়ে বিদ্ধ হয়ে সেখানে পচন ধরে। এতে সে মারা যায়। এভাবে তার একশ'জনকে হত্যার শপথ রক্ষিত হয়। অপর ভিক্ষু কবি তাআব্বাতা শাররান ছিলেন তার ভাগিনেয়। তিনিও তাআব্বাতা শাররান-এর ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়াতে পারতেন। তাই মরুভূমির পথে প্রান্তরে তিনি লুঠতরাজ করে ফিরতেন। আর সেসব অভিযানের বর্ণনা দিয়ে কবিতা রচনা করতেন। তার কবিতার শব্দ সম্ভার খুবই উচ্চাঙ্গের। ভাষা প্রাঞ্জল। তাতে আরব নারীর বীরত্ব, সাহস ও কর্মক্ষমতার চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। তার কবিতায় খাঁটি আরব অনুভূতি পরিস্ফুট হয়েছে। তার প্রসিদ্ধ কবিতা হল অন্তমিলে 'লাম' (ل) যুক্ত কবিতা। আরব চরিত্রের একটি নিখুঁত চিত্র হওয়ায় তা 'লামিয়াতুল 'আরাব' নামে খ্যাত।

৯৭. শানফারা আযদী, লামিয়াতুল-'আরাব শ্লোক নং ৫৪-৫৬, সম্পা, ড. 'আবদুল হালীম হাফনী, (কায়রো : মাকতাবাতুল-আদাব, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ৪২-৪৩।

৯৮. 'আলী ইব্ন আবূ তালিব। রাসূল (স.)-এর চাচাতো ভাই, শ্রেষ্ঠ বীর ও ইসলামের চতুর্থ খলীফা। বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। তিনি রাসূল (স.)-এর কাছেই লালিত পালিত হন। প্রাণাধিক প্রিয় কন্যা ফাতিমা (রা.) কে রাসূল (স.) তাঁর সাথে বিয়ে দেন। 'আলী (রা.) দৈহিক শক্তি ও বীরত্বের দিক দিয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কাব্য রচনা ও বিদ্যা-বুদ্ধির দিক দিয়েও তেমনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই পূর্ববর্তী তিন খলীফা রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন সমস্যায় পড়লে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত বহু হিকমতের কথা, বহু জ্ঞানগর্বের কথা আজও স্মরণীয় বাণী হয়ে ফিরছে বিজ্ঞজনের মুখে মুখে। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব কবিতা আবৃত্তি করেছেন তা বিরাট দীওয়ান আকারে সংরক্ষিত হয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে এবং আরো বহু কবিতা হয়তোবা সংরক্ষণের অভাবে চিরতরে হারিয়ে গেছে। তাঁর কবিতার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর মর্ম ইসলামী ভাবধারায় আপ্লুত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। তিনি যেহেতু একজন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন তাই যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাও তাঁর প্রচুর।

Dhaka University Institutional Repository

سبقتكم إلى الإسلام طرا　　صغيرا ما بلغت أوان حلمى
محمد النبى أخى وصهرى　　وحمزة سيد الشهداء عمى [৯৯]

"ইসলাম গ্রহণে আমি তোমাদের সকলের থেকে অগ্রগামী রয়েছি। বয়সের শুরুতে ছোট অবস্থায় আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যখন আমি প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছিনি। নবী মুহাম্মাদ (স.) আমার ভাই ও শ্বশুর। আর শহীদদের সর্দার হামযা আমার চাচা।"

অনুরূপভাবে স্বীয় পিতার প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ নিয়ে গর্ব করে 'আবদুর রহমান ইব্ন সাফওয়ান (রা.)[১০০] বলেন ঃ

وأنا ابن صفوان الذى سبقت له　　عند النبى سابق الإسلام[১০১]

"আমি সেই সাফওয়ানের পুত্র যে ছিল নবী (স.)-এর নিকট প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম।"

অনুরূপভাবে প্রথম মূর্তিপূজা ত্যাগ করার জন্য, হিজরতের জন্য গর্ব করেও তাঁরা কবিতা রচনা করেন। যথা 'আমর ইব্ন মুর্‌রা[১০২] আল-জুহানী বলেন ঃ

شهدت بأن الله حق وإننى　　لا لهة الأحجار أول تارك
وشمرت عن ساقى الإزار مهاجرا　　اليك أجوب الوعث بعد الدكادك
لأصحب خير الناس نفسا ووالدا　　رسول مليك الناس فوق الحبائك[১০৩]

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ সত্য। আর পাথরের উপাস্যকে আমি প্রথম ত্যাগকারী। আমি আমার পায়ের নলা থেকে পাজামা গুটিয়ে নিয়ে শক্ত ভূমির পর দুর্গম পথ অতিক্রম করে

৯৯. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান নিহায়াঃ, ৮খ, পৃ. ১০।

১০০. একজন সাহাবী। মক্কার কুরায়শ বংশে জন্ম। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর হিজরতের ওপর বায়'আত হতে চাইলে রাসূল (স.) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর চাচা 'আব্বাস (রা.)-এর বন্ধু। তাঁর পিতা সাফওয়ান ইবন কুদামা বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে মদীনা গমন করেন। পিতার মৃত্যুতে 'আবদুর রহমান (রা.) একটি মারছিয়াঃ রচনা করেন। আলোচ্য বয়তটি তারই অংশবিশেষ। আল-ইসাবাঃ, ২খ, পৃ.১৯০, ৪০৩-৪০৪; শি'রুদ-দাওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১১৭।

১০১. আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ২খ, ১৯০। আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ২০৪।

১০২. একজন সাহাবী। জুহায়না গোত্রে জন্ম। জাহিলী যুগে হজ্জ করতে গিয়ে মক্কায় থাকাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন, একটি দ্যুতি কাবা শরীফ থেকে ইয়াছরিব (মদীনা)-এর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। অতপর একটি শব্দ শুনতে পান যে, "অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোকরাশি প্রকাশিত হয়েছে এবং শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন।" অতপর আরো একটি দ্যুতি দেখেন যা হীরা রাজ্যের প্রাসাদ থেকে মাদাইন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং একটি শব্দ শোনেন যে, "ইসলাম প্রকাশিত হয়েছে, মূর্তি বিলুপ্ত হয়েছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন কায়েম হয়েছে।" এ স্বপ্ন দেখে তিনি ঘাবড়ে যান এবং কওমের লোকের কাছে তা বলেন। অতপর রাসূল (সা) আবির্ভূত হয়ে তার কাছে দাওয়াত দিলে তিনি সাথে সাথেই তা গ্রহণ করেন এবং নিজেদের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। অতপর রাসূল (স.)-এর কাছে তিনি উক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। (আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৩১৯)

১০৩. ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান নিহায়াঃ, ২খ, পৃ.৩২০; ইবন সা'দ, তাবাকাত, ১খ, পৃ. ৩৩৩-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

হিজরতকারী অবস্থায় আপনার কাছে এসেছি যাতে নিজের ও পিতার থেকে উত্তম ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করতে পারি। তিনি হলেন প্রভুর রাসূল, যে প্রভু নক্ষত্র পথের উপর অবস্থিত।"

এ সময়কার অধিকাংশ গর্বমূলক কবিতাই ছিল কাফিরদের সাথে জিহাদ নিয়ে রচিত। আর দীনী জাগরণের শৈশবকালে এমন গর্বমূলক বীরত্বগাথার প্রয়োজনও ছিল। যেমন নু'মান ইব্ন 'আজলান আনসারী (রা.)[১০৪] এ ধরণের গর্ব করে বলেন ঃ

فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حنين والفوارس من بدر
وأصحاب أحد والنضير وخيبر ونحن رجعنا من قريظة بالذكر
ويوم بارض الشام إذ قتل جعفر وزيد وعبد الله فى علق يجرى
وفى كل يوم ينكر الكلب أهله نطاعن فيه بالمثقفة السمر[১০৫]

"কুরায়শদেরকে বলে দাও, আমরা মক্কা বিজয়ী, আমরা হুনায়ন যুদ্ধের বীর সেনানী, আমরা বদর যুদ্ধের অশ্বারোহী। আমরা উহুদ যুদ্ধ, বনূ নযীর ও খায়বর যুদ্ধের নায়ক। আমরা 'কুরায়জা' গোত্রের কাছ থেকে জিকির ও গৌরবের সাথে ফিরেছি। শাম ভূমির (মু'তা নামক স্থানের) সেই যুদ্ধেরও আমরা নায়ক, যাতে শহীদ হয়েছিল জমাটবাঁধা রক্ত প্রবাহিত করে জা'ফর, যায়দ ও আবদুল্লাহ্ (ইবন রাওয়াহা)। আর সে সকল দিনে আমরা শত্রুকে বর্শা দ্বারা আঘাত করি যেদিন কুকুর তার প্রভুর কথা মানতে অস্বীকার করে।"

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.)[১০৬] যিনি রাসূল (স.)-এর পক্ষে প্রথম তীর নিক্ষেপ করেন, সেই প্রথম তীর নিক্ষেপের জন্য এবং সঙ্গী-সাথীদেরকে সহায্য করার জন্য যথার্থই গর্ব করে বলেন ঃ

১০৪. একজন সাহাবী কবি। মদীনার বানূ যুরায়ক গোত্রে জন্ম। তিনি ছিলেন আনসারদের কবি ও মুখপাত্র এবং স্বগোত্রের নেতা। 'আলী (রা.) তাকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আলোচ্য কবিতাংশটি তিনি আবূ বকর (রা.)-এর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের দিন আবৃত্তি করেন। ইসাবা, ৩খ,পৃ. ৫৬২; শি'রুদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩১৭।

১০৫. ইব্ন 'আবদিল বার্‌র, আল-ইসতী'আব, ৪খ, পৃ. ১৫০১।

১০৬. একজন খ্যাতমানা মুহাজির সাহাবী, দক্ষ সেনানায়ক, এক বৈঠকে দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের (عشرة مبشرة) অন্যতম। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের সপ্তম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন অসম সাহসী বীর ও তীরান্দায। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূল (স.)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সেনাধ্যক্ষরূপে তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধ পরিচালনা করেন। বদর যুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন এবং কাফির নেতা সা'ঈদ ইবনুল-'আসকে হত্যা করেন। উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয়কালে তিনি ময়দানে অটল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান। রাসূল (স.)-এর পাশে থেকে অত্যন্ত দক্ষ হাতে তীর চালনা করে তিনি কাফিরদের প্রতিহত করতে থাকেন। স্বয়ং রাসূল (স.) তার হাতে তীর তুলে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, নিক্ষেপ কর হে সা'দ, তোমার প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়া উহুদ)। মদীনা জীবনের প্রথম দিকে রাসূল (স.) একবার কুরায়শদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ৬০ রা ৮০ জন মুহাজির সাহাবীর একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম। এটাই ইসলামের প্রথম অভিযান বলে উল্লেখ করা হয়। হিজায উপকূলে উক্ত বাহিনী কাফিরদের সাক্ষাত পায়। এটা ছিল একটি গুপ্তচরবৃত্তি তাই উভয় দলের মধ্যে কোনরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবুও সা'দ (রা.) আবেগের

Dhaka University Institutional Repository

ألا هل أتى رسول الله أنى حميت صحابتى بصدور نبلى
آذود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة و بكل سهل
فما يعتد رام فى عدو بسهم يا رسول الله قبلى[১০৭]

রাসূল (স.)-এর কাছে কি এ খবর এসেছে যে, আমি তীর নিক্ষেপ করে আমার সঙ্গীদেরকে সাহায্য করেছি? তা দিয়ে আমি তাদের প্রথম দিকের লোকজনদেরকে রক্ষা করেছি সব রকমের কঠোরতা ও নম্রতা থেকে। তাই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পূর্বে কাউকে শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপকারী বলে গণনা করা হয় না।"

আনসারগণ কর্তৃক রাসূল (স.)-কে সাহায্য করা, দীনকে মজবূতভাবে ধারণ করা, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে দূরে থাকা, জিবরীল ('আ.)-এর ওহী নিয়ে বারবার তাঁদের ঘরে আগমন করা প্রভৃতি সম্পর্কে গর্ব করে হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ

فالله أكرمنا بنصر نبيه و بنا أقام دعائم الاسلام
ينتابنا جبريل فى أبياتنا بفرائض الاسلام والأحكام
يتلو علينا النور فيها محكما قسما لعمرك ليس كالأقسام
فنكون أول مستحل حلاله ومحرم لله كل حرام[১০৮]

"আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্মান দান করেছেন, তাঁর নবীকে সাহায্য করার কারণে। আমাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামের ভিত্তি। জিবরীল ('আ.) বারবার আমাদের গৃহে আগমন করেন ইসলামের বিধান ও হুকুম-আহকাম নিয়ে। তিনি আমাদের কাছে আল্লাহ্র নূর তথা কুরআন কারীম তিলাওয়াত করেন, যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন বিষয়াবলী যা তোমার জীবনের অংশ, তা অন্যান্য অংশের মত নয়। তাই সর্ব প্রথম আমরাই হলাম তাঁর দেয়া হালাল সমূহকে হালাল বলে মান্যকারী এবং যাবতীয় হারামকে হারাম বলে মান্যকারী।"

প্রশংসামূলক কবিতা (المدح) ঃ এ যুগে প্রশংসামূলক কবিতা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। কারণ মুসলিমগণ এটাকে অহঙ্কার ও বড়ত্ব বলে মনে করে যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ[১০৯]

আতিশয্যে একটি তীর নিক্ষেপ করেন। এটাই ছিল ইসলামের জন্য প্রথম তীর নিক্ষেপ। তাই এর ওপর গর্ব করে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। যার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ৫৫/৬৭৫ সালে মদীনার উপকণ্ঠে আল-'আকীক-এ ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল তখন ৭১ মতান্তরে ৭৩ ও ৮৩ বছর। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪/১খ. পৃ. ৩০৩-৩০৮।

১০৭. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ, ২৪৪; ইবন হিশাম সীরা, ২খ, ২৩৭; ইবন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ, ১৪২।

১০৮. দীওয়ান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ৭৩।

১০৯. ১৬ [নাহল] ঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি অহঙ্কারীকে পসন্দ করেন না।"

অহঙ্কারীদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা হবে জাহান্নামী। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ[১১০]

"তাদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের দ্বার সমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।"

রাসূল (স.)ও অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের ন্যায় স্তুতিবাদ পসন্দ করতেন না কারণ ইসলামে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হল তাকওয়া। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ[১১১]

"তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।"

আর তাকওয়া কার মধ্যে কতটুকু আছে তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন সুতরাং তা নিয়ে বড়াই করা মোটেই সমীচীন নয়।

আল-কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى[১১২]

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন কে তাকওয়া অবলম্বন করে।"

অনুরূপভাবে রাসূল (স.)-ও ইরশাদ করেছেন ঃ

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِيْ وُجُوْهِهِمِ التُّرَابَ[১১৩]

"অতিরিক্ত প্রশংসাকারী (চাটুকার)-কে দেখলেই তার মুখমণ্ডলে তোমরা মাটি নিক্ষেপ করবে।"

তাই কেবলমাত্র রাসূল (স.) ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসায় এ যুগে তেমন কবিতা রচিত হয়নি, বরং দীন ও তার মৌলিক বিষয়াবলীর প্রশংসায় রচিত হয়েছে কবিতা। আর রাসূল (স.)-এর প্রশংসা নিয়ে যা রচিত হয়েছে তাও দীনকে অবলম্বন করেই; বরং বলা যায় দীনের জন্য। খুলাফায়ে রাশেদীনও কবিদেরকে কেবলমাত্র কবিতা রচনার জন্য পুরস্কৃত করেননি। 'উমর (রা.) তো ওলট-পালট কবিতা রচনা করলে সে কবিকে শাস্তি দিতেন।

এ সময়কার প্রশংসামূলক কবিতা অধিকাংশই বিশেষণ, বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। বর্ণনা ধারায় সততা অবলম্বন এবং মিথ্যা ও অতিরঞ্জন পরিহার করা হয়। যার মধ্যে যে গুণ আছে, কবিতায় তারই কেবল উল্লেখ করা হয়। রাসূল (স.) যাঁকে স্বয়ং

১১০. ৩৯ [যুমার] ঃ ৭২।

১১১. ৪৯ [হুজুরাত] ঃ ১৩।

১১২. ৫৩ [নাজম] ঃ ৩২।

১১৩. মুসলিম, আস-সাহীহ, (দেওবন্দ, ইউ.পি. : কুতুবখানা-ই রাহীমিয়্যা, তা. বি.), ২খ, পৃ. ৪১৪, কিতাবুয-যুহ্‌দ।

400592

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন-তিনি ব্যতীত আর কাউকে মানবীয় অবস্থানের উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়নি। তাই এ সময়কার কবিগণ প্রশংসার ক্ষেত্রে মোটেও অতিরঞ্জন করতেন না। কারণ তা ছিল সদ্য আনীত সত্য দীনের শিক্ষার পরিপন্থী। তাই হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইনতিকালের পর তার ওপর যে শোকগাথা রচনা করেন তাতে তাঁকে যথাযথ অবস্থানে রেখেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

خير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبى وأوفاها بما حملا[১১৪]

"তিনি নবী (স.)-এর পর সৃষ্টিকুলের মধ্যে উত্তম, অধিক মুত্তাকী ও দয়ার্দ্র। আর যা তিনি বহন করছেন (কুরআন কারীম) তার অধিক হিফাজাতকারী।"

অনুরূপভাবে তাঁর জীবদ্দশায়ও তিনি তাঁর সঠিক প্রশংসা করে রচনা করেছিলেন ঃ

وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا[১১৫]

"তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রিয়পাত্র। সৃষ্টিকুলের সকলেই জানে যে, তার সমকক্ষ কোন লোক নেই।"

কবিগণ দীনের সঠিক মর্ম ও গতি-প্রকৃতি বুঝতেন। অজ্ঞাতে কোন ভুল হয়ে গেলে খুলাফায়ে রাশিদীন তা শুধরে দিতেন। যেমন 'আমর ইব্‌ন বার্‌রাকা[১১৬] 'উমর (রা.)-কে দীন ও কিতাবের ধারক-বাহক হিসেবে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে আখ্যায়িত করেন এবং কেবল রাসূল (স.)-কে তা থেকে বাদ দেন। কিন্তু আবূ বকর (রা.)-কে তা থেকে বাদ দেননি। তিনি বলেন ঃ

ما قد علمت مثلك الخطابى أبر بالدين والكتاب
بعد النبى صاحب الكتاب[১১৭]

"হে মহান খাত্তাব তনয়! কিতাবের ধারক-বাহক নবী (স.)-এর পর আপনার ন্যায় দীন ও কিতাবের প্রতি অনুগত আমি আর কাউকে জানি না।"

---

১১৪. দীওয়ান, সম্পা. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, ১খ, পৃ. ১২৫; ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান নিহায়াঃ, ২খ, পৃ. ২৮।

১১৫. দীওয়ান, সম্পা. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, ১খ,পৃ. ১২৫; ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ৩খ, পৃ. ১৭৪। বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স.) হাস্‌সানকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আবূ বকর সম্পর্কে কি বলেছ? তখন হাস্‌সান উক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। তা শুনে রাসূল (স.) হেসে ফেললেন এবং বললেন, "হাস্‌সান! তুমি সত্য বলেছ। তুমি যেমনটি বলেছ, সে ঠিক তাই" (প্রাগুক্ত)।

১১৬. 'আমর ইবন বার্‌রাকা। পিতার নাম আল-হারিছ ইবন 'আমর ইবন মুনাক্কিহ। বার্‌রাকা তার মাতার নাম। সে নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেই তিনি পরিচিত। তিনি ছিলেন হামদানের কবি। জাহিলী যুগ থেকেই কবিতা রচনা করেন। হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে তাঁর কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি খুবই বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পা হেঁচড়িয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি কবিতা রচনা করেন। সেই সূত্রে তিনি মুখাদরাম কবি। যৌবনে তিনি একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি উমর (রা.)-এর কাছে প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করলে উমর (রা.)-এর ইনসাফ ও ন্যায়বিচার তার ভাল লেগেছিল। তখন তিনি উক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। ইসাবা, ৩খ, পৃ. ১১৩; শিরু'দ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৭০)।

১১৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'উমর (রা.) জানতেন যে, আবূ বকর (রা.) তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই এ কবিতা শোনার পর তিনি কবিকে বললেন, আবূ বকর (রা.) কি করেছেন? কবি জবাব দিল. আমি জানি না। 'উমর (রা.) বললেন, যদি তুমি জানতে (এবং জানা সত্ত্বেও ঐরূপ বলতে) তবে পিটিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে ফেলতাম। এক বর্ণনা মতে 'উমর (রা.) তাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়ে এ কথা বলেছিলেন।[১১৮]

জাহিলী যুগে বীরত্ব, দানশীলতা, পবিত্রতা, ওয়াফাদারী, মদপান প্রভৃতি বিষয়ে প্রশংসা করে কবিতা রচনা করা হত। কিন্তু এ যুগে এসে তার ঢঙ কিছুটা পাল্টে যায়। এ সময়ে রচিত কবিতায় প্রশংসা করা হতে থাকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ, প্রথম দিকে হিজরত, রাসূল (স.)-এর সাথে বেশী ঘনিষ্ঠতা, তাকওয়া পরহেযগারী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে।

যেমন আবূ বকর (রা.)-এর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের এবং রাসূল (স.)-এর একান্ত সাহচর্যের প্রশংসা করে আবূ মিহজান আছ-ছাকাফী[১১৯] বলেন ঃ

سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا فى العريش المشهر[১২০]

"আপনি ইসলাম গ্রহণে সবচে অগ্রগামী হয়েছেন, আল্লাহই সাক্ষী, আর আপনি ছিলেন সেই প্রসিদ্ধ ছোট্ট কুঠরী[১২১]র সঙ্গী।"

অনুরূপ প্রশংসা করে হাস্‌সান (রা.) বলেন ঃ

الثانى التالى المحمود شيمته وأول الناس طرا صدق الرسلا[১২২]

"তিনি হলেন (ছাওর পর্বতের গুহায়) দ্বিতীয় ব্যক্তি, তিনি একনিষ্ঠ অনুসারী, যার স্বভাব চরিত্র প্রশংসিত। আর তিনি সকলের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূল (স.)-কে সত্য বলে স্বীকার করেছেন।"

---

১১৮. প্রাগুক্ত।

১১৯. ছাকীফ গোত্রীয় একজন মুখাদরাম কবি। নাম আবদুল্লাহ ইবন খুবায়ব। তিনি সাহাবী ছিলেন কি না সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনামতে তিনি ৯/৬৩১-২ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সাহাবী। রাসূল (স.)-এর তাইফ অভিযানের সময় (৮/৬৩০ সাল) তিনি কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করেন। কাদেসিয়াব যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেন। মদপান ও নেশাগ্রস্ততার অভিযোগে কাদেসিয়ার যুদ্ধের সেনাপতি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) তাকে বন্দী করেন। অতপর তওবা করলে যুদ্ধে তার অবদানের কথা স্মরণ করে সা'দ (রা.) তাঁকে মুক্তি দেন। ১৬/৬-৭ সালে 'উমর (রা) তাকে 'নাসি' নামক স্থানে নির্বাসন দেন। এর স্বল্পকাল পর সেখানে তিনি ইনতিকাল করেন। আযরবায়জান বা জুরজান সীমান্তে তার কবর রয়েছে বলে জানা যায়। তার কবিতা তার জীবনের দু'টি স্তরে বিভক্ত ঃ পাপাচারে আসক্ত ও মদপানকালীন সময়ের কবিতা এবং পরবর্তীতে তওবা ও অনুশোচনাকালীন সময়ের কবিতা। কবি হিসেবে তার খ্যাতি ছিল প্রধানত সুরা-প্রশস্তিমূলক গানের জন্য। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ১৩৩-৩৪; শি'রুদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৬৮-৬৯।

১২০. প্রাগুক্ত ঃ আশ-শি'রুল-ইসলামী, পৃ. ২১৬।

১২১. ছোট্ট কুঠরি বলতে এখানে ছাওর পর্বতের গুহা বুঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পথে তিনি রাসূল (স.)-এর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন।

১২২. দীওয়ান হাস্‌সান, সম্পা. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, ১খ, পৃ.১২৫; ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান নিহায়াঃ, ৩খ, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

হাস্‌সান (রা.) যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা.)-এর প্রশংসা করে বলেন ঃ

له من رسول الله قربى قريبة و من نصرة الاسلام مجد مؤثل[১২৩]

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে নৈকট্যের ব্যাপারে তাঁর রয়েছে নিকটাত্মীয় হবার গৌরব। আর ইসলামের সাহায্যের ব্যাপারে তার রয়েছে বুনিয়াদী সম্মান ও মাহাত্ম্য।"

এ ছাড়া সত্যবাদিতার মাপকাঠি ঠিক রেখে জাহিলী যুগের প্রচলিত গুণাবলী যথা বীরত্ব ও দানশীলতা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করেও প্রশংসামূলক কবিতা রচিত হয়, যেমন হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) যুবায়র (রা.)-এর বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন ঃ

هو الفارس المشهور والبطل الذى يصول إذا ما كان يوم محجل[১২৪]

"তিনিই প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী বীর, যিনি যুদ্ধের দিনে (শত্রুর ওপর) ঝাঁপিয়ে পড়েন।"

রাসূল (স.)-এর দানশীলতার প্রশংসায় হাস্‌সান (রা) বলেন ঃ

أنت النبى وخير عصبة آدم يا من يجود كفيض بحر زاخر[১২৫]

"আপনি নবী এবং আদম ('আ.)-এর উত্তম ওয়ারিস। ওগো সেই মহান সত্তা, যিনি অবিরত দান করেন উদার সমুদ্রের দান করার ন্যায়।"

রাসূল (স.) আর দশটি মানুষের ন্যায় ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ[১২৬]

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"

এ কারণে এবং তাঁর মাধ্যমেই যেহেতু নতুন দীনের প্রবর্তন হয়েছে তাই তৎকালীন যুগের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম কবিতায় তাঁর পরিচিতি প্রয়োজন ছিল। কারণ কবিতাই ছিল তৎকালীন সমাজের মুখপাত্র। এ জন্য রাসূল (স.)-কে নিয়ে অসংখ্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন তৎকালের কবিগণ। যেমন 'আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (রা.) বলেন ঃ

رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق معلما

ونورت بالبرهان أمرا مدمسا وأطفأت بالبرهان نارا مضرما[১২৭]

---

১২৩. আবদুর রাহমান আল-বারকূকী, শারহ্ দীওয়ান হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (মিসর : আল-মাতবা'আতুর-রাহমানিয়্যাঃ ১৩৪৭ হি./১৯২৯ খৃ.), ১ম সং., পৃ. ৩৩৯; ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৫খ, পৃ. ৩৪৫; আল-ইসফাহানী, কিতাবুল-আগানী, ৪খ, পৃ. ১৪৯।

১২৪. দীওয়ান হাস্‌সান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ৩৩৮।

১২৫. শি'রুদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৫৩; আল-ইসাবা, ১খ, পৃ. ২৬৪।

১২৬. ৬৮ [কালাম] ঃ ৪।

১২৭. আশ-শি'রুল-ইসলামী, পৃ. ২১৯; 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, (বৈরুত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯২ খৃ.),১খ, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

"ওগো সকল সৃষ্টির সেরা! আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আপনি সেই কিতাবের প্রচার-প্রসার করছেন। যা সঠিক সত্য পথের দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছে। আপনি সে সকল বিষয় প্রমাণ দ্বারা আলোকিত করেছেন যা ছিল অন্ধকারে ঢাকা। আর আপনি প্রমাণ দ্বারা নির্বাপিত করেছেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"

তাঁর বহুমুখী প্রশংসা করে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ

أتانا نبى بعد يأس و فترة من الرسل والأوثان فى الأرض تعبد
فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصيقل المهند
وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الاسلام فالله نحمد[১২৮]

"আমাদের কাছে এক নবী আগমন করেছেন নিরাশা ও রাসূলগণের বিরতির পর। আর তখন অবস্থা এই ছিল যে, বিশ্বে মূর্তি পূজা করা হত। অতপর তিনি আলোকিত সূর্য ও হিদায়াতকারী রূপে প্রতিভাত হলেন। তিনি ঝলমল করে উঠলেন হিন্দুস্তানী স্বচ্ছ ধারালো তরবারী যেমন ঝলমল করে। তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। আর আমাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন। তাই আমরা আল্লাহরই প্রশংসা করি।"

রাসূল (স.)-এর বীরত্ব ও শক্তিমত্তা প্রভৃতিরও প্রশংসা করে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন হাস্‌সান (রা.) বলেন ঃ

مستشعرى حلق الماذى يقدمهم جلد النحيزة ماض غير رعديد
ماض على الهول ركاب لما قطعوا اذا الكماة تحاموا فى الصناديد[১২৯]

"তিনি লৌহবর্ম পরিধানকারী। তিনি তাদের ওপর বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সাধারণ চামড়া বা শরীর নিয়ে তিনি চলাফেরা ও অতিক্রম করেন; তিনি কাপুরুষ নন। তারা যতটুকু চলেছে সে পথ তিনি ভয় ও ত্রাসের ওপর দিয়ে সওয়ার অবস্থায় অতিক্রম করেন, যখন অজ্ঞ লোকেরা বীর যোদ্ধাদের থেকে বিরত থাকে।"

তাঁর দানশীলতা ও তাকওয়া প্রভৃতি বিষয়ে প্রশংসা করে কবিতা রচনা করা হয়েছে। যথা হাস্‌সান (রা) বলেন ঃ

أعنى رسول إله الخلق فضله على البرية بالتقوى وبالجود[১৩০]

"সকল সৃষ্টির প্রভুর রাসূল (স.)-কেই আমি বুঝাতে চাচ্ছি। তিনি তাঁকে মর্যাদা দিয়েছেন সকল সৃষ্টির ওপর তাকওয়া দ্বারা এবং দানশীলতার দ্বারা।"

১২৮. দীওয়ান হাস্‌সান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ৬৬; হান্না ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আ'রাবী, পৃ. ২৩১-৩৭।
১২৯. দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান নিহায়াঃ, ৩খ, পৃ. ৩৩৬।
১৩০. দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত; ইবন হিশাম, সীরাঃ, ৩খ, পৃ. ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাকওয়া-পরহেযগারী নিয়েও তাঁর প্রশংসায় কবিতা রচনা করা হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)[১৩১] বলেন ঃ

يبيت يجافى جنبه عن فراشه اذا اثقلت بالكافرين المضاجع[১৩২]

"তিনি রাত্রি যাপন করেন আপন পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক রেখে (অর্থাৎ তিনি নিদ্রা যান না) যখন কাফিরদের কাছে শয়নকক্ষ ভারী বলে মনে হয়।"

রাসূল (স.)-এর দৈহিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেও কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন হাস্‌সান (রা.) বলেন ঃ

متى يبد فى الداجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد[১৩৩]

"ঘোর অন্ধকারে যখন তাঁর কপাল বের করা হয় তখন তা অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত বাতির ন্যায় ঝলমল করে।"

নিন্দাবাদ মূলক কবিতা (الهجاء)

এ যুগে নিন্দাবাদ মূলক কবিতা বলতে গেলে প্রায় সবটাই ছিল কাফিরদের নিন্দাবাদ ও কটাক্ষের উত্তর। কাফিরগণ জাহিলী ঢঙেই এসব কবিতা মুসলমানদের প্রতি ছুড়ে দিত। সেই পুরনো কায়দায়, পুরনো স্টাইলে—বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা, দোষত্রুটি ও বিপদাপদ এবং যুদ্ধে জয়-পরাজয় নিয়ে কটাক্ষ করে তারা মুসলমানদেরকে লজ্জিত ও অপদস্থ করতে চাইত। আর তাই মুসলিমগণও একই পন্থায়, একই স্টাইলে তার উত্তর দিতে বাধ্য হতেন। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সেসব কবিতার জবাব দেয়া। আর এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কুরআনী ঢঙে প্রভাবিত হয়ে, ইসলামী ভাবধারায় এর জবাব দেয়া হলে মুশরিক কুরায়শগণ তার সঠিক মর্ম বুঝত না। ফলে তারা লজ্জাবোধও করত না। কারণ দীন ও কুরআনের পরিভাষা, মর্ম ও ওজস্বিতার সাথে তাদের পরিচয় ছিল না। তাদের পরিচয় ছিল জাহিলী পরিভাষা ও মর্মের সাথে। আর এ জন্যই হাস্‌সান ও কা'ব (রা.)-এর কবিতা সে সময় তাদের কাছে বেশী পীড়াদায়ক বোধ হত। কারণ তাঁরা দু'জন সেই জাহিলী উপাদান নিয়েই এ

১৩১. 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা আল-আনসারী ঃ একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও কবি। মদীনার খাযরাজ গোত্রে জন।, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। আনসারদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। 'আকাবার নকীব। রাসূল (স.)-এর আহবানে কুরায়শ কবিদের কবিতার মুকাবালা করার জন্য তিনি এগিয়ে আসেন এবং কুফরী সম্পর্কে লজ্জা দিয়ে তিনি কবিতা রচনা করতেন যা সেসব কবি মুসলমান হবার পর তাদের অধিক মর্মপীড়ার কারণ হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ঈমানের অধিকারী। বদর, উহুদ, খন্দক ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। সেসব যুদ্ধে তিনি প্রচুর কবিতা আবৃত্তি করেন। মুতার যুদ্ধে রাসূল (স.) সেনাপতি হিসাবে তার নাম ঘোষণা করেন। অতপর সে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার অল্পই পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে, তার রচিত অধিকাংশ কবিতাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ১৪৬; ইসাবাঃ ২খ, পৃ. ৩০৬-৭।

১৩২. ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৪খ, পৃ.২৫৮; আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ২২০।

১৩৩. দীওয়ান, সম্পা. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, ১খ, পৃ. ৪৬৫; ইব্ন 'আবদিল বার্‌র, আল-ইসতী'আব, ১খ, পৃ. ৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিন্দাবাদ মূলক কবিতা (الهجاء) রচনা করতেন। আর 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-এর কবিতা তাদেরকে তেমন পীড়িত করত না। কারণ তিনি ইসলামী উপাদান নিয়ে কবিতা রচনা করে তাদেরকে কটাক্ষ করতেন। তবে তারা ইসলামে দীক্ষিত হবার পর 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর কবিতাই তাদেরকে বেশী পীড়া দিত। কারণ তখন তারা দীন ও কুরআনের পরিভাষা বুঝে ফেলেছেন, ইসলামী ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়েছেন।

তারপরও দীনী পরিভাষায় ও কুরআনী ধারায় কিছু কিছু নিন্দাবাদ মূলক কবিতা (الهجاء) তখন রচিত হয়েছে যদিও তা কাফির কুরায়শদের তেমন একটা মর্মপীড়ার কারণ হয়নি। যেমন উহুদ যুদ্ধের দিন 'উতবা ইবন আবী ওয়াক্কাস রাসূল (স.)-কে আহত করে। তাকে লক্ষ্য করে হাস্সান (রা.) বলেন ঃ

فلا خشيت الله والمنزل الذى تصير إليه بعد إحدى الصفائق

لقد كان خزيا فى الحيوة لقومه وفى البعث بعد الموت إحدى العوالق[১৩৪]

"তুমি আল্লাহকে ভয় করনি, আর সে মনযিলকেও না যার প্রতি তুমি ধাবিত হচ্ছ একটি দুর্ঘটনার পর। এটা (রাসূল [স.]-কে আঘাত) ছিল জীবদ্দশায় তার কওমের জন্য অপদস্থতা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অমঙ্গল ও খারাবী সমূহের অন্যতম।"

এ কথা সুস্পষ্ট যে 'উতবা যদি আল্লাহকে ভয় করত এবং জানত যে, সে যা করেছে তার ফল দুনিয়াতে অপদস্থতা আর মৃত্যুর পর ভীষণ আযাব—তবে সে কখনো মুশরিকদের পক্ষে লড়াই করত না। বরং ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসত।

অনুরূপভাবে কুরায়শগণ যখন আল-হারিছ ইব্ন 'আমির ইব্ন ফাদল-এর বদলা স্বরূপ খুবায়ব ইব্ন 'আদিয়্যি(রা)-কে হত্যা করে তখন তাদের নিন্দাবাদ করে হাস্সান (রা) বলেন ঃ

ماذا تقولون اذ قال الاله لكم حين الملئكة الأبرار فى الأفق

فيم قتلتم أمين الله فى رجل طاغ قد أوعت فى البلدان والطرق[১৩৫]

"এ ব্যাপারে তোমরা কি বল ঃ আল্লাহ যখন তোমাদেরকে বলবেন, আর নেককার ফিরিশাতাকুল যখন দিগন্তে অবস্থান করবেন,—"তোমরা কি কারণে আল্লাহর বিশ্বস্ত লোককে হত্যা করলে একজন সীমালংঘনকারীর বদলায়, যে শহর-বন্দর ও রাস্তাঘাটে সত্য-মিথ্যার তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল?"

এ সম্বোধন আল্লাহ ও ফিরিশতায় বিশ্বাসী কোন মুসলিমকে করলেই সমীচীন হত। কিন্তু কাফির—যে ফিরিশতা কি, আল্লাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি কি তা জানে না, আল্লাহ তাদেরকে কি

---

১৩৪. দীওয়ান হাস্সান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ৩৫।

১৩৫. দীওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান নিহায়াঃ, ৪খ,পৃ. ৬৮; ইবন হিশাম. সীরাঃ, ৩খ, পৃ. ১৩১। ইব্ন কাছীর ও ইব্ন হিশাম الله শব্দটির স্থলে النبى উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন তাও জানে না—তার উদ্দেশ্যে এ কবিতা কতটুকু আর কার্যকর হবে? সে কতটুকু আর আল্লাহকে ভয় করবে? এতদসত্ত্বেও যেহেতু ইসলামের তখন প্রবল প্রতাপ তাই তার ভাবধারায় সিক্ত হয়ে এ জাতীয় কবিতা রচিত হয়েছে।

তবে আসল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ যুগের অধিকাংশ বরং সিংহভাগ নিন্দাবাদ মূলক কবিতাই জাহিলী ধারা ও উপাদানে তথা বংশ নিয়ে, যুদ্ধে অপদস্থতা ও পরাজয়ের গ্লানী স্মরণ করিয়ে দিয়ে রচিত হয়েছে, যা তাদের মর্মদাহের কারণ হয়েছে পুরো মাত্রায়। যেমন বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানী স্মরণ করিয়ে দিয়ে হাস্‌সান (রা.) কুরায়শ নেতা আবূ সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

ألا أبلغ ابا سفيان عنى مغلغلة فقد برح الخفاء
بأن سيوفنا تركنتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء[১৩৬]

"কেউ কি আমার পক্ষ থেকে আবূ সুফিয়ানকে জানিয়ে দেবে যে, তার গুমর ফাঁক হয়ে গেছে। (তাকে আরো জানিয়ে দিবে যে,) আমাদের তরবারী তোমাকে দাস বানিয়ে ছেড়েছে। তাই আজ দাসী-বাঁদীদের হাতে 'আবদুদ-দার গোত্রের নেতৃত্বভার পড়েছে"।

অনুরূপভাবে 'আতিকা[১৩৭] বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব বলেন ঃ

فهلا صبرتم للنبى محمد ببدر ومن يغشى الوفى حق صابر
ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها حريق بأيدى المؤمنين بواتر
و وليتم نفرا وما البطل الذى يقاتلِ عن وقع السلاح بنافر[১৩৮]

"বদর প্রান্তরে তোমরা নবী মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি কেন ধৈর্যধারণ করলে না! আর ধৈর্যধারনকারীর অধিকার ও পাওনা ঢেকে ফেলতে পারে কে? তোমরা পাতলা ও চিকন কোমরবিশিষ্ট মহিলার ন্যায় সরু ধারালো তরবারী থেকে ফিরে যেতে পারনি যা ছিল মুমিনদের হাতে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায়। তোমরা দলে দলে পিছু হটে গিয়েছ। যে বীর লড়াই করে সে অস্ত্রের আঘাত থেকে কখনো পলায়ন করে না।"

---

১৩৬. দীওয়ান হাস্‌সান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ২; আল-বুখারী, আস-সাহীহ, (দেওবানদ, ইউ.পি. : কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যাঃ, তা. বি.), ২খ, পৃ. ৯০৮-৯০৯; ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদুল ফারীদ, (মিসর : ১৩৫৩/১৯৩৫), ৩খ, পৃ. ৩৯২।

১৩৭. রাসূল (স.)-এর ফুফু আবূ তালিব ও 'আবদুল্লাহ-এর সহোদরা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা.)-এর পিতা আবূ উমাইয়া ইবনুল মুগীরা। 'আতিকা (রা.) একজন শুদ্ধভাষী কবি ছিলেন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন তন্মধ্যে বদর যুদ্ধ উপলক্ষ্যে রচিত কবিতা এবং রাসূল (স.)-এর উপর রচিত শোকগাথামূলক কবিতা (مراثى)-ই প্রসিদ্ধ। তার কাছ থেকে হাদীসও বর্ণিত আছে। ইসাবা, ৪খ, পৃ. ৩৫৭-৫৮; শি'রুদ দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় বংশ নিয়ে কটাক্ষ করেও নিন্দাবাদমূলক কবিতা রচিত হয়েছে, তবে তাতেও প্রকারান্তরে ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠেছে। যেমন বদর যুদ্ধে হাস্‌সান (রা.) আবূ জাহ্‌লকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

لقد لعن الرحمن جمعا يقودهم دعى بنى شجع لحرب محمد[১৩৯]

"দয়াময় (আল্লাহ) সেই দলের প্রতি অভিশাপ দিন, মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে যুদ্ধের জন্য যাদেরকে পরিচালিত করেছে শিজ[১৪০] গোত্রের আহবায়ক"।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, لعن 'অভিশাপ' শব্দটি কুরআন কারীমে ব্যবহৃত একটি শব্দ, যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ [১৪১] اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا "আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।"

এছাড়া কুরআন করীমের আরো ১২টি স্থানে উক্ত শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর الرحمن "দয়াময়" শব্দটি কুরআন করীমে ব্যবহৃত হয়েছে ৫৭ (সাতান্ন) বার।[১৪২]

চারিত্রিক কদর্যতার প্রতি কটাক্ষ করেও এ সময়ে কবিতা রচনা করা হয়েছে। তাতেও ইসলামী ভাবধারা বিদ্যমান। যথা কুরায়শ কবিকে লক্ষ্য করে কা'ব ইবন মালিক (রা.) বলেন ঃ

تبجحت تهجو رسول الملـ ـيك قاتلك الله جلفا لعينا

تقول الخنا ثم ترمى به نقى الثياب تقيا أمينا[১৪৩]

"তুমি পুলকিত হয়েছ তাই মালীক (আল্লাহ্)-এর রাসূলকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছ। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন কর্তিত মস্তক ও অভিশপ্ত অবস্থায়। তুমি কটু কথা বল, অতপর তা ছুড়ে দাও পরিষ্কার কাপড়ধারী, মুত্তাকী ও বিশ্বস্ত সত্তা (রাসূল (স.)-এর প্রতি।"

এখানে رسول '(রাসূল'), قاتلك الله ('আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন'), تقيا (মুত্তাকী'), أمينا ('বিশ্বস্ত') প্রভৃতি শব্দ ইসলামী ভাবধারার প্রকাশক যা কুরআন কারীমেও উক্ত হয়েছে।[১৪৪]

১৩৮. শি'রুদ দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৩৬-৩৭; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, পৃ. ৩৪০।

১৩৯. দীওয়ান, সম্পা. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, ১খ, পৃ. ১৪৫।

১৪০. শিজ' গোত্র হল আবূ জাহ্‌লেরই পূর্বপুরুষ 'কিনানা' গোত্রের একটি শাখা।

১৪১. ৩৩ [আল-আহযাব] ঃ ৬৪।

১৪২. মুহাম্মদ ফু'আদ 'আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি-আলফাজিল কুরআনিল কারীম, (কায়রো : দারুল-হাদীস, ১৪০৮/১৯৮৮), ২য় সং., পৃ. ৩৮৯।

১৪৩. শি'রুদ দাওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৩২; ইব্‌ন হিশাম, সীরাঃ, ৩খ, পৃ. ১১৬।

১৪৪. رسول শব্দটি কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে ২৩৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। قاتلهم الله "আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন" শীর্ষক বাক্যটি কুরআন করীমের ২ স্থানে ৯ [সূরা তাওবা] ঃ ৩০ ও ৬৩ [সূরা মুনাফিকূন] ঃ ৪-এ ব্যবহৃত হয়েছে। تقيا শব্দটি তিনটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ১৯ [মারয়াম] ঃ ১৩, ১৮, ৬৩। أمين শব্দটি আল-কুরআনের ১৪টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আর কুফর ও জাহ্লের কথা উল্লেখ করে সাধারণত তাকেই কটাক্ষ করা হয়েছে যে দীনী পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত। সাথে সাথে তাতে কুরআনের কথাও বলা হয়েছে। যেমন য়াহূদীদেরকে লক্ষ্য করে হাস্সান (রা.) বলেন ঃ

هم اوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمى عن التوراة بور
كفرتم بالقران وقد أتيتم بتصديق الذى قال النذير[১৪৫]

"তারা কিতাবধারী। অতপর তা বিনষ্ট করে ফেলেছে। তারা তাওরাত থেকে অন্ধ, তারা ধ্বংস প্রাপ্ত, তোমরা কুরআনের সাথে কুফরী করেছ, অথচ সতর্ককারী [রাসূল (স.)] যা বলেছেন তার সত্যায়নকারী বস্তু তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।"

অনুরূপভাবে খৃষ্টান পাদরী আবূ 'আমির 'আবদ 'আমর ইব্ন সায়ফীকে লক্ষ্য করে কা'ব ইবন মালিক (রা.) বলেন ঃ

معاذ الله من عمل خبيث كسعيك فى العشيرة عبد عمرو
فأما قلت لى شرف ونخل فقدما بعت إيمانا بكفر[১৪৬]

"আমি আল্লাহর শরণ নিচ্ছি কুকর্ম থেকে তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য চেষ্টা তদ্বির করার ন্যায় হে 'আবদ 'আমর! অতপর হয়তো বা তুমি আমাকে মর্যাদাপূর্ণ ও খাঁটি কথা বলেছ। আর দীর্ঘ দিন থেকে তুমি ঈমান বিক্রি করে আসছ কুফরীর বিনিময়ে।"

প্রণয়গীতি (الغزل) ঃ প্রণয়গীতিমূলক কবিতার চর্চা এ যুগে একেবারেই কম হয়েছে। কারণ এ জাতীয় কবিতায় থাকে প্রেয়সীর রূপ-যৌবনের রসালো বর্ণনা, তার সাথে অবৈধ গোপন অভিসারের বর্ণনা, যা ইসলাম অনুমোদন করে না। এ জাতীয় কবিতা ফিতনা-ফাসাদ ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় যা ইসলামে নিষিদ্ধ। জাহিলী যুগে এ জাতীয় কবিতা অশ্লীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। যেমন ইমরু'উল-কায়স তার প্রেয়সীর সাথে অভিসারের বর্ণনা দিয়েছেন একেবারে নগ্ন ও অশ্লীলভাবে। তিনি বলেন ঃ

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تمائم محول
اذا ما بكى خلفها انصرفت له بشق و تحتى شقها لم تحول[১৪৭]

---

১৪৫. দীওয়ান হাস্সান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ৩৬; আল-ইসাবাঃ, ১খ, পৃ. ২২৪।
১৪৬. শি'রুদ দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৩৪-৩৫; আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ২২৭।
১৪৭. আল-মু'আল্লাকা, শ্লোক নং ১৬, ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

"গর্ভবতী দুগ্ধবতী তোমার মত ঢের রূপসী,
ভুলিয়ে দিয়ে কোলের শিশু ভোগ করেছি ডেরায় পশি।
যখন শিশু উঠত কেঁদে মুড়িয়ে দিত অর্ধ দেহ,
মত্ত বিবশ আধেক তখন আমার নীচে নিঃসন্দেহে।[১৪৮]

ব্যভিচারের মত অশ্লীল ও গর্হিত কাজের বর্ণনা দিয়ে কবি আ'শা[১৪৯] বলেন ঃ

وأقررت عينى من الغانيات إما نكاحا و إما أزن[১৫০]

"আমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি গায়িকাদের প্রতি, হয়তো বা বিয়ের মাধ্যমে নতুবা ব্যভিচারের মাধ্যমে।"

জাহিলী যুগে গযল ছিল প্রণয়গীতি (تشبيب ومجانة)। ইসলামী যুগে এসে বড়জোর 'কাল্পনিক বাস্তু-ভিটা'-এর বর্ণনা অথবা ব্যাকুল চিন্তার বর্ণনা অথবা মিথ্যা অঙ্গীকারের কথা-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইসলাম কবিদেরকেও সংযত ও মার্জিত করেছিল আর যে পরিবেশ বা সত্তাকে নিয়ে কবিতা রচিত হত সে পরিবেশ ও সত্তাকে করেছিল সংযত ও মার্জিত। তাই মহিলাদেরকে নিয়ে প্রণয়গীতিমূলক কবিতা তথা প্রকৃত গযল রচনা এ সময়ে খুবই কম হয়। যারা একান্তই হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করতে চাইত তারা প্রেয়সীকে বিভিন্ন সাংকেতিক অভিধায় অভিহিত করত। কেউবা 'নাখলা' বা 'খেজুর গাছ' উপনাম দিয়ে গযল রচনা করত। তার মধ্যে

---

১৪৮. কাব্যানুবাদ, মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সব'উল-মু'অল্লাকাত, পৃ. ৮৪।

১৪৯. কবি আ'শা একজন প্রাচীন ও খ্যাতিমান আরব কবি। তাঁর প্রকৃত নাম মায়মূন ইব্ন কায়স। উপনাম আবূ বুসায়র। চক্ষুরোগে আক্রান্ত হয়ে যৌবনে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বলে তাকে আল-আ'শা (রাতকানা) বলা হত। তিনি বর্তমান সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদ-এর দক্ষিণে 'মানফূহা' মরূদ্যানের দুরনা নামক স্থানে ৫৭০ খৃ. জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৬২৫ খৃ. মারা যান। জীবনের প্রথম দিকে সম্পদের অন্বেষণে ব্যবসায়ী হিসাবে উচ্চ ও নিম্ন মেসোপটেমিয়া তথা বর্তমান ইরাক, সিরিয়া দক্ষিণ আরব ও আবিসিনিয়া গমন করেন। অন্ধ হয়ে যাবার পর কবিতা রচনাই তার জীবিকার অবলম্বন ছিল। তাঁর রীতি অলঙ্কারপূর্ণ এবং কখনো কৃত্রিম। ধ্বনীর প্রভাব, গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক বিদেশী (ফারসী) শব্দের এবং সার্থক প্রভাবপূর্ণ সমাপ্তির ওপর তিনি সমধিক জোর দিয়েছেন। কখনো কখনো তিনি কাসীদার গতানুগতিক বিষয়বস্তু সাফল্যজনকভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। তিনি নানা ধরনের পরোক্ষ উল্লেখ পসন্দ করেছেন। আল-আ'শা ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি রাসূল (স.)-এর দরবারে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন কিন্তু কতিপয় লোকের প্ররোচনায় তিনি এ অভিপ্রায় এক বছরের জন্য স্থগিত রাখেন এবং বছর শেষ হবার পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে আবূ সুফিয়ানের সাথে তার সাক্ষাত হয়। আবূ সুফিয়ান তাকে একশত উট দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। কেননা তার আশংকা ছিল এমন একজন শক্তিমান কবি ইসলাম গ্রহণ করলে মুসলমানদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে। ফিরবার পথে তিনি য়ামামার নিকটবর্তী কোন এক স্থানে উট থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। কথিত আছে, তিনি রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। ইব্ন কুতায়বাঃ, কিতাবুশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ১৩৫-৩৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পৃ. ৯২-৯৩।

১৫০. দীওয়ানুল আ'শা, সম্পা. R. Geyer (Gibb Mem. N.S. VI , লণ্ডন : ১৯২৮ খৃ.) পৃ. ৫৯; আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আবার শব্দগুলোও থাকত পুরো ইসলামী পরিভাষার যেমন আবূ যুআয়ব আল-হুযালী[১৫১] তার প্রেয়সীকে লক্ষ্য করে তার ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি কামনা করে বলেন ঃ

ألا يا نخلة من ذات عرق عليك رحمة الله والسلام[১৫২]

"ওগো 'যাতু ইরক' নামক স্থানের 'নাখলা' (খেজুর গাছ)! তোমার ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।"

এমনিভাবেই ইসলামের প্রভাবে এ যুগের গযল অশ্লীলতা মুক্ত হয়ে শালীনতার আবরণে সজ্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে রচিত হয় দু' একটি খণ্ড কবিতা ও গযল, যার ভাব তো বটেই শব্দগুলোও পুরো ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত।

শোকগাথামূলক কবিতা (الرثاء) ঃ এ জাতীয় কবিতা রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলামী ভাবধারায় বেশী সিক্ত হয়েছে এবং রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর এ জাতীয় কবিতা খুব বেশী পরিমাণে রচিত হয়েছে। কারণ রাসূল (স.) ছিলেন সকল মুসলিম-এর মধ্যমণি। সকলের চেয়ে অধিক প্রিয়তম। তাই সর্বাধিক প্রিয়তম ব্যক্তির ইনতিকালে সকল সাহাবীর হৃদয় বেদনায় মুষড়ে পড়েছে। আর সে বেদনার উষ্ণ শ্বাস বাস্তবরূপ হয়ে বেরিয়ে এসেছে কবিতার মাধ্যমে। তাই দেখা যায়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কবি কর্তৃক প্রায় ত্রিশটিরও অধিক খণ্ড কবিতা বা কাসীদা শোকগাথা আকারে রচিত হয়েছে। শোকগাথা রচনায় এত বেশী লোক অংশ গ্রহণের ফলে অনেক খ্যাতিমান কবি এ ক্ষেত্রে শোকগাথা রচনা থেকে বিরত রয়েছেন। যথা কা'ব ইব্ন যুহায়র, 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস, নাবিগা আল-জা'দী প্রমুখ

১৫১. একজন খ্যাতিমান আরব কবি। প্রকৃত নাম খুওয়ায়লিদ ইবন খালিদ। রাসূল (স.) যখন ইনতিকাল করেন তখন তিনি বয়সে তরুণ। কথিত আছে যে, রাসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তিনি যেদিন প্রভাতে মদীনায় গিয়ে পৌছেন তার পূর্বদিনই রাসূল (স.) ইনতিকাল করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উমর (রা.)-এর খিলাফত আমলে মিসর হিজরত করেন। সেখান থেকে তিনি ইব্ন আবী সারহ-এর আফ্রিকা অভিযানে (২৬/৬০৭ সালে) অংশগ্রহণ করেন। মিসর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ইনতিকাল করেন। তার এই শেষ সফরে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। আরব সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁকে তার গোত্রের প্রধানতম কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আধুনিক পাঠকসমাজ এই মতামত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। তাঁর কাসীদাগুলিতে সুনিপুণভাবে শব্দ যোজনের ফলে তিনি জাহিলী যুগের কবিদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছেন। তিনি তার কাসীদাসমূহের সৌকর্য সাধনে যে সযত্ন প্রয়াস পান তা হুযালী গোত্রের পূর্বতন কবি সা'ঈদার কবিতায়ও পরিদৃষ্ট হয়। আবূ যুআয়ব-এর প্রেমের কবিতাগুলিতে সেই রচনাশৈলীর প্রাথমিক নমুনা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় যা পরবর্তী কালে মদীনার কাব্যরীতির এক বিশেষ ধারার রূপ পরিগ্রহ করে। তার কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কাসীদার প্রণয়মূলক অংশ () কে বর্ধিত করে একটি পূর্ণ কাসীদায় পরিণত করেছেন। আর তা এ ধরণের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য দিশারীর ভূমিকা পালন করেছে। তার যে সকল কবিতা সংগৃহীত হয়েছে তার প্রায় অর্ধেকই শোকগাথা। মিসরে প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর পাঁচটি পুত্র সন্তান এক বৎসরেই মৃত্যুবরণ করে। পুত্রের মৃত্যুতে রচিত শোকগাথাই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা। তাঁর দীওয়ানের একাংশ অধুনা প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ১৪০-৪১।

১৫২. আশশি'রুল-ইসলামী, পৃ. ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

কবির এ জাতীয় কবিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কা'ব ইব্‌ন মালিক এবং মহিলা কবিদের মধ্যে রাসূল (স.)-এর ফুফু সাফিয়্যা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব বেশী মারছিয়া রচনা করেছেন। রাসূল (স.)-এর সর্বাধিক স্নেহের কন্যা ফাতিমা (রা)ও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন নি। হৃদয়ের আকুতি তিনি প্রকাশ করেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। তিনি বলেন ঃ

اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران
فالأرض من بعد النبى كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان
يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن[১৫৩]

"আকাশের প্রান্তসীমা ধূলিময় হয়ে গেছে, দিবসের সূর্য নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে এবং দিবারাত্র সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাই নবী (স.)-এর (ওফাতের) পর তাঁর ওপর আফছোস ও আক্ষেপবশত পৃথিবী বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, হয়ে পড়েছে অত্যধিক ভীত ও কম্পমান। ওহে সর্বশেষ রাসূল, যার আলোকচ্ছটা বরকতময়! কুরআন নাযিলকারী (আল্লাহ) আপনার ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।"

রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের ফলে জিবরীল ('আ.)-এর ওহী নিয়ে আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শোক প্রকাশ করে কবিতা রচিত হয়েছে, যেমন হিন্‌দ বিন্‌ত উছাছা আল-হাশিমিয়্যা[১৫৪] বলেন ঃ

قد كنت بدرا و نورا يستضأ به عليك تنزل من ذى العزة الكتب
و كان جبريل بالآيات يحضرنا فغاب عنا وكل الغيب محتجب[১৫৫]

"আপনি ছিলেন পূর্ণ চন্দ্র ও জ্যোতির্ময় সত্তা, যা থেকে আলো গ্রহণ করা হয়। আপনার ওপর সম্মানিত সত্তা (আল্লাহ)-র পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হত। জিবরীল ('আ.) আয়াত নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হতেন। অতপর তিনি আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আর সব অদৃশ্যই পর্দাবৃত হয়ে থাকে।"

রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর তাঁর ফুফু আরওয়া[১৫৬] বিন্‌ত 'আবদুল মুত্তলিব তাঁর বিভিন্নমুখী গুণাগুণ-এর উল্লেখ করে মারছিয়া রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

---

১৫৩. আল-কায়রাওয়ানী, যাহরুল আদাব, ১খ, ৩৮।

১৫৪. কুরায়শ বংশীয় একজন মহিলা কবি ও সাহাবী। তিনি দাওয়াতের প্রথম দিকেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্‌দ বিন্‌ত 'উতবা উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় নিয়ে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করলে (পরে তিনি মুসলমান হন এবং বিগত জীবনের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন) হিন্‌দ বিন্‌ত উছাছা কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দেন। তা ছাড়াও রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে মারাছিয়া রচনা করেন। আলোচ্য কবিতা তারই অংশবিশেষ। আল-ইসাবা, ৪খ, পৃ. ৪২২; উসদুল গাবাঃ, ৫খ, পৃ. ৫৫৯)।

১৫৫. ইবন সা'দ, তাবাকাত, ২খ, পৃ. ৩৩২।

১৫৬. ইব্‌ন সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে কবিতাগুলি আরওয়া-এর রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর ফুফু। তাঁর স্বামী ছিলেন 'উমায়র ইবন ওয়াহ্‌ব এবং সন্তান তুলায়ব ইব্‌ন 'উমায়র। স্বামী ও সন্তান উভয়েই প্রথম দিকে

Dhaka University Institutional Repository

الا يا رسول الله كنت رجاء نا وكنت بنا بر ولم تك جافيا
وكنت رحيما هاديا و معلما ليبك عليك اليوم من كان باكيا[১৫৭]

"ওগো আল্লাহর রাসূল! আপনি ছিলেন আমাদের আশা-ভরসার স্থল। আপনি ছিলেন আমাদের প্রতি সদাচারী; আপনি কঠোর ছিলেন না, ছিলেন দয়ালু, হিদায়াতকারী ও শিক্ষক। ক্রদন্দকারী আজ আপনার ওপর ক্রন্দন করুক।"

খুলাফায়ে রাশিদীনের ইনতিকালে এবং শহীদদের জন্য শোক প্রকাশ করেও রচিত হয়েছে প্রচুর শোকগাথামূলক কবিতা (مرثية) এবং তাতেও মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে ইসলামী ভাবধারা ও আল-কুরআনের মর্মকথা। শহীদদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময় প্রদান করা হবে। তাঁরা জীবিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে রিযিক দেয়া হয় এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে চির সুখের আবাস জান্নাত। এসব কুরআনী মর্ম ও বক্তব্য কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন শহীদদের সরদার হযরত হামযা (রা.)-এর উদ্দেশ্যে হাস্‌সান (রা.) বলেন ঃ

عم النبى محمد و صفيه ورد الحمام فنعم ذاك المورد
وأتى المنية معلما فى أسرة نصروا النبى و منهم المستشهد
شتان من هو فى جهنم ثاويا أبدا ومن هو فى الجنان مخلد[১৫৮]

"তিনি (হামযা) নবী মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা ও তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। তিনি মৃত্যুর ঘাটিতে অবতরণ করেছেন। আর কতই না উত্তম সে অবতরণকারী! মৃত্যু চিহ্নিত অবস্থায় সে পরিবারে এসেছে, যারা নবীকে সাহায্য করেছে। আর তাদের মধ্যে রয়েছেন শহীদ, জাহান্নামীদের থেকে এরা থাকবে যোজন যোজন দূরে। সর্বদাই তারা থাকবে দূরে এবং তারা বসবাস করবে জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে।"

ইসলাম গ্রহণ করেন। পুত্রের দাওয়াতে আরওয়াও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর মতামত ছিল দৃঢ় ও মজবুত। তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ১৫ হি. ইনতিকাল করেন। ইসাবাঃ, ৪খ, পৃ. ২২৭; শি'রুদ দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৯১।

তবে ড. 'আবদুল্লাহ আল হামেদ বলেন, ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র তাঁর আল-ইসতী'আব গ্রন্থে এ কবিতাগুলি রাসূল (স.)-এর অপর এক ফুফু সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিব-এর বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ছিলেন হামযা (রা.)-এর সহোদরা। তাঁর মাতা ছিলেন হালা বিন্‌ত ওয়াহ্‌ব, যিনি রাসূল (স.)-এর খালা ছিলেন। আশারায়ে মুবাশ্‌শারার অন্যতম আয-যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা.) ছিলেন সাফিয়্যা (রা.)-এর পুত্র। সাফিয়্যা (রা.) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় পুত্র যুবায়র সহ মদীনায় হিজরত করেন। তিনি ছিলেন একজন সাহাবী ও শক্তিশালী মহিলা। খন্দক যুদ্ধের সময় জনৈক ইয়াহূদী স্পাইকে তিনি একাই পিটিয়ে হত্যা করেন এবং তার মস্তক তাদের দুর্গে ছুঁড়ে ফেলে আসেন। তিনি বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার রচিত বেশ কিছু কবিতাও পাওয়া যায় যার অধিকাংশই শোকগাথামূলক। উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ২০ হিজরী ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। আল-ইসাবাঃ, ৪খ, পৃ. ৩৪৮-৪৯; শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৩৯০-৯১।

১৫৭. ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ, পৃ. ৩২৫; আল-ইসাবা, ৪খ, পৃ. ২২৭।

১৫৮. ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৪খ, পৃ. ৫৮; ইব্‌ন হিশাম, সীরাঃ. ২খ, পৃ. ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

হামযা (রা.)-এর কন্যা উমামাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর ফুফু সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিব বলেন ঃ

فقلت لها إن الشهادة راحة و رضوان رب يا أمام غفور

فإن أباك الخير حمزة فاعلمى وزير رسول الله خير وزير

دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة يرضى بها و سرور

فذالك ما كان نرجى و نرتجى لحمزة يوم الحشر خير مصير[১৫৯]

"অতপর আমি তাকে বললাম, শাহাদাত হল শান্তি এবং ক্ষমাশীল আল্লাহর সন্তুষ্টি। হে উমাম! জেনে রাখো, তোমার কল্যাণময় পিতা হামযা আল্লাহর রাসূলের উত্তম পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁকে সকল সৃষ্টির উপাস্য আরশের অধিপতি ডেকে নিয়েছেন এমন জান্নাতে, যার প্রতি তিনি রাজী ও সন্তুষ্ট। সে জান্নাতই আমরা কামনা করি এবং হামযার জন্যও তার প্রত্যাশা করি সেই হাশরের দিনে যা হবে উত্তম প্রত্যাবর্তনের স্থান।"

রাজী'[১৬০]-এর শহীদদের স্মরণে হাস্‌সান (রা.) বলেন ঃ

صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا و أثيبوا[১৬১]

"আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যারা রাজী' যুদ্ধের দিন দলে দলে আগমন করেছেন অতপর সম্মানীত ও শহীদ হয়েছেন।"

---

১৫৯. ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৫৯-৬০; ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৬৭।

১৬০. রাজী' একটি স্থানের নাম যা মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী আল-হাদ'আ নামক স্থানের কাছে অবস্থিত এখানে বনূ হুযায়ল-এর একটি খেজুর বাগান ছিল। কতিপয় সাহাবী এখানে হুযায়ল গোত্রের লোকজন কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখীন হন এবং তাদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল ঃ উহুদ যুদ্ধের পর সফর মাসের মধ্যভাগে ৪ হি. 'আযল ও কারা গোত্রের কিছু লোক রাসূল (স.)-এর কাছে হাজির হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করল এবং বলল, আমাদের গোত্রের লোকজন ইসলামের প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আপনি যদি কিছু মুবাল্লিগ সাহাবী আমাদের সাথে পাঠাতেন তবে আমাদের গোত্রের লোকজন তাদের কাছ থেকে দীনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। রাসূল (স.) ছয়জনের কোন বর্ণনায় ৭জন আবার কোন বর্ণনায় দশজনের একটি তাবলীগী প্রতিনিধিদল তাদের সাথে পাঠালেন। আসলে এটা ছিল তাদের একটি চক্রান্ত। উহুদ যুদ্ধে হুযায়ল গোত্রের সুফইয়ান ইব্‌ন খালিদ হুযালী মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। তারা এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য 'আযল ও কারার লোকজনকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে রাজী করে যে, তারা কিছু মুসলমানকে এনে তাদের হাতে সোপর্দ করবে। অতপর মুসলমানগণসহ তারা যখন হুযায়ল গোত্রের খেজুর বাগানের কাছে পৌছে তখন 'আযল ও কারার উক্ত লোকগুলি হুযায়ল গোত্রকে খবর দেয়। প্রায় একশত লোক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে চারজন সাহাবী শহীদ হন আর তিনজনকে বন্দী করে কুরায়শদের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথে আর একজন যুদ্ধ করে শহীদ হন। অপর দুজনকে মক্কার কাফিররা শূলে চড়িয়ে শহীদ করে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২খ, পৃ. ২২৪-২৫।

১৬১. দীওয়ান, সম্পা. Hartwig Hirschfeld, পৃ. ৩৯; ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৪খ, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে প্রবেশের কবিতা (شعر الدخول فى الاسلام) ঃ এ জাতীয় কবিতা সম্পূর্ণ নতুন। এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী যুগেও ছিল না পরবর্তী যুগেও না। এটা ছিল জাহিলী অবস্থা থেকে ইসলামে প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন সাহাবী জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকার থেকে জ্যোতির্ময় ইসলামে প্রবেশের সময় তাদের হৃদয়-মন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আর আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে তাদের হৃদয়। আনন্দে ছল ছল করে উঠে তাদের দু'চোখ। ফলে মনের অজান্তেই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কবিতা। সেগুলো প্রায়ই ছিল খণ্ড কবিতা, যার সংখ্যা প্রায় শ'য়ের কাছাকাছি। এ জাতীয় কবিতায়ও ইসলামী ভাবধারা প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। এতে রাসূল (স.) ও দীনের প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি আগ্রহের কথাই ব্যক্ত হয়েছে বেশীরভাগ। এ জাতীয় কবিতার রচয়িতাগণ ছিলেন পাঁচ ধরণের ঃ

১. একত্ববাদীগণ।

২. মুশরিকগণ যারা ঈমান এনেছিল।

৩. মুশরিকগণ যারা প্রথমে ইসলামের চরম বিরোধিতা করেছিল এবং মুসলমানগণকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল কিন্তু পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়।

৪. মুরতাদগণ যারা অনুতপ্ত হয়ে পুনঃ ইসলামে ফিরে আসে এবং সে সময় কবিতা আবৃত্তি করে।

৫. মুমিনগণ যাদেরকে মুরতাদগণ প্রলোভন দেখায় কিন্তু তারা ইসলামের রজ্জু মজবুতভাবে ধারণ করে এবং মিথ্যুকদের কথা দূরে ছুড়ে ফেলে।

প্রথম শ্রেণীর লোকগণ ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল এবং তাওহীদের স্বাদ গ্রহণ করেছিল। তাই নতুন দীন এর দাওয়াত এলেই তাঁরা তা গ্রহণ করেন। যেমন কায়স ইব্ন নুশবা আস-সুলামী (রা.)[১৬২] বলেন ঃ

تبعت دين محمد و رضيته كل الرضا لأمانتى و لدينى

قد كنت آمله وأنظر دهره فالله قدر أنه يهدينى[১৬৩]

---

১৬২. একজন সাহাবী কবি। খ্যাতনামা কবি 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস-এর চাচা (মতান্তরে চাচাতো ভাই)। সুলায়ম গোত্রে জন্ম। এক বর্ণনামতে হিজরাতের পূর্বে তিনি মক্কায় রাসূল (স.)-এর কাছে আগমন করত ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের পূর্বে তিনি পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করেছিলেন। তাই রাসূল (স.) তার নাম রাখেন "বানূ সুলায়ম-এর পণ্ডিত" (حبر بنى سليم) কখনো তিনি অনুপস্থিত থাকলে রাসূল (স.) বলতেন, "হে বানূ সুলায়ম! তোমাদের পণ্ডিত কোথায়?" অন্য এক বর্ণনামতে খন্দক যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় রাসূল (স.)-এর কাছে আগমন করে বলেন, আমি আমার গোত্রের প্রতিনিধি। তারা আমার অনুগত। আমি আপনাকে এমন কিছু প্রশ্ন করব যা ওহীপ্রাপ্ত লোক ছাড়া বলতে পারবে না। অতপর তিনি সপ্ত আকাশ, তার অধিবাসী ও তাদের খাবার-দাবার, ইবাদত পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূল (স.) সঠিক উত্তর দিলে সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে আলোচ্য কবিতাংশটুকু তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়কালীন বলে ধারণা করা হয়। আল-ইসাবাঃ, ৩খ, পৃ. ২৬০-৬১; শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫০।

১৬৩. প্রাগুক্ত, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৬১; আশ-শি'রুল-ইসলামী, পৃ. ১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি মুহাম্মদ (স.)-এর দীনের অনুসরণ করেছি এবং তাঁর প্রতি আমি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি আমার আমানত ও আমার দীন হিসেবে। আমি তারই আকাঙখা করতাম এবং যুগ যুগ ধরে তারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। অতপর আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন যে, তিনিই আমাকে হিদায়াত করেছেন।"

দ্বিতীয় দলটি ছিল মুশরিক। কিন্তু সত্য দীনের আলো যখন ঝলমল করে উঠে তখন তা দেখে তারা তাকেই হক বলে স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং তাদের সে অনুভূতি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করে। যেমন বাকর ইবন জাবালা[১৬৪] বলেন ঃ

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى فاصبحت بعد الجحد لله مؤمنا[১৬৫]

"আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসেছি যখন তিনি হিদায়াত নিয়ে এসেছেন। অতপর আমি আল্লাহকে অস্বীকার করার পর তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি।"

তৃতীয় দলটি প্রথমত নতুন দীনকে অস্বীকার করে এবং মুসলমানদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের পক্ষে কবিতা রচনা করে যা ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত। যেমন আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ (রা.) বলেন ঃ

لعمرك إنى يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أوانى حيَن أهدى واهتدى[১৬৬]

"তোমার জীবনের কসম! যেদিন আমি পতাকা বহন করেছিলাম এ জন্য যাতে 'লাত'-এর অশ্ব বিজয়ী হয় 'মুহাম্মদ'-এর অশ্বের ওপর। তখন আমি সে ব্যক্তির ন্যায় ছিলাম, যে গাঢ় অন্ধকার রাতে পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক হাত-পা ছোড়ে। এখন আমার সেই সময় যখন আমাকে হাত ধরে সোজা রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে আর আমি সে সোজা রাস্তা পেয়ে গিয়েছি।"

মক্কার খ্যাতিমান কবি 'আবদুল্লাহ্ ইবনুল যিবা'রা (রা.) ইসলাম গ্রহণের সময় তিনটি কাসীদা বলেন। তন্মেধ্যে একটি হল ঃ

---

১৬৪. একজন সাহাবী কবি। কালব গোত্রে জন্ম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'আবদ 'আমর। রাসূল (স.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে বাক্র রাখেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের সময়ে যে কবিতা আবৃত্তি করেন আলোচ্য কবিতাংশটুকু তারই একটি অংশ। আল-ইসাবাঃ, ১খ, পৃ. ১৬৩; শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫৩।

১৬৫. প্রাগুক্ত।

১৬৬. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ৪খ, পৃ. ২৮৭; ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৪খ, পৃ. ৫১; ইব্ন হিশাম, সীরাঃ, ৪খ, পৃ. ৪১-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

سرت الهموم بمنزل السهم　　إذ كن بين الجلد والعظم
ندما على ما كان من زلل　　إذ كنت فى فتن من الإثم
فاليوم آمن بعد قسوته　　عظمى و آمن بعده لحمى
بمحمد و بما يجيئ به　　من سنة البرهان و الحكم[১৬৭]

"দুঃখ-বেদনা দূরীভূত হয়েছে তীর দূরে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায়, যখন তা ছিল চামড়া ও হাড্ডির মধ্যখানে। অতীতে যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা থেকে লজ্জিত অবস্থায় (আমি ফিরে এসেছি), যখন আমি গুনাহের ফিতনায় লিপ্ত ছিলাম। অতপর আমার হাড্ডি তা শক্ত থাকা সত্ত্বেও ঈমান এনেছে এবং তারপর আমার গোশ্তও ঈমান এনেছে মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর, আর তিনি যা নিয়ে এসেছেন—সুদৃঢ় সুন্নাত ও হুকুম-আহকামের ওপর।"

চতুর্থ দলটি হল যারা রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর শয়তানের ধোকায় পড়ে ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। অতপর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় তারা ইসলামে ফিরে আসে এবং তখন নিজেদের অনুশোচনা ব্যক্ত করে কবিতা রচনা করে। যেমন জুনদাব ইব্ন সালমা[১৬৮] বলেন ঃ

ندمت و أيقنت الغداة بأننى　　أتيت التى يبقى على المرء عارها
شهدت بأن الله لا شيئ غيره　　بنى مدلج فالله ربى و جارها[১৬৯]

"আমি লজ্জিত হয়েছি এবং সকালে আমি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছি যে, আমি এমন কাজ করেছি যার লজ্জা মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই (উপাস্য হবার যোগ্য)। ওহে মুদলিজ বংশ! আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং মুদলিজ বংশের আশ্রয়দাতা।"

পঞ্চম দলটি তারা, যারা রিদ্দার সময় স্বীয় দীন ও ঈমানের ওপর তথা ইসলামে ওপর অটল ছিল। যেমন ইয়ামামার নেতা বানূ হানীফা গোত্রের ছুমামা ইব্ন উছাল আল-হানাফী[১৭০]। তাঁরই

---

১৬৭. ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, ৩খ, পৃ. ৯০৩।

১৬৮. জুনদাব ইব্ন সালমা আল-মুদলিজী আশ-শানূকী। তিনি প্রথমত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে মুরতাদ হয়ে যান। অতপর মক্কার গভর্নর 'আত্তাব ইব্ন আসীদ স্বীয় ভ্রাতা খালিদ ইব্ন আসীদকে তার প্রতি প্রেরণ করেন। খালিদ তার সাক্ষাৎ পেয়ে তাকে পরাস্ত করেন এবং তার দলকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। অতপর জুনদাব অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হন। তার এ ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি যে কবিতা রচনা করেন উল্লিখিত বয়ত দু'টি তারই অংশবিশেষ। আল-ইসাবা, ১খ, পৃ. ২৬৩; শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ পৃ. ৮৮।

১৬৯. প্রাগুক্ত, আত-তাবারী, তারীখ, ২খ, পৃ. ৫৩৩; আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৭৭।

১৭০. একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। বানূ হানীফা গোত্রে তাঁর জন্ম। গোত্রটি মক্কা ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ইয়ামামা নামক স্থানে বসবাস করত। তিনি স্বীয় গোত্রের একজন নেতা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের কিছুকাল পূর্বে নাজদ অভিমুখে প্রেরিত রাসূল (স.)-এর একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে তিনি মদীনায় নীত হন। রাসূল (স.) তাঁকে মুক্তি দেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

চাচাতো ভাই কুখ্যাত ভণ্ড নবী মুসায়লামা আল-কায্যাব নবূওয়াত দাবী করলে ইয়ামামার বহু লোক তার পক্ষ নেয়, কিন্তু ছুমামা (রা.) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিম নেতা আল-'আলা ইবনুল- হাদরামীর সাথে মিলিত হয়ে মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ছুমামা ইব্ন উছাল (রা.) সে কথা বর্ণনা করে এবং গোমরাহীর দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

دعانى إلى ترك الديانة والهدى　　مسيلمة الكذاب إذ جاء يسجع
فيا عجبا من معشر قد تبايعوا　　له فى سبيل الغى و الغى أشنع
وفى البعد عن دار وقد ضل أهلها　　هدى واجتماع كل ذالك مهيع[১৭১]

"মুসায়লামা কায্যাব আমাকে দীন ও হিদায়াত ত্যাগ করার আহবান জানিয়েছে যখন সে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এল। হায় আশ্চর্য সেই দলের প্রতি, যারা গোমরাহীর রাস্তায় তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে! আর গোমরাহী খুবই খারাপ। তারা আরো বায়'আত গ্রহণ করেছে আসল বাড়ী থেকে দূরে থাকার। আর তার পরিবার-পরিজন পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। হিদায়াত ও দলবদ্ধ থাকা—এ সবই প্রশস্ত ও আলোকিত রাস্তা।"

এ সময়ে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে কবিগণের চরিত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যা তাদের কবিতায় সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। মদ ছেড়ে দিয়ে তারা সালাতে নিবিষ্ট হয়। ব্যভিচার ছেড়ে পবিত্র হয়। খেল-তামাশা ছেড়ে জিহাদে প্রবৃত্ত হয় এবং ইবাদাতের সব কিছুই আল্লাহর জন্য নিবেদন করে। যেমন মাযিন ইবনুল গাদাবিয়্যা[১৭২] বলেন ঃ

নির্দেশ দেন। অতপর তিনি মসজিদের অদূরে একটি বাগানে প্রবেশ করে গোসল করলেন এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ধুয়ে নিলেন। অতপর মসজিদে এসে উচ্চঃস্বরে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হন এবং ঘোষণা করেন, হে মুহাম্মদ! এ পৃথিবীতে আমার কাছে আপনার চেহারা অপেক্ষা অধিক অপ্রিয় মুখ আর কারো ছিল না। কিন্তু নিঃসন্দেহে আজ আপনিই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আপনার ধর্ম অপেক্ষা অধিক বিবাক্ত আর কোন ধর্মই আমার কাছে ছিল না। কিন্তু আজ আপনার ধর্মই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আপনার এলাকা আমার কাছে সবচে' বেশী অপছন্দের ছিল। আর আজ আমি একেই অধিক ভালবাসি। অতপর রাসূল (স.)-এর অনুমতিক্রমে মক্কায় গমন করত 'উমরা সমাপন করে স্বগোত্রের কাছে ফিরে যান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলাম গ্রহণের জন্য স্বগোত্রিয়রা তাকে তিরস্কার করলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঈমানের উপর অবিচল ও অটল ছিলেন। রাসূল (স.)-এর ইনতিকালের পর ইয়ামামার অধিকাংশ লোক ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাব-এর অনুকরণ করে মুরতাদ হয়ে যায়। ছুমামা তাদেরকে অনেক বুঝান এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দেন। কিন্তু কোন ফলোদয় না হওয়াতে আবূ বকর (রা.) কর্তৃক প্রেরিত 'আলা ইবনুল হাদরামীর বাহিনীর সাথে মিলে তিনি স্বীয় গোত্রের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং শোচনীয়ভাবে তাদেরকে পরাস্ত করেন। কিছুদিন পর তার কওমের পরাজিত শত্রুদের হাতে তিনি নিহত হন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১খ, পৃ. ৮৭-৮৮। তাঁর দীনের ওপর অটল থাকা সম্পর্কে তিনি কবিতা রচনা করেন যার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

১৭১. ইব্ন 'আবদিল বার্‌র, আল-ইসতী'আব, ১খ, পৃ. ২১৬।

১৭২. একজন সাহাবী। ইব্ন হাজার তাকে মাযিন ইবনুল গাদাবিয়্যা এবং ইব্ন কাছীর তাকে মাযিন ইবনুল গাদূব নামে উল্লেখ করেছেন। নিজের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে রাসূল (স.)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (স.) তার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

وكنت امرأ باللهو والعمر مغرما　　شبابى إلى أن آذن الجسم بالنهج

فبدلنى بالخمر خوفا وخشية　　وبالعهر إحصانا فحصن لى فرجى

فاصبحت همى فى الجهاد ونيتى　　فللّه ما صومى و للّه ما حجى[১৭৩]

"আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম যে, আমার যৌবন খেল-তামাশা ও মদে বিভোর ছিল এমনিভাবে এক সময় ক্লান্তিতে শরীর শুকিয়ে আসছিল। অতপর সে দীন আমার মনকে আল্লাহর ভয় ও শঙ্কা দিয়ে এবং ব্যভিচারকে পবিত্রতা দিয়ে পরিবর্তন করে দিল। তাই তা আমার লজ্জাস্থানকে পবিত্র করে দিয়েছে। অতপর আমার চিন্তা-চেতনা এখন জিহাদ ও সৎ কাজের নিয়্যাতে নিবদ্ধ। তাই আমার যত সাওম সব আল্লাহর জন্য। আমার যত হজ্জ সবই আল্লাহর জন্য।"

রাজনৈতিক ও ফিত্না-ফাসাদ বিষয়ক কবিতা (شعر السياسة والفتنة) ঃ

রাজনৈতিক বিরোধ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে রচিত হয় এসব কবিতা। এতে জাহিলী যুগের ছোঁয়া রয়েছে। যেহেতু ইসলামে যে কোন প্রজা শাসকের কাছে জবাবদিহি করতে পারে, তাই এ ধরণের কবিতা রচনা করা এবং কবিতার মাধ্যমে সমালোচনা করা সম্ভব হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-ই প্রথম এ ধরণের সমালোচনার মুখোমুখি হন এবং তিনি তাঁর সন্তোষজনক জবাবও প্রদান করেন। এ জন্য তিনি সমালোচক কবিকে ভর্ৎসনা করেন নি। যেমন হুনায়ন যুদ্ধে লব্ধ গনীমতসম্পদ 'মুআল্লাফাতে কুলূব'[১৭৪]-দেরকে দেয়া নিয়ে আনসারগণ প্রশ্ন তুলেছিলেন। হাস্সান ইব্ন ছাবিত (স.) তাঁর মতামত কবিতার মাধ্যমে এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন ঃ

وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن　　للمؤمنين إذا ما عدد البشر

علام تدعى سليم وهى نازحة　　قدام قوم همو آووا وهم نصروا

ونحن جندك يوم النعف من أحد　　إذ خربت بطرا أشياعها مضر[১৭৫]

দু'আ করেন। ফলে আল্লাহ তাঁর অন্তর থেকে মূর্তির প্রতি ভালবাসা ও অন্যান্য খারাবী দূর করে দেন। তাঁর বর্ণনা মতে তিনি কয়েকবার হজ্জ করেন। কুরআন কারীমের বেশীরভাগ মুখস্থ করেন। তিনি কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন বেশ কিছু কবিতা তিনি আবৃত্তি করেন। ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৩৩৬-৩৭।

১৭৩. ইবন কাছীর, আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ, ২খ, পৃ. ৩৩৮; ইব্ন 'আবদিল বার্র, আল-ইসতী'আব, ৩খ, পৃ. ১৩৪৪।

১৭৪. 'মুআল্লাফাতে কুলূব' অর্থ যার চিত্ত আকর্ষণ করা হয়। যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের আশা আছে তার মন জয় করার জন্য তাকে যাকাতের একটি অংশ দেয়া হত। আবার যে নও-মুসলিমকে কিছু দিলে তার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আরো দৃঢ় হবার আশা আছে তাকেও যাকাতের একটি অংশ দেয়া হত। এ উভয় শ্রেণীই 'মুআল্লাফাতে কুলূব' নামে অভিহিত। এদেরকে যাকাতের একটি অংশ প্রদান করা যেতে পারে। কুরআন কারীমে এ বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্র. ৯ [সূরা তাওবা] ঃ ৬০।

১৭৫. 'আবদুর রাহমান আল-বারকূকী, শারহ দীওয়ান হাস্সান ইব্ন ছাবিত আল-আনসারী, পৃ. ১৯৯-২০০। এক বর্ণনা মতে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলের কাছে এস। তাঁকে বল, মানুষকে যখন সমান ধরে হিসাব করা হয় তখন মু'মিনদের জন্য হে উত্তম আমানতদার! সুলায়ম গোত্রকে (গনীমতের সম্পদ দেয়ার জন্য) কেন ডাকা হল, তারা তো (যুদ্ধ থেকে) দূরে ছিল? অগ্রবর্তী ছিল সেই গোত্র যারা (রাসূল [স.] ও মুহাজিরদেরকে) জায়গা দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে। উহুদ পর্বতের পাদদেশে সংঘটিত যুদ্ধের দিনে আমরা ছিলাম আপনার সৈনিক। যখন মুদার গোত্র অবাধ্যতাবশত তাদের অনুসারীগণকে একত্রিত করেছিল।"

অতপর রাসূল (স.) তাদেরকে এই বলে সন্তুষ্ট করলেন যে, তাদের মন জয় করার জন্য দেয়া হয়েছে। আর যারা এমনিতেই ইসলামের ওপর অটল ও দৃঢ় রয়েছে তাদেরকে কিছুই দেয়া হয়নি। রাসূল (স.)-এর এ জবাবে তারা সন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং সান্ত্বনা পেল।

অনুরূপভাবে 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর খিলাফত আমলে 'আহওয়ায' অঞ্চলের কতিপয় শ্রমিক ও যোদ্ধা জিয্ইয়া[১৭৬] ও গনীমাতের কিছু সম্পদ আত্মসাত করে এবং বেশ সম্পদ জমা করে ফেলে, 'ইয়াযীদ ইবনুস সায়'আক'[১৭৭] নামক এক যোদ্ধা, যিনি তাদের সাথে জিহাদে শরীক ছিলেন—তা অবহিত হয়ে 'উমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে অভিযোগাকারে একটি কবিতা রচনা করেন, যা নিম্নরূপ ঃ

أبلغ أمير المؤمنين رسالة فانت أمين الله فى النهى والأمر
وأنت أمين الله فينا ومن يكن أمينا لرب العرش يسلم له صدرى
فلا تدعن أهل الدساتيق والقرى يسيغون مال الله فى الأدم الوفر[১৭৮]

"আমীরুল মুমিনীনের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দাও যে, আপনি তো আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহর বিশ্বস্ত। আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর বিশ্বস্ত। আর যে আরশের অধিপতির বিশ্বস্ত হয় তার জন্য আমার অন্তর শ্রদ্ধাবনত হয়। তাই মরু ও গ্রামবাসীদেরকে স্বচ্ছলতার সময়ে আল্লাহর সম্পদ সহজে আত্মসাত করতে আপনি ছেড়ে দিবেন না।"

অতপর 'উমর (রা.) এ কথা অবহিত হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে তাদের সম্পদ সমভাবে বণ্টন করে দিলেন।

'উমর (রা.)-এর ন্যায় একজন কঠোর শাসককেও একজন সাধারণ বেদুঈন[১৭৯] কবিতার মাধ্যমে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছে এবং তাঁর কাছে স্বীয় পরিবারস্থ লোকজনের জন্য পরিধেয় বস্ত্র

---

১৭৬. অমুসলিমদের থেকে আদায়কৃত 'নিরাপত্তা কর'।

১৭৭. একজন মুসলিম সৈনিক। ইব্ন হাজার 'আসকালানী তাঁর ইসাবাঃ গ্রন্থে উক্ত কবির নাম ইয়াযীদ ইব্ন কায়স ইব্ন ইয়াযীদ ইবনুস সায় আল-'আক এবং উপনাম আবুল মুখতার আল-কিলাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৬৭৫। কিলাব গোত্রে তাঁর জন্ম। মূলত তিনি ছিলেন একজন সৎ ও সাহসী যোদ্ধা। বর্তমান ইরানের আহওয়ায অঞ্চলে তিনি যুদ্ধ করেছেন।

১৭৮. আল-ইসাবাঃ, ৩খ, পৃ. ৬৭৬; শি'রুদ-দা'ওয়া আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৪৭৪-৭৫।

১৭৯. বেদুঈন কবির নাম অজ্ঞাত।

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার আবেদন জানিয়েছে কবিতার মাধ্যমে। তিনি বলেন ঃ

يا عمر الخير جزيت الجنة
أكس بناتى وأمهنه
أقسمت بالله لتفعلنه

"হে কল্যাণময় উমর! তোমাকে জান্নাত দেয়া হোক। আমার কন্যা ও তাদের মাতাকে পরিধান করার মত কিছু দাও। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি অবশ্যই তা করবে।"

উমর (রা.) তখন ঔৎসুক্যভরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাদেরকে পরিধান করার মত কিছু না দিলে তুমি কি করবে?

বেদুঈন লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল ঃ

إذن أبا حفص لأذهبنه

"কি আর করব হে আবূ হাফস! ফিরে যাব অবশ্যই।"

উমর (রা.) বুঝতে পারলেন যে, ক্রোধ, ক্ষোভ ও আক্ষেপ নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছে। তাই তিনি জানতে চান, তুমি চলে গেলে কি হবে?

জবাবে বেদুঈন তাঁকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবার এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি বলেন ঃ

يكون عن حالى لتسئلنه
يوم يكون الأعطيات هنه
إما إلى نار و إما إلى الجنة[১৮০]

"আমার অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাকে সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে যেদিন দান সামগ্রী সেখানে উপস্থিত করা হবে। অতপর হয় তুমি সোজা জাহান্নামের আগুনে যাবে; নয়তো জান্নাতে।"

বর্ণিত আছে যে, এ কথা শুনে 'উমর (রা.) অঝোর ধারায় কাঁদলেন যার ফলে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। অতপর তিনি বেদুঈনের জন্য ও তার পরিবারস্থ সকলের জন্য পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন।[১৮১]

ফিতনা-ফাসাদের বর্ণনায় যে সব কবিতা রচিত হয় তার অধিকাংশই খলীফা হযরত 'উছমান ও 'আলী (রা.)-এর সময়ে। মজলুম খলীফা 'উছমান (রা.) শহীদ হওয়ায় বিবেকবান লোক মাত্রই মর্মাহত হয়। বহু কবিরই অশ্রু ঝরে এ শাহাদাতের ঘটনায়। এর দ্বারাই মূলত উন্মুক্ত হয়

১৮০. আশ-শি'রুল ইসলামী, পৃ. ১৯৯-২০০।
১৮১. প্রাগুক্ত; শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৫০৪, পাদটীকা।

Dhaka University Institutional Repository

ফিত্না-ফাসাদের দরজা। তাই এ ফিতনাকে সামনে রেখে বহু কবি কবিতা রচনা করেন। যেমন তামীম ইবন মুকবিল[১৮২] শোক প্রকাশ ও আহাজারী করে বলেন ঃ

قتيل سعيد مؤمن شقيت به نفوس أعاديه شهيد مطيب

نعاء عرى الإسلام والعدل به نعاء لقد نابت على الناس نوب[১৮৩]

"তিনি ('উছমান ইব্ন 'আফ্ফান) নিহত, সৌভাগ্যবান, মু'মিন। তাঁর দ্বারা শত্রুদের আত্মা কলুষিত হয়েছে। তিনি তো শহীদ, পবিত্র। ইসলামের কম্পমান হবার ঘোষণা দাও এবং তারপর ন্যায়বিচারের। ঘোষণা দাও, মানুষের উপর এসেছে ভীষণ বিপদ।"

মসজিদের দরজায় রাসূল (স.)-এর কবরের কাছে এহেন জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটন করায় হত্যাকারীদেরকে ভর্ৎসনা করে কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ

أتركتم غزو الدروب و جئتم لقتال قوم عند قبر محمد ؟

فليس هدى الصالحين هديتم و لبئس فعل الجاهل المتعمد

وكأن أصحاب النبى عشية بدن تنحر عند باب المسجد[১৮৪]

"তোমরা কি রোমদেশে যুদ্ধ যাত্রার পথ পরিত্যাগ করেছ এবং মুহাম্মদ (স.)-এর কবরের কাছে যে সম্প্রদায় তাদের সাথে লড়াই করতে এসেছ? নেককার লোকদের পথ ছেড়ে তোমরা খুবই খারাপ পথে চলেছ। সজ্ঞান মূর্খদের কাজ খুবই খারাপ। সন্ধ্যা বেলায় মসজিদের দরজায় নবী (স.)-এর সাহাবীগণ যেন কুরবানীর পশু যাকে যবেহ করা হয়।"

---

১৮২. একজন মুখাদরাম কবি। কায়স 'আয়লান গোত্রে জন্ম। ইসলামী যুগ প্রাপ্ত হলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। জাহিলী যুগ থেকে মু'আবিয়া (রা.)-এর সময়কাল পর্যন্ত তাঁর পদচারণা। ১২০ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। ইসলামী যুগে এসে তিনি জাহিলী যুগে কৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন। বর্ণনামূলক (الوصف), গর্বমূলক (الفخر) ও প্রণয়মূলক, (الغزل) বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। নিন্দাবাদ মূলক কবিতা (الهجاء) ও তাঁর রয়েছে প্রচুর। 'উমর (রা.)-এর যুগে কবি আন-নাজাশীর সাথে তিনি কবিতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। একে অন্যের নিন্দাবাদমূলক কবিতা (الهجاء) রচনা করতে থাকেন। এ কবিতা রচনায় কিছুটা সীমালংঘনের অপরাধে 'উমর (রা.) তাকে বন্দী করেন এবং প্রহারও করেন। আল-ইসাবাঃ, ১খ, পৃ. ১৮৭-৮৮। এ ছাড়া শোকগাথা মূলক কবিতা (الرثاء)ও তিনি রচনা করেছেন। 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতে তিনি দীর্ঘ এক শোকগাথা (مرثيه) রচনা করেন। উদ্ধৃত কবিতাংশটুকু তারই অংশ বিশেষ। কবিতায় তিনি বেদুঈনদের ভাষাই ব্যবহার করেছেন যা কিছুটা শক্ত (কঠিন)। শি'রুদ-দা'ওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ, পৃ. ৪৩৩।

১৮৩. ইব্ন কুতায়বাঃ, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ১খ, পৃ. ৪২৪; আল-ইসাবাঃ, ১খ, পৃ. ১৮৭-৮৮।

১৮৪. 'আবদুর রাহমান আল-বারকূকী, শারহ দীওয়ান হাস্সান ইব্ন ছাবিত আল-আনসারী, পৃ. ১০১-১০২; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ, পৃ. ৮১; আত-তাবারী, তারীখ, ৩খ, পৃ. ৪৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উমায়্যা যুগের কবিতায় ইসলামী ভাষারীতি ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ

চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা.)-এর শাহাদাত (৪০ হি./৬৬১ খৃ.) এর পর থেকেই হযরত মু'আবিয়াঃ (রা.)-এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে গোটা মুসলিম বিশ্ব। ফলে একচ্ছত্র শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন আমীর মু'আবিয়াঃ (রা.)। শুরু হয় ইসলামের ইতিহাসে উমায়্যাঃ যুগের। এর সমাপ্তি ঘটে 'আব্বাসীদের হাতে দ্বিতীয় মারওয়ানের পতনের মাধ্যমে (১৩২ হি./ ৭৫০ খৃ.)। বিভিন্ন দিক থেকে এ যুগটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তন্মধ্যে একটি হল আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের বিশাল অংশ বিজিত হয়। বিজিত অঞ্চলসমূহে আরব মুসলিমগণ ব্যাপক হারে হিজরত করেন এবং সেখানকার সাধারণ জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা করার ফলে তাদের মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মে। অপরদিকে উমায়্যা যুগ থেকে আরবীকে সেখানকার সরকারী ভাষা হিসেবে চালু করা হয়। সেখানকার গভর্ণর নিয়োগ করা হয় খাঁটি আরব জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এবং অন্যান্য রাজকর্মচারি হবার জন্য আরবী ভাষা জানার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।[১] এসব কারণে বিজিত অঞ্চল সমূহেও আরবী ভাষার চর্চা শুরু হয় পুরোদমে। তাছাড়া উমায়্যা শাসকগণ আরবী ভাষার কবি-সাহিত্যিকদেরকে নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে ভুষিত করেন। ফলে এ সময় সাহিত্য চর্চা বিশেষত কাব্য চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। 'আলী (রা.)-এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তর করা হয়। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে কূফা ও বসরার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সেখানে গড়ে ওঠে জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র। আর সেসব কেন্দ্রে রীতিমত সাহিত্য মজলিস বসা শুরু হয়। জাহিলী যুগের 'উকাজ' মেলার স্থান দখল করে বসরার 'মিরবাদ' ও কূফার 'কানাসা' মেলা। এছাড়া মক্কা, মদীনা, নাজদ (বর্তমান রিয়াদ, মানফূহা), খুরাসান, শাম (সিরিয়া), মিসর প্রভৃতি বড় বড় শহরেও কাব্য চর্চা চলতে থাকে। ফলে উক্ত স্থান সমূহের গোত্র-উপগোত্রের দ্বারা কবিতা প্রভাবিত হয়। কারণ কবিতা তো মানব জীবনের দর্পণ। তাই জীবন ধারায় প্রচলিত বিভিন্ন আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস, কাজকর্ম প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হবে তাদের কবিতা ও সাহিত্যে- এটাই স্বাভাবিক। তাই দেখা যায়, বিশেষ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের ধারক-বাহক খারিজী,

১. ড. আহমাদ নাসীফ আল-জানাবী, মালামিহ মিন তারীখিল-লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, (ইরাক : দারুর-রাশীদ, ১৯৮১ খৃ.) ১ম সং., পৃ. ১০৫ প.।

Dhaka University Institutional Repository

শী'আঃ, যুবায়রিয়্যা, মারওয়ানিয়্যা, মুদারিয়্যা, কাহতানিয়্যা, শু'উবিয়্যা[২] প্রভৃতি দল-উপদলের চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে এ যুগের কাব্যে। আপন মতবাদ প্রকাশের নিমিত্তে রচিত হলেও সেসব কাব্যে ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠেছে পুরোমাত্রায়। যেমন শী'আদের মূল বিশ্বাস হল রাসূল (স.) ও তাঁর আহলে বায়তের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা থাকতে হবে। আর আহলে বায়ত হল তাঁর পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়জন। তাই বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী[৩] যাকে অনেকেই শী'আঃ বলে অভিহিত করে থাকেন- তিনি উক্ত বিষয়টি কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন ঃ

أحب محمدا حبا شديدا وعباسا و حمزة والوصيا
أحبهم لحب الله حتى أجيئ إذا بعثت على هويا
بنو عم النبى وأقربوه أحب الناس كلهم إليا[৪]

২. খারিজী ঃ হযরত 'আলী (রা.) ও মু'আবিয়াঃ (রা.)-এর মধ্যে যুদ্ধের এক পর্যায়ে খিলাফত বিষয়ে মীমাংসার জন্য উভয়ে সালিশী ব্যবস্থায় সম্মত হন। এতে 'আলী (রা.)-এর পক্ষের একদল লোক অভিযোগ করে যে, 'আলী (রা.) সালিশী ব্যবস্থায় সম্মত হয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। এই বলে তারা 'আলী (রা.)-এর দল থেকে বের হয়ে যায়। ইতিহাসে এরাই খারিজী নামে পরিচিত।

শী'আ ঃ 'আলী (রা.)-এর গোঁড়া সমর্থকগণ শী'আঃ নামে পরিচিত। তারা পূর্ববর্তী তিন খলীফার খিলাফতকে অবৈধ এবং জবর-দখল বলে মনে করে।

যুবায়রিয়্যা ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র (মৃ. ৭৩ হি./৬৯২ খৃ.)-এর সমর্থক গোষ্ঠি।

মারওয়ানিয়্যা ঃ মারওয়ান ইবনুল-হাকাম (২হি.৬২৩ খৃ.—৬৫হি. ৬৮৫ খৃ.) -এর সমর্থকবৃন্দ। তিনি ইবনুয-যুবায়রকে 'মারাজ রাহিত' যুদ্ধে পরাস্ত করে উমায়্যা শাসন সুসংহত করেন।

মুদারিয়্যা ও কাহতানিয়্যা ঃ আরবের মুদার ও কাহতান গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন। মুদার গোত্রের নিবাস ছিল উত্তর আরব এবং কাহতান গোত্রের নিবাস ছিল দক্ষিণ আরব।

শু'উবিয়্যা ঃ আরবদের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভের দাবীতে গড়ে ওঠা অনারবদের একটি সংগঠন। প্রথমত এটি ছিল অরাজনৈতিক সংগঠন। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই এদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল।

৩. আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী, (৬০৫ খৃ.—৬৯ হি./৬৮৮ খৃ.)। একজন তাবিঈ, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দিস ও কবি। তাঁর প্রকৃত নাম জালিম ইব্‌ন 'আমর। আবুল আসওয়াদ উপনাম। বানূ কিনানা গোত্রের দুইল শাখায় জন্ম। তাঁর মাতা ছিলেন কুরায়শ বংশের 'আবদুদ-দার ইব্‌ন কুসায়্যি গোত্রের। সম্ভবত হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি বসরায় গমন করেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশাঃ (রা.)-এর সাথে আপোষের জন্য 'আলী (রা)-এর পক্ষে তিনি আলোচনায় অংশ নেন। পরে তিনি উষ্ট্রযুদ্ধে শরীক হন এবং সিফ্‌ফীনের যুদ্ধেও 'আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন। প্রথমত তিনি বসরার গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর সচিব অথবা কাযী ছিলেন। পরে 'আলী (রা.) তাঁকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে, তিনি আরবী ব্যাকরণের উদ্ভাবক ছিলেন এবং 'আলী (রা.) থেকে এর মূল সূত্রসমূহ শিক্ষা করেছিলেন। তিনিই প্রথম আরবীতে স্বরধ্বনি (حركة)-এর জন্য কিছু চিহ্নের প্রবর্তন করেন এবং কুরআন কারীমে প্রয়োগ করেন। হুসায়ন (রা.)-এর শাহাদাতে তিনি শোকগাথা রচনা করেন। তিনি একজন নেককার ও আল্লাহ্‌ভীরু লোক ছিলেন। যুহ্‌দ (দুনিয়াবিরাগ) সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। আস-সুক্‌কারী তাঁর কাব্যের সংকলন করেন। তবে তা আংশিকমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা ও রচনাশৈলী এবং শৈল্পিক দিক দিয়ে এগুলো তেমন উচ্চাঙ্গ মানের নয়। তিনি মহামারিতে বসরায় ইনতিকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ২১; ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল-'আরাবী, ২খ, পৃ. ৩৭৪-৭৫।

৪. ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল-'আরাবী, ২খ, পৃ. ৩১৮।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি মুহাম্মদ (স.)-কে প্রচণ্ড ভালবাসি; আর আব্বাস, হামযা ও ওয়াসী[৫]-কেও। আমি তাঁদেরকে আল্লাহর জন্যই ভালবাসি যাতে আমি যখন কিয়ামতের ময়দানে উত্থিত হব তখন আমার ভালবাসার জনদের সাথেই উঠতে পারি। তাঁরা নবী (স.)-এর চাচার বংশধর ও আপনজন। তারা আমার কাছে সমস্ত মানুষের থেকে ভালবাসার জন।"

শী'আদের বিশ্বাস হল, 'আলী (রা.)-ই প্রকৃত পক্ষে খিলাফতের হকদার। কিন্তু পূর্ববর্তী তিন খলীফা অন্যায়ভাবে তা দখল করে 'আলী (রা.)-কে তা থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেজন্য পূর্ববর্তী তিন খলীফার প্রতি রয়েছে তাদের বিরূপ মনোভাব। অনুরূপভাবে খারিজীগণ যেহেতু 'আলী (রা.)-এর বিরোধিতা করে সেহেতু তাদের প্রতিও তারা চরম বিরূপ মনোভাবাপন্ন। সে মনোভাব প্রকাশ করে কুছায়্যির[৬] বলেন ঃ

برئت إلى الإله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعينا
ومن عمر برئت ومن عتيق غداة دعى أمير المؤمنينا[৭]

"আল্লাহর কাছে আমি 'আরওয়া তনয়' ('উছমান) থেকে মুক্ত এবং খারিজীদের সকলের দীন থেকে, 'উমর ও 'আতীক (আবূ বকর) থেকেও আমি মুক্ত যেদিন তাদেরকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে আখ্যা দেয়া হয় সেদিন থেকেই।"

রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি - প্রভৃতির প্রভাব যেমন এ যুগের কাব্যে দৃশ্যমান তেমনি দীন ও ইসলামের প্রভাবও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে এ যুগের কাব্যে। রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে ইসলামের চর্চা ও অনুশীলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাঁদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামী অনুশাসন, ইসল-

---

৫. শী'আদের বিশ্বাস হল, রাসূল (স.) 'আলী (রা.)-কে খলীফা বানানোর জন্য ওসিয়্যাত করে গিয়েছিলেন। সেজন্য 'আলী (রা.)-কে তারা ওয়াসী বলে।

৬. উমায়্যা যুগের খ্যাতিমান কবিদের অন্যতম শী'আ কবি। উপনাম আবূ সাখর। পিতার নাম 'আবদুর রাহমান। খুযা'আঃ গোত্রে জন্ম। প্রেমিকা 'আয্যা বিনত হুমায়লকে নিয়ে বেশী বেশী প্রেমের কবিতা লিখেছেন বলে তিনি কুছায়্যির 'আয্যা নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অপর প্রেমের কবি জামীল বুছায়নার রাবী। তাঁর নিজের রাবী ছিলেন সাইব ইব্ন যাকওয়ান। কবির নিবাস ছিল মদীনায়। তবে হিজাযের অন্যান্য স্থানেও তিনি অবস্থান করতেন। তাই তাঁকে হিজাযের কবি বলে গণ্য করা হয়। তিনি উমায়্যা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এমনকি 'উমর ইবন আবদুল 'আযীযের ন্যায় 'কবিতা বিমুখ' শাসকও তাকে পুরস্কৃত করেন। ইব্ন সাল্লাম আল জুমাহীর মূল্যায়ন মতে হিজাযবাসীর কাছে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য কিন্তু ইরাকবাসী তাকে এতটুকুও মূল্যায়ন করেনা। কারো কারো মতে তার কবিত্বের পূর্ণতা প্রশংসামূলক কবিতায়। আর কারো কারো মতে কাসীদার প্রণয় অংশে তার কবিত্বের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত। তিনি উমায়্যা শাসক 'আবদুল মালিক-এর বহু প্রশংসা করেন। মিসর গিয়ে তার ভাই আবদুল 'আযীযের প্রশংসা করেন। কারো কারো মতে তাঁর এসব প্রশংসা ছিল মুনাফেকী ও শঠতাপূর্ণ। তাঁর অনেক কবিতা সঙ্গীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং তা গীত হয়েছে। তার কবিতার দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১০৫ মতান্তরে ১০৭ হি./৭২৩ খৃ, মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮খ, পৃ. ২৭৩-৭৪; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩১৯-২৩; আল-মুনজিদ, আল-আ'লাম, পৃ. ৪৩৪।

৭. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

ামী চিন্তা-চেতনা ও ইসলামী ভাবধারায় নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। আর উমায়্যা যুগ ছিল সেই সাহাবায়ে কিরামের অতি কাছের যুগ। তাই ইসলামী ভাবধারার সে তরঙ্গমালা উমায়্যা যুগে এসেও তরঙ্গায়িত হয়ে ফিরছিল (যদিও এ যুগে ইসলামী শাসন প্রয়োগে কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়ায় কোন কোন কবি তাদের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে জাহিলী ভাবধারার অনুকরণে প্রয়াসী হন)। তাই তাদের কবিতায়ও স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবেই ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠেছে তাদের অজান্তে হলেও। শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস ও ভাব বর্ণনায় তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর দেখা যায় তাদের কবিতায়। যদিও রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগের তুলনায় তার পরিমাণ অনেক কম। তাই আমরা দেখতে পাই ইসলামের এ যুগান্তকরী প্রভাবের ফলে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও কবি আল-আখতাল[৮] তার কবিতায় আল-কুরআনের মর্ম ও ভাব তো বটেই আল-কুরআনের শব্দ বরং পুরো বাক্যই হুবহু প্রয়োগ করেছেন চমৎকারভাবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كأنهم من بقايا أمة ذهبوا[৯]

"অতপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রইল না। তারা যেন বিগত জাতির অবশিষ্টাংশ।"

এখানে প্রথম চরণটি হুবহু আল-কুরআনের সূরা আহযাবের ২৫ নং আয়াতেরই অংশ যা চমৎকারভাবে কবিতায় প্রয়োগ করা হয়েছে।

আল-কুরআনের ওজস্বিতা পূর্ণ ভাষা ও ভাব এবং হাদীসের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এযুগের কাব্য। অনুরূপভাবে কাব্যের বর্ণনাভঙ্গী, মর্ম ও বিষয়বস্তুও ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত হয়ে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে শনৈ শনৈ। যে কবি ইসলামী অনুশাসনের

---

৮. আল-আখতাল (২০ হি./৬৪০ খৃ,—৯২ হি./৭১০ খৃ.)। তাগলিব বংশীয় একজন খৃস্টান কবি। বনূ উমায়্যার সভা কবি। হীরার এক পল্লিতে তার জন্ম। প্রকৃত নাম গিয়াছ। উপনাম আবূ মালিক। আল-আখতাল তার উপাধি, যার অর্থ বোকা। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে কাব্যপ্রতিভার প্রকাশ ঘটে। তিনি বোকামির পরিচয় দিয়ে বেশী বেশী মানুষের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করতে থাকেন। তাই লোকে তাকে আল-আখতাল বা বোকা খেতাব দেয়। এক বর্ণনামতে তার গোত্রের কবি কা'ব ইব্ন জু'আয়ল (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) তাকে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে তিনি উমায়্যাদের রাজকবি হিসেবে আবির্ভূত হন। ইয়াযীদের অনুরোধে তিনি উমায়্যাদের পক্ষ নিয়ে আনসারদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। উমায়্যাদের প্রশংসায় তিনি বহু কবিতা রচনা করেন এবং বিনিময়ে প্রচুর সম্পদ ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। বনূ উমায়্যা বিরোধীদেরকে তিনি তার কবিতায় আক্রমণ করেছেন। বেশীর ভাগ সময়েই মদে চুর হয়ে থাকতেন। এমনকি রাজদরবারে আগমন করলে তখনও তার দাড়ি থেকে ফোটা ফোটা মদ ঝরে পড়ত। আবদুল মালিক তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে মদ ছাড়তে হবে যা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। সমসাময়িক কবি জারীরের সাথে তিনি কবিতার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন। ফলে রচিত হয় শক্তিশালী نقائض জাতীয় কবিতা। সমসাময়িক রাজনৈতিক বিবাদ, জাতিগত বৈষম্যের চিত্র ও তদানীন্তন নৈমিত্তিক ঘটনাবলী ছিল তার কবিতার উৎস। আবূ সাঈদ আস-সুক্কারী ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্বাস আল-ইয়াযীদী তার কবিতার সংকলন করেন। বৈরুত থেকে আল-আব আনতূন আল-ইয়াসূঈ ১৮৯০ খৃ. ও ১৯৩৮ খৃ. তার পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ১০৩-১০৪; আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; ড. শওকী দায়ফ প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ২৫৮-৬৪)।

৯. আল-আখতাল, দীওয়ান, (বৈরুত : ১৮৯১ খৃ,.) পৃ. ৩৮; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

যত অনুরাগী ছিলেন তার কবিতায় ইসলামের প্রভাবও তত বেশী পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই। এ যুগের অনেকের কবিতায়ই যে আল-কুরআনে বর্ণিত মর্ম ও ভাব হুবহু ফুটে উঠেছে তার বহু নিদর্শন রয়েছে। যেমন তিরিম্মাহ[১০] বলেন ঃ

يوم لا ينفع المخول ذا الثر وة خلانه ولا ولده
ثم يوتى به وخصماه وسط ال جن والإنس رجله ويده
إنما الناس مثل نابتة الزر ع متى يأن يأت محتصده[১১]

"যেদিন অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির কোন কাজে আসবে না তার বন্ধুবান্ধব, আর না তার সন্তান। তার সামনে হাজির করা হবে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর তার বিপক্ষে যাওয়া হাত-পা। মানুষ তো ক্ষেতের শস্যের ন্যায়। যখন সময় হয় তখন তার কর্তনকারী এসে যায় (অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশতা এসে তার রূহ নিয়ে যায়)।"

তার এ কবিতার মর্ম কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন কাজে আসবে না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ - يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَال وَلاَ بَنُوْن - الاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -[১২]

"আর আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থান দিনে; সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে।"

সেদিন তার হাত পা তার বিপক্ষে চলে যাবে, আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -[১৩]

"আজ আমি তাদের মুখে মোহর করে দেব, তাদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং তাদের চরণ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।"

অনুরূপভাবে তৃতীয় বয়তের মর্ম ঃ যার যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখনই তার মৃত্যু দেয়া হবে। এক মুহূর্তও আগ-পাছ করা হবে না। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

---

১০. আত-তিরিম্মাহ ইব্ন হাকীম, (মৃ. আনু. ১০৫ হি.)। একজন খারিজী কবি। সিরিয়ার তাঈ গোত্রে জন্ম। সেখানে তিনি প্রতিপালিত হন। অতপর কূফা আগমন করেন এবং 'তায়মুল্ -লাত ইব্ন ছা'লাবা' গোত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে এক খারিজী পণ্ডিতের সাহচর্যে এসে খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষক ও সুবক্তাও ছিলেন। তিনি ইরানের রায়্যি প্রদেশ সফর করেন। খ্যাতনামা কবি আল-কুমায়ত ছিলেন তার বিশিষ্ট বন্ধু। তার আকীদা বিষয়ক কবিতাসমূহের ভাষা প্রাঞ্জল। কিন্তু মরুভূমির বর্ণনা বিষয়ক কবিতা সমূহের ভাষা বেশ কঠিন ও দুর্বোধ্য। আল-মুনজিদ, আল-আ'লাম, পৃ. ৩২০; ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২খ, পৃ. ৩১১-১৪।

১১. আত-তিরিম্মাহ, দীওয়ান, সম্পা. ড. 'ইয্যাত হাসান, (বৈরুত : দারুশ-শারকি'ল-'আরাবী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.), ২য় সং., পৃ. ১৪০।

১২. ২৬ [আশ-শু'আরা] ঃ ৮৭-৮৯।

১৩. ৩৬ [ইয়াসীন] ঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

فَاذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ –১৪

"যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।"

এ যুগের কবিতায় ইসলামের মূল শিক্ষা তাওহীদের স্বীকৃতি স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহর অনুগত হবার কথাও ফুটে উঠেছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হবার কথাও বলা হয়েছে। যার শব্দ চয়নও হয়েছে সরাসরি কুরআন কারীম থেকে। যেমন কবি রা'ইল-ই'বিল[১৫] বলেন ঃ

أ خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا[১৬]

"ওগো দয়াময় (আল্লাহ)-এর প্রতিনিধি! আমরা এমন একটি দল যারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ। আমরা সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা করি।"

উক্ত বয়তের শব্দ ও মর্ম কুরআন কারীম থেকেই নেয়া হয়েছে। যেমন حنفاء শব্দটি কুরআন কারীমের দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর একবচন حنيف শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দশ জায়গায়[১৭]। আর بكرة وأصيلا শব্দদ্বয় যুক্তভাবে চার জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।[১৮] বয়তটির মর্মও কুরআন কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً[১৯]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তসবীহ পাঠ করবে।"

আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও কুদরত বর্ণনা করেও এ সময়ে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন আল-'আজ্‌জাজ[২০] বলেন ঃ

---

১৪. ৭ [আল-আ'রাফ] ঃ ৩৪।

১৫. একজন মরুচারী কবি। তার প্রকৃত নাম 'উবায়দ ইব্‌ন হুসায়ন আন-নুমায়রী। উপনাম আবূ জানদাল। রা'ইল-ইবিল হল তার উপাধি, যার অর্থ উষ্ট্রচারী। তিনি উট চরাতেন। তাই তার কবিতায় উট সম্পর্কিত বিবরণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। উটের আকৃতি, বন্য গাভীর সাথে তার তুলনা, উটের ভ্রমণ ও পানির সন্ধানে এখানে-সেখানে গমন এবং উটচালকের ভ্রমণকালীন নানা কষ্ট ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার কবিতায়-এ জন্য তাকে উক্ত উপাধি দেয়া হয়। তার কবিতায় যথেষ্ট মৌলিক চিন্তাধারা বিদ্যমান। জারীরের তুলনায় তিনি ফারাযদাককে প্রাধান্য দিতেন বলে জারীর তাকে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেন। তিনি আনু. ৯০ হি./৭০৯ খৃ. মতান্তরে ৭৩৮ খৃ, মৃত্যুবরণ করেন।

১৬. আবূ যায়দ আল-কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল-'আরাব, (মিসর : ১৩৩০ হি.), ১ম সং. পৃ. ৩৪৫।

১৭. মুহাম্মদ ফুআদ 'আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল-মুফাহরাস লি-আলফাজিল-কুরআনিল-কারীম, (কায়রো : দারুল-হাদীস, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.). ২য় সং.. পৃ. ২৭৯।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

১৯. ৩৩ [আল-আহযাব] ঃ ৪১-৪২; আরো দ্র. ৭৬ [আদ-দাহর] ঃ ২৫।

২০. তার প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রু'বা। উপনাম আবুশ-শা'ছা। তমীম গোত্রীয় আরব কবি। তিনি প্রধানত বসরাতে বসবাস করতেন। খুব সম্ভব 'উছমান (রা.)-এর খিলাফতকালে (২৩-৩৫/৬৪৪-৫৬) জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৯৭/৭১৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কাব্যে কেবলমাত্র 'রাজায' ছন্দ ও মাত্রা এবং খুবই গুরুগম্ভীর শব্দাবলী ব্যবহার করতেন। জাহিলী যুগের কাসীদার ঢঙে তিনি উরজূযা রচনা করতেন। তাতে থাকত প্রথমে গতানুগতিক 'নাসবী'। অতপর মরুভূমি ও সেখানকার জীবজন্তুর বর্ণনা এবং শেষাংশে কোন ব্যক্তির বা স্বয়ং কবির বা

Dhaka University Institutional Repository

الحمد لله الذى استقلت بأذنه السماء واطمأنت[২১]

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যার অনুমতিতে আকাশ সুউন্নত রয়েছে এবং শান্ত ও নিশ্চিন্ত রয়েছে।"

আল্লাহর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আবুন-নাজম আল-'ইজলী ২২ বলেন ঃ

الحمد لله الوهوب المجزل أعطى فلم يبخل ولم يبخل[২৩]

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি দানকারী, অনেক বড় দাতা। তিনি দান করেন, কোনরূপ কৃপণতা করেন না। কৃপণতার সাথে তাঁকে সম্পৃক্ত করা যায় না।"

এ বিশ্ব চরাচরের সর্বত্রই আল্লাহর ইচ্ছা ও কর্তৃত্ব কার্যকর। তাই হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক ও সরল পথের সন্ধান দেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ اللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ[২৪]

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"

আল-কুরআনের এ বর্ণনাটিই ব্যক্ত করে আত-তিরিম্মাহ বলেন ঃ

وأهلت الصبا وأرشدنى اللّ ـه لدهر ذى مرة وانتقاض[২৫]

"চতুর্দিকে ধর্ম ত্যাগের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছিল। অথচ আল্লাহ আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিলেন শক্তিশালী ও পরিবর্তনশীল সে যুগে।"

উল্লেখ্য যে, এখানে দ্বিতীয় চরণে ব্যবহৃত ذى مرة শব্দটি কুরআন কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৬]

তার গোত্রের প্রশস্তিসূচক বর্ণনা। তিনি কখনো বিদ্রূপাত্মক কবিতা বা শোকগাথা রচনা করেননি। তিনি বহু বিখ্যাত ব্যক্তির প্রশস্তি রচনা করেছেন যথা ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া, 'আবদুল 'আযীয ও বিশর ইব্ন মারওয়ান, সুলায়মান ইব্ন 'আবদিল মালিক, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ, মুস'আব ইবনুয যুবায়র প্রমুখ। ছন্দ প্রকরণের প্রতি নিষ্ঠাবোধ হেতু এবং কবিতাতে অস্বাভাবিক সংখ্যক শ্লোক থাকার কারণে (একটি উরজূযাতে ২২৯টি) তার রচনা খুবই কষ্টসাধ্য হত। আরবী কাব্য সমালোচকগণ সকলেই তার কাব্যের শব্দ সম্ভারের প্রশংসা করেছেন। অভিধান প্রণেতাগণ প্রায়শঃ তার কবিতা থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করে থাকেন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত অনুপ্রাস ব্যবহারের কারণে এবং অপ্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য শব্দের প্রতি আসক্তির জন্য তাকে দোষও দিয়ে থাকেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ১৫৬।

২১. মুহাম্মদ 'আবদুল-মুন'ইম খাফাজী, আল-আদাবুল 'আরাবী ওয়া তারীখুহু ফিল-'আসরায়ন আল-উমাবী ওয়াল 'আব্বাসী (বৈরুত : দারুল জীল ১৪১০ হি./১৯৯০ খৃ.) পৃ. ৮৪।

২২. তার প্রকৃত নাম আল-আগলাব ইব্ন 'উমর। উপনাম আবুন-নাজম। কূফাবাসী একজন আরব কবি। তিনি সফলভাবে রাজায ছন্দ কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। সুলায়মান ইব্ন 'আবদিল মালিক ও হিশামের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করেন। হিশাম কূফাতে তাকে আল-ফিরক নামে একটি জায়গীর প্রদান করেন। ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজের প্রশংসায়ও তিনি কবিতা রচনা করেন। ৬৪১ খৃ. নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি নিহত হন। আল-মুনজিদ, আল-আ'লাম, পৃ.৩৪৫; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৯৭-৯৯)।

২৩. 'উমর ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল-'আরাবী, (বৈরুত : দারুল-'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৯২ খৃ.), ৬ষ্ঠ সং. ১খ,৬৮৩।

২৪. ২ [আল-বাকারা] ঃ ২১৩।

২৫. আবূ যায়দ আল-কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব, পৃ. ৩৭৭।

২৬. ৫৩ [আন-নাজম] ঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া বিষয়ভিত্তিক কবিতায় যে ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠেছে তা নিম্নরূপ ঃ

প্রশংসা বা স্তুতিবাদমূলক কবিতা (المديح) ঃ যেহেতু এ যুগটি ছিল সাহাবায়ে কিরামের যুগ-এর কাছাকাছি। তাই বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এ যুগের কবিতাও সাহাবী যুগের আদলে রচিত হয়েছে। সুতরাং সাহাবী যুগের ন্যায় এ যুগেও প্রশংসা ও স্তুতিবাদমূলক কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে প্রশংসিত ব্যক্তির তাকওয়া-পরহেযগারী, দুনিয়া বিরাগ প্রভৃতি বিষয়। যথা খুলাফায়ে রাশেদার পঞ্চম খলীফা বলে খ্যাত 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয (র.)-এর দুনিয়া বিরাগ সম্পর্কে প্রশংসা করে কবি কুছায়্যির বলেন ঃ

وتومض احيانا بعين مريضة وتبسم عن مثل الجمان المنظم
فأعرضت عنها مشمئزا كأنما سقتك قدوفا من سمام وعلقم
تركت الذى يفنى وإن كان مونقا وآثرت ما يبقى برأى مصمم[২৭]

"কখনো কখনো তুমি রুগ্ন চোখে ইঙ্গিত কর এবং গৃথিত মুক্তার ন্যায় হাস। তুমি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ ঘৃণাভরে। যেন তা তোমাকে পান করিয়েছে বিষাক্ত ও তিক্ত শরবত। যা ধ্বংস হয়ে যাবে (দুনিয়া) তা তুমি ত্যাগ করেছ যদিও তা আনন্দদায়ক; আর যা স্থায়ী থাকবে (পরকাল) তাকে তুমি প্রাধান্য দিয়েছ দৃঢ় ও অবিচল মতের দ্বারা।"

উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত যুবায়য়ী পক্ষের সেনাপতি মুস'আব ইবনুয-যুবায়রের তাকওয়ার প্রশংসা করে এবং তাকওয়ার ফযীলত বর্ণনা করে 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন কায়স আর-রুকায়্যাত[২৮] বলেন ঃ

---

২৭. 'উমর ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল-'আরাবী, ১খ, পৃ. ৬২০-২১।

২৮. যুবায়রীদের কবি। সময়কাল আনু. ১২ হি. -৭৫ হি.। কুরায়শ বংশের শাখা বানূ 'আমির ইব্ন লুআয়্যি-এ জন্ম। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজাযে লালিত-পালিত হন। সিফ্ফীন যুদ্ধের পর ৩৭/৬৫৭ সালে আত্মীয়-স্বজনদের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি জাযীরা (মেসপটেমিয়া)-এর আর-রাককায় চলে যান। তাদের মধ্যে 'আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন আবী সা'দ-এর কন্যা রুকায়্যাঃ এবং তার সমমানের অন্যান্যদের কাছ থেকে কবি আর-রুকায়্যাত নাম গ্রহণ করেন। প্রায় ৩০ বছর তিনি মেসপটেমিয়ায় অবস্থান করেন। উমায়্যা ও যুবায়রীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে তিনি যুবায়রীদের পক্ষাবলম্বন করেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং বনী উমায়্যাদের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করেন। ৭২/৬৯১ সালে দায়রুল জাছালীকের যুদ্ধে মুস'আব ইবনুয-যুবায়র পরাজিত ও নিহত হলে কবি কূফায় পলায়ন করেন। এক বছর পর মদীনায় আগমন করত উমায়্যাগণের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন এবং 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 'আবদুল মালিক তাকে ক্ষমা করেন। অতপর তিনি মিসরে 'আবদুল 'আযীয ইব্ন মারওয়ানের দরবারে গমন করে তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন এবং সম্মানিত হন। প্রেমমূলক কবিতা রচনা করলেও তার অধিকাংশ কবিতাই স্তুতিবাদমূলক ও রাজনৈতিক। তাঁর কবিতার স্টাইল মনোরম ও স্বতস্ফূর্ত। তিনি অপ্রচলিত শব্দ পরিহার করতেন এবং হ্রস্ব ছন্দ পসন্দ করতেন বিশেষ করে খাফীফ ও মুনসারিহ। তার কবিতা 'আব্বাসী রাজদরবারে সঙ্গীতাকারে গীত হয়। তার কবিতার প্রথম সংকলন তৈরী করেন সম্ভবত মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব(মৃ. ২৪৫/৮৬০)। এ সংকলনই আস-সুককারী (মৃ. ২৭৫/৮৮৮) কর্তৃক রচিত সমালোচনামূলক সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পৃ. ৫৮৩-৮৪; শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ২৯৩-৩০১; আল-মুনজিদ, আল-আ'লাম, পৃ. ৪২৬।

Dhaka University Institutional Repository

إنما مصعب شهاب من الله تجلت عنه وجهه الظلماء
يتقى الله فى الأمور وقد أف لح من كان همه الاتقاء[২৯]

"মুস'আব তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এক উল্কাপিণ্ড; তার মুখমণ্ডল থেকে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে তা আলোকিত হয়। সকল কাজে তিনি আল্লাহকে ভয় করেন। আর যার ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা হয় আল্লাহকে ভয় করা সে তো সফলকাম হয়েই থাকে।"

শী'আ কবিগণ তাদের ইমামদের প্রতি এ জাতীয় বিশেষণ আরো বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। আল-কুমায়ত[৩০]-এর হাশিমিয়্যাত কবিতায় যার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় তিনি বলেন ঃ

حياتك كانت مجدنا وسناءنا وموتك جدع للعرانين موعب
وأنت أمين الله فى الناس كلهم علينا وفيما احتاز شرق ومغرب
وبوركت مولودا وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذا أنت أشيب
وبورك قبر انت فيه وبوركت به وله أهل لذالك يثرب[৩১]

"আপনার জীবন ছিল আমাদের জন্য সম্মান ও মর্যাদার আর আপনার মৃত্যু যেন আমাদের জন্য নাকের গোড়া থেকে কেটে ফেলা (-র ন্যায় অশুভ)। আপনি সকল মানুষের মধ্যে এবং পূর্ব-পশ্চিমে যা কিছু আছে সব কিছুর মধ্যে আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত ব্যক্তি। আপনার জন্মে বরকত দেয়া হয়েছে। বরকত দেয়া হয়েছে আপনার প্রবৃদ্ধিতে। আপনাকে বরকত দেয়া হয়েছে বার্ধক্যে, যখন আপনি বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন। বরকত দেয়া হয়েছে সেই কবরে যাতে আপনি রয়েছেন। ইয়াছরিব (মদীনা) -কে রবকত দেয়া হোক তাঁর (রাসূল (স.)-এর) দ্বারা এবং তাঁর জন্য যা এ ব্যাপারে উপযুক্ত।"

অনুরূপভাবে বনূ হাশিমের প্রশংসায় কবি আয়মান ইবন খুরায়ম[৩২] বলেন ঃ

২৯. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ নাজম, দীওয়ান 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স আর-রুকায়্যাত, (বৈরুত : দার সাদির, ১৩৭৮ হি./ ১৯৫৮ খৃ.,) পৃ. ৯৯-১০০, বয়ত নং ৩০-৩১।

৩০. একজন শী'আ কবি। ৬০ হি./৬৮০ খৃ, কূফায় জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি ফিক্‌হ, হাদীস, আরবের বংশাবলী, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং কূফার মসজিদে উক্ত বিষয়সমূহের একজন শিক্ষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অতপর আত-তিরিম্মাহ-এর সাথে তার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। বনূ হাশিমের প্রশংসায় তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন। বিশেষত 'আলী ইবনুল হুসায়ন ওরফে যাইনুল 'আবেদীনের প্রশংসায়। তার কবিতার দীওয়ান 'আল হাশিমিয়্যাত' নামে পরিচিত। ড. শওকী দায়ফ, ২খ, পৃ. ৩২৩-২৯; আল-মুনজিদ আল-আ'লাম, পৃ. ৪৬৮।

৩১. দাউদ সাল্লুম ও নূরী হাম্মূদী, হাশিমিয়্যাতুল কুমায়ত, (বৈরুত : মাকতাবাতুন-নাহদা আল-'আরাবিয়্যা, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খৃ.), ২য় সং. পৃ. ৬০-৬১, বয়ত নং ৪২-৪৫।

৩২. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী তার আল-আগানী গ্রন্থে আয়মান ইব্‌ন খুরায়ম আল-আসাদীকে শী'আ মতাবলম্বী কবি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে হযরত 'উছমান (রা.)-এর দলভুক্ত বলা যায়। কূফাতে বসতি স্থাপন করার পর ঐ শহরের অন্যান্য কবির ন্যায় তিনি গযল কাব্য রচনা শুরু করেন। উমায়্যা রাজপুত্র 'আবদুল 'আযীয ও বিশ্‌র ইব্‌ন মারওয়ানের প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেছেন। তার কিছু কবিতায় রাজনৈতিক বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বনূ হাশিমের প্রশংসায় প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন এবং অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে তার অনিচ্ছা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

نهاركم مكابدة وصوم　　وليلكم صلوة واقتراء
وليتم بالقرآن وبالتزكى　　فأسرع فيكم ذاك البلاء[৩৩]

"তোমাদের দিনগুলি কাটে কষ্ট-ক্লেশে এবং রোযা রেখে । আর রাতগুলি কাটে সালাত ও ইবাদাতে। তোমরা কুরআনের সাথে ও পবিত্রতার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছ তাই তোমাদের মধ্যে উক্ত বালা-মুসীবত দ্রুত প্রবেশ করেছে।"

ঈমান, নেককাজ, ন্যায়বিচার ও দয়া প্রভৃতি ইসলামী মূল্যবোধের কারণে প্রশংসা করা হয়েছে এ সময়ের কাব্যে। যেমন সুলায়মান ইব্ন 'আবদিল মালিকের প্রশংসায় ফারাযদাক[৩৪] বলেন ঃ

جعلت لأهل الأرض عدلا ورحمة　　وبرء لآثار الجروح الكوالم
كما بعث الله النبى محمدا　　على فترة والناس مثل البهائم[৩৫]

"আপনাকে পৃথিবীর ন্যায়বিচার ও দয়ার প্রতীক, আর মারাত্মক আহত ব্যক্তির আরোগ্যকারী বানানো হয়েছে, যেমনিভাবে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ (স.)-কে পাঠিয়েছিলেন একটি সময়ের জন্য যখন মানুষ চতুষ্পদ পশুর ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।"

এখানে ইসলাম নির্দেশিত গুণাবলী ছাড়াও রাসূল (স.)-এর প্রেরণের কথা এবং তৎকালীন মানুষের চারিত্রিক অধপতনের কথা ফুটে উঠেছে।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। তাই এ বিধান পালনের জন্য তথা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যও প্রশংসা করে এ সময়ে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন

করেছেন। তিনি খারিজী সম্প্রদায় ও হযরত 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ. পৃ. ৩৫৯।

৩৩. ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ২খ, পৃ. ১৭৯; আল-ইসফাহানী, আল-আগানী, ৬খ, পৃ. ২১।

৩৪. আল-ফারাযদাক ঃ (৬৪১ খৃ.—৭৩২ খৃ.)। নিন্দাবাদমূলক কাব্য ধারার একজন খ্যাতিমান কবি। বসরায় তামীম গোত্রের শাখা বানূ দারিম-এ তাঁর জন্ম। তার প্রকৃত নাম হাম্মাম ইব্ন গালিব ইব্ন সা'সা'আ আদ-দারিমী। ফারাযদাক তাঁর উপাধি, যার অর্থ মোটা শক্ত ও পুরু রুটি। তার চেহারা ছিল বীভৎস ও কঠোর সেজন্য তাকে উক্ত উপাধি দেয়া হয়। কৈশোরে পিতা তাকে নিয়ে 'আলী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, এ আমার পুত্র। সে একজন কবি। 'আলী (রা.) তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার উপদেশ দিলেন। তিনি রাজা বাদশাহ ও অন্যান্যের প্রশংসা ও নিন্দাবাদে কবিতা রচনা করে জীবন অতিবাহিত করেন। তবে তিনি বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন কবি জারীরের সাথে নিন্দাবাদমূলক কবিতা (نقائض) -এ জড়িয়ে পড়ে। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এ জাতীয় কবিতা রচনা করেন। প্রথম জীবনে তিনি মদ পান, নারী আসক্তি প্রভৃতি পাপাচারে নিমজ্জিত ছিলেন। তবে শেষ জীবনে তিনি তওবা করেন এবং অতীত কর্মের জন্য দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেন। পাপাচারে আসক্ত থাকলেও তার কবিতায় ইসলামী ভাবধারার ছাপ সুস্পষ্ট। সালাত, তাকওয়া, পুনরুত্থান দিবস, হিসাব-নিকাশ, নবীদের ঘটনাবলী প্রভৃতির প্রয়োগ তার কবিতায় প্রচুর দেখা যায়। তার কবিতার দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। 'নাকায়েদু জারীর ওয়াল ফারাযদাক' শীর্ষক গ্রন্থেও তার প্রচুর কবিতা স্থান পেয়েছে। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ২৬৫—৭৬; আল-মুনজিদ, আল-আ'লাম, পৃ. ৩৮৫।

৩৫. ড. মাহমূদ গানাবী আয-যুহায়রী, নাকায়েদ জারীর ওয়াল-ফারাযদাক, (বাগদাদ : দারুল মা'রিফাঃ, ১৯৫৪ খৃ.), ১ম সং,. পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

খালিদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-কাসরীকে এ ব্যাপারে এবং ধৈর্যের প্রশংসা করে জারীর[৩৬] বলেন ঃ

حميت ثغور المسلمين فلم تضع وما زلت رأسا قائدا وابن قائد
وإنك قد أعطيت نصرا على العدى ولقيت صبرا واحتساب المجاهد[৩৭]

"মুসলমানদের বিভেদ থেকে আপনাকে রক্ষা করা হয়েছে। তাই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হননি। আর আপনি সর্বদাই একচ্ছত্র নেতা ও নেতার পুত্র হয়ে রয়েছেন। আপনাকে শত্রুর উপর সাহায্য করা হয়েছে। আপনাকে দেয়া হয়েছে ধৈর্য এবং মুজাহিদদের বিনিময়ের আকাঙখা।"

সাহাবীদের যুগের ন্যায় এ যুগেও উত্তম চরিত্রের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ মানব হযরত রাসূল কারীম (স.)-এর প্রশংসায় রচিত হয়েছে বহু কবিতা, স্বাভাবতই যা ইসলামী ভাবধারায় আপ্লুত। যেমন জারীর বলেন ঃ

صلى الملئكة الذين تخيروا والصالحين عليك والأبرار
وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وعاروا[৩৮]

"আপনার উপর দরূদ পড়ে সেসব ফিরিশতা যাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) এবং সৎ ও নেক্কার লোকগণও। আপনার উপর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক হাজীগণ যখনই চাদর পরিহিত অবস্থায় আগমন করেন তখন।"

৩৬. জারীর ইব্ন 'আতিয়্যাঃ (৩৩ হি./৬৫৩ খৃ.—১১৪ হি./৭৩২ খৃ.) উপনাম আবূ হাযরা। জনশ্রুতি আছে যে, পিতা 'আতিয়্যা ইবন হুযায়ফা আল-খাতাফা এতই কৃপণ ছিলেন যে, বকরীর বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতেন যাতে দোহনের শব্দ শুনে কেউ এসে চাইতে না পারে। ইয়ামামর এক পল্লীতে তামীম গোত্রের কুলায়ব আল-ইয়ারবূ'ইয়্যা শাখায় জন্ম। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ তিনি স্বীয় পল্লীতে কাটান। অতপর উমায়্যা শাসকদের নিকট গমন করত তাদের প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন। তবে তিনি বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন আল-ফারাযদাক ও আল-আখতাল-এর নিন্দাবাদমূলক (نقائض) কবিতা রচনা করে। তার কবিতা তার নিজের ও তৎকালীন সময়ের বাস্তব চিত্র। তাতে গ্রামীন চিত্র যেমন, তেমনি নাগরিক চিত্রও ফুটে উঠেছে। তিনি মরুভূমির বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেখানকার জীবজন্তু, লতাগুল্ম, গাছপালা, উষ্ণতা প্রভৃতির বর্ণনা যেমন দিয়েছেন তেমনিভাবে শহর-নগরের বর্ণনা, সেখানকার বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা ও ফুল এবং ধনী লোকদের বৈঠক প্রভৃতির বর্ণনা তুলে ধরেছেন কবিতার মাধ্যমে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক। জীবনে তিনি কখনো মদ স্পর্শ করেন নি। তাই তার কবিতায় মদের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয় মজবুতভাবে ধারণ করেন এবং তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। তাই নাচ-গানের আসরে তিনি কখনো যেতেন না। এসব কারণে অন্যান্য কবিদের তুলনায় তার কবিতায় ইসলামী ভাবধারার ছাপ বেশী পরিদৃষ্ট হয়। তার দীওয়ান যা মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব (মৃ. ২৪৫ হি./৮৫৯ খৃ.) সংকলন করেন—এর অধিকাংশই বিদ্রূপাত্মক কবিতা। এ ছাড়া তাতে প্রশংসা, গর্ব, প্রণয়গীতি ও শোকগাথা মূলক কবিতা রয়েছে। ড. শওকী দায়ফ, ২খ, পৃ. ২৭৬ ; আল-মুনজিদ. আল-আ'লাম, পৃ. ১৩৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১খ, পৃ. ৪৯৩-৯৪।

৩৭. দীওয়ানু জারীর (মিসর : আল-মাতবা'আতুল ইসলামিয়্যা, ১৩১৩ হি.), ১ম সং., ১খ, পৃ. ৭৪।

৩৮. ড. মাহমূদ গানাবী আয-যুহায়রী, নাকায়েদ জারীর ওয়াল-ফারাযদাক, (বৈরুত : দার সা'ব, ১৯৮০ খৃ.), ৩য় সং, পৃ. ৩২৯; দীওয়ান জারীর, ২খ, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ প্রশংসা করে 'আদিয়্যি ইবনুর-রিকা'[৩৯] বলেন

صلى الذى الصلوات الطيبات له والمؤمنون إذا ما جمعوا الجمعا
هو الذى جمع الرحمن أمته على يديه وكانوا قبله شيعا[৪০]

"তাঁর (রাসূল (স.)-এর) জন্য সেই মহান সত্তা (আল্লাহ) শান্তি বর্ষণ করেন, যার জন্য নিবেদিত সকল দু'আ ও পবিত্রতা। আর মু'মিনগণও যখন বড় সমাবেশে একত্রিত হয় তখন তাঁর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। তিনি সেই সত্তা, দয়াময় আল্লাহ যার উম্মতকে তাঁর সামনে একত্র করেছেন অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন।"

রাসূল (স.)-এর প্রশংসা ও গুণাগুণ কুরআন কারীমে যেভাবে করা হয়েছে এ যুগের কবিতায়ও অদ্রূপ করা হয়েছে। যেমন কবি আল-কুমায়ত তাঁর প্রশংসা করে বলেন ঃ

إلى السراج المنير أحمد لا تعدلنى رغبة ولا رهب
عنه إلى غيره ولو رفع ال ناس إلى العيون وارتقبوا
وقيل أفرطت بل قصدت ولو عنفنى القائلون أو ثلبوا[৪১]

"সেই উজ্জ্বল প্রদীপ আহমদ-এর প্রতি (আমার এ কবিতা এবং সব কিছু নিবেদিত)। কোন আকর্ষণ বা ভীতি তাঁর থেকে আমাকে অন্যের দিকে ফিরাতে পারবে না। যদিও মানুষ চোখ তুলে আমার দিকে তাকায় এবং ভয় দেখায়। আর যদিও (আমাকে) বলা হয়, তুমি খুবই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ; বরং আমি এ ইচ্ছাই পোষণ করে যাব, যদিও লোকে আমাকে ভর্ৎসনা করে অথবা গালিগালাজ করে।"

কবিতার প্রথম চরণটিতে উল্লিখিত السراج المنير "উজ্জ্বল প্রদীপ" বিশেষণটি আল্লাহ তা'আলাই উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيْراً وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰه بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْراً [৪২]

"হে নবী আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"

এ যুগে ইসলামের মূল কথা তাওহীদ এর উল্লেখ করে এবং মুসলিমের সবচে' বড় গুণ

---

৩৯. সিরিয়া (দামিশক)-এর একজন আরব কবি। উপনাম আবূ দুআদ। কুদা'আঃ গোত্রের শাখা 'আমিলায় জন্ম। উমায়্যা শাসকদের বিশেষত আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদিল মালিক (৮৬ হি.—৯৬ হি./৭০৫ খৃ.—৭১৫ খৃ.) -এর প্রশংসায় তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করে প্রসিদ্ধ হন। আল-ওয়ালীদ তাকে রাজকবির মর্যাদা দেন। 'আদিয়্যি খ্যাতিমান কবি জারীরের সাথে কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি কবি রা'ইল ইবিলের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। তার কবিতা সঙ্গীতাকারে গীত হয়। ইব্ন সুরায়জই বেশীর ভাগ তার কবিতায় সুরারোপ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ২৫৯; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, ৩৪৩-৪৬; আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬।

৪০. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৪৪।

৪১. 'উমার ফাররূখ, তারীখুল-আদাবিল-'আরবী, ১খ, পৃ. ৬৯৮।

৪২. ৩৩ [আল-আহযাব] ঃ ৪৫-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

'তাকওয়া'র কারণে প্রশংসা করে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন কবি জারীর হাজ্জাজের প্রশংসা করে বলেন ঃ

تقى بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح[৪৩]

"তিনি সেই আল্লাহর ভয়ে ভীত, যার কোন শরীক নেই। আর খলীফা (হাজ্জাজ)-এর কাছ থেকেই সহজ আচরণ ও সফলতা আশা করা যায়।"

৫ম খলীফা 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীযের প্রশংসা করতে গিয়ে কবি জারীর আল্লাহর নিকট দু'আ করা, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা এবং কিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন যা ইসলামেরই প্রভাবমণ্ডিত। তিনি বলেন ঃ

وتدعوا الله مجتهدا ليرضى وتذكر فى رعيتك المعادا[৪৪]

"আপনি কঠোর পরিশ্রমের সাথে আল্লাহকে ডাকেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আর আপনার প্রজাদের কাছে আপনি পুনরুত্থান দিবসের আলোচনা করেন।"

মু'আবিয়া ইব্ন হিশাম ইব্ন 'আবদিল-মালিকের প্রশংসায় রচিত কবিতায় কবি জারীর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর গুণাগুণ ও ক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন যে, হিদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন, যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। তিনি বলেন ঃ

قد كان ما قال أمير المؤمنين لهم ما يعلم الله من صدق واجهاد

من يهده الله يهتد لا فضل له و من أضل فما يهديه من هاد[৪৫]

"আমীরুল মু'মিনীন তাদেরকে যা বলেছেন তাই বাস্তব যে, সত্যবাদিতা ও ইজতিহাদ যা কিছুই হোক না কেন তা আল্লাহ জানেন। যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন সে হিদায়াত প্রাপ্ত হয় এ জন্য তার কোন ফযীলত বা মাহাত্ম্য নেই। আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে কোন হিদায়াতকারীই হিদায়াত করতে পারে না।"

এখানে শেষের বয়ত দু'টি কুরআন কারীমের আয়াতেরই প্রতিধ্বনী। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا[৪৬]

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন সে হিদায়াত প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذَالِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ[৪৭]

৪৩.দীওয়ান, ১খ, ৩৬।
৪৪. প্রাগুক্ত, ১খ, ৫৪।
৪৫. প্রাগুক্ত, ১খ, ৬১।
৪৬. ১৮ [আল-কাহ্ফ] ঃ ১৭।
৪৭. ৩৯ [আয-যুমার] ঃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

"এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা হিদায়াত করেন। আর যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক (হিদায়াতকারী) নেই।"

খিলাফত ও হিদায়াত প্রাপ্তির ব্যাপারেও প্রশংসা করে কবিতা রচিত হয়েছে এ সময়ে। যেমন 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রশংসায় কবি জারীর বলেন ঃ

الله طوقك الخلافة والهدى والله ليس لما قضى تبديل[৪৮]

"আল্লাহ আপনাকে খিলাফাত ও হিদায়াতের রশি পরিয়েছেন। আর আল্লাহ যা ফয়সালা করেন তার কোন পরিবর্তন নেই।"

ইসলামী বিধান ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কুরআনের সাথে সাথে খলীফার ভূমিকাকেও সুউচ্চে তুলে ধরে প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন খলীফা 'আবদুল মালিকের প্রশংসা করে জারীর বলেন ঃ

لولا الخليفة والقرآن نقرؤه ما قام للناس أحكام ولا جمع
أنت الأمين أمين الله لا سرف فيما وليت ولا هيابة ورع[৪৯]

"খলীফা ও যে কুরআন আমরা তিলাওয়াত করি— তা যদি না হত তবে মানুষের মধ্যে কোন হুকুম-আহকাম ও ঐক্য কায়েম থাকত না। আপনি বিশ্বস্ত, আল্লাহর বিশ্বস্ত। যে শাসন ক্ষমতায় আপনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাতে কোনরূপ সীমা লংঘনকারী নন আর না আপনি ভীরু কাপুরুষ।"

ইসলামকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং শেষ রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্যও প্রশংসা করে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন মক্কার কুরায়শ বংশের প্রশংসা করে কবি কুতামী, 'উমায়র ইব্ন শুওয়ায়ম,[৫০] বলেন ঃ

قوم هم ثبتوا الإسلام وامتنعوا قوم الرسول الذى ما بعده رسل[৫১]

"তারা এমন সম্প্রদায়, যাঁরা ইসলামকে মজবুতভাবে ধারণ করেছে এবং (অন্য সব থেকে) ফিরে থেকেছে। তারা সেই রাসূলের সম্প্রদায় যার পর আর রাসূল আসবে না।"

সাহাবীদের যুগে প্রশংসা মূলক কবিতায় বাড়াবাড়ি ছিল না একটুও। কিন্তু উমায়্যা যুগে এসে প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন শুরু হয় যা চাটুকারিতার পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু তাতেও

৪৮. শারহ দীওয়ান জারীর, সম্পা. তাজুদ্দীন শালাক (বৈরুত - লেবানন : দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪১৩ হি. / ১৯৯৩ খৃ.), ১ম সং. পৃ. ৫২৫।

৪৯. দীওয়ান, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৬৭।

৫০. পূর্ণ নাম আল-কুতামী, 'উমায়র ইব্ন শুওয়ায়ম বা শুয়ায়ম (মৃ. ৭১০ খৃ.)। তাগলিব গোত্রের তায়ম ইব্ন উসামা শাখায় জন্ম। তিনি খৃস্টান কবি আল-আখতাল-এর সমসাময়িক ছিলেন। আল-আখতাল সম্পর্কে তার মামা হতেন। মামার ন্যায় তিনিও খাবূর অঞ্চলে ১ম/৭ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাগলিব ও কায়স 'আয়লান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। কায়স গোত্রের এক লোক তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তবে যুফার ইবনুল- হারিছ চিনতে পেরে তাকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে আনেন এবং তার কাছ থেকে যা লুটে নেয়া হয়েছিল তাও ফেরৎ দেন। পরোন্তু আরো একশত উট তাকে দান করেন। তিনি প্রথমে খৃস্টান ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদিল মালিক মতান্তরে 'উমর ইব্ন 'আবদুল-'আযীযের দরবারে আগমন করেন। অতপর আবদুল ওয়াহেদ ইব্ন সুলায়মানের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। জে. বার্থ কর্তৃক ১৯০২ সালে তার কবিতার দীওয়ান প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া সামাররাঈ ও 'আবদুল মাতলূব কর্তৃকও একটি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮খ, পৃ. ৩২৭; আল-মুনজিদ, আল-আ'লাম, পৃ. ৪১৬; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ২২৪-২৬।

৫১. 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ১খ, পৃ. ৬০১।

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়ার কথা এনে তাকে ইসলামী ভাবধারায় উদ্বেল করা হয়েছে। যেমন ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুল মালিকের প্রশংসায় ফারাযদাক বলেন ঃ

إنى رأيت يزيد عند شبابه لبس التقى ومهابة الجبار
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار[৫২]

"আমি ইয়াযীদকে তার যৌবনে দেখেছি। তিনি তাকওয়ার পোশাক পরিধান করেছেন এবং প্রবল পরাক্রমশালীর গাম্ভীর্য অবলম্বন করেছেন। জনগণ যখন ইয়াযীদকে দেখে তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে নত মস্তক ও আনত দৃষ্টিরত অবস্থায়।"

বনূ উমায়্যা ও উমায়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের প্রশংসা করে ইব্ন কায়স আর-রুকায়্যাত বলেন ঃ

ما نقموا من بنى أمية إ لا أنهم يحلمون إن غضبوا
خليفة الله فوق منبره جفت بذالك الأقلام والكتب[৫৩]

"বনূ উমায়্যাদের তারা দোষারোপ করে শুধু এ জন্য যে, তারা (বনূ উমায়্যাগণ) রাগান্বিত হলে ধৈর্যধারণ করে। আল্লাহর খলীফা ('আবদুল মালিক) মিম্বরে আসীন রয়েছেন। এ ব্যাপারে কলম ও কিতাব (সিদ্ধান্ত লেখার পর) শুকিয়ে গেছে।"

রাগান্বিত হলে ধৈর্য ধারণ করা ও রাগ সংবরণ করা এবং ক্ষমা করা মুত্তাকীদের স্বভাব বলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ[৫৪]

"মুত্তাকী (তারা) যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।"

পরোক্ত প্রথম বয়তটির প্রথম চরণ হুবহু কুরআনী স্টাইলে রচনা করা হয়েছে। আসহাবুল উখ-দূদ-এর ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ[৫৫]

"তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।"

আর দ্বিতীয় বয়তটির দ্বিতীয় চরণের শব্দ ও মর্ম হুবহু রাসূল (স.)-এর হাদীস মুতাবিক রচিত হয়েছে, রাসূল (স.) তকদীরের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

جف القلم بما أنت لاق[৫৬]

"তুমি যার সম্মুখীন হবে, কলম তা লিখে শুকিয়ে গেছে।"

---

৫২. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, ২৭২।
৫৩. 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ২খ, ২৯৯।
৫৪. ৩ [আলে 'ইমরান] ঃ ১৩৪।
৫৫. ৮৫ [আল-বুরূজ] ঃ ৮।
৫৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (দিল্লী : আসাহ্হু'ল-মাতাবি', তা. বি.), ২খ, পৃ. ৭৬০, কিতাবুন-নিকাহ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.)-এর আপন জন হওয়া, দাসমুক্ত করা, ঋণগ্রস্তকে সাহায্য করা, আল্লাহর রাস্তায় চলতে গিয়ে কারো কটাক্ষ শুনে পিছিয়ে না থাকা প্রভৃতি সৎ ও ইসলাম নির্দেশিত গুণের জন্য প্রশংসা করেও কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন 'আলী (রা.)-এর প্রশংসা করে শী'আ কবি কুছায়্যির বলেন ঃ

وصى النبى المصطفى وابن عمه　　وفكاك أغلال ونفاع غارم
أبى فهو لا يشرى هدى بضلالة　　ولا يتقى فى الله لومة لائم[৫৭]

"তিনি নবী মুস্তাফা (স)-এর ওসী এবং তার চাচাতো ভাই, দাসমুক্তকারী এবং ঋণগ্রস্তদের উপকার সাধনকারী। তিনি গোমরাহীর বিনিময়ে হিদায়ত বিক্রী করেন না। আর আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করেন না।"

আল্লাহর কিতাব মজবুত ভাবে ধারণ করা আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা—প্রভৃতি গুণাবলীর জন্যও এ সময়ে প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন মু'আবিয়া ইব্ন হিশামের প্রশংসা করে জারীর বলেন ঃ

مثبت بكتاب الله مجتهد　　فى طاعة الله تلقى أمره رشدا
أعطيت من جنة الفردوس مرتفقا　　من فاز يومئذ فيها فقد خلدا[৫৮]

"আপনি আল্লাহর কিতাব মজবুতভাবে ধারণকারী। আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টাকারী, আপনি তাঁর আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে পালনকারী। আপনাকে জান্নাতুল ফিরদাওস-এর আবাসস্থল দেয়া হয়েছে। সেদিন সেখানে যে সফলকাম হবে সে চিরস্থায়ী হবে।"

নিন্দাবাদমূলক কবিতা (الهجاء) ঃ নিন্দাবাদমূলক কবিতার এ যুগে ব্যাপক প্রসার ঘটে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খিলাফাত ও বায়'আত নিয়ে বনূ উমায়্যা ও হাশিমিয়্যাদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ও বিরোধ লেগেই থাকে। অপরদিকে ধর্মীয় 'আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা নিয়ে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দল-উপদল, মাযহাব ও ফেরকার। আর স্বভাবতই একদল অপর দলকে, এক মতবাদের লোক অন্য মতবাদের লোককে ঘায়েল করতে ঢাল-তরবারী নিয়ে যেমন সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তেমনি বাক-যুদ্ধে তথা কবিতার যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছে। আর এ জন্য রচিত হয়েছে অসংখ্য নিন্দাবাদমূলক কবিতা, যার অধিকাংশই জাহিলী ভাবধারা ও স্টাইলে রচিত। তবে ইসলামী ভাবধারাও তাতে ফুটে উঠেছে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে। কারণ এ সময়কার কবিগণ প্রতিপক্ষকে নিন্দা করত তাদের দীন থেকে পদস্খলন নিয়ে। তাই তাদের প্রতি পাপাচার, অবাধ্যতা ও ধর্মদ্রোহিতা প্রভৃতি বিশেষণ আরোপ করেছে। যেমন খ্যাতনামা কবি জারীর আল-মুহাল্লাব বংশকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

آل المهلب فرطوا فى دينهم　　وطغوا كما فعلت ثمود فباروا[৫৯]

---

৫৭. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩২০।
৫৮. শারহ দীওয়ান জারীর, পৃ. ১৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

"মুহাল্লাব বংশ তাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে। যেমনটি করেছে ছামূদ সম্প্রদায়, অতপর তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।"

শী'আগণ সর্বদাই উমায়্যাদেরকে জুলম, দীনের কাজে শৈথিল্য, অবৈধ কাজে প্রবৃত্তি এবং কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত বিদ'আত কর্ম সংঘটনের জন্য নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করেছে। যেমন আল-কুমায়ত বলেন ঃ

لهم كل عام بدعة يحدثونها　　أزلوا بها أتباعهم ثم أوحلوا
كما ابتدع الرهبان ما لم يجئ به　　كتاب ولا وحى من الله منزل
تحل دماء المسلمين لديهم　　ويحرم طلع النخلة المتهدل[৬০]

"প্রতি বছরই তারা বিদ'আত সংঘটন করে, তার দ্বারা পদস্খলিত হয় তাদের অনুসারীরা। অতপর তারা দুষ্কর্মে নিমজ্জিত হয়। যেমনিভাবে পাদরীগণ বিদ'আত (নতুন অপকর্ম) সংঘটন করেছে, যে সম্পর্কে কিতাবে কিছুই উল্লিখিত হয়নি। আর না আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহীতে তা বর্ণিত হয়েছে। তাদের কাছে মুসলমানদের রক্ত হালাল। আর খেজুর গাছের মুকুল বের হওয়াও।"

'আসাবিয়্যাত তথা অন্ধ বংশ ও গোত্রপ্রীতি তাদেরকে নিন্দাবাদমূলক কবিতা রচনায় দারুণভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। কোন খলীফা বা প্রাদেশিক গভর্নরও এ থেকে নিস্তার পাননি। এমন কি নিস্তার পাননি সে কাব্য বাণ থেকে আলিম-কারীগণও। প্রতিপক্ষ তাদেরকে মুনাফিক, তাকওয়া-পরহেযগারীতে ভণ্ড প্রভৃতি কটাক্ষমূলক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। যেমন যুর-রুম্মা[৬১] তাদের একটি গোত্রের প্রতি উপহাস করে বলেন ঃ

أما النبيذ فلا يذعرك شاربه　　واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء

---

৫৯. দীওয়ান জারীর, সম্পা. মুহাম্মদ ইসমাঈল আবদুল্লাহ আস-সাবী (বৈরুত লেবানন : দারু মাকতাবাতিল-হায়াত, তা. বি.), ১খ, ১৭৯।

৬০. হাশিমিয়্যাত, প্রাগুক্ত, বয়ত নং ৩৭, ৩৯, ৪০।

৬১. যুর-রুম্মা ঃ (৭৭ হি./৬৯৫ খৃ.—১১৭ হি./৭৩৫ খৃ.)। কবির প্রকৃত নাম গায়লান ইব্ন 'উকবা আল-'আদাবী। উপনাম আবুল হারিছ। যুররুম্মা তার উপাধি। যুররুম্মা শব্দের অর্থ রজ্জুধারী। এক বর্ণনামতে রশি দিয়ে ছোট্ট একটি তাবীয তিনি গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন বলে তাকে ঐরূপ উপাধি দেয়া হয়। মধ্য আরবের ইয়ামামায় 'দাহনা' নামক পল্লীতে 'আবদ মানাত জনগোষ্ঠির 'আদী গোত্রের শাখা সা'ব ইবন মিলকান গোত্রে তাঁর জন্ম। বসরা ও কূফায় তিনি তার কাব্য রচনা করেন। তিনি ছিলেন রা'ইল-ইবিলের রাবী। জাহিলী যুগের কবিদের অনুসরণে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাই তাকে জাহিলী কবিদের সর্বশেষ প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হয়। মরু জীবনের বর্ণনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শব্দ চয়নে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তার কবিতায় ইসলামী ভাবধারা সুস্পষ্ট। তাকওয়ার জন্য প্রশংসা এবং গোমরাহীর জন্য নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করতেন। মরুভূমিতে সফর করার সময় তায়াম্মুম, নামাজ কসর (সংক্ষিপ্ত) করা, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা প্রভৃতি বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন তিনি কবিতার মাধ্যমে। তিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি। আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২২২; ড. শওকী দায়ফ, তারীখুল-আদাবিল 'আরাবী, ২খ, পৃ. ৩৮৯-৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

قوم يوارون عما فى صدورهم　　حتى إذا استسكنوا كانوا هم الداء
مشمرين إلى أنصاف سيوفهم　　هم اللصوص وهم يدعون قراء[৬২]

"নবীয (খেজুর দিয়ে তৈরী শরবত) পানকারী যেন তোমাকে সন্ত্রস্ত ও সংযত না করে। আর যে পানি পান করে তার থেকে তোমার কাপড় হেফাজতে রাখো। তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা নিজদের অন্তরে যা আছে তা গোপন রাখে। এমনিভাবে তারা যখন ক্ষমতা লাভ করে তখন তারাই রোগ হিসেবে প্রতিভাত হয়। খুব দ্রুত তারা তাদের বাজারের মধ্যখানে যায়। তারাই চোর, অথচ তাদেরকে কারী বলে সম্বোধন করা হয়।"

তিরস্কারমূলক কবিতা (نقائض) ঃ এ জাতীয় কবিতার সূত্রপাত রাসূল (স.)-এর যুগ থেকে হলেও এর পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং স্বতন্ত্র এক জাতীয় কবিতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে উমায়্যা যুগে। আর এ জাতীয় কবিতার দুই প্রাণ পুরুষ হলেন জারীর ও ফারাযদাক। উভয়ের জীবনযাত্রাই ছিল যাযাবরী, নগরকেন্দ্রীক সভ্যতায় তারা অবগাহন করেননি। যদিও তাঁরা বসরায় দীনী জীবনযাত্রার সংমিশ্রণে এসেছিলেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কবিতায় ফুটে উঠেছে বেদুঈন জীবনের চিত্র, যা জাহিলী যুগের কবিতার অনেক কাছাকাছি। তাতে স্থান পেয়েছে মদ, বংশগৌরব অন্ধ গোড়ামী প্রভৃতি। তাই ইসলামী চেতনা তেমন স্থান পায়নি তাদের কবিতায়। তবে ফারাযদাকের তুলনায় জারীরের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠেছে বেশী মাত্রায়। তাদের সাথে আর একজনও এ জাতীয় কবিতায় অংশ নেন তিনি হলেন আল-আখতাল। তিনি নগর জীবনে ও সভ্যতার পাদ-প্রদীপে থাকলেও খৃস্টান থাকায় ইসলামী উপাদান তার আয়ত্বে ছিল না বিধায় তার কবিতাও পুরোপুরি ইসলামী ভাবধারায় রঞ্জিত হতে পারেনি। কিন্তু তারপরও পারিপার্শ্বিকতার কারণে শক্তিশালী ইসলামী উপাদান ও ভাবধারা তাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাদের কবিতায় স্থান করে নিয়েছে। যদিও তুলনামূলকভাবে তাদের কবিতায় এর পদচারণা ও উপস্থিতি অত্যন্ত কম। نقائض জাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে খ্যাতিমান এ তিন তারকার মধ্যে জারীরের কবিতায়ই ইসলামী ভাবধারার উপস্থিতি বেশী। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি তার নাকায়েদে খৃস্টান কবিকে তার ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আচ্ছামত ঘায়েল করেছেন। তিনি তার কবিতায় খৃস্টান পাদরী ও তাদের বিশেষ প্রতীক ক্রুশের প্রতি লা'নাত করেছেন, কটাক্ষ করেছেন এবং তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لعن الإله من الصليب إلهه　　واللابسين برانس الرهبان
والذابحين إذ تقارب فضحهم　　شهب الجلود خسيسة الأثمان
تغشى الملئكة الكرام وفاتنا　　والتغلبى جنازة الشيطان
يعطى كتاب حسابه بشماله　　وكتابنا بأكفنا الأيمان[৬৩]

৬২. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ ক্রুশের প্রতি, পাদরীদের টুপি পরিধানকারীদের প্রতি এবং যবাহকারীদের প্রতি লা'নাত বর্ষন করুন। যখন তাদের উৎসব নিকটবর্তী হয় তখন চামড়া কালো মিশ্রিত সাদা বর্ণের হয়ে যায়, যা নিতান্তই মূল্যহীন। আমাদের ইনতিকালের সময় সম্মানিত ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে থাকবে। আর তাগলিবগণ হল শয়তানের জানাযা। তাদের হিসাবপত্র বাম হাতে দেয়া হবে। আর আমাদের কিতাব দেয়া হবে ডান হাতে।"

এখানে চতুর্থ বয়তে জারীর সরাসরি কুরআন কারীম-এর এ আয়াত فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا[৬৪] "যাকে তার কিতাব (আমলনামা) তার ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে"—থেকে বিষয়বস্তু নিয়েছেন। কুরআনের মর্ম তার এ কবিতায় দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

আল-আখতালের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আঘাত হেনে তার গোত্র তাগলিবকে কটাক্ষ করে জারীর আরো বলেন ঃ

قبح الإله وجوه تغلب كلما — شج الحجيج وكبروا إهلالا
عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد — وبجبرئيل وكذبوا ميكالا
ولو أن تغلب جمعت أحسابها — يوم التفاضل لم تزن مثقالا
نبئت تغلب ينكحون رجالهم — وترى نسائهم الحرام حلالا[৬৫]

"আল্লাহ তাগলিব গোত্রের মুখমণ্ডল কদাকার করুন, যখন হাজীগণ হাত তুলে জোরে জোরে দু'আ করেন। তারা ক্রুশের ইবাদাত করেছে এবং মুহাম্মদ (স.), জিবরাঈল ও মীকাঈল ('আ.)-কে অস্বীকার করেছে। যেদিন একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করা হবে (কিয়ামতের দিন), সেদিন তাগলিব বংশ যদি তাদের সমুদয় আমল হিসাবের জন্য জমা করে তবে তার ওযন এক মিছকালও হবে না। আমি জানতে পেরেছি যে, তাগলিব বংশ তাদের দুম্বাকে বিয়ে করে, আর তাদের মহিলারা হারামকে হালাল বলে গণ্য করে।"

আল-আখতাল ও তার খৃস্টান সম্প্রদায়-এর পরিণতি হবে জাহান্নাম। সেখানে তাদের দেহগুলিকে পোড়ানো হবে- এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

وما رضيتم لأجساد تحرقهم — فى النار إذ حرقت أرواحهم سقر
الآكلون خبيث الزاد وحدهم — والنازلون إذا واراهم الخمر[৬৬]

"তোমরা যে দেহগুলোকে নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছ তা আগুনে জ্বালানো হবে, তখন জাহান্নাম

৬৩. শারহ দীওয়ান জারীর, পৃ. ৬৫৫-৫৬; ড. সালাহুদ্দীন আল হাদী, ইত্তিজাহাতুশ-শি'র ফিল-আসরিল উমাবী (কায়রো : মাকতাবাতুল- খানজী ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খৃ.), ১ম সং. পৃ. ৩১২।

৬৪. ৮৪ [ইনশিকাক] ঃ ৭-৮।

৬৫. শারহ দীওয়ান জারীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭, ৫০০।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আত্মাগুলোকেও দগ্ধীভূত করবে। তারাই শুধু খারাপ জিনিস ভক্ষণকারী এবং মদ যখন তাদেরকে ঢেকে নেয় তখন সে আসরে তারা অবতরণকারী।"

মুশরিকদেরকে যে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত করা হবে কুরআন কারীমে অসংখ্য বার তা উল্লেখ করা হয়েছে।

খৃষ্টানদেরকে হতভাগ্য ও বঞ্চিত আর মুসলমানদেরকে সফলকাম জাতি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

فاما النصارى العابدون صليبهم فخابوا وأما المسلمون فافلحوا[৬৭]

"খৃষ্টান জাতি যারা ক্রশের ইবাদত করে তারা হতভাগা ও বঞ্চিত হয়েছে। আর মুসলমানরা তো সফলকাম হয়েছে।"

অনুরূপভাবে ফারাযদাককে উদ্দেশ্য করে তিনি যে নাকায়েদ রচনা করেছেন তাতেও ইসলামী ভাবধারার সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাতেও কুরআনের মর্ম ফুটে উঠেছে। যেমন ফারাযদাককে তিনি ছামূদ জাতির মধ্যে সবচে' খারাপ লোকটির মতই খারাপ বলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وشبهت نفسك أشقى ثمود فقالوا ضللت ولم تهتد[৬৮]

"তোমার আত্মা তথা তুমি ছামূদ জাতির জঘন্যতম খারাপ লোকটির সাথে সাদৃশ্য রাখ। তাই লোকে বলে, তুমি গোমরাহ হয়ে গিয়েছ হিদায়াত পাওনি।"

এ কবিতায় তিনি কুরআন কারীমের আয়াত كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا[৬৯] "ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ অস্বীকার করেছিল। তাদের মধ্যে যে সবচে' বেশী হতভাগা সে যখন তৎপর হয়ে উঠল"—এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দীনের প্রতি দৃঢ়তা ও ভালবাসা না থাকার কারণে এবং সম্পদের প্রতি মোহ থাকার কারণে তিনি ফারাযদাককে তিরস্কার করেছেন এবং তার জন্য বদ দু'আ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ألا قبح الله الفرزدق كلما أهل مصل للصلوة وكبرا
فلا يقربن المروتين ولا الصفا ولا مسجد الحرام المطهرا
فانك لو تعطى الفرزدق درهما على دين نصرانية لتنصرا[৭০]

"আল্লাহ ফারাযদাককে সকল ভাল কাজ থেকে দূরে রাখুন যখনই কোন মুসল্লী সালাতের জন্য জোরে জোরে তাকবীর ও বলে। সে (ফারাযদাক) যেন কখনো সাফা মারওয়া পর্বত এবং আল্লাহর পবিত্র ঘরের কাছেও না যায়। কারণ তুমি যদি ফারাযদাককে খৃস্ট দীন গ্রহণের জন্য একটি

৬৬.দীওয়ান জারীর, ১খ, ১১৬।
৬৭. শারহ দীওয়ান জারীর, পৃ. ১২৩।
৬৮. ড. সালাহুদ্দীন আল হাদী, ইত্তিজাহাতুশ-শি'র ফিল-'আসরিল-উমাবী, পৃ. ৩১৩।
৬৯. ৯১ [শামস] ঃ ১১-১২।
৭০. শারহ দীওয়ানু জারীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

দিরহামও দাও তবে সে অবশ্যই খৃস্টান হয়ে যাবে।"

দীনের ব্যাপারে ঢিলামী এবং সম্পদের প্রতি মোহ থাকার কারণেই তিনি ফারাযদাকের এভাবে নিন্দাবাদ ও অভিযোগ করতে পেরেছেন।

শরীয়তের নির্দেশ পালন না করা তথা হারাম থেকে বিরত না থাকার কারণে নিন্দাবাদ করে ফারাযদাককে লক্ষ্য করে তার বংশের প্রতি কটাক্ষ করে জারীর বলেন ঃ

أخزى الإله بنى قفيرة إنهم لا يتقون من الحرام كؤودا[৭১]

"আল্লাহ কুফায়রা বংশকে অপদস্থ করুন। কারণ তারা চিন্তাভাবনা করে হারাম থেকে বিরত থাকে না।"

নবুওয়াত ও হিদায়াতের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন না করা এবং মিথ্যা দাবী করার কারণে ফারাযদাকের নিন্দাবাদ করে তিনি বলেন ঃ

لا خير فى ترك النبوة والهدى ولا خير فى دعوى يكذب زورها[৭২]

"নবুওয়াত ও হিদায়াত ত্যাগ করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আর এমন দাবীর মধ্যেও কোনরূপ কল্যাণ নেই যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।"

ফারাযদাকের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা জারীরের তুলনায় কম হলেও একেবারে যে নেই তা নয়। তার কবিতার কোন কোন পংক্তির শব্দ ও ভাবধারা বা মর্ম কুরআন কারীমের স্বার্থক প্রতিচ্ছবি বলে আমরা দেখতে পাই। যেমন মদীনায় থাকতে তিনি জারীরকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

فلست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم[৭৩]

"তুমি যেসব বেহুদা কথাবার্তা বল তার জন্য তোমাকে পাকড়াও করা হবে না, যখন তুমি তা সংঘটনের দৃঢ় সংকল্প না কর।"

এ পংক্তিদ্বয়ের মর্ম ও শব্দ গৃহীত হয়েছে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে ঃ

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِىْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ[৭৪]

"তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর সে সবের জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন।"

একই কাসীদায় তিনি বলেন ঃ

كما بعث الله النبى محمدا على فترة والناس مثل البهائم[৭৫]

"যেমনিভাবে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলদের বিরতির সময়ে প্রেরণ করেছিলেন আর মানুষ ছিল তখন চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়।"

৭১. শারহ দীওয়ান জারীর, পৃ. ১৮৬।
৭২. দীওয়ানু জারীর, ১খ, পৃ. ১০৪।
৭৩. ড. সালাহুদ্দীন, ইত্তিজাহাত, পৃ. ৩১৪।
৭৪. ৫[আল-মায়িদা] ঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত পংক্তিদ্বয়ে প্রতিফলিত হয়েছে আল-কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের শব্দ ও মর্ম। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ[৭৬]

"হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণের বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে।"

জারীরকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন ঃ

فأنك من هجاء بنى نمير　　كأهل النار إذ وجدوا العذابا

رجوا من حرها أن تستريحوا　　وقد كان الصديد لهم شرابا[৭৭]

"কারণ তুমি বনী নুমায়রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, যেন জাহান্নামের অধিবাসী, যখন তারা শাস্তি পাবে। তারা তার উত্তাপ থেকে একটু আরাম কামনা করবে। আর পুঁজ হবে তাদের পানীয়।"

কুরআন কারীমে অত্যাচারীদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ[৭৮]

"আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে, তা নিকৃষ্ট পানীয়। আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।"

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ[৭৯]

"তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পূঁজ, যা সে অনেক কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

এটাই ফারাযদাকের উক্ত কবিতার মূল অর্থ। তাই দেখা যায় আল-কুরআনেরই মর্ম তথা ইসলামী ভাবধারা এ সব কবিতায় সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। ফারাযাদাক তার لامية (শেষ অক্ষর ل যুক্ত) কবিতায় এ ভাবধারা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। যার প্রারম্ভ হল ঃ

إن الذى سمك السماء بنى لنا　　بيتا دعائمه أعز وأطول

بيتا بناه لنا المليك وما بنى　　حكم السماء فانه لا ينقل

ضرب عليك العنكبوت بنسجتها　　وقضى عليك به الكتاب المنزل[৮০]

---

৭৫. ড. সালাহুদ্দীন, প্রাগুক্ত।

৭৬. ৫ [আল-মায়িদা] ১৯।

৭৭. ড. সালাহুদ্দীন, ইত্তিজাহাত, পৃ. ৩১৪।

৭৮. ১৭ [আল-কাহ্ফ] ঃ ২৯।

৭৯. ১৪ [ইবরাহীম] ঃ ১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

"যিনি আকাশকে উন্নত করেছেন তিনি আমাদের জন্য একটি ঘর বানিয়েছেন, যার থাম সবচে' সম্মানী ও সবচে' লম্বা। সে ঘর আমাদের জন্য বানিয়েছেন আমাদের প্রভু। আর যা তিনি বানিয়েছেন তা আকাশের সমপর্যায়ের; কারণ তা স্থানান্তর করা যায় না। মাকড়সা তার জাল তৈরীর ক্ষেত্রে তোমার (জারীরের) জন্য উদাহরণ পেশ করেছে এবং সে সম্পর্কে তোমার বিপক্ষে ফয়সালা দিয়েছে অবতীর্ণ কিতাব।"

আলোচ্য কবিতায় ফারাযদাক তার নিজের ঘরের সম্মান ও উচ্চতাকে আকাশের সাথে তুলনা করেছেন, যার বর্ণনা কুরআন কারীমে এভাবে উক্ত হয়েছে ঃ

أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا[৮১]

"তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।"

অপরদিকে জারীরের ঘরের ভঙ্গুরতা ও দুর্বলতাকে তুলনা করেছেন মাকড়সার ঘরের সাথে যার বর্ণনা কুরআন কারীমে এভাবে উক্ত হয়েছে ঃ

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ [৮২]

"আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত।"

তাই দেখা যায় ফারাযদাকের এ কবিতার মর্ম পুরোটাই কুরআন করীম থেকে নেয়া।

কবি জারীর হাজ্জাজের কা'বা নির্মাণ উপলক্ষে তাঁর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করলে ফারাযদাক হাজ্জাজের নিন্দাবাদমূলক কবিতা রচনা করেন, যাতে তাকে আল্লাহর অবাধ্য, পাপিষ্ঠ ও মুশরিক-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

فلما عتا الجحاد حين طغى به غنى ، قال إنى مرتق فى السلالم
فكان كما قال ابن نوح سأرتقى إلى جبل من خشية الماء عاصم
رمى الله فى جثمانه مثل ما رمى عن القبلة البيضاء ذات المحارم[৮৩]

"ধণাঢ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার সময় পাপিষ্ঠগণ যখন অহংকার ও সীমালংঘন করল তখন সে (হাজ্জাজ) বলল, আমি সিড়ি বেয়ে উঠে যাব। এ যেন সেই নূহ তনয় পানির ভয়ে যেমনটি বলেছিল যে, আমি হেফাজতকারী পর্বতে উঠে যাব। আল্লাহ তার দেহ ছুড়ে মারবেন যেমনিভাবে তিনি সম্মানিত, শুভ্র ও স্বচ্ছ কেবলা থেকে ছুড়ে ফেলেছেন (তাকে)।"

বীরত্বগাথা (الحماسة) ঃ অন্যান্য কবিতার তুলনায় বীরত্বগাথায় ইসলামী ভাবধারার ছাপ

---

৮০. দীওয়ান ফারাযদাক, (বৈরুত : দার সাদির, তা. বি.), ২খ, পৃ. ১৫৫।

৮১. ৭৯ [আন-নাযি'আত] ঃ ২৭-২৮।

৮২. ২৯ ['আনকাবূত] ঃ ৪১।

৮৩. ড. মাহমূদ গানাবী, নাকায়েদ জারীর ওয়াল-ফারাযদাক, পৃ. ২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বেশী বেশী ফুটে উঠেছে; এ জাতীয় কবিতা ইসলামী রঙ্গে বেশী বেশী রঙ্গীন হয়েছে। কারণ এগুলির বেশীর ভাগই রচিত হয়েছে রণাঙ্গণে। যুদ্ধের কাতারে দাঁড়িয়ে যোদ্ধাগণ ভুলে গিয়েছে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-স্ফূর্তির কথা। ইসলামের মর্ম কথা ও 'আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সামনে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে শহীদী মৃত্যু। একটু পরই তো জান্নাতের চির সুখে অবগাহন করবে তারা। তাই তাদের মুখ দিয়ে এ সব কথাই কাব্যাকারে বেরিয়ে এসেছে। পরোন্তু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সম্মুখে থেকে এসব বর্ণনা দিয়ে কবিতার মাধ্যমে শাহাদাতের জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন। যেমন খুরাসানের যুদ্ধে নাসর ইব্ন সায়্যার[৮৪] বলেন ঃ

دع عنك دنيا وأهلا أنت تاركهم ما خير دنيا وأهل لا يدومونها

وأكثر تقى الله فى الأسرار مجتهدا إن التقى خيره ما كان مكنونا

وامنح جهادك من لم يرج آخرة و كن عدوا لقوم لا يصلونا

فاقتلهم غضبا لله منتصرا منهم به ، ودع المرتاب مفتونا[৮৫]

"তোমা থেকে দুনিয়াকে তুমি ঝেড়ে ফেলে দাও এবং পরিবার-পরিজনকেও ত্যাগ কর। দুনিয়া ও পরিবার-পরিজনে কোন কল্যাণ নেই। তাতো আমাদের কাছে স্থায়ী থাকবে না। গোপনে আল্লাহর তাকওয়া ও ভয়-ভীতি অর্জনে বেশী বেশী চেষ্টা কর। উত্তম তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীতি তাই; যা গোপন থাকে। তোমার জিহাদ তার বিরুদ্ধে চালাও, যে আখেরাতের কামনা করে না। আর তুমি সেই সম্প্রদায়ের শত্রু হও, যারা সালাত আদায় করে না। আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হয়ে তাঁরই তরে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাদেরকে হত্যা কর। আর সন্দেহকারীকে ফিতনাগ্রস্ত ও গোমরাহ অবস্থায় ত্যাগ কর।"

খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ছিল খালেস দীনী যুদ্ধ। অপরদিকে খারিজীগণ এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ছাড়া অন্য সকল মুসলমান আল্লাহর সীমারেখা থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই যতক্ষণ না তারা শরীয়তের গণ্ডিতে ফিরে আসে- তাদের সাথে জিহাদ করা ফরয এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। তাদের এ চিন্তাধারা এমন কঠোরভাবে তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়েছিল যে চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী (রা)-এর হত্যাকারী 'আবদুর রহমান ইব্ন

---

৮৪. নাসর ইব্ন সায়্যার আল-লায়ছী (মৃ. ১৩১ হি./৭৪৮ খৃ.)। মুসলিম সেনাপতি ও খুরাসানের গভর্নর। কুতায়বাঃ ইব্ন মুসলিমের সাথে তিনি যুদ্ধোপলক্ষে মধ্য এশিয়া গমন করেন। ৮৬/৭০৫ সাল থেকে মধ্য-এশিয়ায় কুতায়বাঃ ইব্ন মুসলিমের অভিযানসমূহে তিনি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। খুরাসানের গভর্নর আসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-কাসরীর মৃত্যুর পর উমায়্যা খলীফা হিশাম ইব্ন 'আবদুল মালিক ১২০/৭৩৮ সালে তাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। ১২৮/৭৪৬ সালে আল-হারিছ কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হন। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও উত্থান-পতন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, তাই কবিতায় তিনি তার চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর মধ্যে একজন রাষ্ট্র নায়ক ও প্রতিভাবান কবির সমাবেশ ঘটেছিল। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪খ, পৃ. ২৪-২৬।

৮৫. আত-তাবারী, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক (বৈরূত লেবানন : দারুল কালাম, তা. বি.), ৮খ, পৃ. ২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুলজিমকে পর্যন্ত তারা সমর্থন করে এবং তার এ কাজকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংঘটিত বলে উল্লেখ করতঃ খারিজীগণ কবিতা রচনা করে। যেমন 'ইমরান ইব্ন হিত্তান[৮৬] বলেন ঃ

يا ضربة من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا
إنى لأذكره حينا فاحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا[৮৭]

"ওহে মুত্তাকীর পক্ষ থেকে সেই আঘাত! যদ্বারা সে (ইব্ন মুলজিম) আরশের অধিপতির সন্তুষ্টিই কেবল কামনা করেছে। আমি তাকে (ইব্ন মুলজিমকে) অনেক দিন থেকে স্মরণ করি আর তার সম্পর্কে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর কাছে তার পাল্লা অধিক ভারী হবে অন্যান্য মানুষের তুলনায়।"

অপরদিকে একইভাবে মুসলিমগণও তাদের সাথে জিহাদ করা ফরয বলে বিবেচনা করত। কারণ প্রকৃতপক্ষেই তারা ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত হয়েছিল। তাই উভয় পক্ষের রচিত কবিতাই ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির পরশে সিক্ত। খারিজীদের ধারণা ছিল এ যুদ্ধে তারা নিহত হলে শহীদী মরতবা প্রাপ্ত হবে। তারা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এত আন্তরিক ছিল যে, বিছানায় পড়ে মৃত্যুকে তারা ঘৃণা করত এবং যুদ্ধের ময়দানের মৃত্যুকেই স্বাগত জানাত। তাই দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে তুচ্ছ জ্ঞান করে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়াকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন 'ইমরান ইব্ন হিত্তান বলেন ঃ

أحاذر أن أموت على فراشى وأرجو الموت تحت ذرى العوالى
ولو أنى علمت بأن حتفى كحتف أبى بلال لم أبال
فمن يك همه الدنيا فانى لها والله رب البيت قالى[৮৮]

"আমি বিছানায় পড়ে মৃত্যুকে ভয় করি এবং বর্শাঘাতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে মৃত্যু কামনা করি। আমি যদি জানতাম যে, আমার মৃত্যু আবূ বিলালের[৮৯] মৃত্যুর মতই হবে তাহলে আর কিছুরই

৮৬. 'ইমরান ইব্ন হিত্তান আস-সাদূসী ঃ (মৃ. আনু. ৭০০ খৃ.)। একজন খারিজী কবি। বনূ শায়বান ইব্ন যুহল গোত্রের বনুল-হারিছ ইব্ন সাদূস শাখায় বসরাতে জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি একজন সুন্নী ছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় তবকার একজন তাবিঈ। বেশ কিছু সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খারিজী মতবাদে বিশ্বাসী হবার পূর্বে মুহাদ্দিসগণ তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। কথিত আছে যে, জামরা নামে তার এক সুন্দরী চাচাতো বোন—যে ছিল খারিজী মতবাদে বিশ্বাসী - কে বিবাহ করার পর তার প্রভাবে পড়ে তিনি খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যমপন্থী শাখা সুফরিয়্যার নেতৃত্বে সমাসীন হন। খলীফা আবদুল মালিকের রাজত্বকালে খারিজীদের মহা বিদ্রোহ আরম্ভ হলে আল-হাজ্জাজের নির্দেশে তিনি নিগৃহীত হন এবং পলায়নী জীবন যাপন করেন। কূফায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। কবি হিসেবে তার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ফারাযদাকের মতানুসারে তিনি যদি সমস্ত কবিতা খাওয়ারিজদের সমর্থনে ও তাদের মতবাদের প্রতি নিবেদিত না করতেন তবে তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হতেন। তাঁর দীওয়ান বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। মায়ছিয়া ও স্তুতিবাদ বিষয়ে তার কবিতা পাওয়া যায়। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪খ, পৃ. ৫০০; আল-মুনজিদ আল-আ'লাম, পৃ. ৩৫৮; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩০৭-৩১১।

৮৭. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩০৭; আল-বাগদাদী, খিযানাতুল আদাব,(বূলাক : আল-মাতবা'আতুস-সীরিয়্যা, তা.বি.) ১ম সং., ২খ, পৃ. ৪৩৬। 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৪৯১।

৮৮. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩০৮।

৮৯. ইব্ন যিয়াদের সেনাপতি কর্তৃক নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয় এবং মাথা কেটে ইব্ন যিয়াদের কাছে প্রেরণ করা হয়। তার আরো পরিচিতি দ্র. ১০৪ নং টীকা।

Dhaka University Institutional Repository

পরোয়া করতাম না। যার ধ্যান-ধারণা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হয় দুনিয়া আমি ও বায়তুল্লাহর প্রতিপালক আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট।"

আর সে যুদ্ধে যারা পিছিয়ে থেকেছে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেও কবিতা রচনা করা হয়েছে। যেমন আবূ খালিদ আল-কান্না স্বীয় কন্যাদের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকে। এতে কাতারী ইবনুল ফুজা'আ[৯০] তাকে ভর্ৎসনা করে কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

أبا خالد يا انفر فلست بخالد وما جعل الرحمن عذر القاعد
ألم تزعم أن الخارجى على الهدى وأنت مقيم بين لص وجاحد[৯১]

"হে আবূ খালিদ! যুদ্ধের জন্য চল। কারণ তুমি তো এখানে চিরস্থায়ী নও। আর দয়াময় আল্লাহ জিহাদ থেকে ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য কোন উযর আপত্তি রাখেননি। তুমি কি ধারণা করতে পারো যে, খারিজীগণ হিদায়াতের উপর রয়েছে আর তুমি অবস্থান করবে চোর ও আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের মধ্যে?"

অপর পক্ষে এ দলটি সঠিক হিদায়াত থেকে বিচ্যুত। এরা কুফরীতে লিপ্ত। তাই তাদের সাথে জিহাদ করা প্রয়োজন। তাদের সে সব বিচ্যুতির কথা তুলে ধরেছেন কবি কা'ব আল-আশকারী[৯২] আযারেকা[৯৩] দের সাথে আল-মুহাল্লাবের যুদ্ধের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে যে দীর্ঘ বীরত্ব গাথা রচনা করেছেন তাতে। যেমন তিনি বলেন ঃ

---

৯০. খারিজী মতবাদ পোষণকারী আযারেকা দলের সর্বশেষ শাসক, খ্যাতিমান বাগ্মী ও কবি। তামীম গোত্রের শাখা বানূ কাবিয়া ইব্ন হারকূস ইব্ন মাযিন-এ জন্ম। যুদ্ধের সময় তাকে আবূ নু'আমা মতান্তরে মা'আমা এবং শান্তি ও স্বাভাবিক সময়ে আবূ মুহাম্মদ উপনামে ডাকা হত। যৌবনে তিনি কতিপয় দলপতির সাথে ৪২/৬৬২ সালে 'আবদুর রহমান ইব্ন সামুরার নেতৃত্বে সিজিস্তান দখলের অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ৬৯/৬৮৯ সালে আযরাকীগণ তাকে খলীফা রূপে ঘোষণা করে। তিনি ইরাকে প্রবেশ করত আহওয়ায শহর দখল করেন। ৭৫/৬৯৪ সালে তিনি নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন এবং আমীরুল মু'মিনীন খিতাব গ্রহণ করেন। অতপর হাজ্জাজ সুফইয়ান ইবনুল আবরাদ আল-কালবীকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুফইয়ানের অতর্কিত আক্রমণে আযারেকা দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় কাতারী তার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে জনৈক স্থানীয় অধিবাসী তাকে চিনতে পেরে হত্যা করে (আনু. ৭৮ বা ৭৯ হি.)। তার কতিপয় কবিতার খণ্ডাংশ সংরক্ষিত রয়েছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত হল আবূ তাম্মামের হামাসায় উল্লিখিত খণ্ডাংশটি। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রকৃতির এ কবিতাগুলি উচ্চমানের শব্দ বিন্যাসের জন্য উল্লেখযোগ্য। এ গুলি তাকে খারিজী কবিদের মধ্যে প্রথম সারিতে দাঁড় করিয়েছে। আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৪১৮; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, পৃ. ৪৬৩-৬৪।

৯১. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩০৬।

৯২. নাম কা'ব ইব্ন মা'দান আল-আশকারী। খুরাসানের একজন কবি, যিনি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা। পারস্যে আযারেকাদের সাথে এবং খুরাসানে তুর্কীদের সাথে উমায়্যা শাসক আল-মুহাল্লাবের যুদ্ধ নিয়ে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। আল-মুহাল্লাবের প্রশংসা ও তার যুদ্ধের বর্ণনা তার কবিতার একটা অংশ জুড়ে আছে। আল-মুহাল্লাবের ইনতিকালের পর তার পুত্র ইয়াযীদ ইবনুল মুহাল্লাবের প্রশংসা ও যুদ্ধের বর্ণনায়ও তিনি কবিতা রচনা করেছেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। শব্দ চয়ন ও ভাবের দিক দিয়ে তার কবিতা ছিল চমৎকার এবং ইসলামী ভাবধারায় পূর্ণ। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ২২৬-২৭।

৯৩. খারিজীদের একটি উপদল, যারা শাসনক্ষমতা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

إنا اعتصمنا بحبل الله إذ جحدوا　　بالحكمات ولم نكفر كما كفروا
جاروا عن القصد والإسلام واتبعوا　　دينا يخالف ما جاءت به النذر[৯৪]

"আমরা আল্লাহর রশি মজবুতভাবে ধারণ করেছি যখন তারা সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বিষয়কে অস্বীকার করেছে। আমরা কুফরী করি না যেমনভাবে তারা কুফরী করেছে। তারা মধ্যম পন্থা ও ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং এমন দীনের অনুসরণ করেছে যা সতর্ককারী রাসূলগণের আনিত দীনের পরিপন্থি।"

মানুষ মাত্রই মরণশীল। তার মৃত্যুর জন্য সুনির্ধারিত একটি সময় রয়েছে যা থেকে একদিনও এদিক সেদিক করা হবে না। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ[৯৫]

"প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় রয়েছে; যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না।"

- ইসলামের এ ভাবধারাটিই তুলে ধরেছেন কবি কাতারী ইবনুল ফুজা'আ তার কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

أقول لها وقد طارت شعاعا　　من الأبطال ويحك لن تراعى
فانك لو سألت بقاء يوم　　على الأجل الذى لك لن تطاعى[৯৬]

"আমি তাকে বলছিলাম আর বীরদের থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, রে হতভাগা! তোমার আর কখনো ফিরে আসা হবে না। কারণ তোমার জন্য যে নির্ধারিত সময়সীমা আছে তারপর যদি আর একদিনও অবশিষ্ট থাকতে চাও তবুও সে ব্যাপারে তোমার কথা মানা হবে না।"

উমায়্যা খলীফা 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান হাশিমী পন্থি মুস'আব ইব্নুয-যুবায়রের সাথে লড়াই করে জয় লাভ করেন। তার এ বিজয়ে বীরত্ব প্রকাশ করে এবং এ বিজয় যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই তার উল্লেখ করে কবিতা রচনা করা হয়। আর আল্লাহ যাকে বিজয় দেন তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না—ইসলামের এ মূল আকীদা ব্যক্ত করে কবি 'আদিয়্যি ইবনুর-রিকা' বলেনঃ

لعمرك لقد اصحرت خيلنا　　بأكناف دجلة للمصعب
تقدمنا واضح وجهه　　كريم الضرائب والمنصب
أعين بنا و نصرنا به　　ومن ينصر الله لم يغلب[৯৭]

---

৯৪. আত-তাবারী, তা'রীখ, ৭খ, পৃ. ২৭৩।
৯৫. ১০ [ইউনুস] ঃ ৪৯।
৯৬. মুহাম্মদ 'আবদুল মুন'ইম খাফ্ফাজী, আল-আদাবুল 'আরাবী ওয়া তারীখুহু, পৃ. ৮৪।
৯৭. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমার জীবনের কসম! মুস'আবকে মোকাবিলার জন্য আমাদের ঘোড়াগুলো বের হল দিজলার এক প্রান্ত থেকে। আমাদের অগ্রনায়ক ছিলেন এমন ব্যক্তি যার চেহারা আলোয় উদ্ভাসিত। যার স্বভাব-প্রকৃতি ও পদমর্যাদা অত্যন্ত সম্মানিত। আমাদের দ্বারা তাঁকে সাহায্য করা হয়েছে এবং তাঁর দ্বারা আমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। আর আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন সে কখনো পরাজিত হয় না।"

শোকগাথা (الرثاء) ঃ এ যুগে উমায়্যা ও হাশিমীদের মধ্যে, উমায়্যা ও খারিজীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘাত লেগেই থাকে। এ ছাড়া বহু দল-উপদলীয় কোন্দলও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে সকল পক্ষেরই বহু লোক নিহত হয়। তাদের স্মরণে সতীর্থদের পক্ষ থেকে রচিত হয় অজস্র কবিতা যা শোকগাথা নামে পরিচিত। এ যুগে রচিত শোকগাথাগুলোও ইসলামী ভাবধারায় পরিপূর্ণ। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত উমায়্যাদের সাথে খারিজীদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু লোক নিহত হয়। উভয় পক্ষই স্বদলের নিহত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ বলে তাদের স্মরণ ও শোকে মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করে। তাদের জন্য জান্নাতের নি'মতসমূহ যে অপেক্ষমান সে কথাও কবিতার মাধ্যমে তারা তুলে ধরেছেন। কারণ আল্লাহর রাস্তায় শহীদের একমাত্র বিনিময় ও প্রাপ্য তো তাই। যেমন বুহলূল আস-সুফরী হিশাম ইবন 'আবদুল মালিকের সময় খারিজী মতবাদ গ্রহণ করে এবং যুদ্ধে নিহত হয়। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে দাহ্হাক ইব্ন কায়স[৯৮] মারছিয়া রচনা করেন। তাতে তিনি বলেন ঃ

يا عين أذرى دموعا منك تهتانا　　وابكى لنا صحبة بانوا وإخوانا
خلوا لنا ظاهر الدنيا و باطنها　　واصبحوا فى جنان الخلد جيرانا[৯৯]

"হে নয়ন! তোমা থেকে অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত কর এবং আমাদের সাথি-সঙ্গী ও ভাইদের জন্য, যারা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে—ক্রন্দন কর। তোমরা আমাদের জন্য দুনিয়ার ভিতর ও বাইরের অংশ ছেড়ে দাও এবং স্থায়ী জান্নাতের প্রতিবেশী হয়ে যাও।"

যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, তাদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমত্ব ছিল অন্যান্য খারিজীদের। কারণ তারা ছিল তাদের বিশ্বাস ও মতবাদে সফলতার প্রত্যাশী, যার প্রত্যাশা নিয়েই তারা যুদ্ধ

৯৮. মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ (২য় মারওয়ান)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী খারিজী নেতা। খলীফা দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদের হত্যাকাণ্ডের পর যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন খারিজীগণ পুনরায় জাযীরা অঞ্চলে তাদের আন্দোলন শুরু করে এবং ইরাক অঞ্চলে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের নেতা হারূরী সা'ঈদ ইব্ন বাহদাল প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে আদ-দাহ্হাক ইব্ন কায়স আশ-শায়বানী তার স্থলাভিষিক্ত হন। কয়েক হাজার যোদ্ধা তার পতাকাতলে সমবেত হয়। ১২৭/৭৪৫ সালে তিনি কূফা নগরী দখল করেন। অতপর আল-মাওসিল শহরও অধিকার করেন। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনগণ তার পতাকাতলে সমবেত হত। কথিত আছে যে, আদ-দাহ্হাক-এর সেনাবাহিনীতে ১,২০,০০০ সৈন্যের সমাগম হয়। ১২৮/৭৪৬ সালে মারওয়ানের সাথে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। বহু অনুসন্ধান চালিয়েও তার মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন যার সামান্যই সংরক্ষিত হয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩খ, পৃ. ৩২০-২১।

৯৯. আত-তাবারী, তারীখ, ৮খ, পৃ. ২৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

করেছে এবং শহীদ হয়েছে। তাই তারা চলে যাবার তথা নিহত হবার পর দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কামনা পর্যন্ত ত্যাগ করে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন আত-তিরিম্মাহ বলেন ঃ

كيف أرجى الحياة بعدهم وقد مضى مؤنسى فانطلقوا
قوم شحاح على اعتقادهم بالفوز مما يخاف قد وثقوا[১০০]

"তাদের নিহত হবার পর কিভাবে আমি জীবনের কামনা করতে পারি! আমার ভালবাসার ধন চলে গিয়েছে ; তারা সকলেই চলে গিয়েছে। তারা ছিলেন তাদের বিশ্বাস ও মতবাদে সফলতা লাভের প্রত্যাশী এক জাতি। যার ভয় করা হয় তার ভরসা করেছিলেন তারা।"

এ ধরনের ধর্মীয় অনুভূতি 'আলী (রা.)-এর সময় থেকে যে সব 'আলাবী যুদ্ধে শহীদ হতেন তাদের স্মরণে রচিত মারছিয়াতে যেমন প্রতিফলিত হত তেমনি উমায়্যা পক্ষের শহীদগণের স্মরণে রচিত মারছিয়াতেও প্রতিভাত হত সুস্পষ্টরূপে। যেমন 'আলী (রা.)-এর পুত্র হুসায়ন (রা.)-এর স্মরণে সুলায়মান ইব্ন কাত্তাঃ[১০১] বলেন ঃ

ألم تر أن الشمس أضحت مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرت
وقد أعولت تبكى السماء لفقده وأنجمها ناحت عليه وصلت[১০২]

"তুমি কি দেখনা যে, হুসায়নকে হারিয়ে সূর্য রুগ্ন হয়ে পড়েছে এবং পুরো দেশ শুকিয়ে গেছে। তাঁকে হারিয়ে আকাশ চীৎকার করে কাঁদছে আর তার তারকারাজিও তাঁর জন্য মাতম করছে এবং তার জন্য দু'আ করছে!"

অপরদিকে উমায়্যা খলীফা 'উমর ইব্ন 'আবদুল-'আযীযের ইনতিকালে মারছিয়া রচনা করে জারীর বলেন ঃ

تنعى النعاة أمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله و اعتمرا
حملت أمراعظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا
فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا[১০৩]

"মৃত্যু ঘোষণা দানকারীগণ আমাদের কাছে আমীরুল মু'মিনীন-এর মৃত্যু ঘোষণা দিক। ওহে বায়তুল্লাহর হজ্জ ও 'উমরাকারীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি! বিরাট এক গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছিল। আপনি তার জন্য সবর করেছেন এবং সে ব্যাপারে হে 'উমর! আপনি আল্লাহর নির্দেশ যথাযথ পালন করেছেন। আজ সূর্যগ্রহণ লেগেছে; সে আর পূর্ণভাবে উদিত হচ্ছে না। আপনার জন্য ক্রন্দন করেছে রাতের তারকা ও চন্দ্র।"

১০০. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩১৭।
১০১. এজন শী'আঃ মতবাদে উদ্বুদ্ধ কবি। তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।
১০২. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩১৬।
১০৩. দীওয়ান জারীর, ১খ, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারিজী পক্ষে নিহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করে আবূ বিলাল মিরদাস ইব্ন উদায়্যা[১০৪] কবিতা রচনা করেন যাতে তিনি আল্লাহর কাছে তাকওয়া লাভের প্রার্থনাও করেছেন। তিনি বলেন ঃ

أبعد ابن وهب ذى النزاهة والتقى ومن خاض فى تلك الحروب المهالكا
أحب بقاء أو أرجى سلامة و قد قتلوا زيد بن حصن و مالكا
فيا رب سلم نيتى و بصيرتى وهب لى التقى حتى ألاقى أولئكا[১০৫]

"পবিত্রতা ও তাকওয়ার অধিকারী ইব্ন ওয়াহ্ব এবং যারা সেই প্রলয়ংকরী যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল তাদের পর আমি কি আর বেঁচে থাকা পসন্দ করব অথবা নিরাপদে থাকার কামনা করব? অথচ তারা (শত্রু পক্ষ) হত্যা করেছে যায়দ ইব্ন হিস্ন ও মালিক কে। তাই হে আমার প্রতিপালক! আমার নিয়্যাত ও দূরদৃষ্টি ঠিক করে দাও এবং আমাকে তাকওয়া দান কর, যাতে আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি।"

খারিজী সদস্য 'ইমরান ইব্ন হারিছ আর-রাসিবী দূলাব যুদ্ধে নিহত হন। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তার মাতা তার কাছে চলে যাবার আকাঙ্খা ব্যক্ত করে এক মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেন। যার মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা, নিহতের শেষ রাতে সালাত আদায় করা—— প্রভৃতি ইসলামী রীতি-নীতির কথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ

الله أيد عمرانا وطهره وكان عمران يدعو الله فى السحر
يدعوه سرا واعلانا ليرزقه شهادة بيدى ملحادة غدر
ولى صحابته عن حرملحمة وسد عمران كالضرغامة الهصر[১০৬]

১০৪. বসরা নগরীর একজন খারিজী নেতা। আবূ বিলাল উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তামীম গোত্রের শাখা রাবী'আঃ ইব্ন হানজালাঃ ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত-এ তাঁর জন্ম। মৃত্যু ৬১/৬৮০-১ সালে। এ গোত্রে বহু সংখ্যক খারিজী নেতার আবির্ভাব হয়। পিতার নাম হুদায়র ইব্ন 'আমর। উদায়্যা তার মাতা বা নানীর নাম। খারিজীবাদ দমনের প্রচেষ্টায় বসরার গভর্নর 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে ও সক্রিয় পন্থায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। এ গভর্নর কর্তৃক আল-বালজা নামক জনৈক মহিলার নির্মমভাবে শাহাদাত প্রাপ্তির ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি ৪০জন অনুসারীসহ বসরা নগরী পরিত্যাগ করে পারস্যের সীমান্ত এলাকা আল-আহওয়াযে চলে যান। তার বিরুদ্ধে ২০০০ সৈন্যসহ প্রেরিত আসলাম ইব্ন যুর'আকে সংখ্যায় স্বল্প হয়েও তিনি পরাস্ত করেন। পরবর্তী বছর ইব্ন যিয়াদ ৪০০০ সৈন্যসহ 'আববাদ ইব্ন আখদারকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অতপর খারিজীদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং আবূ বিলালের মাথা কেটে ইব্ন যিয়াদের কাছে প্রেরণ করা হয়। আবূ বিলালের বীরত্ব ও নির্মম মৃত্যুর কথা কয়েকজন কবির কবিতায় স্থান পেয়েছে, যাদের অন্যতম হলেন 'ইমরান ইব্ন হিত্তান। আবূ বিলাল স্বীয় সম্প্রদায়ের বীরত্ব ও যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শোক প্রকাশ করে বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯খ, পৃ. ১৪১।

১০৫. ড. নায়িফ মাহমূদ মা'রূফ, দীওয়ানুল-খাওয়ারিজ (বৈরুত : দারুল মাসীরাঃ ১৪০৩/১৯৮৩), ১ম সং., পৃ. ১৯৩-৯৪।

১০৬.. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

"হে আল্লাহ! তুমি 'ইমরানকে সাহায্য কর এবং তাকে পবিত্র কর। 'ইমরান শেষ রাতে আল্লাহকে ডাকত। সে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁর কাছে দু'আ করত, যাতে ধর্ম ত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতকদের হাতে আল্লাহ তাকে শাহাদাত দান করেন। তার সাথি-সঙ্গীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে গেছে আর 'ইমরান হত্যাকারী ও সংহারী সিংহের ন্যায় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে।"

৫ম খলীফা 'উমর -এর পিতা 'আবদুল-'আযীযের মারছিয়ায় ফারাযদাক তাঁর জন্য জনগণ কর্তৃক আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা, হজ্জের সময় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা প্রভৃতি ইস-লামী কর্মকাণ্ডের কথা তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ظلوا على قبره يستغفرون له　　وقد يقولون تارات لنا العير
يقبلون ترابا فوق أعظمه　　كما يقبل فى الحجوجة الحجر
لله أرض أجنته ضريحتها　　و كيف يدفن فى الملحودة القمر[১০৭]

"লোকে তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, আবার কখনো কখনো তারা বলছে, তিনি আমাদের নেতা, তাঁর হাড্ডির উপরস্থিত মাটিকে তারা চুম্বন করছে, যেমনিভাবে হজ্জের সময় হাজার-ই আসওয়াদ চুম্বন করা হয়। মাটি সব আল্লাহর, সে মাটির কবর তাকে লুকিয়ে রেখেছে। আর কবরের মধ্যে চাঁদ (আবদুল 'আযীয)-কে কিভাবে দাফন করা হল!"

দ্বিতীয় মারওয়ানের সাথে যুদ্ধে নিহত খারিজী নেতা আবূ হামযা 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহইয়া ও তাদের সাথী সঙ্গিবৃন্দ যারা নিহত হয়েছিল তাদের স্মরণে শোকগাথা রচনা করেন 'আমর ইবন-ুল হুসায়ন[১০৮]। উক্ত কবিতায় তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাবার জন্য, তাকওয়া অর্জনের জন্য, নে ককাজে তৎপর থাকার জন্য এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে যাবার জন্য — যার সবগুলিই ইসলামী আদর্শ বলে গণ্য। তিনি বলেন ঃ

يا رب أسلكنى سبيلهم　　ذا العرش واشدد بالتقى أزرى
فى فتية صبروا نفوسهم　　للشرفية والقنا السمر
متأهبين لكل صالحة　　ناهين من لاقوا عن النكر[১০৯]

"হে আমার প্রতিপালক, আরশের অধিপতি! আমাকে তাদের পথে চালাও এবং তাকওয়া দ্বারা আমার শক্তি মজবুত করে দাও, সে সব যুবকের ব্যাপারে যারা নিজদের ওপর ধৈর্যধারণ করেছিল তরবারী ও বাদামী রংয়ের বর্শার জন্য। তারা সকল নেক কাজের জন্য দৃঢ়ভাবে তৈরী ছিল। এবং সকল অসৎকর্ম থেকে নিষেধকারী ছিল।"

---

১০৭. খামসাতু দাওয়াবীনিল-'আরাব :. দীওয়ান ফারাযদাক, (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাঃ, তা.বি.), পৃ. ১৪৬।
১০৮. একজন খারিজী মতাবলম্বী কবি। তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।
১০৯. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩০৫; কিতাবুল-আগানী, ২০খ, পৃ. ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাদের একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

كم من أخ لك قد فجعت به قوام ليلته إلى الفجر
متأوه يتلو قوارع من آى القرآن مفزع الصدر[১১০]

"তোমার কত ভাইয়ের জন্য তুমি মর্মাহত হয়েছ, যারা রাত জেগে ইবাদত করত ফজর পর্যন্ত। যারা আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটা করত ব্যথিত হৃদয়ে, কুরআনের বিপদাপদ ও মুসীবতের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করত।"

সিজিসতানের গভর্নর তালহা আত-তালাহাত আল-খুযাঈ-এর ইনতিকালে শোক প্রকাশ করে ইব্ন কায়স আর-রুকায়্যাত বলেন ঃ

نضر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات[১১১]

"আল্লাহ তরতাজা বানিয়ে দিক সেই হাঁড়গুলিকে যা তারা দাফন করেছে সিজিসতানে—-তালহা আত-তালাহাতের হাঁড়গুলি।"

উল্লেখ্য যে, এখানে প্রথম বয়তটি রাসূল (স.)-এর হাদীসেরই একটি বাক্যের অনুসরণে রচিত হয়েছে, যা তিনি ইরশাদ করেছেন সে লোকের ফযীলত বর্ণনায়, যে তাঁর বাণী শুনে মুখস্থ করবে অতপর হুবহু সেভাবে কোনরূপ বিকৃতি না ঘটিয়ে অন্যের কাছে পৌঁছে দেবে। হাদীসটি হলঃ

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه[১১২]

"আল্লাহ সেই লোককে তরতাজা করুন যে আমার কথা শুনেছে অতপর তা মুখস্থ করেছে অতপর তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছে।"

প্রণয়গীতি (غزل) ঃ এ জাতীয় কবিতা মানব মনকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করে। মানুষের আশা-নিরাশা, প্রেম-বিরহ ও ভাব- রোমাঞ্চ জড়িত এ ধরণের কবিতার সাথে। তাইতো কবি বেশী বেশী আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন এ ক্ষেত্রে। আর তাই উমায়্যা যুগের গযল কাব্যে ইসলামী ভাবধারার প্রতিফলন পড়েছে একটু বেশী মাত্রায়। কারণ কবির মন-মানসের ওপর প্রভাব ফেলেছিল ইসলাম। আর সে মন-মানসের গভীর অনুভূতি থেকে অনুরণিত গযল কাব্যে ইসলামী ভাবধারার ছাপ থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। যেমন প্রেমিক কবি জামীল বুছায়নাঃ[১১৩] পূত-পবিত্র

---

১১০. প্রাগুক্ত।

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

১১২. আত-তিরমিযী, আল-জামি' আস-সাহীহ, (দিল্লী : কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া, তা. বি.), ২খ, ৯০, কিতাবুল-ইলম।

১১৩. ১ম/৭ম শতাব্দীর একজন আরব কবি। ৪০/৬৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্ম। হিজায ও নজদে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন মা'মার। মতান্তরে মা'মার তার পিতা। অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে ৮০/৭০১ সালে তার মৃত্যু ঘটে। বুছায়না তার কথিত প্রেমিকার নাম। প্রেমিক কবি বলে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এমনকি প্রেমিকার নামটি পর্যন্ত তার সাথে জুড়ে দেয়া হয়। তাই 'জামীল বুছায়না' নামেই

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা অবলম্বন করতে চেয়েছেন। প্রিয়তমাকেও তা করার এবং আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিয়েছেন। আর মহান আল্লাহর কাছে সেরূপ ভালবাসা প্রার্থনা করেছেন। কারণ তিনিই যে সব কিছু দেয়া না দেয়ার মালিক। তিনি বলেন ঃ

ألا تتقين الله فى قتل عاشق له كبد حرى عليك تقطع
فيا رب حببنى إليها و أعطنى المودة منها أنت تعطى وتمنع
وإلا فصبرنى وان كنت كارها فانى بها يا ذا المعارج مولع[১১৪]

"তুমি কি সেই প্রেমিককে হত্যার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না, যার রয়েছে একটি দয়ার্দ্র হৃদয়; যে তোমার প্রতি আকৃষ্ট? হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তার কাছে প্রিয়তম বানাও এবং আমাকে তার ভালবাসা দান কর। তুমি দাও আবার তুমিই বিরত রাখো। আর যদি তা না দাও তবে আমাকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দাও। যদিও আমি তা অপসন্দ করি। কারণ হে উর্দ্ধে অবস্থানকারী (আল্লাহ) ! আমি যে তার সাথে একাকার হয়ে গেছি।"

আল্লাহর কাছেই সব কিছুর আবেদন নিবেদন ও অভিযোগ পেশ করে এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে অবিচার করলে প্রেমিকাকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে তিনি আরো বলেন ঃ

إلى الله أشكو لا إلى الناس حبها ولا بد من شكوى حبيب يروع
ألا تتقين الله فيمن قتلته فأمسى إليكم خاشعا يتضرع[১১৫]

"আমি আল্লাহর কাছে তার ভালবাসার অভিযোগ করি, মানুষের কাছে নয়। প্রেমাস্পদের অভিযোগ ও বেদনা অবশ্যই বিচলিত করে তোলে। তুমি কি যাকে হত্যা করেছ তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না, অতপর সে তোমার কাছে বিনয়াবনত হয়ে কাকুতি মিনতি করেছে?"

অপরদিকে প্রেমে যদি কোনরূপ বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়ে থাকে এবং তা ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্য আল্লাহর কাছে কবি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাই গযল কাব্যের

তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি খ্যাতিমান কবি আল-হুতাই'আর শিষ্য হুদবা ইবনুল খাশরাম-এর কাছ থেকে কবিতার সবক গ্রহণ করেন। কবি কুছায়্যির 'আয্যা ছিলেন তার রাবী। তার অধিকাংশ কবিতাই প্রেম বিষয়ক। তা থেকে তার চরিত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ফাখর ও হিজা কবিতা রচনায় সিদ্ধ হস্ত। 'উমর ইব্ন আবী রাবী'আঃ ও অন্যান্য লেখক তাদের রচনায় প্রেমের যে উশৃংখল ও বিদ্রূপাত্মক চিত্র অংকন করেছেন জামীলের রচনায় তা দেখা যায় না। প্রেমের পবিত্রতা ও মহত্বের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত করে তার প্রেমের এমন এক বেদুঈনী ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন যার গভীর আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তার দীওয়ান ৩য়/৯ম শতাব্দীতে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১খ, পৃ. ৩৫৪-৫৫; আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৬৭-৬৯।

১১৪. জামীল বুছায়না, দীওয়ান, (বৈরুত : দার সা'ব, ১৯৮০ খৃ.) ৩য় সং., পৃ. ৫১-৫২।

১১৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতিমান কবি 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ[১১৬] প্রেয়সী হিনদকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

فديتك أطلقى حبلى وجودى فان الله ذو عفو غفور[১১৭]

"আমি তোমার উপর কুরবান! তুমি আমার রশি ছেড়ে দাও এবং দয়া পরবশ হও। কারণ আল্লাহ তা'আলা পাপমোচনকারী ক্ষমাশীল।"

হত্যা করা মহাপাপ এবং মু'মিন আত্মাকে হত্যাকারীর প্রতি আল্লাহর শাস্তি অবধারিত। এর জন্য সে জাহান্নামে স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا[১১৮]

"কেউ ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম সে সেখানে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন"—ইসলামের এ চিন্তাধারা বিস্তারিতভাবে ফুটে উঠেছে ফারাযদাকের কবিতায়। যেমন তিনি বলেন ঃ

يا أخت ناجية بن سامية إننى أخشى عليك بنى إن طلبوا دمى
فاذا حلفت هناك أنك من دمى لبريئة فتحللى لا تأثمى
فلئن سفكت دما بغير جريرة لتخلدن مع العذاب الألأم
ولئن حملت دمى عليك لتحملن ثقلا يكون عليك مثل يلملم[১১৯]

---

১১৬. খ্যাতিমান গযল কাব্য রচয়িতা। মক্কার কুরায়শ বংশের বনূ মাখযূম শাখায় এক ধনাঢ্য পরিবারে ২৩ মতান্তরে ২১ হি./৬৪৪ খৃ. জন্ম। মৃত্যু ৯৩/৭১১ মতান্তরে ১০১/৭১৯ সালে। তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাবী'আ একজন সাহাবী ছিলেন, যাকে রাসূল (সা) ইয়ামানের 'জানাদ' নামক একটি প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। 'উছমান (রা)-এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। কবি 'উমর ইব্ন আবী রাবী'আর যৌবনকাল সম্ভবত মদীনায় এবং পরিণত বয়স প্রধানত মক্কায় অতিবাহিত হয়। তিনি দক্ষিণ আরব, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) সফর করেন। তিনি ছিলেন আরবী ভাষার অন্যতম দ্বিতীয় (প্রথম হলেন হাস্সান (রা)) শহরবাসী কবি। তাঁর কবিতা থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয় খুব কমই জানা যায়। তার কবিতায় শহুরে জীবনের উজ্জ্বল সামাজিক কার্যকলাপের ছবিই প্রতিফলিত হয়েছে। ভ্রমণের বিবরণ ও লড়াইয়ের বর্ণনা তার কবিতায় নেহায়েত কম। শরাবের বর্ণনা মোটেও নেই। তার কবিতা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক গতিময় ভাষণ সহজ-সরল। তার প্রায় সকল কবিতাই প্রেমরসে সিঞ্চিত। শেষ জীবনে তিনি কৃত পাপের জন্য খুবই অনুতপ্ত হন এবং ধার্মিক জীবন যাপন করেন। তার কবিতার দীওয়ান ১৯০১-১৯০৯ লাইপযিগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতপর ভাষ্যসহ তা মিসর থেকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়েছে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬খ, ১২-১৩; আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, ৩৪৯-৫৪)।

১১৭. 'উমর ইব্ন আবী রাবী'আ, দীওয়ান, (বৈরুত ঃ দার সাদির তা. বি.), পৃ. ১৮৩।

১১৮. ৪ [নিসা] ঃ ৯৩।

১১৯. খামসাতু দাওয়াবীনিল-'আরাব : দীওয়ান ফারাযদাক, পৃ. ১৯১-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

"হে নাজিয়া ইব্‌ন সামিয়ার ভগ্নী! আমি তোমার উপর আশংকা করছি যে, (আমাকে হত্যার দরুণ) আমার পুত্রগণ যদি আমার রক্তপণ দাবী করে, (তাহলে তো তোমার জন্য বিপদ) অতপর যখন তুমি শপথ করবে যে, আমার খুন থেকে তুমি মুক্ত তখন তুমি কিছু শর্ত জুড়ে দিও, তাহলে আর গুনাহগার হবে না (জেনে রাখ) বিনা অপরাধে যদি তুমি (আমার) রক্ত প্রবাহিত কর তবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে তুমি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আর যদি আমার রক্তের ভার তোমার উপর তুলে নাও তবে তোমার নিজের উপর 'ইয়ালামলাম' পর্বতের ন্যায় বোঝা তুমি তুলে নেবে।"

প্রিয়ার স্মরণে হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও দেখা যায় কবি ইসলাম ও 'ইবাদতের বড় রুকন সালাত আদায় করেন এবং আল্লাহর সাথে শিরক করেন না- এ ঘোষণা দিয়ে কবি কায়স ইবনুল-মুলাওওয়াহ ১২০ বলেন ঃ

أرانى إذا صليت يممت نحوها   بوجهى وإن كان المصلى ورائيا

فوالله ما أدرى إذا ما ذكرتها   اثنتين صليت الضحى أم ثمانيا

وما بى إشراك ولكن حبها   وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا১২১

"আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যখন আমি সালাতে দাঁড়াই তখন আমার চেহারা তার (লায়লার) দিকে ফিরিয়ে দেই যদিও কিবলা আমার পিছন দিকে। তাই আল্লাহর কসম! যখন আমি তাকে স্মরণ করি, তখন আমি ঠিক করতে পারি না যে, চাশ্‌তের সালাত আমি দু' রাক'আত পড়লাম না আট রাক'আত। অথচ আমি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করি না। কিন্তু তার (লায়লার) ভালবাসার কারণে ঐরূপ হয়ে যায়। আর প্রবল ভালবাসা ডাক্তারকে পর্যন্ত রোগীর কথা ভুলিয়ে দেয়।"

দুনিয়া বিরাগমূলক কবিতা (زهديات) ঃ এ যুগে এমন একটি বিষয় নিয়ে কাব্য রচিত হয় যা ইতোপূর্বে ছিল না। জাহিলী যুগে তো নয়ই, রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগেও এর তেমন একটা প্রসার ঘটে নি। তা হল দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাব এবং তার প্রতি অনাসক্তি (الزهد)। ইসলামের মূল শিক্ষা হল আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্যই

১২০. একজন প্রেমের কবি, যিনি মাজনূন নামে প্রসিদ্ধ। তাকে কখনো মাজনূন বনী 'আমির আবার কখনো মাজনূন বনী জা'দা বলা হয়। তার প্রেমিকার নাম লায়লা বিন্‌ত মাহদী। উভয়েই কৈশোরে 'তাওবাদ' নামক একটি পাহাড়ের পাদদেশে একত্রে বকরী চরাতেন। সেখান থেকেই প্রণয়। কিন্তু লায়লার পিতা তার সাথে লায়লাকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করে এবং লায়লার অনিচ্ছায় ওয়ারদ ইব্‌ন মুহম্মাদ আল-উকায়লীর সাথে তাকে বিয়ে দেন। এ বিয়ের পর কায়েসের জ্ঞান একেবারেই লোপ পায়। ফলে তিনি পর্বতের পাদদেশে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন এবং লায়লাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনা করতে থাকেন। কথিত আছে যে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৬৪-৬৫ হি.)-এর সময়কালে কা'ব, কুশায়র ও জা'দা গোত্রের প্রশাসক ঘোষণা করেন যে, মাজনূন লায়লার সাথে মিলিত হতে চাইলে তাকে হত্যা করা হবে। তিনি ৭০ হি./৬৮৯ সালে ইনতিকাল করেন। 'উমর ফাররুখ, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী, ২খ, পৃ. ৪৩৬-৩৭।

১২১. 'উমর ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ১খ, পৃ. ৪৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের দুনিয়ায় আগমন। আল্লাহ মানুষকে এখানে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন কে ভাল আমল করে।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلاً[১২২]

"তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।"

তাই সকলের কর্তব্য হল দুনিয়ার প্রতি মোহান্বিত না হয়ে বরং আখিরাতের প্রাধান্য দেয়া এবং সেজন্য 'আমল করা। কারণ দুনিয়া হল ক্ষণস্থায়ী, আর আখিরাত হল চিরস্থায়ী। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاِنَّ الاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ[১২৩]

"এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হল চিরস্থায়ী আবাস।"

তবে দুনিয়ায় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে একেবারে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করাও ইসলাম অনুমোদন করে না। বরং আখিরাত অর্জনের চেষ্টায় সে নিয়োজিত থাকবে আবার দুনিয়ার অংশও সে গ্রহণ করবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الاٰخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا[১২৪]

"আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না।"

আল-কুরআন ও হাদীসে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى[১২৫]

"কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।"

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالى مالى قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أوتصدقت فأمضيت[১২৬]

---

১২২. ৬৭ [মুলক] ঃ ২।
১২৩. ৪০ [মু'মিন] ঃ ৩৯।
১২৪. ২৮ [কাসাস] ঃ ৭৭।
১২৫. ৮৭ [আ'লা] ঃ ১৬-১৭।
১২৬. মুসলিম, আস-সাহীহ, (ইউ. পি. ইণ্ডিয়া : কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যাঃ দেওবান্দ, তা. বি.), ২খ, পৃ. ৪০৭, কিতাবুয-যুহদ।

Dhaka University Institutional Repository

"মুতাররিফ-এর পিতা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স.)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি التكاثر الهاكم। (অর্থ ঃ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে) পাঠ করছিলেন। তিনি বলেন, আদম সন্তান বলে ঃ আমার মাল, আমার মাল। বস্তুত হে আদম সন্তান! তোমার মাল তাই যা তুমি খেয়েছ অতপর শেষ করে ফেলেছ; পরিধান করেছ অতপর তা পুরাতন করে ফেলেছ এবং দান করেছ অতপর তা অব্যাহত রেখেছ।"

রাসূল (স.)-এর গোটা জীবন ছিল এর সার্থক নমুনা। উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়েশা (রা.) বলেন ঃ রাসূল (স.) একাধারে তিন দিন কখনো রুটি দিয়ে পেট পুরে আহার করেন নি।[১২৭]

আয়েশা (রা.) আরো বরেন ঃ রাসূল (স.) যখন ইনতিকাল করেন তখন আমার ঘরে একটি পাত্রে সামান্য কিছু গম ছাড়া, এমন কোন খাবার ছিল না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে। তিনি আমাকে বলেন, মক্কার মরুভূমি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি বলেছি, না, হে আমার প্রতিপালক! আমি একদিন ভুখা থাকব আর একদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করব। যেদিন ভুখা থাকব সেদিন তোমার কাছে আমি কান্নাকাটি করে, মিনতি জানিয়ে প্রার্থনা করব; আর যেদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করব সেদিন তোমার প্রশংসা ও সানা সিফাত করব।[১২৮]

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিকে আরবীতে যুহদ (زهد) বলা হয়। এই যুহদ সম্পর্কেও এ যুগে বহু কবিতা রচিত হয়েছে, যার ভাষা ও ভাব - সবই ইসলামী ভাবধারায় পরিপূর্ণ। যেমন মিসকীন আদ-দারিমী[১২৯] আল্লাহর প্রতি নিজের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে বলেন ঃ

১২৭. কাযী 'ইয়ায, আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকূকিল মুসতাফা (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, তা. বি.), ১খ, পৃ. ১৪০।

১২৮. প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ১৪১।

১২৯. তামীম গোত্রের কায়স শাখায় জন্ম। মৃ. ৮৯ হি./৭০৮ খৃ.। তার প্রকৃত নাম রাবী'আ ইব্ন 'আমির। মিসকীন নামটি তার রচিত কতিপয় বিশেষ পংক্তিতে বিধৃত হয়েছে। ঐ পংক্তিগুলিতে তিনি নিজকে চরম অভাবগ্রস্ত বা নিঃসঙ্গ (মিসকীন) বলে বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকেই তার উক্ত উপনাম। অবশ্য তিনি হয়তো রূপক অর্থে তা ব্যবহার করেছেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐরূপ ছিলেন না। এক বর্ণণা থেকে জানা যায় যে, তার গোত্রে তার নিজের ও তার পরিবারের এক নিরঙ্কুশ সম্মানজনক স্থান ছিল। আর উমায়্যা শাসকদের সাথে সুসম্পর্ক থাকায় তিনি বিভিন্ন রকমের উপঢৌকন ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ফলে তার অর্থের কোনরূপ কমতি ছিল না। কবি আল-ফারাযদাকের সাথে তার নিন্দাপূর্ণ কাব্য বিনিময় শুরু হয়। এ বাকযুদ্ধের প্রচণ্ডতা শুরু হয় যিয়াদ ইব্ন আবীহ-এর মৃত্যুর ফলে(৫৩/৬৩৭ সাল)। যিয়াদ ইরাকের গভর্নর হবার পর থেকে মিসকীনের প্রতি বিশেষ বদান্যতা প্রদর্শন করেন। তাকে একটি চারণভূমিও দান করেন। যিয়াদের মৃত্যুতে মিসকীন শোকগাথা রচনা করলে ফারাযদাক ক্ষিপ্ত হন। তা সত্ত্বেও আল-ফারাযদাক তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কবি জারীরের সাথে মিসকীনের সখ্যতা হয়ে যাবার ভয়ে সত্বর তার সাথে শান্তি স্থাপন করেন। মিসকীন আদ-দারিমী ছিলেন ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাঁর বহু কবিতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তা থেকে রক্ষা পাওয়া তার কবিতার পরিমাণ ৩০০ পংক্তি। তার রচিত কবিতাসমূহ মধ্যযুগে একত্রে সংগৃহীত হয়নি। কথিত আছে যে, হাশিম আত-তাআন কবি মিসকীনের অবশিষ্ট কবিতা সমূহ একটি দীওয়ানে সংকলন করেছেন যা বাগদাদ থেকে প্রকাশিত হয়। আবদুল্লাহ আল-জুবুরী ও খালীল ইব্ন 'আতিয়্যা কর্তৃক ৫৫টি বিচ্ছিন্ন অংশের একটি দীওয়ান বাগদাদে ১৩৮৯/১৯৭০ সালে মুদ্রিত হয়। এই দুর্লভ কবিতাসমূহ কবি মিসকীনকে একজন প্রতিভাবান উচ্চাঙ্গের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯খ, পৃ. ১৯০-৯১; আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

وسميت مسكينا وكانت لجاجة وإنى لمسكين إلى الله راغب[১৩০]

"আমি মিসকীন নামে পরিচিত হয়েছি। আর এটা ছিল দ্বন্দ্বের ব্যাপার। আর আসলে আমি আল্লাহর কাছে মিসকীন (নিঃস্ব), তাঁরই প্রতি আগ্রহী।"

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যকে ঘৃণা করে তিনি বলেন ঃ

ما أنزل الله من أمر فاكرهه إلا سيجعل لى من بعده فرجا[১৩১]

"আল্লাহ এমন কোন বিষয় অবতীর্ণ করেননি যা আমি অপসন্দ করি এটা ব্যতীত যে, আমার জন্য অতি সত্বর এরপর প্রাচুর্য আসবে।"

সব ক্ষমতা আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন তাই মানুষের কিছু চাওয়া-পাওয়া থাকলে তা আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিৎ যাতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি দান করেন। এ ভাব ব্যক্ত করে আবুল-আসাদ আদ-দুওয়ালী বলেন ঃ

وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمالا
فليعطينك ما أراد بقدرة فهو اللطيف لما أراد فعالا
إن العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوالا[১৩২]

"তুমি যখন তোমার কোন প্রয়োজন চাইবে তখন আল্লাহকে ডাকবে এবং ভাল কাজ করবে। তাহলে অবশ্যই তিনি তার কুদরতের দ্বারা যা ইচ্ছা করেন তা তোমাকে দিবেন। তিনিই তো সূক্ষ্মদর্শী যা করার তিনি ইচ্ছা করেন সে ব্যাপারে। বান্দা ও তাদের অবস্থার বিষয়াবলী আল্লাহর হাতেই। তিনি অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেন।"

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ব্যক্ত করে সাবিক আল বারবারী[১৩৩] বলেন, দুনিয়ার সম্পদ তো স্থায়ীভাবে ভোগ করা যায় না বরং মৃত্যুর পর তা চলে যায় ওয়ারিসদের দখলে। প্রাসাদ-অট্টালিকা যা আছে কালের আবর্তনে তা ভেঙ্গে চুরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই এগুলির জন্য কষ্ট করা বেকার। বরং এগুলো ত্যাগ করাই নিরাপদ। তিনি বলেন ঃ

أموالنا ذوى الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها
والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها[১৩৪]

---

১৩০. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৭৩।

১৩১. প্রাগুক্ত।

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪।

১৩৩. সাবিক আল-বারবারী ঃ একজন কবি ও ওয়ায়েজ। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন। আল-মাওসিল-এর রিক্কার কাযী ও তার মসজিদের ইমাম ছিলেন। তার কবিতা তাকওয়া-পরহেযগারী, দুনিয়া বিরাগ প্রভৃতি বিষয়ক, এসব বিষয়ে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৭৫-৭৬।

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

"আমাদের যে সম্পদ আমরা জমা করি তাতো মীরাছ-এর অধিকারীদের। আর যে সব ঘর-বাড়ী আমরা তৈরী করি তাতো কালের আবর্তনে একদিন ধ্বংস হবেই। নফস দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। অথচ সে জানে যে, তা থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হল তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ত্যাগ করা।"

গর্বমূলক কবিতা (الفخرية) ঃ এ যুগে গর্বমূলক কবিতা রচিত হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাতে ইসলামী ভাবধারার প্রভাব খুবই কম। বেশীর ভাগই উমায়্যা শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বি হাশিমী, যুবায়রী ও খারিজী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ জয়ের গর্বে ভরপুর। এরপরও কিছু কিছু কবিতায় ইসলামী ভাবধারার ছাপ সুস্পষ্ট। যেমন আল আহওয়াস[১৩৫] আল-আনসারী তার মামা শহীদ সাহাবী হযরত হানযালাঃ (রা.)-কে ফিরিশাতাদের গোসল দেয়া নিয়ে এবং তার পরদাদা 'আসিম ইব্ন ছাবিত[১৩৬] (রা.)-এর লাশ মৌমাছিতে (বা বোলতা) পাহারা দিয়ে রেখেছিল তা নিয়ে গর্ব করে বলেন ঃ

فأنا ابن الذى حمت لحمته الدير قتيل اللحيان يوم الرجيع
غسلت خالى الملنكة الأبرار ميتا طوبى له من صريع[১৩৭]

"আর আমি সেই ব্যক্তির বংশধর যার গোশতকে প্রহরা দিয়ে রেখেছিল মৌমাছি (বা বোলতা) রাজী' যুদ্ধের দিন। তিনি ছিলেন লিহইয়ান গোত্রের হাতে নিহত ব্যক্তি। আমার মামাকে

১৩৫. আল আহওয়াস আল-আনসারী ঃ মদীনার একজন কবি। ৩৫ হি./৬৫৫ খৃ. সালে আওস গোত্রের বনূ দুবায়'আঃ ইব্ন যায়দ শাখায় জন্ম। মদীনার সুসভ্য সমাজেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। প্রাচুর্য ও রাজনীতি বহির্ভূত পরিবেশে গড়ে ওঠে শহরকেন্দ্রিক প্রেমের কবিতা, যার প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন 'উমর ইব্ন আবী রাবী'আ ও আল-আহওয়াস। তাই আল-আহওয়াস-এর বেশীর ভাগ কবিতাই প্রেম সম্পর্কিত, যার ফলে তিনি কয়েকবার দণ্ডিতও হন। 'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আযীয মদীনার গভর্নর থাকাকালে একবার তাকে বেত্রদণ্ড প্রদান করেছিলেন। খলীফা আল-ওয়ালীদের সাথে তার প্রথম ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়। তিনি কয়েকবার খলীফার মেহমানও হন। তার কবিতায় উচ্চবংশীয় মহিলাগণের নামোল্লেখ (যথা সুকায়না বিনতুল হুসায়ন), ইসলামী অভিজাত শ্রেণীভুক্তগণের সাথে তার বিরোধ, নৈতিকতা বিবর্জিত কথা উচ্চারণ এবং সম্ভবত মদীনা বিদ্রোহের সাথে যুক্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে তার সংশ্রব, প্রভৃতি কারণে খলীফা সুলায়মানের আদেশে প্রথমে তাকে বেত্রদণ্ড প্রদান ও পিলোরিতে (হাত-পা বাঁধা যন্ত্রে) আটক করে রাখা হয়, পরে লোহিত সাগরের 'দাহ্লাক' দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। চার কি পাঁচ বছর তিনি সেখানে ছিলেন। অতপর ২য় ইয়াযীদ তাকে মুক্তি দেন। ১১০ হি./৭২৮-২৯ সালে রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। কবি হিসেবে তিনি উচ্চ প্রশংসিত ছিলেন। প্রধানত প্রেমের কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শব্দ চয়নে স্বাচ্ছন্দতা, বর্ণনারীতি ও রুচিবোধ, সুন্দর ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গি এবং কবিতার অবয়বের সুশৃঙ্খলতা তার কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। তার কবিতায় মদীনার কথ্য ভাষার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পৃ. ১৭৯-৮০।

১৩৬. 'আযল ও কারার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লিহইয়ান গোত্রের হাতে রাজী' নামক স্থানে শহীদ হন বেশ কিছু সুশিক্ষিত সাহাবী। তন্মধ্যে 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা.) শাহাদাতের সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন যে, তার লাশ যেন কাফিরদের হাতে অপবিত্র না হয়। আল্লাহ এ দু'আ কবুল করেন। প্রথমত অসংখ্য মৌমাছি বা বোলতা তার লাশ ঘিরে রাখে যার ফলে কাফিররা তার কাছেও যেতে পারেনি। অতপর সয়লাব এসে তার লাশ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

১৩৭. 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৬৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

গোসল দিয়েছে নেককার ফিরিশতাগণ। লুটিয়ে পড়া মৃতদের মধ্যে তিনি কত সৌভাগ্যবান মুর্দা।"

খৃস্টান কবি আল-আখতাল ও তার খৃস্টান গোত্র তাগলিব-এর উপর ইসলামের নি'মাত নিয়ে গর্ব করেছেন কবি জারীর। জারীর-এর 'কায়স' ও 'খিনদিফ' গোত্রের প্রতি আল্লাহর সম্পদ ও প্রাচুর্য দান এবং আল-আখতালের তাগলিব গোত্রকে তা থেকে বঞ্চিত রাখা, রাসূল (স.)-এর তাদের মধ্য থেকে হওয়া এবং সর্বদা তাদের মক্কার বাতহা, মিনা ও কিবাবের ন্যায় উৎকৃষ্ট স্থানসমূহে অবস্থান করা, সর্বোপরি জারীরের গোত্র মূলত কুরায়শ বংশ থেকেই, যারা উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থান সমূহের অধিবাসী - প্রভৃতি বিষয়ে গর্ব করে জারীর বলেন ঃ

كذالك أعطى الله قيسا وخندفا　　خزائن لم يفتح لتغلب بابها
ومنا رسول الله حقا ولم يزل　　لنا بطن بطحاوى منا وقبابها
وإن لنا نجدا وغور تهامة　　نسوق جبال العز شما وهضابها[১৩৮]

"এমনিভাবেই আল্লাহ কায়স ও খিনদিফ গোত্রকে সেই ধনভাণ্ডার দান করেছেন তাগলিব গোত্রের জন্য যার দরজাও খোলা হয়নি। আল্লাহর সত্য রাসূল আমাদেরই মধ্য থেকে। আর সর্বদা আমাদেরই মালিকানায় রয়েছে বাতহা মক্কা, মিনা ও কিবাব। আমাদেরই মালিকানায় নজদ ও তিহামার নিম্নাঞ্চল। আমরা সম্মানজনক ও প্রশস্ত পর্বতকে পরিচালিত করি ঘ্রাণ নিয়ে।"

১৩৮, শারহ দীওয়ান জারীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

'আব্বাসী যুগের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা ও তার আঙ্গিক বিশ্লেষণ

'আব্বাসী যুগের পরিচয় ও সময়সীমা ঃ 'আব্বাসী যুগের সময়কাল হল ১৩২ হি./৭৪৯ খৃ. থেকে ৬৪১ হি./১২৫৮ খৃ. পর্যন্ত মোট ৫০৯ বছর। এ যুগটিকে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ ৪টি পর্বে ভাগ করেছেন।

'আব্বাসী যুগ ঃ প্রথম পর্ব ঃ এ পর্বের ব্যাপ্তি একশত বছর। এর শুরু হয় যেদিন আবুল-'আব্বাস আস-সাফফাহ (খিলাফতকাল ১৩২হি—১৩৬হি./৭৪৯খৃ.—৭৫৪খৃ.) কূফায় 'আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন সেদিন থেকে (১২ রাবীউছ-ছানী, ১৩২ হি./২৮ নভেম্বর ৭৪৯ খৃ.)। আর সমাপ্তি হয় আল-মুতাওয়াক্কিল-এর খিলাফতে আরোহনের মধ্য দিয়ে (২৩২ হি.) অবশ্য কারো কারো মতে তার খিলাফতের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে (২৪৭ হি.)।

ইসলামের ইতিহাসে আরবদের রাজনীতি ও সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ বলা যায় এ সময়কালকে। কেবলমাত্র আল-মুতানাব্বী (৩০৩হি.—৩৫৪হি./৯১৫-১৬—৯৬৫ খৃ.) ছাড়া আর প্রায় সকল খ্যাতিমান কবির আবির্ভাবই ঘটে এ সময়কালে। এ সময়ে মুসলিম জাহানের সীমানা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইসলামী শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হয় এ সময়ে। অনারব ভাষায় রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য আরবীতে অনুবাদের মধ্য দিয়ে আরবগণ পরিচিত হন ভিন্ দেশী শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে। বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়। এমনিভাবে 'আব্বাসী যুগের এ প্রথম অধ্যায়টি ফারসী উপাদানে ('আরবীতে অনুবাদের মধ্য দিয়ে) সমৃদ্ধ হয়। আর 'আরবী কবিতাও এ সময় ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে একঝাঁক প্রতিভাধর ও খ্যাতিমান কবির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[১] যার মধ্যে বাশ্শার ইব্ন বুরদ্ (৯৫হি—১৬৭ হি./৭১৪খৃ.—৭৮৪ খৃ.), আবূ নুওয়াস (১৪৬হি.—১৯৮হি./৭৬৩খৃ.—৮১৪খৃ.), আবুল 'আতাহিয়া (১৩০হি.—২১১হি./৭৪৮খৃ.—৮২৬ খৃ.) ও আবূ তাম্মাম (মৃ. ২৩১ হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

---

১. ড. মুহাম্মদ 'আবদুল মুন'ইম খাফাজী, আল-আদাবুল-'আরাবিয়্যা ফিল-'আসরিল-'আব্বাসী আল-আউয়াল (আল-আযহার, কায়রো : মাকতাবাতুল কাহিরা, তা. বি.), পৃ. ২-৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাসী যুগ ঃ ২য় পর্ব ঃ 'আব্বাসী যুগের এ অধ্যায়টি শুরু হয় ২৩২ হি. আল-মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ-এর শাসন ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। তিনি তুর্কদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, আহলে সুন্নাহ্‌র আদর্শ গ্রহণ করেন এবং 'আলাবীদের প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করেন। তিনি খিলাফতের রাজধানী দামিশকে স্থানান্তরের সংকল্প করেন। তার এ পদক্ষেপ কেবল আরবগণই সমর্থন করেন, কিন্তু পারস্য ও তুর্কীগণ এতে ক্ষিপ্ত হন। ফলে নিজের জীবন দিয়ে তিনি এ পদক্ষেপের কাফ্‌ফারা দেন। তুর্কগণ তাঁর প্রাসাদ অবরোধ করে এবং স্বীয় উযীরসহ তাঁকে হত্যা করে। শোনা যায়, এ হত্যাকাণ্ডের সাথে তার পুত্র আল-মুনতাসির (২৪৭হি.—২৪৮হি./৮৬১খৃ.—৮৬২খৃ.) জড়িত ছিল, যাকে পরে খলীফা নিযুক্ত করা হয়। এখান থেকেই খিলাফতের পর্দায় আবির্ভুত হন আল-মুনতাসির, আল-মুসতা'ঈন (২৪৮হি.—২৫২হি./৮৬২খৃ.—৮৬৬ খৃ.), আল-মু'তায্‌য (২৫২হি.—২৫৫হি./৮৬৬খৃ.—৮৬৯খৃ.), আল-মুহতাদী (২৫৫হি. —২৫৬হি./৮৬৯খৃ.—৮৭০খৃ.), আল-মু'তামিদ (২৫৬হি.—২৭৯হি./৮৭০খৃ.—৮৯২খৃ.), আল-মু'তাযিদ (২৭৯হি.—২৮৯হি./৮৯২খৃ.—৯০২খৃ.), আল-মুকতাফী (২৮৯হি —২৯৫হি./৯০২খৃ.—৯০৮খৃ.), আল-মুকতাদির (২৯৫হি.—৩২০হি,/৯০৮খৃ.—৯৩২খৃ), আল-কাহির (৩২০হি.—৩২২হি./৯৩২খৃ.—৯৩৪খৃ.), আর-রাদী' (৩২২ হি.—৩২৯হি./ ৯৩৪খৃ.—৯৪০খৃ.), আল-মুত্তাকী (৩২৯হি.—৩৩৩হি/৯৪০খৃ.—৯৪৪খৃ.) ও আল-মুসতাকফী (৩৩৩হি.—৩৩৪হি/৮৪৪খৃ.—৯৪৫খৃ.)। একে একে ১৩ জন খলীফা একই ধারায় আসেন এবং চলে যান। কাল গড়িয়ে উপনীত হয় ৩৩৪ হি./৯৪৫ খৃ. এখানেই সমাপ্তি ঘটে এ পর্বের। এ সময়কালে ক্ষমতার দ্রুত পালা বদলের ফলে শিল্প, সাহিত্যের তেমন একটা অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

'আব্বাসী যুগ ঃ তৃতীয় পর্ব ঃ অতপর খিলাফতের পর্দায় হঠাৎ করে আগমন ঘটে পারস্যের বুওয়ায়হ বংশের। ৩৩৪ হি./৯৪৫ খৃ. থেকে সরকারী ও আনুষ্ঠানিকভাবে বনূ বুওয়ায়হ-এর নেতৃত্বে 'আব্বাসী যুগ-এর তৃতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়। তারা বাগদাদে প্রবেশ করে। অতপর পারস্য, ইরাক, আহওয়ায, কিরমান, রায়্যি, হামাযান ও ইসফাহান প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে এবং এ পর্বের 'আব্বাসী শেষ খলীফা আল-মুসতাকফী বিল্লাহ তাদেরকে স্বাগতম জানান। একে একে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন মু'ইয্‌যুদ্দৌলাহ (৯১৫-৯৬৭ খৃ.), ইযুযুদ্দৌলাহ, বখতিয়ার, আযুদুদ্দৌলাহ (মৃ. ৩৭২ হি./৯৮৩ খৃ.), আবূ নাসর বাহাউদ্দৌলাহ (মৃ. ১০০২ খৃ.), তার দুই পুত্র সুলতানুদ্দৌলাহ ও মুশরিফুদ্দৌলাহ, অতপর বুওয়াযহ বংশের সর্বাধিক দীর্ঘ মেয়াদী খলীফা আবূ তাহির জালালুদ্দৌলাহ (মৃ. ১০৪৪ খৃ.), আবূ কালিজার এবং সবশেষে আবূ নাসর আল-মালিকুর রাহীম। এর সাথে ৪৪৭ হিজরী সালে শেষ হয় বনূ বুওয়ায়হ-এর শাসন এবং 'আব্বাসী যুগের তৃতীয় অধ্যায়। এ সময়কালটি ছিল বনূ বুওয়ায়হ-এর যুগ বা পারস্যযুগ। প্রকতৃপক্ষে এ সময়ে খলীফাদের স্থায়িত্ব ছিল তাদের দাসদের হাতের মুঠোয়। তারাই যাকে ইচ্ছা খিলাফতে অধিষ্ঠিত করত, যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করত। কবি আল-মুতানাব্বী এর নাম

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছেন (دولة الخدم) "দাস-সাম্রাজ্য"। কাজের পরিবর্তে উপাধির বাড়াবাড়ি দেখা যায় এ সময়কালে। বুওয়ায়হগণ ছিল শী'আ। তারা তাদের শী'আ মতবাদের প্রচার এবং আহলে সুন্নাহ্র বিরোধিতা করত। আর তুর্কীগণ ছিল সুন্নী, তারা আহলে সুন্নাহ্র সাহায্য করত। এ সময়কালে সাহিত্য সংস্কৃতির তেমন একটা উন্নতি সাধিত হয়নি। একমাত্র আল-মুতানাব্বী (৩০৩—৩৫৪/৯১৫-১৬/৯৬৫) ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোন কবি এ সময়ে আবির্ভূত হয়নি।

'আব্বাসী যুগ ঃ ৪র্থ পর্ব ঃ অতপর ৪৪৭ হি. তুর্কী সালজূকদের আগমনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় 'আব্বাসী যুগের চতুর্থ অধ্যায়। তারা তুর্কিস্তান থেকে আগমন করে ছড়িয়ে পড়ে বুখারা, খুরাসান, মারভ, নীসাপুর এবং অতি দ্রুত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় জুরজান, খাওয়ারিযম, হামাযান, রায়্যি ও ইসফাহান প্রভৃতি জায়গায়। এদের পুরোভাগে ছিলেন তুগ্রীল। খলীফা আল-কায়েম তাকে স্বাগতম জানান এবং নিজের সিংহাসনের পাশে তাকে উপবেশন করান। সেদিন থেকেই তুগ্রীল পূর্ব-পশ্চিমের বাদশাহ হন। তারপর আসে তার ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প আরসালান (৪৫৫ হি,—৪৬৫ হি./১০৬৩ খৃ.—১০৭৩ খৃ.), তদীয় পুত্র মালিক শাহ (১০৫৫—১০৯২ খৃ.)। তুর্কী বংশ এ সময় সালজূকীদের সাথে মিশে পশ্চিম এশীয় মুসলিম দেশসমূহের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তারা এতদাঞ্চলে ক্রুসেড যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। আর খলীফাগণ ঐসব সালজূকীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। মালিক শাহর মৃত্যুর পর শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ফলে কেন্দ্রীয় সালজূকী শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিক শাহ্ দৈর্ঘে তুরক প্রান্তসীমার শহর কাশগর থেকে বায়তুল- মাকদিস পর্যন্ত এবং প্রস্থে কন্সটান্টিনোপল থেকে খারয পর্যন্ত সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। এই সালজূকী যুগের শেষ ভাগে এসে ঘটে সেই বাগদাদ ট্রাজেডি। আহলে সুন্নাহ ও শী'আদের মধ্যে চলছিল চরম দ্বন্দ্ব। শীঅ'আদের পবিত্র স্থান আল-কারখ আহলে সুন্নাহগণ ধ্বংস করে। তখন 'আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিমের উযীর আল-'আলকামী আহলে সুন্নাহদের দমনের জন্য তাতার দলপতি হূলাগূ খানের সাথে যোগাযোগ করে এবং বাগদাদ দখলের জন্য তাকে প্ররোচিত করে। আর খলীফাকে ধোকা দেয়। অতপর হূলাগূ খান বাগদাদ দখল করে তার চরম ধ্বংস সাধন করে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত ধ্বংসের তাণ্ডব অব্যাহত থাকে। ফোরাতের পানি নিহ-তদের রক্তে লাল হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী নদীতে নিক্ষেপ করায় তার পানি থমকে দাঁড়ায়। এ ঘটনা তথা 'আব্বাসী যুগের এ সমাপ্তি ঘটে ১২৫৮ খৃ. সালে।[২]

ইসলামী ভাবধারা ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ ঃ

উপরিউক্ত চারটি পর্বের মধ্যে প্রথম পর্বেই ইসলামী অনুশাসন পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ছিল। তাই তখনকার সময়ে রচিত কবিতায় ইসলামী ভাবধারা বেশী বেশী ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে

---

২. ড. সা'দ ইসমাঈল শেলেবী, আশ-শি'রুল 'আব্বাসী আত-তায়্যারুশ-শা'বী (কায়রো : মাকতাবা গারীব তা. বি.), পৃ. ১২-২০।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাসী যুগের সূচনাই হয়েছিল ইসলামী চেতনা ও জয্‌বা নিয়ে। আবুল 'আব্বাস আস-সাফফাহ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আলী প্রমুখ তাদের প্রথম বক্তৃতাতেই তাদের রাজনৈতিক দর্শন, মৌলনীতি ও কর্মপন্থা তুলে ধরেন। তন্মধ্যে ছিল ঃ

১. তারা শর'ঈ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা রাসূল (সা)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে এসেছে। তারা ইরাক ও খুরাসানবাসীকে উমায়্যা নির্যাতন ও জুলুম থেকে সুবিচার প্রদান করতে বদ্ধপরিকর। এরই বিরাট প্রভাব ও প্রাধান্য পড়েছে তাদের সাহিত্যিক ও কাব্যিক গতিধারায়।

২. শাসন ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। ইবনুত-তিকতাকা বলেন—এ সময়কালে রাজনীতিতে দীন ও দুনিয়াবী শাসন-এর সংমিশ্রন ঘটেছিল। উত্তম ও নেককার লোকগণ দীনের অনুসরণ করত আর অন্যরা তাদের আনুগত্য করত। হয়তো বা ভয়ে নতুবা আগ্রহ ভরে।

এ সময়কার খলীফাগণ নব প্রতিষ্ঠিত খিলাফত নিষ্কন্টক করণার্থে কিছুটা রূঢ় পদক্ষেপ নিলেও তাঁরা ছিলেন দীনদার ও সচ্চরিত্রবান। আবুল 'আব্বাস (১৩২-১৩৬ হি.) ছিলেন ভদ্র, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, অধিক লজ্জাশীল ও সচ্চরিত্রবান। আবূ জা'ফর আল-মানসূর (১৩৬-১৪৮ হি.) খিলাফতের মসনদে আরোহন করে আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করে বলেন, আমি এ খিলাফতের প্রতি আগ্রহান্বিত ও লালসাগ্রস্ত ছিলাম না। আমি চাই যেন আমার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা প্রতিবন্ধক না হয়। আমি যেন তাঁর ইবাদত করে এবং রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের প্রসার ঘটিয়ে আল্লাহর নিকটতর হতে পারি। আমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর শরণ নিচ্ছি যাদের কথা ও কাজের মিল নেই।[৩]

আল-মাহদী (১৪৮-১৬৮ হি.) ছিলেন জ্ঞানী-গুণী লোক। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও দানশীল। অতপর আল-হাদী (১৬৯-১৭০ হি.), হারূনুর-রশীদ (১৭০-১৯৩ হি.), আল-আমীন (১৯৩-১৯৮ হি.), আল-মামূন (১৯৮-২০৮ হি.), আল-মু'তাসিম (২১৮-২২৭ হি.), আল-ওয়াছিক (২২৭-২৩২ হি.) সকলেই ছিলেন মোটামুটি দীনদার। তাই তৎকালের শিল্প ও সাহিত্যে তাদের প্রভাব পড়ে দারুনভাবে। বিশেষত তখনকার খলীফাগণ ছিলেন কাব্যানুরাগী। ফলে তৎকালীন আরবী কাব্যে ইসলামী ভাবধারার ছাপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

কোন কোন সাহিত্যিক যাদের পুরোভাগে রয়েছেন ড. তাহা হুসায়ন 'আব্বাসী যুগের প্রথম অধ্যায়টিকে খেল-তামাশা, ধর্মদ্রোহিতা ও পাপাচারের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এ ব্যাপারে তারা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন কোন কোন কবির খেল-তামাশা ও মদ বিষয়ক কবিতা। আর তার রেশ ধরে গোটা যুগটাকেই উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। কারণ কবিতা তো জাতির দর্পণ।

---

৩. ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদুল ফারীদ (বৈরুত লেবানন : দার ইহ্‌ইয়াইত-তুরাছ আল- 'আরাবী, ১৪০৯ হি./ ১৯৮৯ খৃ.),১ম সং., ৩খ., ৩৭০, ৪খ, ৯০-৯১; ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, আত-তায়্যারুল ইসলামী ফী শি'রিল-'আসরিল-'আব্বাসী আল-আউয়াল (ইরাক : আল-ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শু'উনুদ-দীনিয়্যা, ১৪০২ হি./ ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৫৫-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তারা ভুলে যান যে 'আব্বাসী যুগের প্রথম অধ্যায়টাই ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর ন্যায় খ্যাতিমান 'আলিমের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শীর্ষস্থান অধিকার করে। এ সময়েই ইসলামী রাষ্ট্র সম্মানজনক স্থানে উপনীত হয় এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ যুগেই ক্রুসেড যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনী মুসলমানদের হাতে চরম মার খায়। অথচ সামান্য দু'চারটি কবিতার ওপর ভিত্তি করে ঢালাওভাবে উক্ত যুগকে পাপাচারের, ধর্মদ্রোহীতার যুগ বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। এ সময়কার কবিতায় পাপাচারের কিছু চিত্র ফুটে উঠলেও তার বিরাট এক অংশ জুড়ে রয়েছে তাওহীদ, তাকওয়া, দুনিয়া বিরাগ এবং ইসলামী রীতিনীত, 'আকীদা-বিশ্বাস তাহযীব-তমদ্দুন তথা ইসলামী ভাবধারা। তার কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হল ঃ

আল্লাহর তাওহীদ ও ছানা-সিফাত ঃ মহান আল্লাহর তাওহীদ-তামজীদ, প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে এ যুগের কবিগণ প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি বড়ই দানশীল। কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ -৪

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

অবিরত তাঁর সে দান বান্দার প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। তাই যে তার উপর নির্ভর করবে তার কোন চিন্তা-ভাবনা নেই; বরং সে আনন্দিতই থাকবে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ -৫

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" ইসলামের এসব মৌলিক স্পিরিট উল্লেখ করে ইয়াহইয়া ইব্ন যায়দ আল-হারিছী[৬] বলেন ঃ

لا تجزعن متى اتكلت على الذى ما زال مبتدئا يجود ويفضل

ولقد يريح أخو التوكل نفسه إن المريح - لعمرك - المتوكل[৭]

"তুমি যখন সেই সত্তার প্রতি নির্ভর করবে যিনি সর্বদাই দান করেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেন তখন তোমার ঘাবড়াবার আর কিছুই নেই। আল্লাহর ওপর নির্ভরকারী নিজেই আনন্দিত হয়। তোমার

৪. ২ [আল-বাকারা] ঃ ২৪৩।

৫. ৬৫ [তালাক] ঃ ৩।

৬. ইয়াহইয়া ইব্ন যায়দ আল-হারিছী (আনু. ১৬০ হি./৭৭৬ খৃ.), একজন কূফাবাসী কবি। 'আব্বাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল 'আব্বাস আস-সাফফাহ-এর মামাতো ভাই। তার উপনাম আবুল-ফাদল। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি মুতী' ইব্ন ইয়াস ও হাম্মাদ 'আজরাদ-এর বন্ধু ছিলেন। আল মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৪ হি.), ১খ, পৃ. ৪৯৭-৯৮।

৭. 'আবদুল্লাহ 'আবদুর রাহমান আল-জু'আয়ছিন, আশ-শি'রুল-ইসলামী ফিল-'আসরিল 'আব্বাসী (রিয়াদ : ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খৃ.), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের কসম! আল্লাহর উপর নির্ভরকারী ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী।"

আল্লাহ তা'আলাই সবচে' বেশী সম্মানী, সবকিছুর কর্মবিধায়ক। সুতরাং সকলের উচিত তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া—এ কথা ব্যক্ত করে কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরদ[৮] বলেন

مولاك أكرم من تميم كلها أهل الفعال ، ومن قريش المشعر

فارجع إلى مولاك ، غير مدافع سبحان مولاك الأجل الأكبر[৯]

"তোমার প্রভু তামীম গোত্রের যারা কর্তা ব্যক্তি তাদের সকলের থেকে সম্মানী এবং কুরায়শ দলের সকলের থেকেও। তাই তুমি তোমার প্রভুর দিকে ফিরে যাও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। তোমার প্রভু পবিত্র, সম্মানী ও মহান।"

এ বিশ্বচরাচরে যার যা কিছু প্রয়োজন তা সবকিছু আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত; মানুষের কাছে নয়। কারণ মানুষ তো পরিবর্তনশীল। তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দুর্বল করে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ ১০- خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

তাই আল্লাহর নিকটই তার দান থেকে যাচ্‌ঞা করা উচিত—এ শিক্ষা দিয়ে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ ১১- وَاسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

৮. বাশশার ইব্‌ন বুরদ (৯৫ হি./৭১৪ খৃ.—১৬৭ হি./৭৮৪ খৃ.). ইরানী বংশোদ্ভূত প্রসিদ্ধ কবি। উমায়্যা ও 'আব্বাসী উভয় যুগই তিনি পেয়েছেন। তবে 'আব্বাসী যুগের কবি হিসেবে খ্যাত। তাদের আদি নিবাস তুখারিসতান অথবা পূর্ব ইরানে। তার পিতা বুরদ (মতান্তরে দাদা ইয়ারজুখী) উমায়্যা সেনাপতি আল-মুহাল্লাব-এর এক অভিযানে বন্দী হন। অতপর বুরদ আল-মুহাল্লাবের স্ত্রীর দাস হিসেবে কাজ করেন। পরে তাকে বনূ উকায়লের মহিলাকে দান করা হয় এবং উক্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি মুক্ত হন। এই মহিলার গর্ভেই বাশ্‌শারের জন্ম। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। বানূ উকায়ল গোত্রে প্রতিপালিত হবার কারণে আরবী ভাষা সহজেই তিনি আয়ত্ত করেন এবং বসরার শহরতলীতে আগত বেদুঈনদের সাথে মেলামেশা করার ফলে তার ভাষা হয় বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত। তিনিই 'আব্বাসী যুগের একমাত্র কবি যার কবিতা ব্যাকরণবিদগণ উদাহরণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। মাত্র ১০ বছর বয়স থেকেই তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। আল-জাহিজ-এর মতে তিনি একজন স্বভাব কবি এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তৎকালীন কাব্য জগতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার সহজ পদচারণা ছিল। প্রশংসাগীতি ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। উমায়্যা ও 'আব্বাসী খলীফাদের প্রশংসায় তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি 'আব্বাসী যুগের কবিতায় নতুনত্ব আনয়ন করেছেন। জাহিলী যুগের কাব্যে ইমরুউল-কায়সের যে স্থান ছিল 'আব্বাসী যুগের কাব্যে বাশ্‌শার-এরও ছিল সেই স্থান। কবিতার গঠন ও আকৃতির দিক থেকে তিনি জাহিলী কবিদের অনুসারী হলেও ভাব ও মর্মে তিনি এক নতুন পথের পথিকৃৎ ছিলেন। তৎকালীন খলীফা আল-মাহদীর নিকট বাশ্‌শার-এর বিরুদ্ধে ধর্মে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। এর ওপর আবার তিনি খলীফার কুৎসা সম্বলিত একটি কবিতা রচনা করেন। খলীফা তাকে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। কবি তখন ৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধ। এই আঘাতের ফলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার ন্যায় এত অধিক সংখ্যক কবিতা তাঁর কালের খুব কম কবিই রচনা করেছেন। শুধু তাঁর কাসীদার সংখ্যা ১২ হাজার। 'আব্বাসী যুগের পরবর্তী কবিগণ তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তার কবিতার একটি সংকলন কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬/১খ, পৃ. ১০৮-১০৯; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২০১-২২০।

৯. দীওয়ান বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরদ (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাঃ ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খৃ.), ১ম সং., ৪খ, পৃ. ৬২; আল-আগানী, ৩খ, পৃ. ১৩৯।

১০. ৪ [নিসা] ঃ ২৮।

১১. ৪ [নিসা] ঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

" তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।"

ইসলামের এ ভাবধারা ও শিক্ষার কথা উল্লেখ করে আবূ নুওয়াস[১২] বলেন ঃ

يا سائل الله فزت بالظفر وبالنوال الهنى ، لا الكدر

فارغب إلى الله ، لا إلى بشر منتقل فى البلى وفى الغير

وارغب إلى الله لا إلى جسد منتقل من صبا إلى كبر

ما لك بالترهات مشتغلا أفى يديك الأمان من سقر ؟[১৩]

"ওহে আল্লাহর নিকট যাচ্ঞাকারী! তুমি সফলতা এবং বিনা কষ্টে দান প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে গিয়েছ; কষ্ট সাপেক্ষে নয়। তাই তুমি আল্লাহর দিকেই ধাবিত হও; মানুষের দিকে নয়। যে মানুষ জীর্ণশীর্ণতা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়। আর আল্লাহর প্রতিই আগ্রহী হও এমন কোন শরীরের প্রতি নয় যে শৈশব থেকে বার্ধক্যের দিকে প্রস্থান করে। তোমার কি হল যে, তুমি ক্ষুদ্র ও বাতিল জিনিস নিয়ে মশগুল রয়েছ? তোমার সামনে কি জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা রয়েছে?"

অনুরূপভাবে মানুষের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর কাছেই চাইতে উদ্বুদ্ধ করে কবি মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ[১৪] বলেন ঃ

---

১২. 'আব্বাসী যুগের খ্যাতনামা আরব কবি। জন্ম ১৪৬ হি./৭৬৩ সালে আহওয়াযে এবং মৃত্যু ১৯৮ /৮১৪ সালে বাগদাদে। তার মাতা গুলবান ছিলেন ইরানী মহিলা। আর পিতা হানী দ্বিতীয় মারওয়ানের সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। তিনি কুরআন কারীম হিফয করেন। তার প্রথম শিক্ষক ছিল ওয়ালিবা ইবনুল-হুবাব। তার মৃত্যুর পর তিনি কবি ও রাবী খালাফ আল-আহমারের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আবূ 'উবায়দা ও আবূ যায়দ প্রমুখ ব্যাকরণবিদের নিকটও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ভাষা জ্ঞান উন্নত করার জন্য প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তিনি বেদুঈনদের মধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। আরবী সাহিত্য সমালোচকগণ আবূ নুওয়াসকে আধুনিক ভাবধারার কবিদের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। যদিও তিনি প্রশংসামূলক কবিতায় প্রাচীন রীতির অনুসরণ করেছেন। প্রিয়ার পরিত্যক্ত বসতবাড়ীর পরিবর্তে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত মদশালার জন্য ক্রন্দন করেন। আরবী সাহিত্যে সর্বপ্রথম আবূ নুওয়াসের দীওয়ানের একটি অধ্যায়ে শিকার সম্পর্কিত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতাগুলিতে শিকারী কুকুর, বাজপাখী, ঘোড়া এমনকি বিভিন্ন প্রকারের শিকারের জীবজন্তুর বর্ণনাও রয়েছে। এগুলো উন্নতমানের শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ। প্রাচীন বেদুঈন কাব্যে জীবজন্তুর এ ধরনের বর্ণনা থাকলেও আবূ নুওয়াস একে একটি স্বতন্ত্র রচনাশৈলী দান করেছেন। পরবর্তী কালে ইবনুল মু'তায্য (মৃ. ২৯৬ হি./৯০৮ খৃ,) এর আরো বিকাশ সাধন করেন। সমসাময়িক কথ্য ভাষার বাক পদ্ধতি মাঝে মধ্যে ব্যবহার করলেও তার ভাষা ছিল মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। তার কিছু বিশেষ শ্রেণীর কবিতায় প্রায়ই ফারসী শব্দ পরিলক্ষিত হয়। আবূ নুওয়াস নিজে তার কবিতার কোন সংকলন প্রস্তুত করে যাননি। ফলে তার অনেক কবিতাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। বিশেষত মিসরে রচিত কবিতাগুলি। আস-সূলী ও হামযা আল-ইসফাহানী তার কবিতার দু'টি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ১১৩-১৪; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২২০-২৩৭।

১৩. দীওয়ান আবূ নুওয়াস, (বৈরুত : দার বায়রূত লিত-তাবা'আ ওয়ান-নাশর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৩৪৮।

১৪. মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ, উপাধি সারী'উল-গাওয়ানী (সুন্দরী গায়িকাদের দ্বারা ভূপাতিত)। প্রাথমিক 'আব্বাসী যুগের একজন আরব কবি। ১৩০-৪০ হি./৭৪৭-৫৭ সালে কূফায় জন্ম এবং ২০৮/৮২৩ সালে জুরজানে মৃত্যু। তার পিতা ছিলেন আনসারদের আযাদকৃত দাস। সমকালীন অনেক কবির মতই তিনি স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করে জীবিকা অর্জন করতেন এবং অনেক রাষ্ট্র নায়ক ও আমীরের সাথে পরিচিত হন। তিনি তার কিছুসংখ্যক কবিতা আল-আমীনকে

Dhaka University Institutional Repository

أقول لمأفون البديهة طائر مع الحرص لم يغنم ولم يتمول

سل الناس إنى سائل الله وحده وصائن عرض عن فلان وعن فل[১৫]

"দুর্বল রায় ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী লোক যে লালসা সত্ত্বেও অমঙ্গল বহন করে; কোনরূপ গনীমত লাভ করেনি এবং সম্পদ লাভ করে অমুখাপেক্ষীও হয়নি—এমন লোককে আমি বলি, তুমি লোকের কাছে যাচ্ঞা কর; আমি একমাত্র আল্লাহর নিকটই যাচ্ঞাকারী এবং অমুক অমুক থেকে আমার 'ইয্যত-সম্মান রক্ষাকারী।

রাজাধিরাজ সেই আল্লাহর কাছেই সব কিছু চাওয়া উচিত আর কারো কাছে নয়। কারণ সবাই তো মুখাপেক্ষী ও যাচ্ঞাকারী —এ মর্ম ব্যক্ত করে মাহমূদ ইবনুল ওয়াররাক[১৬] বলেন ঃ

فارغب إلى ملك الملوك ولا تكن يا ذا الضراعة طالب من طالب[১৭]

"তাই তুমি রাজাধিরাজের প্রতিই ধাবিত হও। আর হে দুর্বল ব্যক্তি! তুমি যাচ্ঞাকারীর নিকট যাচ্ঞাকারী হয়ো না।"

অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই, আর কারো নেই। গণক ও জ্যোতিষীরা যতই দাবী করুক না কেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ[১৮]

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না।"

অন্যত্র ঃ

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَالاَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّه -[১৯]

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"

উৎসর্গ করেন। পরবর্তীকালে আল-মামূনের কাছ থেকে জুরজানে তিনি একটি সরকারী পদ লাভ করেন। কবিতার বিষয়বস্তু ও রীতিতে তিনি সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী ছিলেন। প্রাচীন রীতির কবিতা ও শোক সঙ্গীত ছাড়াও তার ব্যঙ্গ কবিতা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আরবী কাব্যে নতুনত্ব আনয়নে তার সমসাময়িক বাশ্শার ইব্ন বুরদ, আবূ নুওয়াস প্রমুখের সাথে তিনিও ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। আস-সূলী তার কাব্যের একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ৪৪৩-৪৪; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৬৮।

১৫. দীওয়ান মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ, (বৈরুত : ১৩০৩ হি.), পৃ. ২৬; ইব্ন আব্দ রাব্বিহ, আল-ইকদুল-ফারীদ, ২খ, ৩৩৭; ৫খ, ৩১৬।

১৬. পূর্ণ নাম মাহমূদ ইব্ন হাসান আল-ওয়াররাক (মৃ. আনু. ২৩০ হি./৮৪৯ খৃ., খলীফা আল-মু'তাসিমের আমলে। তিনি ছিলেন সুচিন্তাধারার কবি। ইসলামী চিন্তা-চেতনা ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে তার কবিতায়। তার কবিতার দীওয়ান রয়েছে যার অধিকাংশ কবিতাই দুনিয়া-বিরাগ সম্পর্কিত এবং ইসলামী ভাবধারায় লালিত। আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ (কায়রো : মাকতাবাতুল-খানজী, ১৩৪৯/১৯৩১), ১ম সং., ১৩খ,পৃ. ৮৭-৮৯, সংখ্যা ৭০৭২।

১৭, ইব্ন 'আবদ রাব্বিহ, আল-'ইকদুল-ফারীদ, ১ম সং., ১খ, পৃ. ৭৫।

১৮. ৬ [আন'আম] ঃ ৫৯।

১৯. ২৭ [আন-নামল] ঃ ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ 'আকীদা ও বিশ্বাসের উল্লেখ করে আর-রুকাশী[২০] বলেন ঃ

لا يعلم الأسرار إلا ربنا ليس العليم بها كمن لا يعلم
يا مدعى علم النجوم وغيبها هل أنت ذا علم كما قد تزعم
إن كنت تبصر علم ذاك فما لنا نلقاك ذا بؤس وغيرك ينعم ؟[২১]

"গোপনতত্ত্ব আমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কেউ জানে না। সে সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি অজ্ঞ ব্যক্তির মত নয়। হে নক্ষত্রের জ্ঞান ও অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীদার! তুমি কি আসলেই যা সম্পর্কে ধারণা কর তার জ্ঞানী? তুমি যদি তার জ্ঞান সত্যিই রাখো তবে তোমাকে কেন আমরা অভাবগ্রস্ত দেখতে পাই আর অন্যরা সম্পদশালী?"

আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞানের কথা এবং আরো কিছু ছানা-সিফাতের কথা, যার সবগুলিই কুরআন কারীমের একাধিক জায়গায় বর্নিত হয়েছে—উল্লেখ করে ইসমা'ঈল ইবন ফুলান আত-তিরমিযী[২২] বলেন ঃ

تبارك من لا يعلم الغيب غيره ومن لم يزل يثنى عليه ويذكر
على فى السموات العلى فوق عرشه إلى خلقه فى البر والبحر ينظر
سميع بصبر لا يشك مدبر ومن دونه عبد ذليل مدبر[২৩]

"মহিমান্বিত তিনি, যিনি ব্যতীত আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না এবং সর্বদাই যার প্রশংসা ও যিকির করা হয়ে থাকে। তিনি উঁচু আকাশমণ্ডলীর উপরে। স্বীয় 'আরশের উপর থেকে স্থলে ও পানিতে তাঁর যত সৃষ্টি আছে তার প্রতি নজর রাখছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, পরিকল্পনাকারী। আর তার নিম্নে যারা আছে তারা বিনীত দাস ; পারিকল্পনা করে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) জেলে থাকাকালীন এ কবিতাটি বেশী বেশী আবৃত্তি করতেন।

---

২০. পূর্ণ নাম আবুল-'আব্বাস আল-ফাদল ইব্ন আবদুস-সামাদ আর-রুকাশী। মৃ. আনু. ২০০ হি./৮১৫ খৃ. তিনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত কবি। প্রথমত বসরায় আগমন করেন। অতপর বাগদাদে চলে আসেন। তিনি খলীফা হারূনুর-রশীদ, মুহাম্মদ আল-আমীন ও বারমাকী শাসকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি আবূ নুওয়াসের সাথে নিন্দাবাদমূলক কাব্যযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন (আল-খাতীব আল-বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ১২খ, ৩৪৫—৪৬, সংখ্যা ৬৭৮৬)।

২১. 'আবদুল্লাহ আবদুর রহমান আল-জু'আয়ছিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

২২. একজন মুহাদ্দিস। তার পিতার নাম ও ব্যাপক পরিচিতি জানা যায় না। এ জন্যই তাকে ইব্ন ফুলান (অমুকে পুত্র) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমূ দরিয়ার বেলাভূমিতে বলখ থেকে ৬ ফারসাখ দূরে অবস্থিত তিরমিয নামক শহরে তাঁর জন্ম। তিনি হাদীস শিক্ষা লাভের পর তা রিওয়ায়াত করেন। আবুল হাশিম আর-রুম্মানী, হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান প্রমুখ তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন যার সবগুলিই ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত। তবে তার সব কবিতা সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়নি। আল-'আসকালানী, লিসানুল মীযান (বৈরুত লেবানন : মু'আস্সাতুল-'আলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭১ খৃ.), ২য় সং., ১খ, পৃ. ৪৪৬, সংখ্যা ১৩৮৭)।

২৩. আবদুল্লাহ 'আবদুর রাহমান আল-জু'আয়ছিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ যে এক অদ্বিতীয় - বিশ্বের সব কিছুই তার সাক্ষ্য দেয় এবং তার তাসবীহ পাঠ করে। আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারকা সব কিছুতেই তাঁর একক হবার সাক্ষ্য বিদ্যমান যা কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর তাসবীহ পাঠ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ مِنْ شَيئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -২৪

"এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।"

এ ভাবধারারই অনুরণন করে আবুল-'আতাহিয়া২৫ বলেন ঃ

أيا عجبا كيف يعصى الإلـ ـه أم كيف يجحده الجاحد

وللّه فى كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد

وفى كل شيئ له آية تدل على أنه واحد২৬

---

২৪. ১৭ [বনী ইসরাঈল] ঃ ৪৪।

২৫. আবুল 'আতাহিয়ার প্রকৃত নাম ইসমা'ঈল ইবনুল কাসিম ইব্ন সুওয়ায়দ। আবুল 'আতাহিয়া তাঁর উপনাম। এ নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। জন্ম ১৩০ হি./৭৪৮ খৃ. 'আয়নুত-তামর-এ (এক বর্ণনামতে কূফায়)। তিনি কূফায় লালিত-পালিত হন। মৃত্যু ২১১হি./৮২৬ খৃ.। কবির পিতা ছিলেন হাজ্জাম অর্থাৎ রক্ত মোক্ষক। প্রথম জীবনে কবি নিজেও পথে পথে মৃৎপাত্র বিক্রয় করেছেন। এহেন নিম্ন শ্রেণীর পেশা থাকার কারণে সামাজিক উপেক্ষার অনুভূতি জীবনের প্রতি তার মনোভাবকে তিক্ত করেছিল। পরবর্তীকালে তার রচনায় তিনি শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর প্রতি তার ঈর্ষা ব্যক্ত করেছেন। দারিদ্রের কারণে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন এবং ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে পাঠ নিতে সক্ষম হননি। এজন্যই তার কাব্যে অভিনবত্বের স্বাদ পরিলক্ষিত হয় এবং তা প্রাচীন নিয়ম কানুনের বন্ধন মুক্ত। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তাই অন্যান্য স্বভাব কবিদের মতই তিনি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা এবং হ্রস্ব ছন্দ অধিক পসন্দ করতেন। তার কবিতা আরব সমাজে সর্বশ্রেণীর নিকটই সমাদৃত। ভনক্রেমারের মতে তার কাব্য প্রতিভা আবূ নুওয়াস থেকেও অধিক। ফারসী সাহিত্যে শেখ সা'দীর যে স্থান, আরবী কাব্যে আবুল 'আতাহিয়া প্রায় সেই স্থান অধিকার করেছেন। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম কবি যিনি দেখিয়েছেন যে, কাব্যের সৌন্দর্য হানী না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা যায়। ছন্দের প্রয়োজনে কখনো তাকে দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি। ভাষা ও ছন্দের ওপর তার এতখানি দখল ছিল যে, তিনি অনায়াসে পদ্যে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। প্রথম জীবনে তিনি আনন্দ ফূর্তিতে মত্ত ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তওবা ও অনুতাপে কাটান এবং লোকজনকে সদুপদেশ দিয়ে কবিতা রচনা করেন। ধর্মনিষ্ঠা, মৃত্যু, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তোষ, কালের কুটিলগতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অধিকতর কাব্য রচনা করেছেন। অনেকের ধারণা আবুল-'আতাহিয়া আরবী সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি। কিন্তু দার্শনিক ভাবাপন্ন হলেও তার কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, মতাদর্শ ও ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। তার প্রায় কবিতাই ইসলামী ভাবধারায় উদ্বেল। তাই তার কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করে থাকে। তার রচনা প্রাচুর্য এত অধিক যে তার পূর্ণ সংকলন সম্ভব হয়নি। ইব্ন 'আবদিল বার্র (মৃ. ৪৬৩/১০৭১) শুধু তার ধর্মবিষয়ক কবিতা (زهديات) -এর একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। তার বন্ধু ইবরাহীম আল-মাওসিলী তার অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন এবং তা বিভিন্ন শহর-গ্রামে গীত হয়। তিনি ও তার কনিষ্ঠতর সমসাময়িক কবি 'আবদুল হামীদই প্রথম مزدوج (দুই শ্লোকে অন্তমিলযুক্ত পদ্য) রচনা করেছেন। আল-মা'আররীর মতে তিনিই সর্ব প্রথম مضارع ছন্দ আবিষ্কার করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ৭-১১।

২৬. দীওয়ান আবুল-'আতাহিয়া (বৈরুত : আল-মাতবা'আতুল-কাথূলীকিয়্যাঃ, ১৯০৯ খৃ.), ৩য় সং., পৃ. ৬৯; ইবনুল-মু'তায্য, তাবাকাতুশ-শু'আরা, সম্পা. আবদুস সাত্তার আহমদ ফারয়াজ (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৮ খৃ.) ২য় সং., পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

"আহা কি আশ্চর্য! কিভাবে আল্লাহর নাফরমানী করা যায়? আর কিভাবেই বা অস্বীকারকারী তাঁকে অস্বীকার করে? প্রত্যেক গতি ও স্পন্দন এবং নিরব নিস্তব্ধতা ও নিথরতায়ই যে সর্বদা আল্লাহর সাক্ষ্য রয়েছে। আর প্রত্যেক জিনিসেই তার নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক।"

তাঁর কাছে কোন জিনিসই গোপন নয়। তিনি সর্বজ্ঞাত। কোন কিছুই তাঁর সে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আর সর্বদাই তাঁর তাসবীহ পাঠ করা হয়। কুরআন কারীমের এ মর্মের উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

سبحان من لا شيئ يحجب علمه فالسر أجمع عنده إعلان
سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان[২৭]

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হতে পারে না কোন জিনিসই। তাই গোপন বিষয়সমূহ তার কাছে প্রকাশ্য হয়ে প্রতিভাত হয়। পবিত্র ও মহিমময় তিনি, সর্বদাই যার তসবীহ পাঠ করা হয় তিনি ব্যতীত আর কারো জন্য পবিত্রতা ঘোষণা করা হয় না।"

সকল সৃষ্টি এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে কেবল আল্লহ্ই অবশিষ্ট থাকবেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلَالِ وَالاِكْرَام -২৮

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই বিলুপ্ত হবে। অবশিষ্ট থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব।"

তিনিই সকলের প্রতিপালক, সকলের ইলাহ। তাই তাঁরই জন্য নিবেদিত হবে বান্দার সকল 'ইবাদত-বন্দেগী, তসবীহ-তাহলীল, সালাত ও কুরবানী—এ শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ إِنَّ صَلوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -২৯

"বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী ও হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।"

এ কথাগুলি এ যুগের কবি আল-কাসিম ইবন ইউসুফ[৩০] সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

---

২৭. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, ২৫১; আল-জাহিজ, আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন,(মিসর : আল-মাকতাবাতুত-তুজ্জারিয়্যা আল-কুবরা, ১৩৪৫/১৯২৬), ১ম সং., ৩খ, পৃ. ১৮৫।

২৮. ৫৫ [আর্-রাহমান] ঃ ২৬-২৭।

২৯. ৬ [আন'আম] ঃ ১৬২।

৩০. আল-কাসিম ইব্ন ইউসুফ (আবি. আনু. ২২০ হি./৮৩৫ খৃ.), একজন কূফাবাসী কবি। উপনাম আবূ আহমাদ। তিনি ছিলেন আল-মামূনের মন্ত্রী আহমাদ ইব্ন ইউসুফ আল-কাতিব-এর ভাই। আল-কাসিম একজন ভাল ও স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন শী'আ মুতাকাল্লিম। চতুষ্পদ জন্তুকে নিয়ে যারা কবিতা রচনা করেছেন বিশেষত মারাছিয়া (শোকগাথা) কবিতা তন্মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তার অধিকাংশ কবিতাই বৈরাগ্যবাদ সম্পর্কিত। আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা, পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ويفنى الخلق كلهم ويبقى الخالق الملك

إله الخلق رب الناس يملكهم وما ملكوا

له التسبيح والتقديـ يس والصلوات والنسك

وإهلال الحجيج له وما سفحوا ، وما سفكوا[৩১]

"সকল সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাবে অবশিষ্ট থাকবে কেবল সৃষ্টিকর্তা, মালিক, যিনি সকল সৃষ্টির ইলাহ, মানুষের প্রতিপালক; তিনি তাদের মালিক আর যা কিছু তারা মালিক হয়েছে সে সব কিছুরও প্রকৃত মালিক তিনি। তাঁরই জন্য সকল প্রশস্তি, পবিত্রতা ও মহিমা, সালাত ও কুরবানী; হাজীদের উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ এবং তাদের কুরবানী সব তাঁরই জন্য।"

মানুষের রোগ-ব্যাধি হলে তার প্রকৃত আরোগ্যকারী আল্লাহ এ কথাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বীকৃতির মাধ্যমে তিনি সকল মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ) তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ[৩২]

"এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।"

এ যুগের কবি আল-খুরায়মী[৩৩] এ কথাই তাঁর কাব্যে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يُنبِيني الطبيب شفاء عيني ! وهل غير الإله لها طبيب[৩৪]

"চিকিৎসক আমাকে আমার চোখ আরোগ্য হবার আশা দেয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত তার আরোগ্যের আর কোন চিকিৎসক আছে কি?"

আল্লাহকে রাজাধিরাজ বলে উল্লেখ করত তার ক্ষমতা ও হামদ-ছানা বর্ণনা করেছেন কবি আবূ নুওয়াস। হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর হাজীগণ যে তালবিয়া[৩৫] পাঠ করেন তারই ঢঙে দীর্ঘ এক কবিতা রচনা করেছেন তিনি। যার প্রথমাংশ নিম্নরূপ ঃ

---

৩১. আল-জু'আয়ছিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; আল-আগানী, ২২খ, পৃ. ৫৬৫-৬৬।

৩২. ২৬ [আশ-শু'আরা] ঃ ৮০।

৩৩. আল-খুরায়মীর পূর্ণ নাম আবূ ইয়াকূব ইসহাক ইব্ন হাস্‌সান আল-খুরায়মী। একজন তুর্কী বংশোদ্ভূত আরব কবি। শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। তারই দুঃখে বহু শোকগাথামূলক কবিতা রচনা করেন। আলোচ্য বয়তটি তারই অংশবিশেষ। এ ছাড়া তিনি ফিতনা-ফাসাদ এবং বাগদাদের উপরও প্রচুর কবিতা রচনা করেন। বাগদাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইরাক, সিরিয়া, বসরা ইত্যাদি স্থানে বাস করেছেন এবং সে সকল স্থানে হাম্মাদ 'আজরাদ, মুতী' ইব্ন ইয়াস প্রমুখ উচ্ছৃঙ্খল কবিদের সাথে অবাধে মেলামেশা করেছেন। বাগদাদে খলীফা আর-রশীদের পারিষদ বর্গের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আল-আমীন ও আল-মামূনের মধ্যকার সংঘর্ষের সময় তিনি আল-আমীনকে সমর্থন করেন। আল-মামূন কর্তৃক বাগদাদ অবরোধের সময় তিনি নগরটির ধ্বংসের বর্ণনা দিয়ে একটি দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন যাতে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আল-মামূনের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি مدح ও مرثيه রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ধারণা করা হয় খলীফা আল-মামূনের খিলাফতকালে ২০৬/৮২১ সালের নিকটবর্তী কোন এক সময়ে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত; ২খ, পৃ. ১৪৩)।

৩৪. ইব্ন কুতায়বা, আশ্-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, ২খ, পৃ. ৮৫৫; আল-আগানী, ১৬খ, পৃ. ৩২০।

৩৫. হজ ও 'উমরার ইহরাম বাঁধার পর থেকে শুরু করে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নিম্নোক্ত দু'আটি জোরে জোরে বেশী বেশী পাঠ করতে হয়। একেই তালবিয়া বলে। দু'আটি হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

إلهنا ما اعدلك ! مليك كل من ملك

لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك

ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك

لو لاك يا رب هلك[৩৬]

"ওগো আমাদের ইলাহ! কতই না ন্যায়বিচারক তুমি! সকল মালিকের মালিক তুমি। তোমার দরবারে আমি হাজির। সকল প্রশংসা তোমার এবং ক্ষমতা ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই। যে বান্দা তোমার কাছে চায় সে কখনো বঞ্চিত হয় না। সে যেখানেই থাক না কেন তুমি তার হয়ে যাও। তুমি যদি না হতে ওগো প্রতিপালক! তবে সে ধ্বংস হয়ে যেত।"

আল্লাহর আরো বেশ কিছু ছানা-সিফাত কবিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি আবুল 'আতাহিয়া। তিনি বলেন ঃ

كل يوم يأتى برزق جديد من مليك لنا غنى حميد

قادر قاهر قوى لطيف ظاهر باطن قريب بعيد

حجبته الغيوب عن كل عين وهو فينا أنيس كل وحيد

حسبنا الله ربنا هو مولى خير مولى : ونحن شر عبيد[৩৭]

"প্রতিদিনই নতুন নতুন রিযিক আসে আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে যিনি ধনী, প্রশংসিত, ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী, শক্তিমান, সূক্ষ্মদর্শী, প্রকাশ্য, গোপন, নিকটবর্তী, দূরবর্তী। প্রত্যেক চোখ থেকে অদৃশ্য তাকে পর্দাবৃত করে রেখেছে। তিনি আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সুহৃদ বন্ধু। আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক হিসেবে যথেষ্ট। তিনি প্রভু, উত্তম প্রভু। আর আমরা তার নিকৃষ্টতম দাস।"

তওবা ও অনুতাপ সম্পর্কিত ঃ 'আব্বাসী যুগটি রাসূল (সা) ও সাহাবীদের থেকে অনেক পরে হওয়ায় 'আমলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই খেল-তামাশা ও মদে আসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু প্রথম জীবনে পাপে জড়িত হয়ে পড়লেও শেষ জীবনে তারা নিজদের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে তওবা করেছেন। ইসলামের মূল শিক্ষাই এটি যে, শয়তানের ধোকায় পড়ে জীবনে যত বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনই হয়ে থাক না কেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لبيك اللهم لبيك - لبيك لا شريك لك لبيك - إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك -

অর্থ ঃ আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই আমি হাজির। সকল প্রশংসা ও নি'মাত তোমারই আর সকল ক্ষমতাও তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

৩৬. আবূ নুওয়াস, দীওয়ান, পৃ. ৪৮১।

৩৭. ড. শুকরী ফয়সল, আবুল-'আতাহিয়া আশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু, (দামিশক : দারুল মাল্লাহ, তা. বি.), পৃ. ১২৩।

Dhaka University Institutional Repository

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -৩৮

"বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ - আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে খাঁটি তওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا -৩৯

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর - বিশুদ্ধ তওবা।"

ইসলামের এ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ যুগের কবিগণ কবিতার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। তাই লাকীত ইব্ন বুকায়র আল-মুহারিবী[৪০] বলেন ঃ

عزفت عن الغواية والملاهى وأخلصت المتاب إلى إلهى
وغرتنى ليال كنت فيها مطيعا للشباب ، به أباهى
أجارى الغىَّ فى ميدان الهوى وقلبى عن طريق الرشد لاهى
وألجمنى المشيب لجام تقوى وركن الشيب بادى العيب واهى[৪১]

"আমি সব রকমের গোমরাহী ও খেল-তামাশা থেকে পবিত্রতা অর্জন করেছি এবং আমার প্রভুর কাছে খাঁটি তওবা করেছি। বহু রাত আমাকে ধোকায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যখন আমি যৌবনের অনুগত ছিলাম। তা নিয়ে আমি গর্ব করতাম। কুপ্রবৃত্তির ময়দানে আমি গোমরাহীর সাথে প্রতিযোগিতা করে দৌড়িয়েছি। আর আমার অন্তর ছিল হিদায়াতের রাস্তা থেকে গাফেল।

৩৮. ৩৯ [যুমার] ঃ ৫৩।

৩৯. ৬৬ [তাহরীম] ঃ ৮।

৪০. লাকীত ইব্ন বুকায়র আল-মুহারিবী (মৃ. ১৯০ হি./৮০৬ খৃ.)। উপনাম আবূ হিলাল। কূফাবাসী একজন কবি। তিনি ছিলেন কবিতার রিওয়ায়াত সম্পর্কে অভিজ্ঞ। শেষ জীবনে তিনি যুহদ (দুনিয়া-বিরাগ) অবলম্বন করেন। আলোচ্য কবিতাটি তার জীবনের শেষ কবিতা যা তিনি ১৯০ হি. এক মজলিসের লোকদেরকে আবৃত্তি করে শোনান। এ বছরই খলীফা হারূনুর-রশীদের আমলে তিনি ইনতিকাল করেন। মুনাজাতে প্রায়ই তিনি বলতেন ঃ

اللهم اغفرلى فان حسناتى لو كانت مثل حسنات جميع خلقك لعلمت أنى لا استحق الجنة إلا بفضلك ولو كانت علىَّ سيأتهم جميعا ما يئست من عفوك -

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। কারণ আমার নেককাজ যদি তোমার সকল সৃষ্টির নেককাজের সমপরিমাণ হয় তবুও আমি জানি যে, আমি তোমার অনুগ্রহ ছাড়া জান্নাতের অধিকারী হতে পারব না। আর যদি তাদের সকলের পাপও আমার উপর থাকে তবুও আমি তোমার ক্ষমা থেকে নিরাশ হব না। ইয়াকূত আল-হামাবী আর-রূমী, আল-বাগদাদী, মু'জামুল-উদাবা, ৬খ, পৃ. ২১৮ — ২০, সংখ্যা ৬৮।

৪১. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল-উদাবা (মিসর : মাতবা'আ হিনদিয়্যা, ১৯৩০ খৃ.), ২য় সং., ৬খ, পৃ. ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

বার্ধক্য আমাকে তাকওয়ার লাগাম পরিয়েছে আর বার্ধক্যের স্তম্ভ হল দোষ-ত্রুটি খোলামেলা ভাবে প্রকাশ করে দেয়া এবং জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল হয়ে যাওয়া।"

আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষাকারী কেউ নেই। সুতরাং নিজের পাপ স্বীকার করে তাঁর নিকটই তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার করুণ আকুতি জানিয়ে আবূ নুওয়াস বলেন ঃ

أيا من ليس لى منه مجير　　بعفوك من عذابك أستجير

أنا العبد المقر بكل ذنب　　وأنت السيد المولى الغفور

فإن عذبتنى فبسوء فعلى　　وإن تغفر ، فأنت به جدير[৪২]

"ওগো সেই সত্তা! যার থেকে আমাকে আশ্রয়দাতা কেউ নেই। তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে আমি পানাহ চাচ্ছি। আমি সকল পাপ স্বীকারকারী বান্দা। আর তুমি ক্ষমাকারী মহান প্রভু। তুমি যদি আমাকে শাস্তি দাও তবে তা হবে আমার অপকর্মের দরুন। আর যদি তুমি ক্ষমা করে দাও তবে তুমি তার উপযুক্ত।"

নিজের অগাধ পাপের কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহর রহমত দ্বারা তা থেকে মুক্তির আশা করে কবি মা'রূফ আল-কারখী[৪৩] বলেন ঃ

أىُّ شيئٍ تريد منى الذنوب؟　　شغفت بى ، فليس عنى تغيب

ما يضر الذنوب لو اعتقتنى　　رحمة بى .... فقد علانى المشيب[৪৪]

"পাপরাশি আমার কাছ থেকে কি চায়? তাতো আমাকে ঢেকে ফেলেছে। তাই আমা থেকে তা অদৃশ্য হয় না। (ওগো আমার প্রতিপালক!) আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যদি আমাকে তুমি মুক্ত করে দাও তবে পাপরাশি কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার বার্ধক্য তো প্রকাশিত হয়ে উঠছে।"

আল্লাহ সর্বদাই ক্ষমাশীল তাই মানুষের পাপরাশি যত বেশীই হোক না কেন। তাই তাঁর

---

৪২. দীওয়ান আবূ-নুওয়াস, পৃ. ৩৪৬।

৪৩. মা'রূফ আল-কারখী (মৃ. আনু. ২০০ হি./৮১৫-১৬ খৃ.),। বাগদাদের কারখ-এ জন্ম। বাগদাদেই তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর পিতামাতা ছিলেন খৃষ্টান। তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকী পরহেযগার এবং দুনিয়াবিরাগী। সূফী তরীকার অনেক সিলসিলাতেই তার নাম বিদ্যমান। সূফীবাদ শিক্ষায় তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে বাকর ইব্ন খুনায়স আল-কূফী ও ফারকাদ আস-সারাখী দু'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি শী'আদের ইমাম 'আলী ইব্ন মূসা আর-রিদার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। একজন শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক হিসেবে সকল যুগেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। বাগদাদে টাইগ্রীস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত তাঁর মাযার আজও ধর্মীয় সফরের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর বহু স্মরণীয় বাণী লোকমুখে প্রচারিত আছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, পৃ. ২১৫।

৪৪. ইবনুল-জাওযী, সিফাতুস-সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ভারত : দাইরাতুল মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা, ১৩৫৫ হি.), ১ম সং., ২খ, পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমার দিকে তাঁকালে মু'মিন বান্দার অন্তরে আশার সৃষ্টি হয়। এ কথা প্রকাশ করে ইমাম শাফি'ঈ৪৫ (র) বলেন ঃ

ولما قسا قلبى وضاقت مذاهبى　　جعلت رجائى نحو عفوك سلّما

تعاظمنى ذنبى ، فلما قرنته　　بعفوك - ربى - كان عفوك أعظم

فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل　　تجود وتعفو منة وتكرما৪৬

"আমার অন্তর যখন শক্ত হয়ে গেল এবং আমার মতবাদ সংকীর্ণ হয়ে গেল তখন আমি আমার কামনাকে তোমার ক্ষমার প্রতি সিড়ি বানিয়ে দিলাম। আমার পাপ আমার নিকট খুব বড় মনে হয়েছে। অতপর আমি যখন তা তোমার ক্ষমার সাথে মিলালাম ওগো আমার প্রতিপালক! তখন তোমার ক্ষমাই সবচে' বড় (বলে আমার কাছে প্রতিভাত হল)। সর্বদাই তুমি পাপ ক্ষমাকারী। অনুগ্রহ ও সম্মানবশতঃ সর্বদাই তুমি দান ও ক্ষমা করে থাক।"

অনুরূপভাবে আবুল 'আতাহিয়া বলেন ঃ

إلهى لا تعذبنى ، فإنى　　مقر بالذى قد كان منى

ومالى حيلة إلا رجائى　　وعفوك - إن عفوت - وحسن ظنى

---

৪৫. ইমাম শাফি'ঈ (১৫০ হি.-২০৪ হি/৭৬৭ খৃ.-.৮২০ খৃ,), একজন খ্যাতিমান ফিক্হ শাস্ত্রবিদ। আহলুস সুন্নাহ-এর চার ইমামের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস ইবনুল 'আব্বাস ইব্ন 'উছমান ইব্ন শাফি' আল-হাশিমী। তাঁর বংশ লতিকা পূর্বপুরুষে হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর সাথে মিলিত হয়। গায্যায় (ফিলিস্তিনে) তাঁর জন্ম। বাল্যকালেই তিনি ইয়াতীম হন। অতপর দুই বছর বয়সে তাঁর মা ফাতিমা বিন্ত উবায়দুল্লাহ তাঁকে নিয়ে মক্কায় যান। অতপর তিনি মক্কায় বসবাস শুরু করেন। জীবনের বিরাট একটি অংশ তিনি বেদুঈন গোত্রের সাথে অতিবাহিত করেন। এজন্যই আরবীতে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন এবং ভাষার উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। আল-আসমা'ঈ-এর ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত তাঁর ছাত্র। আল-আসমা'ঈ তাঁর কাছে 'আশ'আরুল-হুযালিয়্যীন' ও 'দীওয়ানুশ-শানফারা' অধ্যয়ন করেন। ইমাম শাফি'ঈ বিশ বছর (আল-বায়হাকীর বর্ণনামতে তের বছর) বয়সে ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (মৃ. ১৭৯ হি./৭৯৬ খৃ.)-এর নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন এবং তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত মদীনায় থেকে তাঁর কাছে আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইমাম মালিকের ইনতিকালের পর তিনি মক্কা চলে আসেন এবং সেখানে মুসলিম ইব্ন খালিদ আয-যানজী (মৃ. ১৮০ হি./৭৯৬ খৃ.), সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়না (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৩ খৃ.) এবং অন্যান্য হাদীস ও ফিকহ বিশারদ আলিমের নিকট থেকে 'ইলম শিক্ষা করেন। অতপর তিনি শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি বাগদাদ ও মিসর ভ্রমণ করেন। ২০০ হি./৮১৫—১৬ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে মিসরে বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই ফুসতাত-এ ২০৪ হি./৮২০ খৃ. ইনতিকাল করেন। ফিক্হ ও হাদীস শাস্ত্র চর্চার সাথে সাথে তিনি প্রচুর কবিতাও রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। ড. মুহাম্মদ যুহদী ইয়াকুন-এর সম্পাদনায় তাঁর কবিতার দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রায় সব কবিতাই ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত ও ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত। ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩খ, পৃ. ৪৮০-৮৫।

৪৬. দীওয়ানুশ-শাফি'ঈ, সম্পা. ড. মুহাম্মদ যুহদী ইয়াকুন (বৈরুত : দার ইয়াকুন, ১৪০০ হি./১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ১২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

وكم من زلة لى فى الخطايا وأنت على ذو فضل ومن

إذا فكرت فى ندمى عليها عضضت أناملى وقرعت سنى[৪৭]

"হে আমার ইলাহ! আমাকে শাস্তি দিও না। কারণ আমার থেকে যা কিছু (ত্রুটি-বিচ্যুতি) হয়েছে আমি তা স্বীকার করছি। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তোমার ক্ষমা—যদি তুমি ক্ষমা কর, এবং আমার সুধারণা ছাড়া আর কোন কৌশল আমার কাছে নেই। আমার কত ভুল-ত্রুটি ও পদস্খলন হয়েছে কিন্তু তুমি আমার প্রতি রয়েছ অনুগ্রহ ও দানশীল। আমার সে ভুল-ত্রুটির উপর লজ্জা ও অনুতাপ সম্পর্কে যখন আমি চিন্তা করি, তখন আমি আমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ কামড়াই এবং দাঁত কটমট করি।"

মানবজীবনের অবধারিত মৃত্যুর কথা স্মরণ করে ঘাবড়ে গেছেন কবি। আর মৃত্যুর পর তো আবার জীবিত হতে হবে। সেদিন কৃতকর্মের পুঙখনুপুঙখরূপে হিসাব হবে। সে দিনের সে ভয়াবহ অবস্থা দেখে কাফিররা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে ঃ[৪৮] يَا لَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا "হায় আমি যদি মাটি হতাম!"

ইসলামের এ ভাবধারাটিই ফুটিয়ে তুলেছেন আবূ তাম্মাম[৪৯] তার কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

---

৪৭. আবুল 'আতাহিয়া, দীওয়ান, পৃ. ২৬৩; ড. শুকরী ফয়সল, আবুল 'আতাহিয়া আশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু, পৃ. ৩৮৫-৮৬।

৪৮. ৭৮ [নাবা] ঃ ৪০।

৪৯. একজন আরব কবি ও কবিতা সংকলক। পূর্ণ নাম আবূ তাম্মাম হাবীব ইব্ন আওস আত-তাঈ (১৮৮ হি./৮০৪ খৃ.-২৩১ হি./৮৪৬ খৃ.)। জন্মস্থান দামিশক ও তাইবেরিয়াস-এর মধ্যবর্তী 'জাসিম' নামাক শহরে। তার পিতা ছিলেন খৃস্টান। নাম হাদূস। পরবর্তী কালে আবূ তাম্মাম পিতার নাম পরিবর্তন করে আওস রাখেন। যৌবনে কবি দামিশকে এক তাঁতীর সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি মিসর চলে যান। সেখানে প্রথম দিকে তিনি বড় মসজিদে পানি সরবরাহ করে জীবিকা অর্জন করেন এবং সাথে সাথে আরবী কবিতা ও তার নিয়মাবলী শিক্ষা করার সুযোগ করে নেন। অতপর তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। খলীফা আল-মু'তাসিমের সময়ে আবূ তাম্মাম সর্বপ্রথম পরিচিতি ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। এ সময় থেকেই একজন শ্রেষ্ঠ স্তুতিকার কবিরূপে আবূ তাম্মামের খ্যাতি ও স্বীকৃতি আরম্ভ হয়। খলীফা ছাড়াও তিনি তাঁর কালের আরো কতিপয় উচ্চ পদস্থ শাসক ও কর্মচারীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। খুরাসানের গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহিরের সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি নিশাপুর গমন করেন। কিন্তু গভর্নর আবদুল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং সেখানকার শীতল আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ায় তিনি সত্বর প্রত্যাবর্তন মানসে যাত্রা করেন। তুষারপাতের ফলে হামাযানে তাঁর যাত্রা বিরতি ঘটে। আবুল-ওয়াফা ইব্ন সালামার গ্রন্থাগারের সাহায্যে কবি এই অবসর সময়ে তার সুপ্রসিদ্ধ কাব্য সংগ্রহ 'আল-হামাসা' সংকলন করেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পূর্বে হাসান ইব্ন ওয়াহব মোসুলে তার জন্য ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ পদে চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর কবিতার কাব্যগুণ সম্পর্কে মতবিরোধের উদ্ভব হয়। কবি দি'বিল কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেছেন, তার কবিতার এক তৃতীয়াংশ চুরি করা, এক তৃতীয়াংশ নিকৃষ্ট এবং এক এক-তৃতীয়াংশ উত্তম। আস-সূলী ও 'আলী ইব্ন হামাযা আল-ইসফাহানী তার কবিতার দীওয়ান সংকলন করেছেন। আস-সুক্কারী এবং আরো অনেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। ত্রুটিপূর্ণ সংস্করণ কায়রোতে ১২৯৯ হি. এবং বৈরুতে ১৮৮৯, ১৯০৫, ১৯২৩ খৃ. প্রকাশিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আবূ তাম্মাম জাহিলী ও প্রাথমিক ইসলামী যুগের বেশ কিছু কবিতাও সংগ্রহ করেছেন। সেগুলির মধ্যে স্বল্প পরিচিত কবিদের খণ্ড কবিতার সংকলন 'আল-হামাসা'-ই পরিচিত। তাঁর আরো কতিপয় কবিতা সংকলন পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ১০২-১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

فقد أنست بالموت نفسى : لأننى رأيت المنايا يخترمن حياتيا
فيا ليتنى من بعد موتى ، ومبعثى أكون رفاتا ، لا على ولا ليا
أخاف إلهى ، ثم أرجو نواله ولكن خوفى قاهر لرجائها[৫০]

"মৃত্যু দ্বারা আমার আত্মা শান্তি প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ আমি দেখেছি যে মৃত্যু আমার জীবনের মূলোৎপাটন করে দেয়। হায় আফছোস! আমার মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পর যদি আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতাম, যার ফলে আমার কোন ক্ষতি বা লাভ কিছুই হত না! আমি আমার ইলাহকে ভয় করি। আবার তার দানের আশা করি। কিন্তু আমার ভয় তার আশার ওপর কঠোর ও পরাক্রমশালী।"

রাসূল (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

হযরত রাসূলে কারীম (স) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। ফিরিশতারা তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর মু'মিনগণকেও তাঁর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা ও সালাম করতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -৫১

"আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশিতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"

মূলত এ আদর্শ ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এ যুগের অনেক কবিই রাসূল (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করে এবং তাঁর স্তুতি ও গুণগান করে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন কুতরুব[৫২] বলেন ঃ

إليك رسول الله منا تحية وصلى عليك العابد المجتهد
فأنت رسول الله هاد ومهتد نبى هدي للأنبياء موید[৫৩]

---

৫০. আল-জু'আয়ছিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭; দীওয়ান আবূ তাম্মাম, সম্পা. আত-তাবরীযী, (বৈরুত : ১২৯২ হি.), ১ম সং., ৪খ, পৃ. ৬০০-৬০২।

৫১. ৩৩ [আহযাব] ঃ ৫৬।

৫২. একজন আরবী ব্যাকরণবিদ ও অভিধানবেত্তা। কুতরুব তাঁর উপাধি। আসল নাম হল আবূ 'আলী মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-মুসতানীর। জন্ম বসরায় এবং মৃত্যু ২০৬ হি. / ৮২১-২২ খৃ. আল-মামূনের খিলাফতকালে। তিনি সীবাওয়ায়হ্-এর কাছে 'আরবী ব্যাকরণ এবং আন-নাজ্জামের কাছে মু'তাযিলা মতবাদের মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আবূ দুলাফ আল-কাসিম ইব্ন 'ঈসার সন্তানদের গৃহশিক্ষক ছিলেন এবং আল-মামূন ও আল-মু'তাসিম উভয়ের খিলাফাতকালে তাদেরকে শিক্ষা দান করতে থাকেন। এমনিভাবে তিনি মসজিদে খুতবা ও ওয়াজ নসীহত করার অনুমতি লাভ করেন। মসজিদে তিনি স্বীয় ভ্রান্ত 'আকীদার প্রচার করেন এবং মু'তাযিলী মতবাদ অনুযায়ী কুরআনের স্বরচিত তাফসীর করে শুনাতেন। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮খ, পৃ. ৩২১।

৫৩. আল-জু'আয়ছিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

"হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে অভিবাদন। আর আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা করে 'ইবাদতকারী ও মুজতাহিদ। আপনি আল্লাহর রাসূল, হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত। আপনি সকল নবীর জন্য হিদায়াতের নবী ও (আল্লাহর বিধান) সুদৃঢ়কারী।"

রাসূল (সা)-এর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করে আবুল 'আতাহিয়া বলেন ঃ

واحمدوا الله الذى أكرمكم　　بنبى قام فيكم فنصح
بنبى فتح الله به　　كل خير نلتموه وشرح
مرسل لو يوزن الناس به　　فى التقى والبر شالوا ورجح
فرسول الله أولى بالعلى　　ورسول الله أولى بالمدح[৫৪]

"তোমরা সেই আল্লাহর প্রশংসা কর যিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এমন এক নবীর দ্বারা যিনি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করত সদুপদেশ দিয়েছেন। তিনি সম্মানিত করেছেন তোমারদেরকে এমন এক নবীর দ্বারা যার দ্বারা আল্লাহ সেই সব কল্যাণের পথ খুলে দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করেছ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। তাকওয়া ও নেক্কাজের ক্ষেত্রে সকল মানুষকে যদি তার বিপরীতে ওযন করা হয় তবে তাঁর পাল্লাই ভারী হবে এবং তাদের পাল্লা হবে হাল্কা। তাই রাসূলুল্লাহ (স) উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার ক্ষেত্রে বেশী যোগ্যতর; আর রাসূলুল্লাহ (স)-ই প্রশংসা পাবার ক্ষেত্রে বেশী যোগ্যতর।"

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সন্তুষ্টি কামনা, করে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে এবং তাঁর মাহাত্ম বর্ণনা করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)[৫৫] বলেন ঃ

৫৪. আবুল-'আতাহিয়া, দীওয়ান, ৩য় সং., পৃ. ৬৭-৬৮।

৫৫. একজন খ্যাতিমান 'আলিম, ফকীহ, মুফতী ও তাবি'ঈ। চার মাযহাবের অন্যতম হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। আবূ হানীফা উপনাম। প্রকৃত নাম নু'মান ইব্ন ছাবিত। ইমাম আজম নামেও তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি ৮০ হি./৬৯৯খৃ. উমায়্যা খলীফা 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের (মৃ. ৭১৫ খৃ.) শাসনামলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হি./৭৬৭ খৃ. 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূর (মৃ. ৭৭৫ খৃ.)-এর শাসনামলে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে ইনতিকাল করেন। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসায় মাধ্যমে তিনি জীবিকা অর্জন করতেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে কুরআন-হাদীস এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের পর দীর্ঘকাল দর্শন ও কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ফিক্হশাস্ত্র অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন কূফার খ্যাতনামা ফকীহ ও ইসলামী আইনবিদ হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান (মৃ. ১২০/৭৩৭)-এর শিক্ষামজলিসে নিয়মিত যোগদান করতেন। তিনিই ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর প্রধান উসতাদ। এ ছাড়া সাতজন সাহাবী ও ৯৩ জন তাবি'ঈর কাছ থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (মৃ. ৯৩ হি.)-কে তিনি দেখেছেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা (মৃ. ৮৭ হি.) সাহল ইব্ন সা'দ (মৃ. ৯১ হি.) ও আবুত-তুফায়ল 'আমির ইব্ন ওয়াছিলা (মৃ. ১০২ হি.) প্রমুখ সাহাবীগণের সমসাময়িক ছিলেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রখর মেধা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহর অনুশীলনে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধা, গভীর জ্ঞান ও পরিশীলিত যুক্তি প্রয়োগ করে একটি বিধিবদ্ধ আইন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার গৌরব অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন মাসআলার দলীলরূপে তিনি যে সকল হাদীস ব্যবহার করেছেন পরবর্তীকালে তার বিভিন্ন সংকলন প্রস্তুত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৭২-৭৭। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। হজ্জ উপলক্ষে মদীনায় গমন করত রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় তিনি একটি কাসীদা আবৃত্তি করেন যা القصيدة الكافية النعمانية নামে খ্যাত। কাসীদাটি ১৯৫৫ খৃ. দিল্লী 'আসটানা' পত্রিকার আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য বয়ত চারটি তারই প্রথমাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

يا سيد السادات جئتك قاصدا　　أرجو رضاك واحتمى بحماك
واللّه يا خير الخلائق إن لى　　قلبا مشوقا لا يروم سواك
وبحق جاهك إننى بك مغرم　　واللّه يعلم إننى أهواك
أنت الذى لولاك ما خلق امرؤ　　كلا ولا خلق الورى لولاك[৫৬]

"হে সকল নেতার নেতা! আমি আপনার উদ্দেশ্যেই আপনার এখানে আগমন করেছি। আমি আপনার সন্তুষ্টি এবং সাহায্য কামনা করছি। আল্লাহর কসম! হে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আমার একটি আগ্রহী হৃদয় রয়েছে, যা আপনি ছাড়া আর কিছুই কামনা করে না। আপনার মর্যাদার কসম! আমি আপনার ভালবাসায় আবদ্ধ। আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনি এমন এক সত্তা, আপনার আবির্ভাব না হলে একটি মানুষও সৃষ্টি হত না। কখনো না, আপনি না হলে জগতও সৃষ্টি হত না।"

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর গুণ বর্ণনা করে এবং তিনি যে সত্য নবী পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ তার সুসংবাদ দিয়েছে—একথা ব্যক্ত করে দার্শনিক কবি আবুল 'আলা আল-মা'আররী[৫৭] বলেন ঃ

عن فضله نطق الكتاب وبشرت　　بقدومه التوراة والإنجيل[৫৮]

---

৫৬. ইবরাহীম ইব্ন আদহাম ইব্ন মানসূর আল-'ইজলী আত-তায়মী, একজন খ্যাতনামা সূফী ও 'আবেদ। আনু. ১১২ হি./৭৩০ খৃ, সালে অথবা সম্ভবত এর পূর্বে তিনি খুরাসানের বালখ-এ বসবাসকারী 'আরব সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৭ হি./৭৫৪ খৃ, সালের কিছু পূর্বে চিরতরে খুরাসান ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান। প্রধানত এই ভূখণ্ডে তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশে কিছুটা যাযাবরের মত জীবন যাপন করেন। উত্তরে সুদূর সায়হূন নদী ও দক্ষিণে গায্যা পর্যন্ত তিনি গমন করেন। ১৬১ হি./৭৭৭-৭৮ খৃ. সালে তিনি ইনতিকাল করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কঠোরভাবে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। ইসলামের সে প্রেরণা তার কবিতার মধ্যেমেও ফুটে উঠেছে। বেশ কিছু কবিতা তিনি রচনা করেছেন যার সবগুলিই ইসলামী ভাবধারায় পূর্ণ। তবে তার কবিতার কোন দীওয়ান সংকলিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৩৮৭-৮৯।

৫৬. আসটানা পত্রিকা, আসটানা ট্রাষ্ট, দিল্লী, আগস্ট ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৫৬।

৫৭. একজন খ্যাতিমান কবি, দার্শনিক ও গদ্য লেখক। নাম আহমদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন সুলায়মান। জন্ম ৩৬৩/৯৭৩ সালে আলেপ্পোর দক্ষিণস্থ মা'আররাতুন নু'মান-এ এবং মৃত্যু ৪৪৯/১০৫৭ সালে। ৪ বছর বয়সে বসন্তের ফলে তার বাম চোখ অন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুদিন পর তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। এ ঘটনাটি তার কাব্যে ও চিন্তায় গভীর রেখাপাত করে। ভাষা ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা তিনি স্বীয় পিতার কাছ থেকে গ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। ৩৯৮/১০০৮ সালের শেষ দিকে তিনি বাগদাদ সফর করেন। কবি আল-মা'আররী নিঃসন্দেহে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্ধত্ব ও নিঃসঙ্গতা, যাকে তিনি رهن المحبسين (দুই বন্দী খানার আবদ্ধ ব্যক্তি) বলে অভিহিত করেছেন - এর ফলে তার জীবন ছিল কিছুটা তিক্ত ও বিদ্রোহী। এ জন্য কাব্যে তিনি তার মনের সে ভাব প্রকাশও করেছেন। তা দেখে তাকে ধর্মত্যাগী বলা ঠিক হবে না। কারণ এটা ঠিক যে, ইসলামের সঠিক মর্মার্থ সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, আলোচ্য শ্লোকসমূহের অন্য অর্থ রয়েছে। সম্ভবত এ জাতীয় (বিদ্রোহী) কবিতা দ্বারা তিনি শুধু নিজের আর্তি, বেদনা ও অভিযোগই প্রকাশ করেছেন। 'সাকতুয-যানদ' তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি নিজেই 'দাওউস-সাকত' নামে এর ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন। এ সংকলনে তার ১৪ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুতে রচিত শোকগাথা এবং বাগদাদ ত্যাগ করার সময় রচিত কাসীদা স্থান পেয়েছে। সংকলনটিতে শোকগাথা, কাসীদা ছাড়াও অন্যান্য কবিতা সংযোজিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৭-২০।

৫৮. আবুল-'আলা আল-মা'আররী, আল-লুযূমিয়াত (মিসর : আল-মাতবূ'আঃ আল-জামালিয়্যাঃ, ১৯১৫ খৃ.), ১খ, পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

"তার গুণাগুণ ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছে।"

আল-মা'আররী রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বলেন ঃ

دعاكم الى خير الأمور محمد وليس العوالى فى القنا كالسوافل
حداكم على تعظيم من خلق الضحى وشهب الدجى من طالعات وآفل
والزمكم ما ليس يعجز حمله اخا الضعيف من فرض له ونوافل
وحث على تطهير جسم وملبس وعاقب قذف المحصنات الغوافل [৫৯]

"মুহাম্মদ (স.) তোমাদেরকে সর্বোত্তম কার্যাবলীর দিকে আহবান করেছেন, আর বর্শার উপরের অংশ নীচের অংশের মত নয়। তিনি তোমাদেরকে পরিচালিত করেছেন সেই সত্তার সম্মান প্রদর্শনের দিকে যিনি পূর্বাহ্ন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকারের উদীয়মান ও অস্তগামী তারকা সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের উপর ফরয ও নফল থেকে এমন কিছু কাজ অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন যার ভার বহন করা দুর্বলদের পক্ষে কঠিন নয়। আর তিনি দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং অসতর্ক, সতী-সাধ্বী মহিলার কুৎসা রটনার ব্যাপারে শাস্তির বিধান করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মু'জিযার বিবরণ দিয়ে ইব্ন খাব্বাজাহ[৬০] বলেন ঃ

وإن انشقاق البدر أعظم آية ترد على من كان للدين زاريا
وقصته فى المحل لما دعالهم فأبصرن سحبا كالجبال هو اميا[৬১]

"চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ হল (তাঁর) শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা ও নিদর্শন। যারা দীনকে অবজ্ঞা করে এ নিদর্শন তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়। আর তিনি যখন তাদেরকে বিভিন্ন কাহিনী বলে দাওয়াত দিলেন তখন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত পর্বতের ন্যায় কালো মেঘ দেখতে পেল।"

---

৫৯. আহমাদ আল-হাওফী, আল-ইসলাম ফী শি'রি শাওকী (কায়রো : আল-মাজালিসুল-আ'লা লিশ-শু'উনিল-ইসলামিয়্যাঃ, ১৩৮২ হি./১৯৬২ খৃ.), পৃ. ৩৭।

৬০. একজন কবি ও প্রবন্ধকার। তার প্রকৃত নাম আবূ 'উমার মায়মূন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবদুল খালেক আল-খাত্তাবী আস-সানহাজী। তিনি ইব্ন খাব্বাজাহ নামে পরিচিত। তিউনিস-এর সানহাজ গোত্রে জন্ম। তিনি ফিক্হ শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্রেও দক্ষতা অর্জন করেন। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ৬৩৭/১২৩৯ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর রচিত অনেক কবিতাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা হল রাসূল (স.)-এর প্রশংসায় রচিত ১৪৯ শ্লোক বিশিষ্ট কবিতা। এতে তিনি রাসূল (স.)-এর জীবনী, তাঁর রিসালাত ও মু'জিযার বর্ণনা অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। হান্না আল-ফাখূরী, আল-মু'জিয ফিল-আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখিহি (বৈরুত : দারুল জীল, ১৪১১/ ১৯৯১), ২য় সং., ৩খ, পৃ. ৩৫৬।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ভক্তি ভালবাসা ও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে এবং তার দ্বারা মহান আল্লাহর ক্ষমার প্রত্যাশা করে 'আবদুল-মুহসিন ইব্‌ন মাহমূদ[৬২] বলেন ঃ

إليك جئت رسول الله من بلد   ناء تخب بى القود المراسيل
وليس لى غير تسليمى عليك وتقبيل   الضريح الذى يحويك تأميل
لعل وزرى إذا ما زرت قبرك أن   يروح وهو بعفو الله مشمول[৬৩]

"হে আল্লাহর রাসূল ! দূর দেশ থেকে আমি আপনার কাছে এসেছি। বহনকারী ও প্রেরিত অশ্বগুলো আমাকে নিয়ে অনেক কষ্ট করে চলেছে। আপনার উপর সালাম করা এবং যে রওযা মুবারকে আপনি অবস্থান করছেন তাকে চুম্বন করা ছাড়া আমার আর কোন কামনা-বাসনা নেই। আমি যখন আপনার কবর যিয়ারত করব তখন হয়তো বা আমার সকল অপরাধ দূর হয়ে যাবে আর তা আল্লাহর ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হবে।"

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দানশীলতা, বিশ্বস্ততা, জিহাদে অবিচলতা, উপদেশদাতা - প্রভৃতি গুণাগুণ বর্ণনা করে অন্যকেও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহবান জানিয়ে ইয়াহইয়া আস-সারসারী[৬৪] বলেন ঃ

أكرم به بشرا نبيا مرسلا   طلق المحيا بالندى نفاحا
ثبتا قويا فى الجهاد مؤيدا   ثقة أمينا فى الهدى نصاحا[৬৫]

"(পাঠক!) তুমি তাঁকে (রাসূল স.-কে) একজন মানুষ, নবী ও রাসূল হিসাবে সম্মান কর। তিনি দানশীলতায় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নিবেদিত প্রাণ। তিনি জিহাদে অচল-অটল, শক্তিশালী, হিদায়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত; তিনি সদুপদেশদাতা।"

দুনিয়া বিরাগ ও উপদেশ মূলক কবিতা (زهد ومو عظة) ঃ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মানুষের আসল গন্তব্যস্থল হল আখিরাত। তাই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি থাকাই শ্রেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ছিলেন, যার বিবরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আব্বাসী যুগের কবিগণও ইসলামের এ ভাবধারাকে সমুন্নত রেখেছেন কবিতার দ্বারা। এ যুগের কবিগণও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ব্যক্ত করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। দীন পরিত্যাগ করে দুনিয়াকে

---

৬২. একজন কবি ও সাহিত্যিক। পূর্ণ নাম আবুল ফযল 'আবদুল-মুহসিন আত-তানূখী আল-হালাবী। জন্ম ৫৭০ হি./১১৭৪ খৃ. আলেপ্পো নগরীতে এবং মৃত্যু ৬৪৩ হি./১২৪৫ সালে। তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন যা ইসলামী ভাবধারায় রঞ্জিত। আয-যিরাকলী (বৈরুত : দারুল-ইল্‌ম লিল-মালায়ীন, ১৯৮৬ খৃ.) ৭ম সং., ৪খ, পৃ. ১৫১।

৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলাবী আল-মালিকী আল-হাসানী, আল-মাদহুন-নাবাবী (কায়রো : দার ওয়াহদান, তা. বি.), পৃ. ২৩।

৬৪. একজন কবি। তার পূর্ণ নাম আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইউসুফ আল-আনসারী আল-বাগদাদী আস-সারসারী। উপাধি জামালুদ্দীন। তিনি ৫৮৮ হি./১১৯২ খৃ. সালে বাগদাদের নিকটবর্তী সারসার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৬৫ হি./১২৫৮ খৃ. সালে তাতারীদের বাগদাদ আক্রমণের সময় তাদের হাতে তিনি নিহত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রশংসায় পৃথক পৃথকভাবে বেশ কিছু কাসীদা রচনা করেন। ব্রকেলম্যান্, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী (মিসর : আল-হাইআতুল-মিসরিয়্যাঃ), ৩খ, পৃ. ২৬; আয-যিরাকলী, প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ. ১৭৭।

৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আঁকড়ে ধরার পরিণতি বর্ণনা করে এবং দুনিয়ার উপর আল্লাহকে তথা দীনকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ইবরাহীম ইব্ন আদহাম[৬৬] বলেন ঃ

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا　　فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع

فطوبى لعبد آثر الله ربه　　وجاد بدنياه لما يتوقع[৬৭]

"আমরা দুনিয়াকে ঠিক করছি আমাদের দীনকে টুকরো টুকরো করে। তাই আমাদের দীন আর অবশিষ্ট থাকছে না আর যা আমরা ঠিক করছি (দুনিয়া) তাও না। অতপর আনন্দ ও খুশী সেই বান্দার, যে তার প্রতিপালক আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং দুনিয়ার দ্বারা সেই জিনিসকে উত্তম বানিয়েছে যার আকাঙ্খা করা হয় (আখিরাতের)।"

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি থাকলেই আল্লাহর বড় নি'মাত হিদায়াত পাওয়া যাবে। ফলে মৃত্যুর সময় আনন্দ ও সুসংবাদ পাওয়া যাবে এবং সবশেষে চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাস করা যাবে - এ কথা ব্যক্ত করে আর-রু'আসী[৬৮] বলেন ঃ

ألا يا نفس هل لك فى صيام　　عن الدنيا لعلك تهتدينا

يكون الفطر وقت الموت منها　　لعلك عنده تستبشرينا

أجيبينى هديت وأسعفينى　　لعلك فى الجنان تخلدينا[৬৯]

"ওগো আত্মা! তুমি কি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে রোযা রাখবে? তা হলে হয়তোবা তুমি হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। তোমার ইফতারের সময় হবে দুনিয়া থেকে মৃত্যু বরণ করার সময়। তুমি

৬৬. ইবরাহীম ইব্ন আদহাম ইব্ন মানসূর আল-'ইজলী আত-তায়মী একজন খ্যাতনামা সূফী ও 'আবেদ। আনু. ১১২ হি./৭৩০ খৃ. সালে অথবা সম্ভবত এর পূর্বে তিনি খুরাসানের বালখ-এ বসবাসকারী 'আরব সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩৮ হি./৭৫৪ খৃ. সালের কিছু পূর্বে চিরতরে খুরাসান ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান। প্রধানত এই ভূখণ্ডে তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশে কিছুটা যাযাবরের মত জীবন যাপন করেন। উত্তরে সুদূর সায়হূন নদী ও গাযযা পর্যন্ত তিনি গমন করেন। ১৬১ হি./৭৭৭-৭৮ খৃ. সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কঠোরভাবে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। ইসলামের সে প্রেরণা তার কবিতার মাধ্যমেও ফুটে উঠেছে। বেশ কিছু কবিতা তিনি রচনা করেছেন যার সবগুলিই ইসলামী ভাবধারায় পূর্ণ। তবে তার কবিতার কোন দীওয়ান সংকলিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৩৮৭০৮৯।

৬৭. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১০খ, পৃ. ১৪১; আল-আনদালুসী, আল-'ইকদুল-ফারীদ, ৩খ, পৃ. ১৩৪।

৬৮. তাঁর পূর্ণ নাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আর-রু'আসী (মৃ. ১৮৭ হি./৮০৩ খৃ.)। তিনি ছিলেন একজন ব্যাকরণবিদ। কূফায় আরবী ব্যাকরণ (নাহব) পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা। আল-কিসাঈ ও আল-ফার্‌রা হলেন ব্যাকরণ শাস্ত্রে তার ছাত্র। তারা উভয়েই কূফী পদ্ধতির ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিখ্যাত। আর-রু'আসী কূফায় কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করেন আল-আ'মাশ (মৃ. ১৪৭ হি./৭৬৪)-এর নিকট। আর রু'আসী ছিলেন ব্যাকরণ ও ছন্দ বিশারদ খলীল ইব্ন আহমাদ-এর সমসাময়িক তার সাথে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বলা হয় খলীফা হারূনুর-রশীদের আমলে তিনি অত্যন্ত বয়বৃদ্ধ হয়ে পড়েন। তার সর্বাধিক উল্লিখিত ব্যাকরণ সম্পর্কিত রচনার নাম 'আল-ফায়সাল ফিন-নাহ্‌ব'। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২খ, পৃ. ৫০৪; আল-মুনজিদ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৬৯. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল উদাবা, প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ. ৪৮১।

Dhaka University Institutional Repository

হয়তোবা তখন সুসংবাদ পাবে। আমার আহবানে তুমি সাড়া দাও তা হলে হিদায়াত পাবে। আর আমাকে (আল্লাহর নির্দেশ পালনে) সাহায্য কর তাহলেই তুমি জান্নাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারবে।"

অপর দিকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত ব্যক্তিদেরকে ভর্ৎসনা করে বুহলূল ইবন 'উমার আস-সায়রাফী [৭০] বলেন ঃ

يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه

شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه [৭১]

"ওগো দুনিয়া ও তার চাকচিক্য দ্বারা আরাম-আয়েশে লিপ্ত ব্যক্তি! আর ভোগ-বিলাস থেকে যার চক্ষুদ্বয় ঘুমায় না সেই ব্যক্তি! তোমার নফস এমন বস্তুর প্রতি মত্ত হয়ে আছে যা সে পাবে না। তুমি যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তাঁকে কি বলবে?"

দুনিয়া ত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আবুল 'আতাহিয়া বলেন ঃ

تجرد من الدنيا فانك إنما وقعت إلى الدنيا وأنت مجرد[৭২]

"তুমি সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত হও (বা নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন কর)। কারণ তুমি তো একাকীই সংসারে পতিত (ভূমিষ্ঠ) হয়েছ।"

দুনিয়া সঞ্চয়কারীদেরকে তা থেকে বিরত থেকে চিরস্থায়ী নিবাস আখিরাতের জন্য আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে আবূ নুওয়াস বলেন ঃ

يا طالب الدنيا ليجمعها جمحت بك الامال فاقتصد

والقصد أحسن ما عملت له فاسلك سبيل الخير واجتهد

واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخر الأبد[৭৩]

"ওগো সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দুনিয়া অন্বেষণকারী! তোমার আশা-আকাঙ্খা ও কামনা বাসনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই তুমি মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমার সব 'আমলের মধ্যে মধ্যমপন্থাই ভাল। তাই তুমি কল্যাণের পথে চল এবং যথাসাধ্য চেষ্টা চালাও। আর সেই ঘরের জন্য 'আমল কর যাকে তুমি শেষ স্থায়ী বাসস্থান বানাবে।"

---

৭০. কূফাবাসী একজন মুহাদ্দিস। তিনি হারূনুর-রশীদের আমলে জীবিত ছিলেন (মৃ. ১৯০ হি./৮০৬ খৃ.)। তিনি আয়মান ইব্ন নাবিল, 'আমর ইব্ন দীনার, 'আসিম ইব্ন আবিন-নুজূদ প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বহু অমূল্য বাণী ও নীতি-আদর্শমূলক কবিতা লোকমুখে প্রচলিত আছে। লোকে তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পাগল ছিলেন। বাদশাহ হারূনুর-রশীদকে নসীহত করতেন। তার সেসব নসীহত অনেকগুলিই কাব্যাকারে তিনি ব্যক্ত করেছেন। আল-মুনজিদ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৭১. মুহাম্মদ ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল -ওয়াফায়াত, (বৈরুত : দার সাদির, ১৯৭৩ খৃ.) ১খ, পৃ. ২২৯।

৭২. দীওয়ান আবুল 'আতাহিয়া, পৃ. ৭৪।

৭৩. দীওয়ান আবূ নুওয়াস, পৃ. ১৯৩; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা-বাদশাহরাই দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং দীনকে সামান্যই গুরুত্ব দেয়। অথচ মানুষের এর উল্টোটাই করা উচিৎ অর্থাৎ দীনকে আঁকড়ে ধরে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করা উচিত। এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারক[৭৪] বলেন ঃ

أرى أناسا باد فى الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا بالعيش بالدون

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما اسـ تغنى الملوك بدنياهم عن الدين[৭৫]

"আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তারা যৎসামান্য দীন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়ার জীবন যাত্রার ব্যাপারে তাদেরকে যৎসামান্য নিয়ে সন্তুষ্ট হতে দেখছি না। তাই তুমি রাজা-বাদশাহদের দুনিয়া ছেড়ে দীন গ্রহণ করে ধন্য হও যেমনিভাবে রাজা-বাদশাহগণ দীন ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করে ধন্য হয়।"

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তাতে যত বয়সই কেউ পাক না কেন এক সময় সে মৃত্যুবরণ করবেই। দুনিয়াতে থাকলে পাপের বোঝা শুধু বাড়তেই থাকে - এ কথা ব্যক্ত করে মুহাম্মদ ইব্ন কুনাসা[৭৬] বলেন ঃ

ومن عجب الدنيا تبقيك للبلى وأنت فيها للبقاء مريد

وأى بنى الأيام إلا وعنده من الدهر ذنب طارف وتليد[৭৭]

"দুনিয়ার আজব আচরণ হল, সে তোমাকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যের জন্য বাঁচিয়ে রাখবে। আর তুমি সেখানে বেঁচে থাকার জন্য সংকল্প কর। যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে তার কাছে সঞ্চিত হয়

৭৪. একজন খ্যাতিমান হাদীসবেত্তা ও হাদীস বর্ণনাকারী। ১১৮ হি..৭৩৭ খৃ, মারব-এ তার জন্ম। ১৪১ হি. হাদীস অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন দেশ যথা হিজায, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, ইয়ামান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। হাদীস, ফিক্হ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষা ও কবিতা বিষয়ে তিনি প্রভুত জ্ঞান অর্জন করেন। সাথে সাথে তাকওয়া পরহেযগারী ও দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে সেনাদলের সাথে যুদ্ধে গমন করতেন ঃ (১) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা; (২) মুজাহিদগণকে জিহাদে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দেয়ার জন্য তাদেরকে ওয়াজ নসীহত করা এবং আল্লাহর রাস্তায় পরিচালিত করা। কবিতার মাধ্যমে তিনি তাকওয়া অবলম্বন, পাপাচার ও কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করা প্রভৃতি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। ১৮১ হি./৭৯৭ খৃ. জিহাদ থেকে ফিরবার পথে ফুরাতের তীরে বাগদাদের নিকটবর্তী 'হীত' নামক স্থানে তিনি ইনতিকাল করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪০২-৪০৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৩৫৩-৫৪।

৭৫. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪০৫; সিফাতুস-সাফওয়া, ৪খ, পৃ. ১০৯।

৭৬. একজন মুহাদ্দিস ও কবি। কুনাসা তার পিতার উপাধি। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল 'আলা। কূফার বানূ আসাদ গোত্রের এক দীনদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর মামা ছিলেন খ্যাতিমান সূফী ও 'আবেদ ইবরাহীম ইব্ন আদহাম। তিনি নিজেও ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। অতি অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। কিন্তু তিনি দীনের অতিশয় পাবন্দ থাকায় কারো স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করেন নি। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি (زهد), আত্মশুদ্ধি (رياضت), কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ, সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কবিতা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর কবিতায় কোন দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তিনি ২০৭ হি. ইনতিকাল করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪০৬-৪০৯।

৭৭. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪০৬; আল-আগানী, ১৩খ, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

কালের নতুন-পুরাতন বহু পাপ।"

অল্পে তুষ্ট যে, সে দরিদ্র হলেও প্রকৃত ধনী। কারণ অন্তরের ধণাঢ্যতাই প্রকৃত ধনী হবার আলামত। রাসূল (সা) বলেন ঃ[৭৮] الغنى غنى النفس "অন্তরের দিক থেকে ধনী লোকই প্রকৃত ধনী" - মূলত এ কথারই প্রতিধ্বনী করে মাহমূদ আল ওয়াররাক বলেন ঃ

من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسر
وكل من كان قنوعا وإن كان مقلا فهو المكثر
والفقر فى النفس وفيها الغنى وفى غنى النفس الغنى الأكبر[৭৯]

"যে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক কিন্তু অল্পে তুষ্ট নয় সেই ধনী ব্যক্তিই প্রকৃত দরিদ্র। আর যারা অল্পে তুষ্ট তারা স্বল্প সম্পদের অধিকারী হলেও প্রকৃত পক্ষে অধিক সম্পদের অধিকারী। মনের মধ্যেই আসলে দরিদ্রতা ও ধণাঢ্যতা। অন্তরের দিক থেকে ধনী ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে বড় ধণী।"

প্রশংসামূলক কবিতা (مديح) ঃ প্রথম 'আব্বাসী যুগে এ জাতীয় কবিতায় ইসলামের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। বাগদাদ, বসরা ও কূফার কবিগণ খলীফা ও মন্ত্রীবর্গের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এ ছাড়া সৈন্য ও সেনাপতি, 'আলিম ও সৎলোকের প্রশংসায়ও রচিত হয়েছে প্রচুর প্রশংসামূলক কবিতা। আর সেসব কবিতায় স্বভাবতই সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামী ভাবধারা। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল ঃ

খলীফার প্রশংসা ঃ কোন কবি খলীফার প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে বিপর্যয় রোধকারী, অশ্লীলতা প্রতিহতকারী, সৎকাজ ও ইহসানের নির্দেশদানকারী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করত। আর গোটা জাতি সে খলীফার প্রতি ভালবাসা ও নিষ্ঠার মনোভাব পোষণে ঐক্যবদ্ধ হত। ফলে শত্রুপক্ষ যেমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সাহস পেত না তেমনি গোটা সাম্রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা সম্প্রসারিত হত।

যেমন 'আব্বাসী খিলাফতের রাজনৈতিক কবি মারওয়ান ইব্ন আবী হাফসা[৮০] খলীফা আল-মাহদী (রাজত্বকাল ৭৭৫-৭৮৫ খৃ.)-র ইসলামী গুণাবলী যথা তিনি মুত্তাকী, তাঁর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে সত্যের আলো প্রজ্জ্বলিত, তিনি আল্লাহর ভয়ে ভীত — প্রভৃতির প্রশংসা করে বলেন ঃ

---

৭৮. বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুর-রিকাক, হাদীস নং ৬৪৪৬; আত-তিরমিযী, আল-জামি' আস-সাহীহ, যুহ্দ অধ্যায়, (দিল্লী : কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া, তা. বি.), ২খ, পৃ. ১০।

৭৯. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪১০।

৮০. ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত আরব কবি। পিতর নাম সুলায়মান। আবূ হাফসা তার দাদার উপনাম। তার দাদা ছিলেন খুরাসানের ইয়াহূদী। তিনি মারওয়ান ইবনুল-হাকামের আযাদকৃত দাস ছিলেন। তৃতীয় খলীফা 'উছমান ইব্ন 'আফফান (রা.) মারওয়ানকে উপঢৌকন হিসেবে এ দাসটি দান করেন। মারওয়ান মদীনার গভর্নর থাকাকালে তাকে ইয়ামামার কর

Dhaka University Institutional Repository

عليه من التقوى رداء يكنه وللحق نور بين عينيه ساطع
يغض له طرف العيون وطرفه على غيره من خشية الله خاشع[৮১]

"তাঁর ওপর তাকওয়ার চাদর রয়েছে যা তাঁকে ঢেকে রাখে, আর তাঁর দু'চোখের মাঝে রয়েছে সত্যের প্রজ্জ্বলিত আলো। তাঁর জন্য সকলের দৃষ্টি অবনমিত হয়, আর অন্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আল্লাহর ভয়ে অবনমিত।"

খলীফা আল-মাহদী (শাসনকাল ৭৭৫-৭৮৫ খৃ.)-এর দ্বারা হারাম (নিষিদ্ধ কাজকর্ম) বিদূরিত হয়েছে এবং হালাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর গোটা জাতি তাঁর নেতৃত্বে অপদস্থতার এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে - এ সব গুণের কারণে মারওয়ান তার প্রশংসা করে বলেন ঃ

بمحمد بعد النبى محمد حي الحلال ومات كل حرام
مهدى أمته الذى أمست به للذل آمنة وللاعدام[৮২]

"নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর মুহাম্মদ (আল-মাহদীর প্রকৃত নাম) এর দ্বারা হালাল কর্মকাণ্ড জীবিত হয়েছে। এবং প্রত্যেক হারাম কর্মকাণ্ড মৃত্যু বরণ করেছে। তিনি উম্মতের মাহদী, যার দ্বারা সে উম্মাত অপদস্থতা ও বিলুপ্তির হাত থেকে নিরাপদ রয়েছে।"

খলীফা আল-হাদী (খিলাফতকাল ৭৮৬ খৃ.)-র উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন কবি আবুল-খাত্তাব আল-বাহদালী[৮৩]। তিনি তাঁকে শ্রেষ্ঠতম ও উত্তম ব্যক্তি বলে উল্লেখ করে বলেন ঃ

আদায়ে নিয়োগ করেন। সেখানে তিনি যিয়াদ ইব্ন হাওয়ার কন্যাকে বিবাহ করেন। অতপর সুলায়মান নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উক্ত সুলায়মানের ঔরসেই ১০৫ হি. /৭২১ খৃ. মারওয়ান এর জন্ম হয়। তার দাদা ছিলেন মধ্যম পর্যায়ের কবি। এই পরিবারে আরো কয়েকজন কবির জন্ম হয়। ইয়ামামার এই কবি পরিবারেই তিনি প্রতিপালিত হন। তিনি ছিলেন দানশীল, বীর। খলীফা আল-মানসূর (মৃ. ৭৭৫ খৃ.) তাকে ইয়ামান অতপর সিজিসতানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি একজন প্রতিভাবান কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তার কোমল, সুস্পষ্ট ও সুন্দর শব্দাবলী ও স্পষ্ট পদ্য বিন্যাস তাকে একজন প্রশংসনীয় কবির আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সুন্দরভাবে প্রশংসাবাচক কবিতা রচনায় তিনি একজন দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তার কবিতা খোলাখুলি, অকপট, দৃঢ়ভাবে ছন্দপূর্ণ এবং তার ভাব প্রকাশক শব্দ সমষ্টি একটি ধারাবাহিক গতিতে একে অপরকে অনুসরণ করে চলে। তার কবিতার ভাব সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনি ব্যাকরণ-বিদগণের নিকট তার কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। বলা হয়ে থাকে যে, বাশ্‌শার ইব্ন বুরদ তার কবিতার চরণ সংশোধন করে দিতেন। তিনি প্রশংসামূলক কবিতা (مديح) ও শোকগাথা (مرثيه) ব্যতীত আর কোন কবিতা রচনা করেননি। তিনি ১৮২ হি./৭৯৮ খৃ. ইনতিকাল করেন। এক বর্ণনা মতে তিনি শী'আদের হাতে নিহত হন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২৯৮-৩০১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, পৃ. ৪২; আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩।

৮১. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, আত-তায়্যারুল ইসলামী ফী শি'রিল-'আসরিল-'আব্বাসী আল-আওয়াল, পৃ. ২৩৪।

৮২. আস-সুয়ূতী, তারীখুল-খুলাফা, (বৈরুত : দারুল-জীল ১৪১৭/১৯৯৭), ৩য় সং., পৃ. ৩৩১।

৮৩. 'আব্বাসী যুগের একজন কবি। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বাহদালা সম্প্রদায়ে তার জন্ম এবং বসরায় প্রতিপালিত। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন। তার কবিতা ছিল উত্তম। খলীফা মূসা আল-হাদী কোন কবিকে পাত্তা দিতেন না। কবিতার প্রতি ছিল তার অনীহা। তিনি মদ ও সঙ্গীত নিয়েই বিভোর থাকতেন। আবুল খাত্তাব আল

Dhaka University Institutional Repository

يا خير من عقدت كفاه حجزته وخير من قلدته امرها مضر
إلا النبى رسول الله إن له فضلا وأنت يذاك الفضل تفتخر[৮৪]

"ওহে যার উভয় হাত পাজামা বাঁধার স্থান মজবুত ভাবে বেধেছে তার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং মুদার গোত্র যাকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে তার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি! তবে রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত। কারণ তাঁর তো বিশাল মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আপনি সেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব করেন (কারণ আপনি যে তাঁরই বংশধর)।"

খলীফা হারূনুর রশীদের সময়ে প্রশংসামূলক কবিতায় ইসলামী ভাবধারার ব্যাপাক প্রভাব পড়ে। কারণ তিনি আচার-আচরণ ও চারিত্রিক দিক থেকে ইসলামী ভাবধারা অনুসরণের যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। কবি আল-'উমানী[৮৫] হারূনুর-রশীদের 'তাকওয়া' ও 'ইবাদতের প্রশংসা করে বলেন ঃ

هارون يا فرخ فروع المجد ويا ابن أشياخ الحطيم التلد
القائمين الليل بعد الرقد لله يرجرن جنان الخلد

"হারূন! ওগো সম্মানিত বংশের শাখা! ওগো হাতীমের প্রাচীন বিজ্ঞজনদের পুত্র! যারা রাতে জাগ্রত হবার পর দাঁড়িয়ে আল্লাহর 'ইবাদত করত স্থায়ী জান্নাত লাভের আশায়।"

অতপর তিনি বলেন ঃ

أصبحت للإسلام خير عضد وللمطيع عسلا بزبد
لما قدمت بين باقى الجند فى وفد بيت الله خير وفد[৮৬]

-বাহদালী তার "ر" অন্তমিলযুক্ত কবিতা রচনা করলে তা খলীফাকে অভিভূত করে এবং কবিকে ডাকায়ে এনে পুরস্কৃত করেন। আর তখন থেকেই কবিদের জন্য তার দ্বার খুলে দেন। তিনি আল-ফাদল ইব্ন ইয়াহইয়ার প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেন। ইবনুল মু'তায্য, তাবাকাতুশ-শু'আরা, পৃ. ১৩২-৩৫।

৮৪. ইবনুল-মু'তায্য, তাবাকাতুশ-শু'আরা, (মিসর : দারুল মা'আরিফ তা. বি.), ২য় সং., পৃ. ১৩৪।

৮৫. তার পূর্ণ নাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন যু'আয়ব ইব্ন মিহজান ইব্ন কুদামা। তামীম গোত্রের শাখা ফুকায়ম ইব্ন জারীর ইব্ন দারিম (বা ফুকায়ম ইব্ন দারিম)-এ ৯৫/৭১৪ সালের সামান্য পরে জন্ম। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন; 'উমানের নয়। ছোটবেলায় তাঁর চেহারা খুবই সুন্দর থাকায় দুকায়ন আর-রাজিয (মৃ. ১০৫ হি.) তাকে উক্ত নামে ডাকেন। কারণ 'উমানের অধিবাসীদের চেহারা খুব সুন্দর হত। আল-'উমানী বাদশাহ হারূনুর-রশীদের সময়কাল পান। তিনি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সাথে যুদ্ধে (১৯০ হি.) হারূনুর-রশীদের সাথে ছিলেন। ২০০ হি./৮১৫ খৃ.-এর কিছু পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি রাজায ছন্দেই বেশীরভাগ কবিতা রচনা করেছেন। তিনি মধ্যম ধরণের কবি ছিলেন। তার ভাষা ছিল সহজ সরল ও মিষ্ট। প্রশংসামূলক (المديح) ও বর্ণনামূলক (الوصف) কবিতাই তিনি রচনা করেছেন। ঘোড়া ও উট পাখির বর্ণনা দিয়েছেন সুন্দরভাবে। তার কাব্যে ইসলামী ভাবধারার ছাপও লক্ষণীয়। 'উমার ফাররূখ, তারীখুল-আদাবিল 'আরাবী, ২খ, পৃ. ১৫০-১৫৩।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭; ইবনুল-মু'তায্য, তাবাকাতুশ-শু'আরা, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

"আপনি ইসলামের জন্য উত্তম শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। আর অনুগত ব্যক্তির জন্য মাখনসহ মধুর ন্যায় হয়েছেন যখন আপনি অবশিষ্ট সেনাদলের মধ্যে আগমন করেছেন আল্লাহর ঘরের প্রতিনিধি হিসেবে; আপনি উত্তম প্রতিনিধি।"

কবি আবূ নুওয়াস ও আবুল 'আতাহিয়া হারূন-রশীদের চমৎকার প্রশংসা করেছেন। আবূ নুওয়াস তাঁকে তাকওয়ার এমন এক পর্যায়ে অধিষ্ঠিত বলে বিশেষিত করেন যে সকাল-সন্ধ্যায় তিনি স্বীয় রবকে দেখেন। আর প্রকৃতপক্ষে এটা হল ইহ্সানেরই একটা পর্যায়, যার কথা রাসূল (স) বলেছেন এভাবে যে ঃ

أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك[৮৭]

"তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। তুমি যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে (মনে করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন।"

আবূ নুওয়াস হারূন-রশীদের প্রতি এই গুণটিই আরোপ করে বলেন ঃ

إمام يخاف الله حتى كأنه يراه من التقوى صباح مساء[৮৮]

"তিনি হলেন নেতা, তিনি তাকওয়া অবলম্বনের কারণে আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করেন যেন তিনি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে দেখছেন।"

আবুল 'আতাহিয়া তাঁকে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ও সাহায্যকারী বলে প্রশংসা করে বলেন ঃ

إذا نكب الإسلام يوما بنكبة فهارون من بين البرية ناصره[৮৯]

"কোন দিন যদি ইসলাম বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে হারূনই হবে তার সাহায্যকারী।"

হারূনুর-রশীদকে দয়া ও শান্তির মূর্ত প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার এবং কিয়ামতে শান্তিতে রাখার দু'আ করে আবুল 'আতাহিয়া বলেন ঃ

إنما أنت رحمة وسلامة زادك الله غبطة وكرامة

لو توجعت لى فروحت عنى روح الله عنك يوم القيامة[৯০]

"আপনি তো দয়া ও শান্তির মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ আপনার সুখ-শান্তি ও মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিন। আপনি যদি আমার জন্য সদয় হন অতপর আমার শান্তির ব্যবস্থা করেন তবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন আপনার শান্তির ব্যবস্থা করবেন।"

৮৭. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫০।
৮৮. দীওয়ান, আবূ নুওয়াস, পৃ. ২১।
৮৯. ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল-'আতাহিয়া আশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু, পৃ. ৫৪০।
৯০. ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২৪১; ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ৭৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

হারূনুর-রশীদের সেনাপতি ইব্ন মাযীদ বানূ কায়সারের যুদ্ধে খলীফার জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনেন এবং খাকানীদেরকে উৎখাত করেন। এ জন্য কবি মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ সেনাপতির প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। উক্ত প্রশংসার মধ্যে হারূনুর-রশীদেরও প্রশংসা করে বলেন ঃ

أظلهم منك رعب واقف بهم حتى يوافق فيهم رأيك القدر

أمضى من الموت يعفو عند قدرته وليس للموت عفو حين يقتدر[৯১]

"আপনার ভীতি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যা তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এমনকি তাদের মধ্যে তকদীরের ফয়সালাও আপনার সিদ্ধান্তের পক্ষ নিয়েছে। আপনার সে ভীতি মৃত্যু থেকেও বেশী কার্যকর, যা শক্তি থাকা সত্ত্বেও (তাদেরকে) ক্ষমা করে দেয় কিন্তু মৃত্যু ক্ষমা করে না যখন তা সামর্থবান হয়।"

হারূনুর-রশীদ তার পিতৃসাম্রাজ্যের হিফাজাতকারী আর তাঁর হিফাজতকারী হলেন আল্লাহ। আর তিনি দয়ালু। সে অনুযায়ীই তাঁর তরবারী ব্যবহৃত হয়। কোন মানুষের প্ররোচনায় তা ব্যবহৃত হয় না — এ কথা ব্যক্ত করে আশজা' আল-সুলামী[৯২] তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন ঃ

هارون يحمى ملك آبائه ورب هارون لهارون حامى

خليفة مؤنسه سيفه مشاور للرأى لا للأنام[৯৩]

"হারূন তার বাপ-দাদার সাম্রাজ্যের হিফাজাত করেন। আর হারূনের প্রতিপালকই হলেন হারূনের হিফাজাতকারী। তিনি দয়ালু খলীফা, তাঁর তরবারী তাঁরই সিদ্ধান্তের সাথে পরামর্শকারী; কোন সৃষ্টির সাথে নয়।"

---

৯১. ড. সামী আদ-দাহ্হান, শারহ দীওয়ান সারী'উল-গাওয়ানী মুসলিম ইবনুল ওয়ালীদ (মিসর : দারুল মা'আরিফ ১৯৭০ খৃ.), ২য় সং., পৃ. ২৫৪।

৯২. ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষের দিকের আরব কবি। উপনাম আবুল-ওয়ালীদ। তার পিতা বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইয়ামামার এক মহিলাকে বিয়ে করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই কবির জন্ম। অল্প বয়সেই পিতা ইনতিকাল করলে মাতা তাকে নিয়ে বসরায় চলে আসেন এবং পিতার মীরাছ লাভ করে তথায় বসবাস শুরু করেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। তখন শহরের কায়স বংশের লোকেরা কবি বাশ্শার ইব্ন বুরদের মৃত্যুর পর আল-আশজা'কে নিজদের কবি হিসেবে গ্রহণ করে। খলীফা আল-মনসূরের শাসনের শেষ ভাগে তিনি বাগদাদে আসেন। অতপর সেখান থেকে ১৮০হি. পরিণত বয়সে তিনি আর-রাক্কায় জা'ফর ইব্ন ইয়াহইয়া আল-বারমাকীর নিকট গমন করে তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। জা'ফর তাকে খলীফা হারূনুর-রশীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন থেকেই তিনি খলীফা ও তাঁর সভাসদবর্গের প্রশংসা মূলক কবিতা রচনা করতে থাকেন। বর্তমানে বিদ্যমান তার সাহিত্য-কর্মের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে প্রশংসামূলক কবিতা। তার কিছু সংখ্যক শোকগাথাও রয়েছে। তন্মধ্যে আর-রাশীদ এবং আল-আশজা'র নিজের ভ্রাতা আহমাদের মৃত্যুর পর রচিত শোকগাথা উল্লেখযোগ্য। গযল ও মদ সম্পর্কিত কবিতা তার খুবই কম। ১৯৮ হি. আল-আমীনের নিহত হবার সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন। ২০৮ হি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৩৫-৪০; ইসলামী বিশ্বকেষ, ২খ, পৃ. ৮০-৮১; 'উমার ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৪৪-৪৬)।

৯৩. ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃ. ৮৫৭; আল-আগানী, ১৭খ, পৃ. ৩০; তারীখ বাগদাদ ৭খ. পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

দীন ও প্রজার হিফাজাতে এবং জাতির বিপদাপদে সাহায্যকারী ও যে কোন ধরনের ডাকে সাড়াদানকারী। সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর ইমাম বলে হারূনুর রশীদের প্রশংসা করে আল-'আত্তাবী[৯৪] বলেন ঃ

إمام له كف يضم بنا نها عصا للدين ممنوع من البرى عودها
سميع إذا ناداه من قعركبة مناد كفته دعوة لا يعيدها
رعى أمة الإسلام فهو إمامها وأدى إليها الحق فهو أمينها[৯৫]

"তিনি ইমাম, তার হাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দীনের লাঠির সাথে মিলিত রয়েছে এমন অবস্থায় যা পুনরায় মাটিতে ফিরে যাওয়া নিষিদ্ধ। তিনি আহ্বানকারীর আহবান শ্রবণ করেন যখন তাকে সে গভীর বিপদের সময় আহ্বান করে। তার একবার আহ্বান করাই যথেষ্ট। পুনরায় আহ্বানের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি মুসলিম জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তিনি যে তাদের ইমাম। আর তিনি তাদের হক আদায় করেন, তিনি যে তাদের বিশ্বস্তজন।"

আল-আমীনের (মৃ. ৮১৩ খৃ.) বংশ, তার পিতামাতা রাসূলুল্লাহ (স.)-এরই বংশধারার। তাই তাঁরা মক্কা থেকে নবূওয়াতের ঝর্ণাধারার খাঁটি পানি পান করেছেন যাতে কোন ভেজাল নেই। তারা মানুষের জন্য হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট করে দেন যার ফলে মানুষের হিদায়াত পাওয়া সুবিধা হয় - বলে উল্লেখ করে কবি আল-আশজা' আস-সুলামী তার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

---

৯৪. মু'তাযিলা মতাবলম্বী একজন কবি ও পত্রলেখক। ৩য়/৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ইনতিকাল করেন। তার প্রকৃত নাম কুলছূম ইব্ন 'আমর ইব্ন আইউব আত-তাগলাবী। তিনি ছিলেন জাহিলী যুগের খ্যাতিমান ও সপ্ত মু'আল্লাকার কবি 'আমর ইব্ন কুলছূমের অধস্তন পুরুষ। উত্তর সিরিয়ার কিননাসরীনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রতিপালিত হন। অতপর আল-মাওসিলের আর-রাক্কায় বসবাস করেন। এরপর বাগদাদে গমন করেন। ফার্সী পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একাধিকবার তিনি মারব, খুরাসান ও নীশাপুরে অবস্থান করেন। এতে বুঝা যায় তিনি আরবী ও ইরানী উভয় সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। তিনি একটি প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তার জীবনবৃত্তান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বারমাকী পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তার ধর্মীয় আকীদার কারণে তিনি হারূনুর-রশীদের শাস্তির ভয়ে এক পর্যায়ে পালিয়ে বেড়ান। কিন্তু তার বুদ্ধি বলে তিনি পুনরায় খলীফার অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হন। তিনি সেনাপতি তাহির ইবনুল-হুসায়ন এবং আল-মামূনের নিকটও সম্মানের পাত্র ছিলেন। মামূন মারব থেকে বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করলে আল-'আত্তাবী তার দরবারে সম্মানের সাথে বরিত হন। তাঁর ছয়খানা গ্রন্থের তালিকা রয়েছে যার শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি ছিল ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের ওপর রচিত। তাঁর মুক্ত রচনা শৈলী থেকে অনুমিত হয় যে, তার এই রচনা-সমূহ আবুল 'আতাহিয়া ও আবূ নুওয়াসের রচনা দ্বারা প্রভাবিত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে আল 'আত্তাবী নব্য ক্লাসিক্যাল ধারার প্রারম্ভিক যুগের প্রতিনিধি। এই নব্য ক্লাসিক্যাল ধারা উত্তর সিরিয়ায় শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে আবূ তাম্মাম ও আল-বুহতুরী এর প্রতিনিধিত্ব করেন। আল-'আত্তাবী ২২০ হি./৮৩৫ খৃ. সালে ইনতিকাল করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪১৯-২৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ১৮৫-৮৬।

৯৫. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, ৪২২।

Dhaka University Institutional Repository

ملك أبوه وأمه من نبعة　　منها سراج الأمة الوهاج
شربا بمكة فى ذرا بطحائها　　ماء النبوة ليس فيها مزاج
خير البرية للبرية من به　　وضح الهدى للناس والمنهاج[৯৬]

"তিনি এমন এক বাদশাহ যার পিতামাতা মক্কার মরুপ্রান্তরে অবস্থিত ঝর্ণাধারা থেকে নবূওয়াতের পানি পান করেছেন। সে পানিতে কোনরূপ ভেজাল মিশ্রিত নেই। আর সে ঝর্ণাধারা উম্মাতের জন্য উজ্জ্বল প্রদীপের পর্যায়ভুক্ত। তাঁরা সকল সৃষ্টির জন্য উত্তম মানুষ। তাঁদের দ্বারাই জনগণের জন্য হিদায়াত ও জীবন পদ্ধতি সুস্পষ্ট হয়েছে।"

খ্যাতনামা কবি আবূ তাম্মাম খলীফা আল-মামূনের ভূয়সী প্রশংসা করে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন যাতে ইসলামী ভাবধারা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর চরিত্র সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন এবং আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর হিদায়াত সন্তোষজনক বলে আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর উম্মাতের মধ্যে আল-মামূনের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা রাসূল (সা)ও অস্বীকার করেন না বলে তিনি খলীফার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

أولى أمة أحمد ما أحمد　　بضيع ما أوليت أمة أحمد
أما الهدى فقد اقتدحت بزنده　　فى العالمين فويل من لم يهتد

"তিনি আহমদ (সা)-এর উম্মাতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। আহমাদ (সা)-এর উম্মাত যে উত্তম কাজ করে আহমাদ (সা) তা নষ্ট ও বরবাদ করেন না। হিদায়াত তো সারা বিশ্বে তার পরশ পাথরের দ্বারা ঝলমল করে উঠেছে। তাই যে হিদায়াত কবুল করে না তার দুর্ভাগ্য।"

তারপর আল্লাহর বিশ্বস্ত, তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা নিবারণকারী বলে প্রশংসা করেছেন এবং তার উপর নিজের জান কুরবান বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন ঃ

نحن الفداء من الردى لخليفة　　يرضاه من سخط الليالى نفتدى
هذا أمين الله آخر مصدر　　شجى الظماء به وأول مورد[৯৭]

"আমরা ধ্বংস হওয়া থেকে জান কুরবান করছি খলীফার জন্য, আমাদের এ কুরবানী তাকে সন্তুষ্ট করবে রাতের ক্রোধ থেকে। আমরা তাকে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করছি এ কুরবানী। এ (খলীফা) তো আল্লাহর বিশ্বস্ত, শেষ আশ্রয়স্থল, তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা ও কষ্ট নিবারণকারী এবং (হিদায়াতের) প্রথম রাস্তা।"

খলীফা মু'তাসিম সত্যিকার অর্থেই তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। তাই আবূ তাম্মাম উচ্চকণ্ঠে

---

৯৬. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।
৯৭. প্রাগুক্ত; দীওয়ান আবূ তাম্মাম, ২খ, পৃ. ৪৭-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তার সৎগুণাবলীর প্রশংসা করেন। যেমন খলীফার কারণে দীনের সম্মান বৃদ্ধি, দীনের প্রতি তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা এবং প্রজা সাধারণের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন ঃ

بمعتصم بالله قد عصمت به عزة الدين والتفت عليها وسائله

رعى الله فيه للرعية رأفة تزايله الدنيا وليست تزايله[৯৮]

"মু'তাসিম বিল্লাহর সাথে দীনের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর উপায়-উপকরণসমূহ দীনের সম্মান বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। আল্লাহ তার ব্যাপারে অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখেন প্রজা সাধারণের কল্যাণের জন্য, তিনি দুনিয়াকে তার থেকে দূরে রাখেন কিন্তু দুনিয়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।"

খলীফার সাথে সাথেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সত্যের তরবারী হয়েছে উন্মুক্ত- এভাবে প্রশংসা করে তিনি বলেন ঃ

وقام فقام العدل فى كل بلدة خطيبا وأضحى الملك قد شق بازله

وجرد سيف الحق حتى كأنه من السل مود غمده وحمائله[৯৯]

"তিনি বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হয়েছেন আর তাঁর সাথে সাথে সারা দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর রাষ্ট্রও তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। সত্যের তরবারী উন্মুক্ত হয়েছে। এমনকি তা যেন সন্তর্পণে বের করার সময় তার খাপ ও বহনপাত্রের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা প্রদর্শন করা হয়।"

ইবনুয-যায়্যাত[১০০] খলীফা আল-মু'তাসিমের সংক্ষেপ অথচ ব্যাপক প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, তাঁর মধ্যে দীন-দুনিয়া উভয়টিই একত্রিত হয়েছে যা একজন মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। তিনি বলেন ঃ

يا جمال الدنيا ويا زينة الدين ويا عصمة التقى والرشاد

أشهد الله أن وجهك يوم الـ سعيد عيد لنا من الأعياد[১০১]

৯৮.ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩; দীওয়ান আবূ তামাম, ৩খ, পৃ. ২৪-২৭, বয়ত নং ২০, ২১।

৯৯. প্রাগুক্ত, বয়ত নং ২৩, ২৪।

১০০. 'আব্বাসী আমলের একজন উযীর। তার প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল মালিক ইব্ন আবান। তাঁর দাদা আবান তেল (زيت) ব্যবসায়ী ছিলেন বলে তিনি উক্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খলীফার দরবারে সরকারী পদাধিকারী এক সওদাগর পরিবারে ১৭৩ হি. তাঁর জন্ম। সচিবের কাজে দক্ষতা এবং বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে খলীফা আল-মু'তাসিম আনু. ২২১ হি./৮৩৩ খৃ. তাঁকে উযীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সাধারণ নীতি নির্ধারণের ব্যাপারেও অবদান রাখেন। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর খিলাফত লাভের পর সাময়িকভাবে তাকে উক্ত পদে বহাল রাখা হলেও মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই সফর ২৩৩ হি./সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ৮৪৭ খৃ. তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন যা ইসলামী ভাবধারায় পূর্ণ। তন্মধ্যে খলীফা আল-মু'তাসিমের প্রশংসায় রচিত কবিতাগুলো উল্লেখযোগ্য। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪খ, পৃ. ২৬৬; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৫৫৯-৬৪।

১০১. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫' দীওয়ানুল ওয়াযীর মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল মালিক আয-যায়্যাত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

"ওহে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও দীনের কান্তি! ওহে তাকওয়া ও সঠিক পথের হেদায়েতের হেফাজতকারী! আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, সৌভাগ্যের দিন আপনার মুখমণ্ডল আমাদের জন্য ঈদরূপে প্রতিভাত হবে অন্যান্য ঈদের ন্যায়।"

হযরত আলী (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আপনজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর দাওয়াতে সাড়াদানকারী ব্যক্তি। রাসূল (স.)-এর উপর وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ[১০২] "তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর"- নাযিল হলে নির্দেশ মুতাবিক তিনি নিকটাত্মীয়দেরকে যখন দাওয়াত দিলেন তখন 'আলী (সা)-ই রাসূল (সা)-এর সে দাওয়াতে সাড়া দিলেন। সে ঘটনার বিবরণ দিয়ে এবং 'আলী (রা.)-এর প্রশংসা করে আস-সায়্যিদ আল-হিময়ারী[১০৩] বলেন ঃ

فقال لهم إنى رسول إليكم ولست أرانى عندكم بكذوب

فايكم يقفوا مقالى فأمسكوا فقال ألا من ناطق فمجيبى؟

ففاز بها منهم على وسادهم وما ذاك من عاداته بغريب[১০৪]

"অতপর তিনি তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের প্রতি রাসূল। আমাকে তোমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীরূপে গণ্য করা হয় না। তাই তোমাদের মধ্যে কে আছ আমার কথায় বিশ্বাসকারী? তখন তারা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত রইল। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোন

---

১০২. ২৬ [আশ-শু'আরা] ঃ ২১৪।

১০৩. ইরানী বংশোদ্ভূত শী'আ মতাবলম্বী একজন আরব কবি। তার পূর্ণ নাম আবূ হাশিম ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন রাবী'আ। ১০৫ হি./৭২৩ খৃ. বসরায় তাঁর জন্ম। পিতামাতা ছিলেন খারিজী সম্প্রদায়ের ইবাদিয়া আকীদা পোষণকারী। কর্ম জীবনের শুরুতেই আস-সায়্যিদ আল হিময়ারী কায়সানিয়া দলের অনুসারী হয়ে যান কিন্তু তিনি তাদের মত কেবল তাদের ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল-হানাফিয়্যা (র)-এর পুনরুত্থানবাদের প্রবক্তা ছিলেন না, বরংপুনর্জন্মবাদেরও প্রবক্তা ছিলেন। 'আব্বাসী খলীফাগণ যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন তিনি তাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি খলীফা আল-মানসূরের প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি স্বীয় কাসীদাসমূহ প্রাদেশিক গভর্নর আবূ বুজায়র আল-আহওয়াযীর প্রশংসায় উৎসর্গ করেন। তার প্রশংসামূলক কবিতাই বেশী। ব্যাপকভাবে তিনি হাশেমী বংশের এবং বিশেষভাবে 'আলী ও তার সন্তানদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। কবিতা রচনা ছিল তার পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। তার দাদা ইয়াযীদ ছিলেন নিন্দাবাদমূলক কবিতা (هجو) রচয়িতা। আস-সায়্যিদ আল-হিময়ারীও ছিলেন একজন ভাল কবি। তার রচিত এক হাজারেরও বেশী কাসীদা বনূ হাশিমীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি স্বীয় ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবুল-'আতাহিয়ার ন্যায় তার কবিতা ছিল সহজ, সরল ও প্রাণবন্ত। কারণ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, তার কবিতা জনসাধারণের জন্য বোধগম্য হোক। তিনি আবুল-'আতাহিয়া ও বাশ্শার ইব্ন বুরদের সাথে সাথে উত্তর কালের খ্যাতিমান কবিদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হন। কিন্তু তার বিশেষ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের কারণে তার কবিতা প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। এমনকি বর্তমানে তার কোন দীওয়ানও বিদ্যমান নেই। শুধুমাত্র 'আল-কাসীদাতুল-মুহাযযবা' নামক একখানি কাসীদা রয়েছে, যা রাসূল (সা)-এর পরিবারের প্রশংসায় রচিত। এ কাসীদাখানির বিভিন্ন রকম ভাষ্য গ্রন্থ বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৭৩ হি./৭৮৯ খৃ. ওয়াসিত নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪/১খ, পৃ. ৫৯০; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, ৩০৯-৩১৪; 'উমর ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১০৯।

১০৪. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

সাড়াদানকারী আছে কি যে আমার দাওয়াতে সাড়া দিবে? অতপর তাদের মধ্যে 'আলী সে দাওয়াত গ্রহণ করে সফলতা লাভ করলেন এবং তাদের নেতৃত্ব দিলেন। আর এটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যে বিরল ও দুর্লভ কোন বিষয় নয়।"

সৈন্য ও সেনাপতিদের প্রশংসামূলক কবিতা ঃ এ যুগে প্রশংসামূলক কবিতার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হয়। খলীফা ও রাজ-রাজড়াদের গণ্ডি পেরিয়ে তা সমরনায়কদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। বীরদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করা প্রশংসামূলক কবিতার একটি নতুন ধারা। কবিগণ এক্ষেত্রে বীরত্ব, সাহসিকতা, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতির প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এ সব কবিতার সিংহভাগই রচনা করতেন তারা, যারা সরাসরি যুদ্ধের সাথে জড়িত থাকতেন, নেতৃত্ব দিতেন, অথবা যারা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকতেন যথা যোদ্ধা বা সমরনায়কের পুত্র অথবা খলীফা, উযীর, প্রাদেশিক গভর্নর যার নামে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরিত হত।

মুতী' ইব্ন ইয়াস[১০৫] খলীফা আল-মানসূরের সেনাপতি মা'ন ইব্ন যায়েদার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। রণাঙ্গণে যুদ্ধরত অবস্থায় তার অগ্রগামিতা ও বিচক্ষণতার কথা উল্লেখ করেন এবং শেষে তাঁর নৈতিক চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা ও দীনদারীর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন ঃ

ترى له الحلم والنهى خلقا فى صولة مثل جاحم اللهب
سيف الإماميين ذا و ذاك إذا قل بناة الوفاء والحسب
ذا هودة لا يخاف نبوتها ودينه لا يشاب بالريب[১০৬]

---

১০৫. মুতী' ইব্ন ইয়াসের পিতা ইয়াস ইব্ন মুসলিম ছিলেন একজন কবি। তার নিবাস ছিল ফিলিস্তীন। তিনি উমায়্যা খলীফা 'আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান কর্তৃক ইবনুয-যুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আল-হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের সাহায্যার্থে গঠিত সেনাদলের সাথে প্রেরিত হন। তিনি কূফায় বসতী স্থাপন করেন এবং সেখানেই বিবাহ করেন। অতপর সেখানেই মুতী'-এর জন্ম। কূফায়ই তিনি প্রতিপালিত হন। কেউ কেউ তাদেরকে অনারব এবং মুক্তদাস বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেছেন যে, তিনি যে 'আরব বংশোদ্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুতী'-এর জন্ম সন অজ্ঞাত কিন্তু অবশ্যই তা ২য়/৮ম শতাব্দীর প্রথম দশকে হয়ে থাকবে। তিনি উমায়্যা আমলের শেষ ভাগে সরকারী চাকুরী করেন। একটি অসমর্থিত বর্ণনামতে তিনি 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূরের খিলাফতকালে (১৩৬/৭৫৪-১৫৮/৭৭৫) তাকে সাদাকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে বসরায় পাঠানো হয়। তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা ও লাম্পট্যের অভিযোগ আনা হয়। মুতী'-এর রচনা কর্ম ছিল বিচিত্র এবং তার কবিতায় সমকালীন সকল ধারাই প্রতিফলিত হয়েছে। ভন গ্রুবেনম কর্তৃক সংগৃহীত ৭৭টি খণ্ড কবিতার মধ্যে ৭১টি নিশ্চিত রূপেই কবি আল-মুতী'-এর রচনা। মোট ৪১২টি শ্লোকের মধ্যে এই ৭১টিতে রয়েছে ৩৯১টি শ্লোক। এ কর্ম মুতী'র রচনার ক্ষুদ্র একটি অংশ। ইবনুন-নাদীমের হিসাব মতে এর পরিসর প্রায় ১০০ পাতা। খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে ৪টি প্রশস্তিমূলক রচনা (বিশেষত মা'ন ইব্ন যায়েদার), ৫টি কবির নৈতিক অনাচারের সাথী ইয়াহইয়া ইব্ন যিয়াদের মারছিয়া, ডজনখানেক অল্প-বিস্তর অশ্লীল ব্যঙ্গ রচনা, ৩টি আপত্তিকর অমার্জিত রুচির কর্ম, ২৪টির মত প্রেম ও নারী সম্পর্কিত এবং ৮টির মত মদের আসরে গাইবার জন্য রচিত। তার ভাষা সরল, কোন কোন কবিতায় কিছুটা অপরিচ্ছন্ন তবে অন্য কতিপয় কবিতায় বিশেষত কোন আন্তরিক ভাব প্রকাশের বেলায় এই ভাষা অপ্রত্যাশিতভাবে সরল। তিনি ১৬৯ হি. মতান্তরে ১৭০ হি. ইনতিকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ, পৃ. ৮০-৮২; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৮৯-৯৩।

১০৬. শু'আরা 'আব্বাসিয়্যূন, সম্পা. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ নাজম (বৈরুত : দার মাকতাবাতিল-হায়াত, ১৯৫৯ খৃ.), পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

"আক্রমণের সময় তুমি তাঁর সৃষ্টিগত ধৈর্য ও বিচক্ষণতা দেখতে পাবে অগ্নিতে ফুৎকার দানকারীর ন্যায়। তিনি এখানে বা ওখানের তথা সবখানের ইমামদের তরবারী, যখন অঙ্গীকার রক্ষাকারী ও বংশ মর্যাদাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কম হয়ে যায়। তিনি সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনকারী যার কঠোরতার আশংকা করা যায় না আর তাঁর দীন সন্দেহের দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত নয়।"

সেনাধ্যক্ষ 'উকবা ইব্ন জা'ফরের বীরত্ব ও দানশীলতার প্রশংসা করে কবি আবুশ-শীস আল-খুযা'ঈ[১০৭] বলেন ঃ

ثبت المقام إذا التوى بعدوه لم يخش من زلل ولا إرحاض
فيد تدفق بالندى لوليه ويد على الأعداء سم قاض[১০৮]

"তিনি যখন শত্রুদের মুখোমুখি হন তখন দৃঢ়পদে অটল থাকেন। কোনরূপ পদস্খলনের বা অপদস্থতার ভয় করেন না। তাঁর অভিভাবকের জন্য এক হাত অবিরাম দান করে। আর এক হাত শত্রুর ওপর ফয়সালাকারী বিষ (তুল্য)।"

এ ক্ষেত্রে সবচে' উত্তম প্রশংসাকারী হলেন কবি মুসলিম ইব্নুল-ওয়ালীদ। তিনি যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের চিত্র অত্যন্ত সুন্দর ও বাঙময়রূপে তুলে ধরেছেন। তার এ জাতীয় কবিতায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জী ও প্রশংসিত ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত বিভিন্ন অবস্থা ও গুণাগুণ। তিনি ফযল ইব্ন জা'ফর, ইয়াযীদের চাচাতো ভাই হাশিম ও যায়দ ইব্ন সাল্লাম আল-হানাফীর বেশী প্রশংসা করেন। ফযল ইব্ন জা'ফরের প্রশংসায় তিনি প্রায় ৮০টি বয়তের এক কাসীদা রচনা করেছেন। যার শেষভাগে তিনি বলেন ঃ

يقوم بباغى الدين "يحى" و"جعفر" إذا لحى الإسلام واضطرب الحبل[১০৯]

"ইয়াহইয়া ও জা'ফর দীনের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যখন ইসলামকে বিকৃত করা হয় এবং রশি আন্দোলিত হয়।"

---

১০৭. তাঁর পূর্ণ নাম আবুশ-শীস মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাযীন আল-খুযা'ঈ। তিনি ছিলেন কবি দি'বিল আল-খুযা'ঈর চাচাতো ভাই। তিনি ছিলেন মধ্যম পর্যায়ের কবি। দি'বিল-এর ন্যায় তিনিও ছিলেন হারূনুর-রশীদ-এর দরবারীদের অন্যতম। হারূনুর-রশীদের প্রশংসায় তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেন এবং তাঁর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন। অতপর তিনি আর-রাক্কায় গমন করেন এবং আমীর 'উকবা ইবনুল-আশ'আছের অনুগ্রহ লাভ করেন। সেখানে তিনি ১৯৬ /৮১১ সাল পর্যন্ত তাঁর নন্দন সহচর ও সভাকবি হিসেবে কাটান। প্রশংসা, শিকার, মদ, শোকগাথা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারান। ফলে দারুন ব্যথিত হৃদয়ে চক্ষু লোকে এক শোকগাথা রচনা করেন যা সত্যিই হৃদয় বিদারক এবং উচ্চ মানের। কারণ তাতে তার প্রকৃত অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি ২০০ হি./৯১৫ খৃ. (মতান্তরে ১৯৬ হি./৮১১ খৃ.) ইনতিকাল করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, ৫৫-৫৬; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, ৩৪৬-৪৮)।

১০৮. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৬; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৪৬।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭; দীওয়ান মুসলিম ইবনুল ওয়ালীদ, পৃ. ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল-'আকাওওয়াক[১১০]-এর প্রশংসামূলক কবিতা তার শাব্দিক প্রাঞ্জলতা এবং অর্থ ও ভাবের সুস্পষ্টতার কারণে ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করে। তিনি ইসলামী গুণ বীরত্ব ও দানশীলতার কারণে হারূনুর-রশীদের সেনাধ্যক্ষ হুমায়দ আত-তূসী (মৃ. ৮২৬ খৃ.) এবং আল-মামূন ও আল-মু'তাসিম-এর সেনাপতি আবূ দুলাফ (মৃ. ৮৪২ খৃ.)-এর প্রশংসায় বহু কবিতা রচনা করেন। যেমন আত-তূসীর দানশীলতা ও অন্যান্য গুণাগুণের প্রশংসা করে তিনি বলেন ঃ

لو حمى الدنيا حميد　　لم يكن فيها فقير
ملك كلتا يديه　　بعطاياه درور
وكلا يوميه فى الأر　　ض بشير ونذير
أنت للملك نصير　　ولك الله نصير[১১১]

"হুমায়দ যদি দুনিয়াকে সাহায্য করেন তবে সেখানে কোন দরিদ্র থাকবে না। তাঁর উভয় হাত অশেষ দানের কারণে তিনি দান-বাদশাহ। পৃথিবীতে তাঁর দিবারাত্র 'সুসংবাদদাতা' ও 'সতর্ককারী' হিসেবে কাটে। আপনি বাদশাহ্র সাহায্যকারী, আর আল্লাহ আপনার সাহায্যকারী।"

আর প্রজাসাধারণকে স্নেহ মমতা দিয়ে লালন পালন করার জন্য হুমায়দ-এর প্রশংসা করে তিনি বলেন ঃ

تكفل ساكنى الدنيا حميد　　فقد أضحوا له فيها عيالا
كأن أباه آدم كان أوصى　　إليه أن يعولهم فعالا[১১২]

"হুমায়দ দুনিয়াবাসীদের জামিন হয়েছেন। তাই তারা যেন দুনিয়াতে তার পরিবারের লোক হয়ে গিয়েছে। তার পিতা আদম যেন তাকে তাদের লালন-পালনের যিম্মাদারী নেয়ার জন্য ওসীয়ত করে গেছেন।"

এ ক্ষেত্রে আবূ তাম্মাম যাদের প্রশংসা করেছেন তন্মধ্যে আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আছ-ছাগরীর প্রশংসাই বেশী, যিনি রোম অভিযানে মুসলামদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। অতপর তিনি

১১০. তার প্রকৃত নাম 'আলী ইব্ন জাবালা আল-খুরাসানী। আল-'আকাওওয়াক তাঁর উপাধি। জন্ম ১৬০ হি./৭৭৬ খৃ. বাগদাদের এক খুরাসানী পরিবারে। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ইরাকেই অতিবাহিত করেন। তাঁর ভাষা সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর কবিতা রচনার এ পদ্ধতি আল-জাহিজের নিকট অতীব প্রশংসনীয় ছিল। ইব্ন কুতায়বা ও আবুল- ফারাজ আল-ইসফাহানী আল-'আকাওওয়াককে অসাধারণ প্রতিভাবান কবি বলে গণ্য করেন। ইরাকে তিনি আবূ দুলাফ আল-'ইজলী, হুমায়দ আত-তূসী এবং উযীর আল-হাসান ইব্ন সাহল-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। দুঃখের বিষয় প্রথমোক্ত দু'জনের উদ্দেশ্যে রচিত অতিরঞ্জিত প্রশংসামূলক কবিতা খলীফা আল-মা'মূনের রোষের কারণ হয়েছিল বলে কবির জিহ্বা কেটে দেয়া হয়। এই অসহানীর দরুন তিনি ২১৩ হি./৮২৮ খৃ. মাত্র ৫২ বা ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৯০; আল-মুনজিদ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।

১১১. দীওয়ানুল 'আকাওওয়াক, সম্পা. ড. হুসায়ন 'আতাওয়ান (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৭২ খৃ.), পৃ. ৬০-৬১।

১১২. দীওয়ানুল 'আকাওওয়াক, পূাগুক্ত, পৃ. ৯২, বয়ত নং ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

যখন হজ্জ পালনের ইচ্ছা করেন তখন আবূ তাম্মাম তার জিহাদের সকল পদক্ষেপকে হজ্জের কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করেন। হজ্জ ও জিহাদ তার জন্য পৃথক কিছু নয় বলে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ

لما تركت بيوت الكفر خاوية بالغزو آثرت بيت الله بالقفل

والحج والغزو مقرونان فى قرن فاذهب فأنت زعاف الخيل والإبل[১১৩]

"আপনি কাফিরদের ঘরসমূহ যুদ্ধের দ্বারা বিরাণ করে ত্যাগ করলেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসলেন আল্লাহর ঘরকে প্রাধান্য দিয়ে। আর হজ্জ ও যুদ্ধ তো (আপনার জন্য) একই রশিতে বাঁধা। আপনি (বায়তুল্লাহ-এ) গমন করুন। আপনি তো (শত্রুপক্ষের) ঘোড়া ও উটকে হত্যাকারী।"

আল-বুহতুরী[১১৪] পিতার ন্যায় জিহাদে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দেয়ার কারণে ইব্নুছ-ছাগরী ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদের প্রশংসা করেন। তিনি তার যুদ্ধকে হজ্জ-এর সমকক্ষরূপে দেখেছেন। আল-বুহতুরী তার এ প্রশংসিত ব্যক্তিকে অন্ধকারের আলোকরশ্মি এবং পবিত্র ও মুত্তাকী বলে চিত্রিত করেছেন তার কবিতায়। তিনি বলেন ঃ

---

১১৩. দীওয়ান আবূ তাম্মাম, ৩খ,পৃ. ৯২-৯৩।

১১৪. একজন কবি ও কবিতা সংকলক। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ 'উবায়দা আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ আত-তাঈ (২০৬ হি./৮২১ খৃ.-২৮৪ হি./৮৯৭ খৃ.)। তাঈ গোত্রের 'বুহতুর' শাখার সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে বুহতুরী বলা হয়। উত্তর-পূর্ব হালাবের মাম্বাজ ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী এক গ্রামে জন্ম। মরু অঞ্চলে তা'ঈ গোত্রে প্রতিপালিত হওয়ায় বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিশোর বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর কাব্য চর্চা। প্রথম কয়েক বছর স্বীয় গোত্রের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তা'ঈ সেনাধ্যক্ষ আবূ ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ আছ-ছাগরীর সহানুভূতি লাভ করেন, যার গৃহেই আবূ তাম্মামের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। আবূ তাম্মাম তাঁকে কবিতার কলা-কৌশল শিক্ষা দেন। অতপর আবূ তাম্মামের সাথেই তিনি বাগদাদ গমন করেন। আবূ তাম্মামের মৃত্যুর পর তিনি খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল (শাসনকাল ২৩৩/৮৪৭-২৪৭/৮৬১)-এর উযীর আল-ফাতহ ইব্ন খাকান (মৃ. ২৪৭/৮৬১)-এর সহযোগিতায় কবি আনু. ২৩৪/৮৪৮ সালে খলীফার দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং খলীফা ও দরবারের বিশিষ্ট্য ব্যক্তিদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। অতপর তিনি দরবারী কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। আল-মুতাওয়াক্কিল থেকে আল-মু'তামিদ (শাসনামল ২৭৯/৮৯২-২৯০/৯০২) পর্যন্ত সাতজন খলীফার সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি মূলত একজন স্তুতিকার কবি। তার কোন কোন কবিতায় দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ধরণের কবিতাগুলি আরবী কাসীদার নিয়মে রচিত। প্রেমের কবিতা তাঁর নেই বললেই চলে। শুধু নিয়মমাফিক কবিতার প্রথমাংশে সাদামাটা কিছু প্রণয়মূলক কথাবার্তা ছাড়া। তিনি শোকগাথাও রচনা করেছেন। আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হবার পর তাঁর স্মরণে রচিত শোকগাথাটি উচ্চমানের। এ ছাড়া তাঁর বেশ কিছু বর্ণনামূলক কবিতাও পাওয়া যায় যাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ তাম্মামের অনুসরণে তিনি একটি 'দীওয়ানুল হামাসা' সংকলন করেন। এতে ১৭৪টি অনুচ্ছেদে প্রায় ৬০০ কবির (অধিকাংশ কবি জাহিলী ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের) ক্ষুদ্র কবিতা সংকলিত হয়েছে তবে আবূ তাম্মামের হামাসার ন্যায় এটা তেমন জনপ্রিয় হয়নি। লাইডেন থেকে ১৯০৯, বৈরুত থেকে ১৯১০ এবং কায়রো থেকে ১৯২৯ খৃ. তা প্রকাশিত হয়। মা'আনিশ-শি'র নামে তাঁর আরো একখানি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর দীওয়ান প্রথমে কন্সটান্টিনোপল থেকে ১৩২৯/১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৬/১খ, পৃ. ৪৮৮-৮৯; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ২৭০-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

وما أظلم الإسلام إلا تألقت　　نواحيه فى ظلمائه فتألقا

إذا أمراء الناس عفوا تقية　　عففت ولم تقصد لشئ سوى التقى[১১৫]

"ইসলাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেনি বরং তার আলোকচ্ছটা চতুর্পার্শ্ব থেকে অন্ধকার দূরীভূত করে আলোকিত করেছে। আমীর ওমরাহগণ যখন নিষিদ্ধ ও অশোভন কাজ থেকে বিরত থাকে তখন আপনিও তা থেকে বিরত থাকেন। আর একমাত্র তাকওয়া ছাড়া আর কিছুই আপনি কামনা করেন না।"

ফিক্‌হবিদ ও সৎলোকদের প্রশংসা ঃ ইমাম ও নেককার লোকদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করে কবিতা রচনা করাও প্রশংসামূলক কবিতার একটি দিক। আর স্বভাবতই এ দিকটি ইসলামী ভাবধারায় উদ্বেলিত হবে।

'আবদুল্লাহ ইব্‌নুল-মুবারক একজন শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও মুহাদ্দিস হবার সাথে সাথে একজন ভাল কবিও ছিলেন। খ্যাতিমান 'আলিম হবার কারণে তাঁর কবিতায় ছিল না কোনরূপ প্রগলভতা, অসত্য ও চাটুকারিতা। তাই তিনি কোন খলীফা বা আমীর ওমরাহর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন নি; বরং মুত্তাকী 'আলিমদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। নিরেট সত্য কথাই তিনি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ইমামকুল শিরোমণি হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) (মৃ. ১৫০ হি.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর 'ইলমের গভীরতার প্রশংসা করে তিনি বলেন ঃ

رأيت أبا حنيفة كل يوم　　يزيد نبالة ويزيد خيرا

وينطق بالصواب ويصطفيه　　إذا ما قال أهل الجور جورا

رأيت أبا حنيفة حين يؤتى　　ويطلب علمه بحرا غزيرا[১১৬]

"আমি আবূ হানীফাকে দেখেছি, প্রতিদিনই তাঁর মেধা, মাহাত্ম্য ও কল্যাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি সঠিক কথা বলেন এবং বাছাই করে বলেন, যখন অত্যাচারীগণ গায়ের জোরে কথা বলে। আমি দেখেছি আবূ হানীফাকে 'ইলমের অথৈ সমুদ্ররূপে যখন তাঁকে 'ইলম দেয়া হয় এবং তাঁর কাছ থেকে 'ইলম শিক্ষা করা হয়।"

খ্যাতিমান মুহাদ্দিস মিস'আর ইব্‌ন কিদাম (মৃ. ১৫৫ হি./৭৭৩ খৃ.)-এর প্রশংসায় তিনি বলেন ঃ

من كان ملتمسا جليسا صالحا　　فليأت حلقة مسعر بن كدام

فيها السكينة والوقار وأهلها　　أهل العفاف وعلية الأقوام[১১৭]

---

১১৫. দীওয়ানুল-বুহতুরী, (বৈরুত লেবানন : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.), ১ম সং., ১খ, ২৫১।

১১৬. আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৩খ, পৃ. ৩৫০।

১১৭. আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফফাজ, (হায়দ্রাবাদ ভারত : দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যা ১৩৭৬/১৯৫৬), ৩য় সং., ১খ, ১৮৯-৯০; আল-'আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব (ভারত : মাজলিস দা'ইরাতুল-মা'আরিফ আন-নিজামিয়্যা, ১৩২৭ হি.), ১ম সং., ১০খ, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

"যে ব্যক্তি সৎলোকের সঙ্গ ও মজলিস অনুসন্ধান করে সে যেন মিস'আর ইব্ন কিদামের হাদীস পাঠদানের মজলিসে বসে। সেখানে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য বিদ্যমান। আর সেখানে অংশগ্রহণকারীগণ পাক-পবিত্র এবং সমাজের উঁচু স্তরের লোক।"

ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) (মৃ. ১৭৯ হি.)-এর প্রশংসায় তিনি বলেন ঃ

صموت إذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختم

وعى ما وعى القرآن من كل حكمة وسيطت له الاداب باللحم والدم[১১৮]

"তিনি তখন চুপ থাকেন যখন চুপকারীর জন্য তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। আর প্রথম কথাতেই তিনি এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যা সকলের বোধগম্য হয়ে যায়। কুরআনে যত হিকমত ও জ্ঞানগর্ব বর্ণনা এসেছে সবই তিনি মুখস্থ করেছেন। আর সভ্যতা-শালীনতা ও আদব তার রক্ত-মাংশের সাথে মিলিত।"

'আবদুল্লাহ ইবনুল-খায়্যাত[১১৯] ইমাম মালিকের বিদ্যাবুদ্ধি, তাকওয়া-পরহেযগারী ও ভাবগাম্ভীর্যতার প্রশংসা করে বলেন ঃ

يأبى الجواب فما يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان

هذا التقى وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان[১২০]

"তিনি (প্রশ্নকারীর) উত্তর অপসন্দ করেন অতপর ভয়ে তা (সে প্রশ্ন) পুনরায় করা হয় না। আর প্রশ্নকারীগণ অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনি হলেন তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক এবং মুত্তাকী সুলতানের সম্মানের পাত্র। তিনিই অনুসরণযোগ্য; কিন্তু সাম্রাজ্যের অধিকারী নন।"

অনুরূপভাবে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (মৃ. ২০৬ হি.)-এর বিভিন্নমুখী জ্ঞান এবং আল্লাহভীতি ও তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রশংসা করে তাঁরই ছাত্র আল-হাররানী[১২১] বলেন ঃ

---

১১৮. ইব্ন কুতায়বা, 'উয়ূনুল-আখবার, (কায়রো : মাকতাবা দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা ১৩৪৬ হি./১৯২৮ খৃ.), ১ম সং., ২খ, পৃ. ১৭৭।

১১৯. একজন মুহাদ্দিস। তার প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালিম। মক্কায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেন যার সবগুলিই ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত। কেউ কেউ অবশ্য উক্ত কবিতাটি ইবনুল-মুবারকের বলে উল্লেখ করেন। আল-কায়রাওয়ানী, যাহরুল-আদাব, ১খ, পৃ. ১১৪-১৫।

১২০. যাহরুল আদাব, ১খ, পৃ. ১১৫।

১২১. একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন সাইফ আল-হাররানী। দিয়ার মুদার-এর একটি প্রদেশ আল-হাররান-এ তাঁর জন্ম। তিনি সুলায়মান ইব্ন হারব, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, 'আলী ইবনুল-মাদীনী প্রমুখের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আল-নাসাঈ, 'আবদুর-রহমান ইবনুল বুনদার, 'আবদুর-রহমান ইব্ন আবী হাতিম প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন যার সবগুলিই ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত। তিনি ২৭২ হি. ইনতিকাল করেন। জামালুদ্দীন আল-মিযযী, তাহযীবুল-কামাল। বৈরুত : দারুল-ফিকর, ১৪১৪/১৯৯৪), ৮খ, পৃ. ৬৩-৬৫; আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা। বৈরুত : মুআস্সাসাতুর-রিসালা ১৪০৬/১৯৮৬), ৪র্থ সং., ১৩খ, পৃ. ১৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

حتى أتيت إمام الناس كلهم　　فى العلم والفقه والآثار والسنن
والدين والزهد والإسلام قد علموا　　والخوف لله فى الإسرار والعلن
يظل منعفرا لله مبتهلا　　يدعو الإله بقلب دائم الحزن[১২২]

"এমনিভাবে আমি 'ইলম, ফিক্‌হ, হাদীস, দীন, যুহ্‌দ ও ইসলামের ক্ষেত্রে সকল লোকের ইমামের নিকট আগমন করলাম। তারা সকলেই এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছে। আর তিনি গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রেও সকলের ইমাম। তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় কাকুতি-মিনতি সহকারে ক্রন্দন করেন। আর সর্বদা ব্যথিত হৃদয়ে আল্লাহকে ডাকেন।"

নিন্দাবাদমূলক কবিতা (الهجاء) ঃ ইসলাম অন্যের নিন্দাবাদ ও দোষ চর্চা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে এবং সে অভ্যাস দূরীভূত করার নির্দেশ দেয়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مِنْ نِسَاءٍ عَسى اَنْ يُكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالالْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ[১২৩]

"হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অন্য কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমান আনার পর মন্দ নাম খুবই মন্দ।"

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

لاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا[১২৪]

"তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।"

তবে ইসলামী যুগে এটা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তা হল ইসলামের বিরুদ্ধাচরণকারী, আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় কবিতা রচনা করা শুরু হয়। 'আব্বাসী যুগে এটা চিন্তাধারা ও 'আকীদাগত বিরোধ যেমন ধর্মহীনতা (زندقه) শী'আ মতবাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরদ ধর্মের প্রতি উদাসীন ও নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হাম্মাদ 'আজরাদ-এর নিন্দাবাদ করে বলেন ঃ

১২২. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪খ, পৃ. ৩৪৩।
১২৩. ৪৯ [হুজুরাত] ঃ ১১।
১২৪. ৪৯ [হুজুরাত] ঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

ادع غيرى إلى عبادة الإث　　نين فإنى بواحد مشغول
يابن نهيا برئت منك إلى ال　　لله جهارا وذاك منى قليل[১২৫]

"(ওগো নুহায়্যা তনয়!) আমি ব্যতীত অন্য লোককে দুই প্রভুর 'ইবাদাতের দিকে ডাকো। কারণ আমি এক প্রভুকে নিয়ে মশগুল আছি। ওগো নুহায়্যা তনয়! আমি প্রকাশ্যে তোমা হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়েছি। আর আমার পক্ষ থেকে এটা নিতান্তই কম।"

আবূ নুওয়াস আবান আল-লাহিকীকে[১২৬] ধর্মহীনতা (زندقة)-র অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এ কারণে তিনি তার নিন্দাবাদ করে বলেন ঃ

فقال كيف شهدتم　　بذا (الله) بغير عيان
لا أشهد الدهر حتى　　تشاهد العينان
فقلت سبحان ربى　　فقالِ سبحان مانى[১২৭]

"সে (আবান) বলে, তোমরা কিরূপে তার (আল্লাহর) সাক্ষী দাও না দেখে? আমি যুগযুগ ধরে সাক্ষী দিই না যতক্ষণ না দু'চোখ তা প্রত্যক্ষ করে! আমি বলি, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আর সে বলে, মানী (মানাবী মতবাদের উদ্গাতা) পবিত্র।"

এ যুগের প্রসিদ্ধ নিন্দাবাদমূলক কবিতা (هجاء) হল আবূ 'উয়ায়না আল-মুহাল্লাবী[১২৮] রচিত কবিতা, যা তিনি স্বীয় চাচাতো ভাই খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন হাতিমকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছিলেন। খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ কবিকে জুরজানে একটি জায়গীর দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে খালিদ তার এ ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল। তাই তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে আবূ 'উয়ায়না আল-মুহাল্লাবী তার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদমূলক কবিতা রচনা করেন। কিন্তু তাতে কোনরূপ অশ্লীলতা বা গালিগালাজ ছিল না, যেমন ইসলামের বিধিবিধান ও অনুশাসনসমূহের খিলাফকারী বলে আখ্যায়িত করত তাকে লজ্জা দিয়ে তিনি বলেন ঃ

---

১২৫. দীওয়ানু বাশ্শার ইব্ন বুরদ, প্রাগুক্ত, ৪খ, ৫. ১৩৫।

১২৬. আবান আল-লাহিকীর পরিচিতি দ্র. ১৫২ নং টীকা।

১২৭. দীওয়ান আবূ নুওয়াস, পৃ. ৬৫৯-৬০।

১২৮. তার পূর্ণ নাম আবূ 'উয়ায়না ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ 'উয়ায়না। তিনি ছিলেন আরব সেনাপতি ও মুহাল্লাবী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আল-মুহাল্লাব ইব্ন আবূ সুফরা (মৃ. ৮২/৭০২ বা ৮৩/৭০৩ সাল)-এর অধস্তন পুরুষ। জন্ম ও লালন-পালন বসরায়। তার পিতা মুহাম্মাদ ছিলেন আবূ জা'ফর আল-মানসূরের নিয়োগকৃত আর-রায়্যি প্রদেশের গভর্নর। আবূ 'উয়ায়না ছিলেন নিন্দাবাদ রচয়িতা কবি। তার 'আবদুল্লাহ' ও 'দাউদ' নামে অপর দুই ভাই ছিল। তারাও ছিলেন নিন্দাবাদের কবি। আবূ 'উয়ায়না নিন্দাবাদ ছাড়াও প্রণয়মূলক কবিতা (غزل) রচনা করেন। তার অধিকাংশ নিন্দাবাদমূলক কবিতা স্বীয় চাচাতো ভাই খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন হাতিম সম্পর্কে রচিত। খালিদ ছিলেন আল-মাহদী কর্তৃক নিযুক্ত জুরজানের গভর্নর। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৬১-৬৫; ইবনুল-মু'তায্য, তাবাকাতুশ-শু'আরা, পৃ. ২৮৮-২৯১; আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা, পৃ. ২৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

وتبدلت خالدا لعنة اللّـ ـه عليه ولعنة اللاعنينا
رجل يقهر اليتيم ولا يؤ تى زكاة وينهر المسكينا
ويصون الشياب والعرض بال ويرائى ويمنع الماعونا[১২৯]

"খালিদকে পরিবর্তন করে দিয়েছে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশাপকারীদের অভিশাপ। সে এমন এক লোক, যে ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়; যাকাত দেয় না; মিসকীনকে ভর্ৎসনা করে। সে তার কাপড়কে হেফাজত করে অথচ তার মান-সম্মান ধূলায় মিশে গেছে। সে লোক দেখানোর জন্য কাজ করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।"

উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে ইয়াতীমের প্রতি কঠোর আচরণ করতে নিষেধ করে বলা হয়েছে ঃ فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ[১৩০] "সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না।" যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَاٰتُواْ الزَّكَاةَ[১৩১] "তোমরা যাকাত প্রদান কর।" দরিদ্র ও নিঃস্ব প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করতে নিষেধ করে বলা হয়েছে وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ[১৩২] "তোমরা প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না।" আর লোক দেখানোর জন্য যারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে তাদের প্রতি দুর্ভোগ আরোপ করে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُ وْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ[১৩৩] "যারা লোক দেখানোর জন্য তা (সালাত আদায়) করে এবং গ্রহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে (তাদের দুর্ভোগ)।"

আল-মুহাল্লাবী আলোচ্য কবিতায় আবান আল-লাহিকীকে এ সব আয়াতের খিলাফকারী বলে চিত্রিত করেছেন।

আবদুস-সামাদ ইবনুল মু'আয্যিল[১৩৪] স্বীয় ভ্রাতা আহমদ (যিনি মালিকী মাযহাবের একজন ফকীহ ও মুত্তাকী ব্যক্তি ছিলেন)-কে গর্ব ও অহংকারের অপবাদ দিয়ে নিন্দাবাদ ও ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

১২৯. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, আত-তায়্যারুল ইসলামী ফী শি'রিল 'আসরিল-আব্বাসী আল-আওয়াল, পৃ. ২৭৫।

১৩০. ৯৩ [দুহা] ঃ ৯।

১৩১. ২২ [হাজ্জ] ঃ ৭৮।

১৩২৮. ৯৩ [দুহা] ঃ ১০।

১৩৩. ১০৭ [মা'উন] ঃ ৬-৭।

১৩৪. 'আবদুস-সামাদ ইবনুল মু'আয্যিল ১৮৫ হি. এর শেষভাগে বসরায় এক কবি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। তার পিতা মু'আয্যিল এবং দাদা গায়লানও ভাল কবি ছিলেন। 'আবদুস- সামাদের মাতা 'আয-যারকা' ছিলেন আযাদকৃত দাসী। তার ভ্রাতা আহমাদও কবি ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন মুত্তাকী পরহেযগার ও 'আলিম। আর 'আবদুস-সামাদ ছিলেন তার বিপরীত চরিত্রের অধিকারী। নিন্দাবাদকারী, কটুভাষী ও বদরাগী। ২৪০ হি./৮৫৩ খৃ. তিনি নিহত হন। তিনি ছিলেন শুদ্ধভাষী। খণ্ড কবিতা ও প্রণয়মূলক কবিতাও তিনি রচনা করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৬৬-৬৯; ইবনুল-মু'তায্য, কাসীদা উভয় ধরণের কবিতাই তিনি রচনা করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৬৬-৬৯; ইবনুল-মু'তায্য, তাবাকাতুশ-শু'আরা, পৃ. ৩৬৭-৬৯; 'উমর ফাররূখ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ২৭৬-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

أطاع الفريضة والسنة　　فتاه على الإنس والجنة
كأن لنا النار من دونه　　وأفرده الله بالجنة[১৩৫]

"সে ফরয ও সুন্নাতের অনুসরণ করেছে। তাই সে মানুষ ও জিন্ন জাতির উপর গর্ব করে থাকে। যেন সে ছাড়া আমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম আর আল্লাহ কেবল তাকে একাই জান্নাত দেবেন।"

যে লোক দীনের প্রতি উদাসীন, বেশী বেশী কসম করে সে সত্যবাদী নয় - তার নিন্দাবাদ করে 'আসিম ইব্ন মুহাম্মদ আল-মাদীনী[১৩৬] বলেন ঃ

أظن وبعض الظن كالأخذ باليد　　وذالك ظن نابنى عن محمد
أظن له ربين : ربا لدينه　　وآخر للإيمان فى كل مشهد
وما من إلهيه الذى ليمينه　　ولا دينه إلا لخبث بمرض[১৩৭]

"আমি ধারণা করি - আর কোন কোন ধারণা একেবারে হাত দিয়ে পাকড়াও করার ন্যায় (সত্য) হয়। আর তা এমন ধারণা যা আমার কাছে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আমি ধারণা করি তার দুইজন প্রতিপালক ঃ একজন প্রতিপালক দীনের জন্য এবং অপরজন প্রত্যেক জায়গায় কসম খাওয়ার জন্য। তার কসম ও দীনের জন্য যে দুই প্রভু রয়েছে তারা কেবল রোগের সাথে ময়লা আবর্জনা সৃষ্টির জন্য।"

যে ব্যক্তি অপবিত্র ও অবৈধ সম্পদের দ্বারা হজ্জ করে আল্লাহ তার থেকে কিছুই কবুল করেন না। কারণ তিনি তো পবিত্র। পবিত্র জিনিস ছাড়া আর কিছুই কবুল করেন না। তাই এ ধরণের লোকের নিন্দাবাদ করে কবি আবুশ-শামাকমাক[১৩৮] বলেন ঃ

১৩৫. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

১৩৬. তাঁর উপনাম আবূ সালিহ। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের আযাদকৃত দাস রাফি'-এর বংশধর। তিনি আল-হাসান ইব্ন যায়দ আল-হুসায়নীর এবং আল-মানসূরের নিয়োগকৃত মদীনার গভর্নরের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা, পৃ. ২৭২।

১৩৭. আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা, পৃ. ২৭২-৭৩।

১৩৮. প্রাথমিক 'আব্বাসী যুগের কবি। বসরার বানূ সা'দ মহল্লায় বানূ উমায়্যাদের মাওলা (আশ্রিত) হিসেবে জন্ম এবং সেখানেই প্রতিপালিত। তার বংশের আদি নিবাস খুরাসানে। তার প্রকৃত নাম মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ। আবুশ-শামাকমাক তার উপাধি। 'শামাকমাক' শব্দের অর্থ লম্বা। তার নাক-মুখ লম্বা ছিল বিধায় ঐরূপ উপাধি দেয়া হয়। তিনি দেখতে ছিলেন কদাকার। আবার তার ভাষাও ছিল কটু। তাই লোকজন তার জন্য দরজাই খুলত না। অজ্ঞতাবশত কেউ খুলে ফেললেও তাকে দেখে সাথে সাথেই তার মুখের ওপর আবার দরজা বন্ধ করে দিত। তাই তিনি খুবই দরিদ্র ও বঞ্চিত জীবন যাপন করেন। হারূনুর-রশীদ ও বারমাকীদের আমলে তিনি বাগদাদ আগমন করেন। কিন্তু তারা তাকে পাত্তা দিত না। এ কারণেই তিনি আল-ফাযল ইব্ন ইয়াহইয়া বারমাকী, হারূনুর-রশীদের সচিব মানসূর ইব্ন যিয়াদ প্রমুখের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করেন। বহু কবিতার মধ্যে তিনি তার দুঃখ দুর্দশারকথা তুলে ধরেছেন। তার রচনার বেশীর ভাগই নিন্দাবাদমূলক কবিতা। ইবনুল-মু'তায্য-এর বর্ণনামতে তিনি ১৮০ হি./৭৯১ খৃ. অথবা এর কাছাকাছি সময়ে ইনতিকাল করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪৩৬-৪০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ৫৫; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৩খ. পৃ. ১৪৬-৪৭, সংখ্যা ৭১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير

لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور[১৩৯]

"তুমি যখন এমন সম্পদের দ্বারা হজ্জ করবে যার মূল অপবিত্র, তা হলে তুমি যেন হজ্জ করনি বরং হজ্জ করেছে কাফেলার অন্যান্য লোকেরা। আল্লাহ প্রত্যেক পবিত্র জিনিসি ছাড়া আর কিছুই কবুল করেন না। আল্লাহর ঘরের হজ্জ যারা করে তাদের প্রত্যেকের হজ্জই কবুল হয় না।"

'আব্বাসী যুগে অনেক দল ও মাযহাবের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দলই নিজদের মতবাদের সত্যতা দাবী করে এবং অন্যের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে কবিতা রচনা করে। এ সম্পর্কিত প্রচুর কবিতা আরবী কাব্যভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। এ জাতীয় কবিতাকে "রাজনৈতিক নিন্দাবাদমূলক কবিতা" (هجاء سياسى) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

খলীফা ও আমীর-ওমরাহ্গণ যখন ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং ইসলামী নিয়ম-নীতির অনুসারী ছিলেন তখন কোন খলীফার দ্বারা ইসলামী অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তার নিন্দাবাদ করে কবিকুল কবিতা রচনা করেছেন। যেমন আল-মাহদী যিনি স্বীয় পিতা আল-মানসূরের তুলনায় দীনের ক্ষেত্রে কিছুটা অনগ্রসর ছিলেন - তিনি যখন ইয়াকূব ইব্ন দাউদকে মন্ত্রী নিয়োগ করেন তখন বাশ্শার ইব্ন বুরদ তার নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনা করেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি এ কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন যে, এটি একটি অনুচিত পদক্ষেপ। সে এর যোগ্য নয়। এর ফলে খিলাফত ব্যবস্থাকেই বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

يا أيها الناس هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود[১৪০]

"হে লোকসকল! খুব দ্রুতবেগে তোমরা উঠে পড়। তোমাদের ঘুম খুব দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। খলীফা এখন ইয়াকূব ইব্ন দাউদ। তোমাদের খিলফাত ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (নতুন করে) শরবত ও সুগন্ধিযুক্ত কাঠের মধ্য থেকে আল্লাহর খলীফা তালাশ করে নাও।"

দীন-এর প্রতি উদাসীনতা, তার হুকুম-আহকাম লংঘন করা প্রভৃতি কাজের অভিযোগে আল-মামূনের মন্ত্রী ইয়াহইয়া ইব্ন আকছাম (মৃ. ৮৫৭ খৃ.)-এর নিন্দা করে ইয়াহইয়া ইব্ন নু'আয়ম[১৪১] বলেন ঃ

---

১৩৯. আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা, পৃ. ৩৯৭।

১৪০. দীওয়ান বাশ্শার (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা তা. বি.), ১ম সং., পৃ. ৩৯৫।

১৪১. পূর্ণ নাম ইয়াহইয়া ইব্ন নু'আয়ম আছ-ছাকাফী, একজন কবি। তিনি ছিলেন কবি আবুল 'আতাহিয়ার (মৃ. ২১১ হি.) সমসাময়িক। আবুল 'আতাহিয়ার মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সন আনু. ২৪০ হি./৮৫৫ খৃ.। তিনি কাযী ইয়াহইয়া ইব্ন আকছাম-এর নিন্দায় প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। আয-যিরাকলী, আল-আ'লাম (বৈরুতঃ দারুল-'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৮৬ খৃ.), ৭ম সং., ৮খ, পৃ. ১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

أصبح هذا الدين رثا رمه أوطنه الجور و "يحى" معلمه
مذ ولى الحكم أبيح حرمه واضطربت أركانه ودعمه[১৪২]

"এই দীন এখন মাতমের ন্যায় হয়ে গেছে। তাকে মেরামত ও ঠিকঠাক করছে তার অপরাধপ্রবণ দেশ। আর ইয়াহইয়া হলেন তার শিক্ষক। যখন থেকে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তখন থেকেই দীনের হারামসমূহকে মুবাহ করা হয়েছে। আর তার রুক্ন ও মূল স্তম্ভগুলো নড় বড়ে হয়ে গিয়েছে।"

শোকগাথা (الرثاء) ঃ শোক ও সমবেদনা আপ্লুত এ কবিতায় মৃতের গুণাগুণও বর্ণিত হয়ে থাকে। মু'মিনগণ আপনজনের বিয়োগে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং ধৈর্যধারণ করে। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ [১৪৩]

"তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে যারা তাদের উপর বিপদাপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"

'আব্বাসী যুগের বহু কবি এ জাতীয় কবিতায় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। তাদের সে সব কবিতায় ইসলামী ভাবধারাও পরিস্ফুট হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। আবূ তাম্মাম স্বীয় ভ্রাতা ও পুত্রের, বাশ্শার ইব্ন বুরদ ও ইবরাহীম ইবনুল মাহদী স্ব স্ব পুত্রের এবং 'আবদুল মালিক আয-যায়্যাত স্বীয় স্ত্রীর শোকগাথা রচনা করেছেন। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে সবচে' দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন ইবনুল- খুরায়মী। বাগদাদের দুর্ভিক্ষ ও বিশৃংখলার কারণে রচিত এ কবিতা আত-তাবারী বর্ণনা করেছেন যা ১৩৫টি বয়ত সম্বলিত।

শী'আগণ তাদের নিহতদের স্মরণে খুবই মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন, যাকে "রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শোকগাথা" (الرثاء السياسى والمذهبى) বলে অভিহিত করা যায়। কারণ এটা শী'আদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও 'আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত।

কবি দি'বিল আল-খুযা'ঈ[১৪৪] তাদের ইমাম আর-রিদা সম্পর্কে শোকগাথা রচনা করেছেন। আহলে বায়তের জন্যও তিনি দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেছেন যা প্রসিদ্ধ কাসীদা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তার প্রথম পংক্তি হল ঃ

---

১৪২. আল-মারযুবানী, মু'জামুশ-শু'আরা, পৃ. ৫০১।

১৪৩. ২ [বাকারা] ঃ ১৫৫-১৫৬।

১৪৪. একজন শী'আ মতাবলম্বী আরব কবি। দি'বিল তার নাম না উপাধি তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটি তার নাম। পিতার নাম 'আলী আর দাদার নাম রাযীন (দি'বিল ইব্ন 'আলী ইব্ন রাযীন)। আর কারো কারো মতে দি'বিল তার উপাধি। প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ আর কারো মতে হাসান আর কারো মতে 'আবদুর রহমান। কূফার এক কবি পরিবারে ১৪৮/৭৬৫ সালে তার জন্ম। পিতা 'আলী ছিলেন মধ্যম ধরণের কবি। চাচা 'আবদুল্লাহ, দুই ভাই 'আলী ও রাযীন, চাচাতো ভাই আবুশ-শীস সকলেই কবি ছিলেন। কূফাতেই তিনি প্রতিপালিত হন এবং সেখানেই যৌবন অতিবাহিত করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। মুসলিম ইব্নুল ওয়ালীদের

Dhaka University Institutional Repository

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات[১৪৫]

"আয়াতের মাদ্রাসাসমূহ এবং ওহী নাযিলের স্থান আজ তিলাওয়াত শূন্য হয়েছে" অর্থাৎ কবি বুঝাতে চেয়েছেন যে, 'আলী, হাসান, হুসায়ন, জা'ফর, হামযা, সাজ্জাদ — সকলের গৃহই ছিল ওহী তথা কুরআন কারীম তিলাওয়াতের ঘর। কিন্তু সকলের ঘর আজ বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে কুরআন কারীমের তিলাওয়াত আর হয় না এবং সাওম-সালাতের যুগ দূরে চলে গিয়েছে।

উক্ত কাসীদায় তিনি আল্লাহর নিকট তাদের প্রতি ভালবাসাকে নিজের নেক আমলে যুক্ত করে তা বৃদ্ধির আবেদন করেছেন এবং অহর্নিশি তাদের প্রতি নিজের দুঃখ-বেদনা ও আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন ঃ

فيا رب زدنى من يقينى بصيرة وزد حبهم يا رب فى حسناتى

ألم تر أنى من ثلاثين حجة أروح وأغدو دائم الحسرات[১৪৬]

"ওগো আমার প্রতিপালক! যে আমাকে হিফাজাত করবে (আহলে বায়তের লোকজন) তার প্রতি আমার দূরদৃষ্টি বাড়িয়ে দাও। আর হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি আমার ভালবাসাকে আমার নেক কাজের মধ্যে যুক্ত করে দাও। তুমি কি দেখ না যে, আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা সর্বদাই হা-হুতাশ করে কাটাচ্ছি!"

কবি দীকুল-জিন্‌ন[১৪৭] আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'আলী ও হুসায়ন (রা.)-এর জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন এবং অবশেষে তাদের জন্য নিজের জীবন, পিতামাতা ও পরিবার-পরিজনকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

অভিভাবকত্বে তিনি কবিতা অনুশীলন করেন। অল্প সময়েই তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। অপরাধ জগতের সাথে জড়িত থাকার কারণে তার অধিকাংশ কবিতাই ব্যঙ্গাত্মক। যাতে খলীফাদেরও নিন্দাবাদ করা হয়েছে। তিনি শী'আদের ইমাম 'আলী আর-রিদার প্রশংসায় কবিতা রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি সুচারু অনুভূতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর প্রকাশেও পারঙ্গম ছিলেন। তার কবিতা কেউ হারূনুর-রশীদের সামনে আবৃত্তি করলে তিনি তা খুব পসন্দ করেন এবং কবিকে ভাকায়ে দশ হাজার দিরহাম ও কিছু মূল্যবান কাপড় উপহার দেন। এভাবেই হারূনুর-রশীদের পারিষদে তার প্রবেশ ঘটে। তিনি কবির জন্য মাসিক ভাতা নির্ধারণ করেন। অতপর কবি খুরাসান গমন করেন। সেখানকার গভর্নর 'আব্বাস ইব্‌ন জা'ফার আল-খুযাঈ (১৭৩ হি.-১৭৫ হি.) কবিকে খুব সম্মান করেন এবং তাকে তাবারিসতানের 'সিমিনজান' নামক প্রদেশের শাসকের দায়িত্ব দেন। অতপর তিনি বাগদাদ চলে আসেন। ইব্‌ন রাশীক তাকে আবূ নুওয়াস-এর সমশ্রেণীতে এবং আল-বুহতুরী তাকে মুসলিম ইবনুল ওয়ালীদের উর্ধে স্থান দেন। কিতাবুল-শু'আরা নামে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২৪৬ হি/৮৬০ খৃ. সালে তিনি ইনতিকাল করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩১৮-২৪; ইসলামী বিশ্বাকোষ, ১৩খ, পৃ. ৩৪৪-৪৫।

১৪৫. দীওয়ান দি'বিল ইব্‌ন 'আলী আল-খুযা'ঈ, সম্পা. মুহাম্মদ ইউসুফ নাজম (বৈরুত : দারুছ-ছাকাফা ১৯৬২ খৃ.), পৃ. ৩৬।

১৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।

১৪৭. সিরিয়ার একজন আরব কবি। 'দীকুল-জিন্‌ন' তার উপাধি যার অর্থ 'জিন্‌ন-এর মোরগ'। তার প্রকৃত নাম 'আবদুস সালাম ইব্‌ন রাগবান। উপাধিতেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর পূর্বপুরুষ তানীম ছিলেন শাম (সিরিয়া)-এর

Dhaka University Institutional Repository

يا عين فى كربلا مقابر قد　　تركن قلبى مقابر الكرب
مقابر تحتها منابر من　　علم وحلم ومنظر عجب
نفسى فداء لكم ومن لكم　　نفسى وأمى وأسرتي وأبى[১৪৮]

"ওহে চক্ষু! কারবালায় অনেক কবর রয়েছে সেগুলি আমার অন্তরকে দুঃখ বেদনার কবর বানিয়ে রেখেছে। সেগুলি এমন কবর যার নীচে ইলম ও ধৈর্যের মিম্বর রয়েছে; আর রয়েছে অদ্ভূত দৃশ্য। আমার জীবন তোমাদের জন্য কুরবান এবং তোমাদের জন্য যারা তাদের উপর আমার নিজের জীবন, আমার মাতা, আমার পরিবারবর্গ ও আমার পিতা কুরবান হোক।"

হযরত হাসান (রা.), হুসায়ন, জাফর ও 'আকীল (রা.)-এর বংশের জন্য তিনি ক্রন্দন করেছেন। তিনি তাঁদেরকে তাকওয়ার বংশধর বলেছেন। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে তাকওয়া বিদ্যমান। তিনি তাদের জন্য ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে দু'আ করেছেন, যার সবই ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হবার প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন ঃ

أين الحسن وقتلى بنى حسن　　وجعفر وعقيل غالهم غمر
أبكيكم يا بنى التقوى وأعولكم　　وأشرب الصبر وهو الصاب والصبر
أبكيكم يا بنى الرسول ولا　　عفت محلكم الانواء والمطر[১৪৯]

"হুসায়ন আজ কোথায়? কোথায় হাসানের বংশধর, জাফর ও 'আকীল? তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে গভীর অন্ধকার। আমি তোমাদের জন্য ক্রন্দন করছি ওগো তাকওয়ার বংশধর! আমি তোমাদের মুখাপেক্ষী। আমি ধৈর্যধারণ করব আর ধৈর্য তো এক তিক্ত শরবত ও কঠিন জিনিস। আমি তোমাদের জন্য ক্রন্দন করব ওগো রাসূলের বংশধর! গাছপালা ও বৃষ্টি যেন তোমাদের বাড়ীঘর বিলুপ্ত না করে।"

খলীফা মুহাম্মদ ইব্ন হারূনুন-রশীদ নিহত হওয়ায় খুযায়মা ইব্ন হাসান[১৫০] গভীর মর্মাহত

মুতার অধিবাসী। তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গী হাবীব ইব্ন আবদিল্লাহ আল-মানসূরের অধীনে বেতন বিভাগের প্রধান ছিলেন। কিন্তু কবি কখনো সিরিয়া ত্যাগ করে অন্য কোথায়ও যাননি। কবি ১৬১ হি./৭৭৭-৮ খৃ. সালে হিমস শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর আমলে ২৩৫ বা ২৩৬ হি./৮৪৯-৫১ সালে ইনতিকাল করেন। কথিত আছে যে, তিনি একজন চপলমতি ও খোশ মেজাযের লোক ছিলেন। হযরত হুসায়ন ইব্ন 'আলী (রা)-এর সম্পর্কে রচিত শোকগাথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন উদারপন্থি শী'আ হিসাবে তিনি বিশেষ করে আ-হমাদ ইব্ন 'আলী আল হাশিমী ও তার ভাই জা'ফর-এর অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং উভয়ের উদ্দেশ্যে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি তৎকালীন রুচি অনুযায়ী শ্লেষাত্মক খণ্ড কবিতা ও প্রেমগাথা রচনা করেছিলেন। তার প্রিয়তমা খৃস্টান পত্নী যিনি পরে মুসলমান হন -এর উদ্দেশ্যে বহু প্রেমমূলক কবিতা রচনা করেছেন যার অধিকাংশই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩২৪-২৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩খ, পৃ. ৪৩৪।

১৪৭. দীওয়ান দীকুল-জিন্ন, সম্পা. ড. আহমাদ মাতলূব (বৈরুত : দারুছ-ছাকাফা, তা. বি.), পৃ. ৩১-৩২।
১৪৯. দীওয়ান দীকুল-জিন্ন, পৃ. ৪১।
১৫০. একজন অপ্রসিদ্ধ আরব কবি। তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

হন। তার সম্পর্কে শোক প্রকাশ করে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাতে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন এবং তার মৃত্যুকে ইসলাম ও 'আলিমদের দুঃসময় বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

سبحان ربك رب العزة الصمد ما ذا أصبنا به فى صبحة الأحد
وما أصيب به الإسلام قاطبة فى التضعضع فى ركنيه والأود
يا ليلة يشتكى الإسلام مدتها والعالمون جميعا آخر الأبد[১৫১]

"সমস্ত পবিত্রতা তোমার প্রতিপালকের, সম্মানিত প্রতিপালক যিনি মুখাপেক্ষীহীন। রবিবার সকালে আমাদের ভাগ্যে কি হল? আর ইসলামেরই বা কি হল সামগ্রিকভাবে তার দুই স্তম্ভে দুর্বলতা ও কষ্ট পৌঁছার কারণে? ওগো রাত্র! ইসলাম ও 'আলিমগণ চিরস্থায়ীভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ল।"

এ সময়ে বড় বড় 'আলিমের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের ইনতিকালে কবিগণ সবচে' উৎকৃষ্টতর মারছিয়া রচনা করেন। তাঁদের 'ইলম ও 'আমল তথা সদ্‌গুণাবলী প্রভৃতির উল্লেখ করত শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করা হয়। যেমন বসরার কাজী সিওয়ার ইব্‌ন 'আবদুল্লাহর মৃত্যুতে কবি আবান আল-লাহিকী[১৫২] শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেন। তিনি মুসলিম জাতিকে কুফরীর অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে দেয়া এবং জালিমের হাত থেকে মজলুমের হক আদায় করে দেয়ার মত তাঁর দুর্লভ গুণের উল্লেখ করে বলেন ঃ

كم مسلم أنقذ من عصبة تسجد للصلبان كفار
كم حق إيراد وما يرتجى خلص من أطفار جبار[১৫৩]

---

১৫১. আত-তাবারী, তা'রীখ, ৮খ, পৃ. ৫০৬।

১৫২. আবান ইব্‌ন 'আবদুল হামীদ আল-লাহিকী একজন আরব কবি। তার পূর্বপুরুষ মূলত 'ফাস'-এর অধিবাসী ছিল। অতপর বসরায় তারা বানূ রাকাশ-এর আশ্রিত হিসেবে বসবাস করেন। কবি সেখানেই প্রতিপালিত হন। অতপর সেখান থেকে তিনি বাগদাদ গমন করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা রচনা করেন। তিনি ছিলেন বারমাকীদের একজন দরবারী কবি বারমাকী আমীরদের এবং খলীফা হারূনুর-রশীদের প্রশংসায় তিনি কাসীদা রচনা করেন। সমসাময়িক কবিদের সাথে তিনি ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় লিপ্ত হন। তার বিপক্ষ কবিগণ বিশেষত কবি আবূ নুওয়াস তাকে 'মানী' মতবাদের অনুসারী বলে দোষারোপ করেন এবং তা নিয়ে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল হল, তিনি ভারতীয় ও ইরানী জনপ্রিয় লোককাহিনীকে কাব্যে রূপ দান করেছেন যথা 'কালীলা ওয়া দীমনা'। এর চৌদ্ধ হাজার শ্লোক তিনি প্রায় তিন মাসে রচনা করেন। 'বিলাওহার ওয়া ইউদাসফ, সিন্দাবাদ, মাযদাক প্রভৃতি। তিনি আরদাশীর আনূশিরওয়ান-এর রোমান্টিক কাহিনীও কাব্যে রূপান্তরিত করেন। 'মুযদাবিজ' রীতির মৌলিক কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। যেমন বিশ্বতত্ত্ব ও দর্শনের উপর একটি এবং রোযা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গীতি কবিতা। কবির পিতা, পিতামহ, পুত্র- রপৌত্র ও ভ্রাতাও কবি ছিলেন। তিনি ২০০ হি./৮১৫-৮১৬ খৃ. ইনতিকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৬১৮; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৩০-৩৪।

১৫৩. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

"কত মুসলমানকে তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন ক্রুশের প্রতি মাথা অবনতকারী কাফিরের দল থেকে। কত অধিকার (বিচারের দ্বারা) তিনি আদায় করে দিয়েছেন যার সে (অধিকারী) কামনাও করত না। তিনি তা জালিমের বিষাক্ত নখর থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।"

খ্যাতিমান মুহাদ্দিস সুফইয়ান ইব্ন 'উয়ায়নার ইনতিকালে শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেছেন আল-আসমা'ঈ[১৫৪]। তাঁর ইনতিকালে হাদীস শাস্ত্রের তথা ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর হাদীসের পাঠদান কক্ষ বিরাণ পড়ে রয়েছে। ফলে চাকর-নওকর, ছাত্র, হজ্জ-'উমরাকারী সবাই মহানবী (স.)-এর পবিত্র হাদীসের জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত থাকছে। এ কথা ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

فليبك سفيان باغى سنة درست　　ومستبيت أثارات وآثار

أمست مجالسه وحشا معطلة　　فى قاطنين وحجاج وعمار[১৫৫]

"সুফইয়ানের জন্য ক্রন্দন করুক সুন্নাত ও হাদীসের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি এবং হাদীসের সূত্র (সনদ) ও অন্যান্য জ্ঞানের অন্বেষণকারী ছাত্র। তাঁর হাদীসের মজলিস বিরাণ ও বন্ধ হয়ে গেছে চাকর-নওকর, হজকারী ও 'উমরাকারীদের ব্যাপারে।"

ইব্ন কাননাসা স্বীয় মামা খ্যাতিমান 'আলিম ও সূফী ইবরাহীম ইব্ন আদহাম-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেছেন। উক্ত কবিতায় তিনি ইবরাহীম ইব্ন আদহামের মধ্যে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ইসলামী গুণাগুণের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وكان يرى الدنيا قليلا كثيرها　　فكان لأمر الله فيها معظما

أمات الهوى حتى تجنبه الهوى　　كما اجتنب الجانى الدم الطالب الدما[১৫৬]

---

১৫৪. একজন আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ, কাব্য সংগ্রাহক, প্রচারক ও কবি (৭৪০ খৃ.-১২৩/৮২৮)। তার পূর্ণ নাম আবূ সাঈদ 'আবদুল মালিক ইব্ন কুরায়ব। তার পূর্বপুরুষ আসমা'-এর সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে আসমা'ঈ বলা হয়। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। পরবর্তী ভাষাতত্ত্ববিদগণ আরবী কাব্য ও শব্দ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার কাছে বহুলাংশে ঋণী। তিনি বসরায় আবূ 'আমর ইবনুল-'আলার ছাত্র ছিলেন। আল-আসমা'ঈর ছাত্রদের মধ্যে আল-জাহিজ তার পাণ্ডিত্যের স্মৃতি চিহ্ন রেখে গেছেন। তিনি বেদুঈনদের কাছ থেকে ব্যাকরণ ও শব্দ তত্ত্ব অনুসন্ধানের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন কাহিনী থেকে জানা যায় যে, তিনি অশ্বারোহনে মরুভূমিতে বেদুঈনদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাদের কণ্ঠ থেকে কবিতা সংগ্রহ করতেন। তিনি বাগদাদের খলীফা হারূনুর-রশীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কর্ম জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থানকালে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি গরিবী হালে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন পরহেযগার ও কুরআন সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী। আল-আসমা'ঈয়্যাত নামে তার একটি কাব্য সংকলন রয়েছে। যার মধ্যে প্রাক ইসলামী যুগের ৭২টি খণ্ড কবিতা স্থান পেয়েছে। 'জাযীরাতুল আরব' নামে তার একটি গ্রন্থ ভূ-গোলিক সংস্থান সংক্রান্ত একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গ্রন্থ। এ ছাড়াও "আল-ফুরস", "আল-আরাজীয", "আল-মায়সির" প্রভৃতি তার কালজয়ী গ্রন্থ। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ, পৃ. ১২৭-২৮; আল-মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১৫৫. ইব্ন কুতায়বা, 'উয়ূনুল আখবার, ২খ, পৃ. ১৩৫; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, ৯খ, পৃ. ১৮৪।

১৫৬. আল-আগানী, ১৩খ, পৃ. ৩৪২।

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি দুনিয়ার অধিক সম্পদকেও কম দেখতেন। দুনিয়াতে তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধকেই বড় করে দেখতেন। তিনি প্রবৃত্তিকে অবদমিত করেছেন এমন কি প্রবৃত্তি তার থেকে দূরে দূরে থাকত যেমন ভাবে খুনের অপরাধী সে খুনের বিচারপ্রার্থী থেকে দূরে থাকে।"

দুনিয়ার সামগ্রী যত বেশীই হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা কম। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْل وٌ الاخِرَةُ خَيْر لِّمَنِ اتَّقى[১৫৭]

"বল, দুনিয়ার সামগ্রী সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য পরকালই উত্তম।" এখানে উল্লিখিত প্রথম বয়তে এ ভাবধারাটিই ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে ইসলামে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ[১৫৮]

"তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"
- দ্বিতীয় বয়তে ঠিক এভাবধারাটিই বিবৃত হয়েছে।

নূহ ইব্ন 'উমারার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে আবূ তাম্মাম এক শোকগাথা রচনা করেন। তিনি তাতে নূহকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী একটি পর্যায়। সুতরাং সবর করাই উত্তম। কারণ সবর করা তাকওয়ার গুণ। আর এতে আল্লাহর নিকট ছওয়াব ও বিনিময় রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

فصبرا ففى الصبر الحلالة والتقى ولا إثم إن خبرت أنك جازع
فقد يأجر الله الفتى وهو كاره وما الأجر إلا أجره وهو طائع[১৫৯]

"অতপর সবর করাই উত্তম। সবরের মধ্যে রয়েছে সম্মান ও তাকওয়া। অবশ্য তোমার কোন গুনাহ হবে না যদি সংবাদ দেয়া হয় যে, তুমি হা-হুতাশকারী। আল্লাহ যুবককে বিনিময় দান করেন এমতাবস্থায় যে, সে অপসন্দকারী। প্রকৃতপক্ষে বিনিময় তো তাঁরই দেয়া এমতাবস্থায় যে, সে আনুগত্যকারী।"

'আব্বাসী যুগে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেছেন কবি আল-'আত্তাবী। কারণ এ শোক তাঁর আত্মার গভীর থেকে উদগীরিত বসরায় মহামারীর ফলে একে একে তাঁর ছয় পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করে। ফলে স্বভাবতই তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। তার হৃদয়ের সে

১৫৭. ৪ [নিসা] ঃ ৭৭।
১৫৮. ৩৮ [সাদ] ঃ ২৬।
১৫৯. দীওয়ান আবূ তাম্মাম, ৪খ, পৃ. ৮৮; ড. মুজাহিদ, পৃ. ২৯২।

Dhaka University Institutional Repository

মর্মযাতনা কাব্যাকারে রূপ পেয়েছে। তবে নিয়তির এ নির্মম কশাঘাত তিনি মেনে নিয়েছেন এবং ধৈর্য ধারণ করেছেন। আর প্রতিদান স্বরূপ ছওয়াব প্রাপ্তির আশা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

فصاروا ديونا للمنايا ومن يكن　　عليه لها دين قضاه على عسر
كأنهم لم يعرف الموت غيرهم　　فثكل على ثكل وقبر على قبر
فللّه ما أعطى وللّه ما جزى　　وليس بالأيام الرزية كالصبر
فحسبك منهم موحشا فقد برهم　　وحسبك منهم مسليا طلب الأجر[১৬০]

"তারা সকলে মৃত্যুর কাছে ঋণী হয়ে গেছে। আর যার কাছে মৃত্যুর ঋণ থাকে সে তা কষ্টের সময় পরিশোধ করে। মৃত্যু যেন তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারেনি। অতপর বিদায়ের পর বিদায় দিতে হয়েছে। আর কবরের পর কবর তৈরী হয়েছে। অতপর আল্লাহর জন্য যা তিনি দান করেন, আর আল্লাহরই জন্য যা তিনি বিনিময় হিসেবে দেন। দুঃখের দিনগুলিতে ধৈর্যের ন্যায় আর কিছুই নেই। তাদের ব্যাপারে তোমার নীরব ও একাকী থাকাই যথেষ্ট। তাদেরকে (আল্লাহ) মুক্ত করে দিয়েছেন। আর তাদের ব্যাপারে তোমার বিনিময় কামনা করে সান্ত্বনা লাভ করাই যথেষ্ট।"

অতপর কবি এই বলে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন যে, মৃত্যু তার পুত্রদেরকে ছিনিয়ে নিলেও সে মৃত্যুকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কবি এর দ্বারা রাসূল (স.)-এর হাদীসের ভাবার্থ তুলে ধরেছেন যা ইসলামী ভাবধারা ও শাশ্বত বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি মেষের আকৃতিতে হাযির করা হবে। অতপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে যবেহ করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামীদেরকে সম্বোধন করে ঘোষণা করা হবে যে, মৃত্যু নেই। জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাক।[১৬১] তাই কবি বলেন ঃ

و مما يهون وجدى بهم　　بأن المنون ستلقى المنونا[১৬২]

"তাদের (পুত্রদের) ব্যাপারে আমার হৃদয়-মন একটু হাল্কাবোধ করছে এ জন্য যে, মৃত্যুকেও অতিসত্বর একদিন মৃত্যু আলীঙ্গন করবে।"

প্রেমমূলক কবিতা (غزل) ঃ প্রেম-ভালবাসা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিগত। তারই প্রকাশ ঘটেছে যুগে যুগে কবিতার মাধ্যমে - এ সব কবিতাই গযল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জাহিলী যুগ থেকেই

---

১৬০. ইব্‌ন কুতায়বা, 'উয়ূনুল আখবার, ৩খ, পৃ. ৫১; যাহরুল আদাব ৩খ, পৃ. ২১২; আবূ তাম্মাম, দীওয়ানুল হামাসা, ১খ, পৃ. ৪৪৪।

১৬১. মুসলিম, আস-সাহীহ, সিফাতুল-জান্নাত অধ্যায়, হাদীস নং ৬৯১৮ ও ৬৯২১।

১৬২. ইব্‌ন কুতায়বা, 'উয়ূনুল আখবার, ৩খ, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

এ জাতীয় কবিতার সূচনা। তবে এটা আরো উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে এবং এর কোন কোন দিকের পরিবর্তন সাধিত হয় ইসলামী যুগে। দীন ইসলাম যেমনিভাবে অন্যান্য কবিতায় প্রভাব ফেলেছে ঠিক তেমনি প্রেমমূলক কবিতায়ও প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ ইসলাম ভালবাসার মানসিকতাকে বিলুপ্ত করে না; বরং তাকে পরিশুদ্ধ করে এবং তার উপযুক্ত স্থানেই তাকে থাকার জায়গা করে দেয়।

উমায়্যা যুগে প্রেমমূলক কবিতা (غزل) পবিত্র আকার ধারণ করে শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে অন্তরে জায়গা করে নেয়। ইসলাম পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত অবৈধ ঘোষণা করে এবং বৈধ পন্থায় তথা বৈবাহিক পন্থায় তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর নির্ধারিত গণ্ডি ও সীমারেখা লংঘন করতে নিষেধ করে এবং সে সীমারেখা লংঘনকারীর শাস্তির ব্যবস্থাও করে। তাই কাব্যে পবিত্র ভালবাসার বীজ জাহিলী যুগে বপন করা হয়ে থাকলেও তা অংকুরিত ও প্রকাশিত হয় এমন এক পরিবেশে যেখানকার লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে। তবে সদ্য বিজিত জাতি ও সমাজ এবং যুগের অগ্রগতি গযল কবিতায় প্রভাব ফেলে। ফলে সৃষ্টি হয় কিছু অশ্লীল গযল এবং বালকদের প্রতি ভালবাসা। আর এ জন্যই ড. তাহা হুসায়ন ও হাস্‌সান আবূ রিহাব প্রমুখ পণ্ডিত 'আব্বাসী যুগে পবিত্র গযলের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।[১৬৩] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ যুগে যে পবিত্র ও ইসলামী ভাবধারায় রঞ্জিত প্রেমমূলক কাব্য রচিত হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এটা ঠিক যে, পবিত্র গযল উমায়্যা যুগের তুলনায় এ যুগে অনেক কম রচিত হয়। কারণ এ সময়ে ইরাক-ইরান প্রভৃতি বিজিত অঞ্চল থেকে নতুন সভ্যতা প্রবেশ করে, যাতে ছিল দীনের প্রতি শৈথিল্য ও সে সমাজের ভোগবিলাস। তা সত্ত্বেও এ সময়ে পবিত্র গযল রচনায় কয়েক শ্রেণীর কবি এগিয়ে আসেন ঃ

১. এক শ্রেণী এর সাথেই বিশেষভাবে জড়িত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এ জাতীয় কবিতায়ই তারা বৈশিষ্ট্য লাভ করেন। যথা আল-'আব্বাস ইবনুল আহনাফ, ইবনুদ-দুমায়না, 'উক্‌কাশা, ইব্‌ন আদীম, মু'আম্মাল ও ইব্‌ন রুহায়না।

২. এক শ্রেণীর কবি এ জাতীয় কবিতা রচনায় অংশ গ্রহণ করেন তবে তারা এর সাথে বিশেষিত হননি। যথা ঃ আবুল 'আতাহিয়া, আবূ 'উয়ায়না আল-মুহাল্লাবী, ইসহাক আল-মাওসিলী, ইবনুল জাহম, আয-যায়্যাত, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-কাতিব ও আবূ নুওয়াস।

৩. এক শ্রেণীর কবির কাসীদার প্রারম্ভে এ জাতীয় কবিতা প্রকাশ পেয়েছে যথা মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ, আবূ তাম্মাম প্রমুখ।

পবিত্র গযলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, কুপ্রবৃত্তি গোপন রাখা। শরীর ও দেহ নিয়ে বেশী মাতামাতি না করা বরং প্রেমিকার অভ্যন্তরীণ গুণের প্রতিই গুরুত্বারোপ করা। পবিত্র গযল দৈহিক

১৬৩. ড. তাহা হুসায়ন, হাদীসুল আরবি'আ, (মিসর : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), সং, বি. ১খ, ২৯৪; হাসসান আবূ রিহাব, আল-গাযাল 'ইনদাল 'আরাব, পৃ. ০৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন অস্বীকার করে না তবে এটাই তার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় না। পবিত্র গযলে বঞ্চনা ও হতাশার চিত্রই বেশী ফুটে উঠেছে।[১৬৪]

যারা পবিত্র গযলের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ও সংশ্লিষ্ট (১নং গোত্র) তাদের কবিতা পবিত্রতা ও সততার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ; স্থায়ী ভালবাসার ক্ষেত্রে সত্য এবং কুপ্রবৃত্তি ও দেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তারা অশ্লীলতা ও অবৈধ বিষয়াদি থেকে দূরে থেকেছেন। ইসলামী ভাবধারা তাদের কবিতায় প্রকট। তবে তাদের বিবরণ খুব কমই পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকজনের কবিতার নমুনা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

পবিত্র প্রেমের কবিতা রচয়িতাদের নেতা ছিলেন আল-'আব্বাস ইবনুল-আহনাফ[১৬৫] তাঁর কবিতায় তার নিজের ও প্রেমিকার দীনদারী ও তাকওয়ার অধিকারী হবার কথা, তাদের উভয়ের 'ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তির কথা এবং ভালবাসার পবিত্রতার কথা ফুটে উঠেছে। নিজের চেয়ে স্বীয় প্রেমিকা 'ফাওয'-এর তাকওয়ার কথাই তিনি বেশী করে বলেছেন। যেমন তার সালাতে রত থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

نبذت مكاتبتى ورجع رسالتى وتنورت مصباحها فى المسجد[১৬৬]

---

১৬৪. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪-৯৯।

১৬৫. ইরাকের প্রণয়মূলক কবিতা রচয়িতা। তার পরিবার বসরায় আরব গোত্র হানীফা বংশোদ্ভুত ছিল। ১৩৩ হি./৭৫০ খৃ. সালে 'আব্বাস ইবনুল আহনাফ জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাগদাদে বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হন। অতি অল্প বয়সেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি খলীফা হারূনুর-রশীদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। বারমাকী পরিবারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সাথে বিশেষ করে ইয়াহইয়া ইব্ন জা'ফরের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। তিনি ১৯৩ হি./৮০৮ খৃ.-এর পরই ৬০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। কথিত আছে যে, হজ্জের সফরে থাকাকালেই তার মৃত্যু হয়। অতপর বসরায় তাকে দাফন করা হয়। পবিত্র গযল রচয়িতা হিসেবেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বলা যায় শুধুমাত্র এ ময়দানেই বিচরণ করেছে তার কবিতা। সর্বদাই তিনি অশ্লীলতা ও অবৈধ বিষয়াদি পরিহার করেছেন। প্রশংসামূলক কবিতার (مديح) ক্ষেত্রে যৎসামান্য, শোকগাথা (رثاء)-র ক্ষেত্রে মাত্র তিনটি খণ্ড কবিতা আর বর্ণনামূলক কবিতা (الوصف)-এর ক্ষেত্রে মাত্র একটি কাসীদা রচনা করেছেন তিনি। মোট কথা গযল ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি মাত্র ৬৪টি পংক্তি রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, দানশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। একটি দাসীর প্রতি তিনি আসক্ত হন। দাসীটি ছিল দীনদার ও 'আব্বাসী রাজপ্রাসাদের বাসিন্দা। তার নাম ফাওয। আল-ইসফাহানীর বর্ণনা মতে সে ছিল মুহাম্মদ ইব্ন মানসূরের দাসী। ভিন্ন মতে সুলতানদেরই কারো একজনের দাসী (আল-আগানী, ১৭খ, ২৫)। তবে ড. বাকী মুবারক, 'আতেকা আল-খাযরাজী ও ইউসুফ বাক্কারের মতে ফাওয তার প্রকৃত নাম নয় বরং তা ছদ্মনাম। ড. খাযরাজীর মতে সে দাসী নয় বরং 'আব্বাসী রাজপ্রাসাদের কোন এক সম্ভ্রান্ত রমণী। আর খুব সম্ভব তার নাম 'উলাইয়া বিনতুল মাহ্দী। কারণ আল-'আব্বাসের কবিতায় বর্ণিত ফাওয-এর বিবরণের সাথে 'উলাইয়ার কিছু কিছু মিল পাওয়া যায়। 'উলাইয়া নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং তাকওয়ারও অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু ড. ইউসুফ বাক্কার এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ 'উলাইয়া (জন্ম ১৬০ হি.) ও 'আব্বাসের (জন্ম ১৩৩ হি.) মধ্যে বয়সের ব্যবধান অনেক (২৭ বৎসর) অথচ তার কবিতায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, ছোটবেলা থেকেই তার সাথে কবির সম্পর্ক ছিল। তার মতে সে একজন দাসী ছিল। ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, আত-তায়্যারুল ইসলামী, পৃ. ৩০৮-৩০৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৬৩৭-৩৮।

১৬৬. দীওয়ান 'আব্বাস ইবনুল আহনাফ, (কুসতুনতুনিয়া/কন্সটান্টিনোপল : মাতবা'আতুল-জাওয়াইব ১২৯৮ হি.), ১ম সং., পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি আমার পত্র ছুড়ে ফেলেছি এবং তা ফেরৎ এসেছে। আর তার (ফাওয-এর) বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে মসজিদে।"

কবি নিজেও সালাতে আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

همى من الدنيا حلوى بها　　بذاك أدعو خالقى فى الصلاة[১৬৭]

"দুনিয়ায় আমার প্রত্যাশা ও চিন্তা-ভাবনা হল তার সাথে আমার মধুর আচরণ। আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে সালাতে আমি এরই দু'আ করি।"

প্রেমাস্পদের সাওমের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

لما ذا تكرهت رد السلام ؟　　أيفسد ذاك عليك الصياما ؟
تحرجت أن تصلى فى الصيا　　م تقوى و رمت لقتلى حراما !
فما تبتغين بطول الصيام　　إذا أنت أوردت نفسى الحماما ؟[১৬৮]

"তুমি সালামের উত্তর দিতে কেন অপছন্দ কর? এটা কি তোমার সাওম নষ্ট করে দেবে? তুমি কি তাকওয়া বশত সাওমের মধ্যে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাক এবং অবৈধভাবে আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছ! তাহলে তুমি দীর্ঘ সাওমের দ্বারা কি চাও যখন তুমি আমার আত্মাকে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌছে দিয়েছ?"

কবি সর্বদাই আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার কাছেই তিনি স্বীয় ব্যথা-বেদনার অভিযোগ করেন,— এ কথা ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى　　فقد صد عنى بالمودة من أهوى[১৬৯]

"আল্লাহর নিকটই আমি অভিযোগ করি। তিনিই তো অভিযোগ পেশ করার স্থল। আমি যার প্রতি আকৃষ্ট সে তো ভালবাসার ক্ষেত্রে আমা থেকে ফিরে রয়েছে।"

ইসলামী ভাবধারার আর একটি দিক যা তার কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে তা হল, ভালবাসায় পবিত্রতা, উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং নিজকে হারাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ও অশ্লীলতায় গা ভাসিয়ে না দেয়া। এ ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ

وما يرى فى وصال اثنين قد شغفا　　- ما لم يميلا إلى الفحشاء - من عار[১৭০]

"প্রেমিকযুগলের একত্রিত হবার মধ্যে লজ্জার কিছু দেখা যায় না যতক্ষণ না তারা অশ্লীলতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।"

১৬৭. দীওয়ান, পৃ. ৪০।
১৬৮. দীওয়ান, পৃ. ১৪০।
১৬৯. দীওয়ান, পৃ. ১৪০।
১৭০. দীওয়ান, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

তারা উভয়েই নিজদেরকে সব রকমের সন্দেহ-সংশয় ও অপকর্ম থেকে দূরে রাখেন - এ স্বীকারোক্তি করে তিনি বলেন ঃ

وما بيننا من ريبة غير أننا ولا مثلها يوما يسيئ إلى مثلى

و إنى وإياها كما شفنا الهوى لأهل حفاظ لا يدنس بالجهل[১৭১]

"আমাদের মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। তার মত মহিলা আমার মত লোকের প্রতি এক দিনের জন্যও খারাপ আচরণ করতে পারে না। আমিও সে সততা রক্ষাকারীদের জন্য ভালবাসাকে যেভাবে দেখেছি তা মূর্খতার দ্বারা কলঙ্কিত হয় না।"

তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারার আর যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হল, ভালবাসায় তাঁর সততা ও নিষ্ঠা। এটা পবিত্র গযলের একটি বড় চিহ্ন। কবি তাকে ছাড়া আর কাউকে চান না। এ কথা ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

والله لا أبغى سواك حبيبة ما اخضر فى الشجر المورق عود[১৭২]

"আল্লাহর কসম! তোমাকে ছাড়া আর কোন প্রেমিকাকে আমি চাই না, যতদিন পাতা ভরা গাছের কাঠ সবুজ থাকে।"

এ ধরণের দীনদারী, তাকওয়া ও পবিত্রতা ছাড়াও কুরআনে কারীমে বর্নিত বিষয়বস্তু ও ভাবধারা তথা খাঁটি ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও 'আকীদা-বিশ্বাস তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। যথা প্রেমাস্পদ ফাওযকে তিনি জান্নাতের হূর-এর ন্যায় দেখেছেন। তিনি বলেন ঃ

قسما ما ملأت عينى من شخ صك إلا ذكرت حور الجنان[১৭৩]

"কসম করে বলছি, তোমার ব্যক্তিত্বে যখনই আমার চোখ জুড়িয়েছে তখনই আমার স্মরণ হয়েছে জান্নাতের হূরের কথা।"

উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমের ৪ (চারটি) স্থানে জান্নাতে হূর দেয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।[১৭৪]

প্রিয়তমার দর্শনকে তিনি তুলনা করেছেন সেই বড় ধরণের নি'মাতের সাথে যার সম্পর্কে আখিরাতে প্রশ্ন করা হবে। তিনি বলেন ঃ

وتشرفت من قصرها فلمحتها فلأسئلن عن النعيم الأكبر[১৭৫]

---

১৭১. দীওয়ান, পৃ. ১১৯।

১৭২. দীওয়ান, পৃ. ৬৩।

১৭৩. দীওয়ান, পৃ. ১৫২।

১৭৪. উক্ত স্থানগুলি হল ঃ ৪৪[দুখান] ঃ ৫৫; ৫২[তূর] ঃ ২০; ৫৫[আর-রাহমান] ঃ ৭২; ৫৬[ওয়াকি'আ] ঃ ২২।

১৭৫. দীওয়ান, পৃ. ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

"সে তার প্রাসাদ থেকে উঁকি মেরেছে তখনই আমি তাকে এক পলক দেখেছি (এটা আমার জন্য মস্তবড় নি'মাত)। আর অবশ্যই বড় নি'মাত সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে।"

এ সম্পর্কে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ[১৭৬]

"এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নি'মাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।"

তাঁর প্রতি যেন প্রেমাস্পদের দিল নরম হয় সে কামনা করে তিনি বলেন ঃ

ألان لداؤد الحديد بقدرة مليك على تيسير قلبك قادر[১৭৭]

"তিনি (আল্লাহ) আপন কুদরতের দ্বারা "দাউদের" জন্য লৌহ নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি সবকিছুর মালিক। তিনি তোমার দিল নরম করে দিতেও সক্ষম।"

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য লৌহ নরম করে দিয়েছিলেন যা দিয়ে তিনি বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরী করতেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ اَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ[১৭৮]

"আমি তার জন্য নরম করে দিয়েছি লৌহ।"

উক্ত কবিতায় এ আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবশেষে কবি স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি শক্ত হয়েছেন এবং তার জন্য কামনা করেছেন "কারূনে"র চেয়ে শক্ত আযাব। তিনি বলেন ঃ

و يا رب عذبها بما بى من الهوى ولا كا لذى عذبت قارون بالخسف[১৭৯]

"ওগো আমার প্রতিপালক! আমার ভালবাসার কারণে তাকে তুমি শাস্তি দাও "কারূন"-কে তুমি ধ্বসের দ্বারা যেরূপ শাস্তি দিয়েছিলে সেরূপ নয় (বরং তার চেয়েও বেশী)।"

কুরআনে কারীমে কারূনের দুনিয়াবী শাস্তির কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ[১৮০]

"অতপর আমি তাকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম।"

আলোচ্য কবিতায় এ আয়াতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যখন হিংসার চোখ প্রেমাস্পদকে আহত করে তখন তা থেকে নিরাময়ের আশায় আল-কুরআনের কিছু সূরা দিয়ে ঝাড়-ফুঁকের উপদেশ দেন কবি এবং আল্লাহর নিকট তার আরোগ্যের

১৭৬. ১০২ [তাকাছুর] ঃ ৮।
১৭৭. দীওয়ান, পৃ. ৮৪।
১৭৮. ৩৪ [সাবা] ঃ ১০।
১৭৯. দীওয়ান, পৃ. ১০৩।
১৮০. ২৮ [কাসাস] ঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন ঃ

فقلت عندى إن تشأ رقية لا تقصد العين لها ثانية
قرأت "حاميم" وعوذتها "بالطور" طورا ثم بالغاشية
فيا رب فاسمع واستجب دعوتى عجل إلى سيدتى العافية[১৮১]

"আমি বললাম, তুমি চাইলে আমার কাছে এমন ঝাড়-ফুঁক আছে যা ব্যবহারে চোখের অন্য কিছুর প্রয়োজন হবে না। আমি (সূরা) "হামীম" পাঠ করি। আর তা তাবীয বানানো হয় (সূরা) "তূর"-এর দ্বারা অনুমান করে; অতপর (সূরা) "আল-গাশিয়াহ" দ্বারা। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার ডাক শোন এবং তা কবূল কর। আমার প্রিয়তমাকে দ্রুত সুস্থ করে দাও।"

পবিত্র গযল রচয়িতা আর এক কবি হলেন ইবনুদ-দুমায়না[১৮২]। তার প্রেমের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা সুস্পষ্ট। যেমন ঃ প্রেমাস্পদ উমায়মা তার প্রতি আমানাতের খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করলে তা খণ্ডন করে তিনি বলেন ঃ

حلفت أميمة أن ودى كاذب مذق وأنى خائن غدار
كذبت أميمة والذى حجت له شعث الرؤوس بمكة الأبرار
لو تعلمين وقلما جربتنى والعلم ينفع والعمى ضرار
لعلمت أنى بالمغيبة حافظ للسر منك وإننى نصار[১৮৩]

"উমায়মা কসম করে বলেছে যে, আমার ভালবাসা মিথ্যা, প্রহসনমূলক। আর আমি খেয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক। উমায়মা মিথ্যা বলেছে। আর সেই সত্তার কসম! যার জন্য পবিত্র মক্কা ভূমিতে নেককার উস্কোখুস্কো চুলধারীগণ হজ্জ করে থাকেন - যদি তোমার জ্ঞান থাকে, আর

---

১৮১. দীওয়ান, পৃ. ১৬৬।

১৮২. উমায়্যা যুগের অন্তিমলগ্নের এবং 'আব্বাসী যুগের সূচনা লগ্নের একজন কবি। তার পূর্ণ নাম আবুস-সারী 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন আহমাদ। মাতার নাম আদ-দুমায়না বিন্ত হুযায়ফা। কবি খাছ'আম গোত্রের শাখা বানূ 'আমির ইব্ন তায়মুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ হিজাযে ইয়ামান সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করতেন। ইয়ামানের 'আল্লামা আদ-দাহ্হাক ইব্ন 'উছমান (মৃ. ১৮০ হি.) ও খ্যাতিমান দাতা মা'ন ইব্ন যায়েদা (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খৃ.)-র সাথে তিনি যোগাযোগ রাখেন। তিনি ছিলেন শুদ্ধভাষী, ঘোড়সওয়ার ও সাহসী বীর। উমায়মা নাম্নী এক মহিলাকে তিনি ভালবাসতেন। লায়লা নামেও তার এক প্রেমাস্পদের কথা জানা যায় তার কবিতার মাধ্যমে। তার কবিতায় তিনি প্রেম ও প্রেমসঞ্জাত দুঃখ-কষ্টের কথা 'আরবী প্রেমমূলক কবিতার আবেগময় রীতিতে বর্ণনা করেছেন। তার বেশীর ভাগ কবিতায়ই ইসলামী ভাবধারা পরিস্ফুট। ১৩৩৭ হি./১৯১৮ খৃ. সালে কায়রোতে তার দীওয়ান প্রকাশিত হয়। ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, আত-তায়্যারুল ইসলামী, পৃ. ৩০৪-৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪খ, পৃ. ২৫৪-৫৫।

১৮৩. দীওয়ান ইবনুদ-দুমায়না (কায়রো : দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা], ১৩৩৭/১৯১৮), ১ম সং. পৃ. ৫৫; ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

খুব কমই তুমি আমাকে পরখ করেছ - জ্ঞান উপকারী আর জ্ঞান থেকে অন্ধ থাকা ক্ষতিকর তা হলে অবশ্যই তুমি জানতে যে, আমি তোমার সম্পর্কিত গোপন বিষয়াদি সংরক্ষণকারী। আর আমি (তোমার) সাহায্যকারী।"

এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহর কসম করেছেন যে, তার দ্বারা এমন কাজ কখনো হয়নি যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয়। তাই তিনি বলেন ঃ

أ أخون من بعد المودة والهوى كلا ورب "محمد" و "بلال"
أهل المودة ابتغى شست العدى كلا ورب "الطور" و "الأنفال"[১৮৪]

"গভীর প্রেম-ভালবাসার পর কি আমি খেয়ানত করব! কখনো না, "মুহাম্মদ" (সা) ও "বিলালে"-র প্রতিপালকের কসম! ওগো প্রেমিকবর্গ! আমি কি শত্রুর আনন্দ চাইব! কখনো না; (সূরা) "তূর" ও (সূরা) "আনফাল"-এর রবের কসম!"

প্রেমাস্পদের নিকটবর্তী হলেও তিনি পবিত্র থাকবেন - এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

فلئن دنوت لأدنون بعفة ولئن نأيت لما ورائى أرحب[১৮৫]

"আমি যদি (তার) নিকটবর্তী হই তবে অবশ্যই আমি পবিত্রতার দ্বারা নিকটবর্তী হব। আর যদি আমি দূরে থাকি তবে পিছনে থেকেই আমি স্বাগত জানাব।"

কবি ও তার প্রেমাস্পদ উভয়েই আল্লাহর স্মরণের দ্বারা মূর্খতা ও গোমরাহী প্রতিরোধ করার কথা ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

نذود بذكر الله عنا غوى الصبا إذا كان قلبانا بنا يردان[১৮৬]

"আল্লাহর স্মরণের দ্বারা আমরা আমাদের থেকে মূর্খতা ও গোমরাহী ঝেড়ে ফেলি যখন আমাদের উভয়ের অন্তরদ্বয় আমাদের থেকে ফিরে থাকে।"

কবির প্রেমাস্পদ লায়লা তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তিনি বিশবার হজ্জ করে দিবারাত্র আল্লাহর কাছে দু'আ করেন যেন তাকে যেমন তিনি মুসীবতে ফেলেছেন লায়লাকেও তদ্রূপ ফেলেন। এ দু'আ যখন কবুল হচ্ছে না তখন তিনি আবার দু'আ করেন যেন তাকে প্রেমাস্পদের কাছে প্রিয়তম করে দেন অথবা তার অন্তরকে প্রশান্তিময় করে দেন। তিনি বলেন ঃ

دعوت إله الناس عشرين حجة نهارا وليلا فى الجميع وخاليا
بأن يبتلى ليلى بمثل بليتى فينصفنى منها لتعلم حاليا

---

১৮৪. দীওয়ান, পৃ. ১৪৫; ড. মুজাহিদ মুসতাফা, প্রাগুক্ত।
১৮৫. দীওয়ান, পৃ. ১৩০; ড. মুজাহিদ মুসতাফা, প্রাগুক্ত।
১৮৬. দীওয়ান, পৃ. ২১১; ড. মুজাহিদ মুসতাফা, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

فلم يستجب لى الله فيها ولم يفق هواى ولكن زيد حتى برانيا

فيا رب حببنى إليها واشفنى بها أو أرح مما يقاسى فواديا[১৮৭]

"আমি মানুষের প্রভুর কাছে বিশবার হজ্জ করে দু'আ করেছি। দিবারাত্র, দলবদ্ধভাবে ও একাকী দু'আ করেছি যে, লায়লাকে যেন তিনি আমার ন্যায় মুসীবত ও পরীক্ষায় নিপতিত করেন। অতপর সে মুসীবতের অর্ধেক তাকে দিয়ে দেন যাতে সে আমার অবস্থা বুঝতে পারে। কিন্তু তার ব্যাপারে আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেননি। আর আমার ভালবাসা অনুকূল হয়নি বরং তা বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরোত্তর। তাই হে আমার প্রতিপালক! অতপর আমাকে তার কাছে প্রিয়তম বানিয়ে দাও এবং আমাকে তার দ্বারা আরোগ্য দান কর অথবা কষ্ট থেকে আমার অন্তরকে শান্তিময় করে দাও।"

তাঁর কবিতায় ইসলামী ভাবধারার একটি বড় নিদর্শন হল, কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তওবা করা ও তাঁর দিকে রুজু হওয়া। তিনি আল্লাহর ক্ষমার আশা রাখেন। ভুলক্রমে ও অজ্ঞতার কারণে তার থেকে যে সীমালংঘন হয়ে গেছে তা থেকে তিনি কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন ঃ

فيا رب أدعوك العشية مخلصا إليك منيبا تائبا متعبدا

لتغفرلى إن كنت أسرفت أو رمى بى الجهل مرمى غيره كان أرشدا[১৮৮]

"ওগো আমার প্রতিপালক! আমি বিশুদ্ধ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে অনুতপ্ত হয়ে, দাসের ন্যায় অনুগত হয়ে সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে ডাকছি, যাতে তুমি আমাকে ক্ষমা কর যদি আমি সীমালংঘন করে থাকি অথবা মূর্খতা আমাকে গোমরাহীর স্থলে নিক্ষেপ করে থাকে।"

রাবী'আতুর রাক্কী[১৮৯] ও একজন পবিত্র গযল রচয়িতা। তার কবিতায়ও ইসলামী ভাবধারার ছাপ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন তিনি প্রেমাস্পদকে আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ

---

১৮৭. দীওয়ান, পৃ. ১৯২; ড. মুজাহিদ মুসতাফা, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩০৬-৩০৭।

১৮৮. দীওয়ান, পৃ. ৪৮; ড. মুজাহিদ মুসতাফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

১৮৯. তার নাম রাবী'আ ইব্ন ছাবিত। বর্তমান সিরিয়ার একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র আর-রাক্কা নামক স্থানে তার জন্ম। সেখানেই তিনি লালিত-পালিত হন এবং বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তৎকালীন রাজধানী বাগদাদের সাথে যোগাযোগ এবং খলীফাদের সাথে সম্পর্ক না থাকায় তার খুব অল্প সংখ্যক কবিতাই সংরক্ষিত হয়েছে। খলীফা আল-মাহদী তাকে স্বাগত জানান। তিনি আল-মাহদীর প্রশংসায় কিছু কাসীদা রচনা করেন। ফলে আল-মাহদী তাকে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু তিনি আবার তার বাসস্থানে ফিরে আসেন। 'আশমা, রুখাস, সু'আদ প্রমুখ দাসীর প্রতি তিনি আসক্ত হন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে গযল রচনা করেন। গযল কাব্যে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইবনুল মু'তাযয্ তাঁকে গযল রচনায় তার সমসাময়িক কবিদের ওপর প্রাধান্য দেন। তিনি তাঁকে আবূ নুওয়াসের ওপরও প্রাধান্য দেন। কবি ১৯৮ হি. ইনতিকাল করেন। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৭৯-৮২; ইবনুল-মু'তাযয্ তাবাকাতুশ-শু'আরা, পৃ.১৫৭-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে সে কবির প্রতি নম্র আচরণ করে। তিনি বলেন ঃ

فاتقى الرحمن فينا　　واحذرى يوم القصاص
مشهد يؤخذ بالأقـ　　ـدام فيه والنواصى[১৯০]

"তুমি আমাদের ব্যাপারে দয়াময় (আল্লাহ)-কে ভয় কর এবং বদলা নেয়ার দিন সম্পর্কে সতর্ক হও। সেদিনটি হবে সকলের উপস্থিতির দিন। সেদিন পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে পাকড়াও করা হবে।"

এখানে দ্বিতীয় বয়তটির মর্ম হুবহু কুরআন কারীম থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে শেষ দিবসে অপরাধীদের পরিণাম ব্যক্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ[১৯১]

"অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে।"

কবি আবুল 'আতাহিয়ার গযল কাব্যেও ইসলামী ভাবধারা সুস্পষ্ট। তাঁর প্রেমাস্পদের নাম ছিল 'উতবা'। তাঁর প্রেমের করুণ অবস্থায় বন্য পশু, পাখী, জিন্ন, ইনসান সকলেই অশ্রু ঝরায় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এর পূর্বে তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করে নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

سبحان جبار السماء　　إن المحب لفى عناء
يا عتب من لم يبك لى　　مما لقيت من الشقاء
بكت الوحوش لرحمتى　　والطير فى جو السماء
والجن عمار البيو　　ت بكرا وسكان الفضاء
والناس فضلا عنهم　　لم تبك إلا بالدماء[১৯২]

"সকল পরিত্রতা সেই সত্তার, যিনি আকাশের নিয়ন্ত্রণকারী, নিশ্চয়ই প্রেমিক খুব কষ্টে আছে। ওগো 'উতবা! আমি যে দুরবস্থায় আছি তাতে কে কাঁদে না? আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বন্যপশু কাঁদে, কাঁদে আকাশের শূন্যে অবস্থিত পক্ষিকুল, ঘরে বসবাসকারী জিন্ন এবং শূন্যে বসবাসকারী প্রাণীও; মানুষ তো দূরের কথা! তারা সব কেঁদে কেঁদে রক্ত অশ্রু ঝরায়।"

প্রেমের দহন সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর কসম করে স্বীয় ধৈর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং আল্লাহর

---

১৯০. ইবনুল-মু'তাযয্ তাবাকাতুশ-শু'আরা, পৃ. ১৬০।
১৯১. ৫৫ [আর-রাহমান] ঃ ৪১।
১৯২. ড. শুকরী ফায়সাল, আবুল 'আতাহিয়া; আশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু, পৃ. ৪৭৫-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তায়ই তিনি তার শরীর ও শক্তি নিবেদিত রেখেছেন। সবশেষে প্রেমাস্পদের জুলুমের বিচারের তার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

صبرت ولا والله ما بى جلادة　　على الصبر ولكن قد صبرت على رغمى
ألا فى سبيل الله جسمى وقوتى　　ألا مسعد حتى أنوح على جسمى
كفاك بحق الله ما قد ظلمتنى　　فهذا مقام المستجير من الظلم[১৯৩]

"আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! ধৈর্য ধারণের শক্তি আমার নেই। তবে বাধ্য হয়েই আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। জেনে রাখো, আল্লাহর রাস্তায়ই আমার শরীর ও শক্তি উৎসর্গীকৃত। জেনে রাখো, আমি ভাগ্যবান যতক্ষণ না আমি আমার শরীরের জন্য মাতম করি। তুমি আমার ওপর যে জুলুম করেছ তাতে করে আল্লাহর হক নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আর জুলুম থেকে আশ্রয় প্রার্থীর এটাই তো একমাত্র স্থান।"

আবূ 'উয়ায়না আল-মুহাল্লাবী স্বীয় প্রেমাস্পদ ফাতিমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দুঃখ-যাতনা ও তার কুধারণা থেকে সবর করেন। যদিও তিনি তা থেকে পবিত্র, শির্ক থেকে পবিত্র থাকার ন্যায়। তিনি বলেন ঃ

ألا فى سبيل الله ما حل بى منك　　وصبرك عنى حين لا صبر لى عنك
لقد كنت يوم القصر مما ظننت بى　　بريئا كما أنى بريئ من الشرك[১৯৪]

"জেনে রাখ, তোমার পক্ষ থেকে আমার প্রতি যা পৌঁছেছে তা আল্লাহর রাস্তায়ই হয়েছে। আর আমার প্রতি তোমার ধৈর্য ধারণও (সেই আল্লাহর রাস্তায়), তোমার প্রতি যখন আমার কোন ধৈর্য ছিল না। 'ক্ষতির দিন' তুমি আমার সম্পর্কে যে ধারণা করেছিলে তা থেকে আমি পবিত্র ছিলাম যেমনিভাবে আমি শির্ক থেকে পবিত্র।"

উল্লেখ্য যে, এ কবিতার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তিনি যে শির্ক থেকে পবিত্র একজন খাঁটি মু'মিন সে কথাও ঘোষণা করেছেন।

কবি বাশ্শার ইব্ন বুরদ স্বীয় প্রিয়তমা 'আবদা'-কে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হবার দোহাই দিয়ে হত্যার বিনিময় ছাড়া তাকে হত্যা না করার উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ

تحرجى بالهوى إن كنت مؤمنة　　بالله أن تقتلى نفسا بلا قود[১৯৫]

"তুমি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তবে ভালবাসার দ্বারা বিনিময় ছাড়া কোন মানুষকে হত্যা করা থেকে বিরত থাক।"

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪২।
১৯৪. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১।
১৯৫. দীওয়ান. ২খ, পৃ. ৩১৫।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, ইসলামী বিধান মতে হত্যার বিনিময় ছাড়া কাউকে হত্যা করা যায় না। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ১৯৬

"হে ঈমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (বিনিময়ে হত্যা) বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।"

---

১৯৬. ২ [আল-বাকারা] ঃ ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আরবী কবিতা পরিপক্বতা লাভের (৫০০ খৃ.) পর থেকেই তাতে ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা পুরোমাত্রায় স্থান করে নিয়েছে। এমনকি ঘোর অন্ধকার যুগ (الأيام الجاهلية) বলে আখ্যায়িত সেই জাহিলী যুগেও যখন মানবসমাজ মূল ইসলামী নীতি-আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গিয়েছিল তখনো ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও নীতি-আদর্শের শক্তিশালী প্রভাব থেকে নিজদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সচেতন বা অবচেতন মনেই তাদের 'জীবনের দর্পণ' (ديوان) বলে কথিত কাব্যের মাধ্যমে সে ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, দুনিয়ায় কৃত সমুদয় কর্মের হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার বিনিময় দেয়া প্রভৃতি ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও 'আকীদার প্রতি বিশ্বাসের অকপট বর্ণনা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের কাব্যে। তেমনিভাবে সততা ও সত্যবাদিতা, দানশীলতা, আমানতদারী প্রভৃতি ইসলাম নির্দেশিত ক্রিয়া-কলাপ ও সদগুণাবলীর বিবরণও স্থান পেয়েছে তাদের কাব্যে।

পরবর্তীকালে যুগে যুগে এ ধারার আরো সফল ও বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে আরবী কাব্যে। রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীদের যুগে এসে তা ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। এ যুগে রচিত কবিতার বলা যায় পুরোটাই ইসলামী ভাবধারায় লালিত। এ সময়ে রচিত কবিতার বিষয়বস্তুতো বটেই ভাষারীতিও পরিবর্তিত হয়ে ইসলামী রূপ ধারণ করতঃ স্বতন্ত্র এক স্টাইলে পরিণত হয়েছে। জাহিলী যুগে রচিত কবিতায় চিত্রিত অশ্লীলতার পরিবর্তে শালীনতা ও পবিত্রতা, অবৈধ প্রণয়ের পরিবর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিবেদিত খাঁটি প্রেমের বর্ণনা, মিথ্যা স্তুতিবাদ ও চাটুকারিতার পরিবর্তে সত্য ও বাস্তব গুণের পরিমিত প্রশংসা, ব্যক্তিগত আক্রোশ হেতু ব্যক্তি বা কওমের নিন্দাবাদ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিবর্তে দীনের খাতিরে, দীন থেকে সরে দূরে থাকার কারণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ও নিন্দাবাদ করা, লুঠ-তরাজ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা বীরত্ব জাহির করার পরিবর্তে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বীরত্বের বর্ণনা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া ভাষাগত দিক থেকেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ যুগের কবিতায়। তাই বর্ণনারীতির স্টাইল ছাড়াও অজস্র 'কুরআনী শব্দ' ব্যবহৃত হয়েছে এ যুগের কবিতায়।

উমায়্যা যুগেও এ ধারার প্রচলন অব্যাহত ছিল। এ সব ছাড়া নতুন আঙ্গিকে রচিত যুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

বিজয়গাথা (شعر الفتوح) ও তিরস্কার (نقائض) জাতীয় কবিতায়ও তাদের মূল বিষয়বস্তু ছাপিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা এবং এ যুগেও অপরিবর্তিত রয়েছে রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে প্রবর্তিত ইসলামী ভাবারীতি।

'আব্বাসী যুগের কোন কোন কবি প্রথম জীবনে যৌবনের উন্মাদনা ও মদের নেশায় বিভোর হেতু ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার ফলে তাদের প্রথম দিকের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন না ঘটলেও, বরং সত্য বলতে কি, তা ইসলামী চিন্তা-চেতনার পরিপন্থি হিসেবে প্রতিভাত হলেও পরবর্তী জীবনে নিজদের ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে তারা সুশীল ইস-লামী জীবন যাত্রায় ফিরে এসেছেন। ফিরে এসেছেন পূর্ববর্তীদের ধারায়। তাই বেশী বেশী আল্লাহর ছানা-সিফাত বর্ণনা ও তাঁর প্রতি তওবা অনুতাপ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তারা প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। আর স্বভাবতই তা হয়েছে ইসলামী ভাবধারায় রঞ্জিত। তা ছাড়া এ সময়ে হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চার ব্যাপক প্রসার ঘটে। বেশ কিছু মুহাদ্দিস ও ফকীহ প্রচলিত ধারায় কবি না হলেও হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চার পাশাপাশি তারা স্বভাবজাতভাবে কিছু কবিতাও রচনা করেছেন। সে সব কবিতার পুরোটাই ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ৫০০ খৃ. থেকে ১২৫৮ খৃ. পর্যন্ত রচিত আরবী কবিতা সমূহে অন্যান্য বিষয়বস্তু ও উপাদানের পাশাপাশি ইসলামী ভাবধারারও রয়েছে শক্তিশালী পদ-চারণা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. আল-'আকাওওয়াক, *দীওয়ান*, সম্পা. ড. হুসায়ন 'আতাওয়ান, (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৭২ খৃ.)।

৩. আল-আখতাল, *দীওয়ান*, সম্পা. সালিহানী, (বৈরুত : ১৮৯১ খৃ.), ১ম সং.।

৪. ড. 'আফীফ 'আবদুর রাহমান, *মু'জামুশ-শু'আরাইল জাহিলিয়্যীন ওয়াল মুখাদরামীন*, (রিয়াদ : দারুল-'উলূম লিত-তিবা'আঃ ওয়ান-নাশর, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.)।

৫. ড. 'আবদুল-হালীম হাফনী, *শি'রুস-সা'আলীক:* মানহাজুহু ওয়া খাসা'ইসুহু, (মিসর : মাতাবি' আল-হায়'আতুল-মিসরিয়্যাঃ, আল-'আম্মাঃ, ১৯৭৮ খৃ.)।

৬. ড. 'আবদুল্লাহ আল-হামিদ আল-হামিদ, *আশ-শি'রুল-ইসলামী ফী সাদরিল-ইসলাম*, (রিয়াদ : মু'আস্সাসাঃ দারুল-ইসালাঃ ১৪০০ হি./১৯৮০ খৃ.), ১ম সং.।

৭. ঐ লেখক, *শি'রুদ-দাওয়াঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ*, (রিয়াদ : মু'আস্সাসাঃ দারুল-ইসালাঃ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.), ২য় সং.।

৮. 'আবদুল্লাহ 'আবদুর-রাহমান আল-জু'আয়ছিন, *আশ-শি'রুল-ইসলামী ফিল-'আসরিল-'আব্বাসী*, (রিয়াদ : ১৩৯৪ হি./১৯৭৪ খৃ.), ১ম সং.।

৯. আল-'আব্বাস ইবনুল-আহনাফ, *দীওয়ান*, (কুসতুনতুনিয়া : মাতবা'আতুল-জাওয়াইব, ১২৯৮ হি.), ১ম সং,।

১০. আবুল-'আতাহিয়াঃ, *দীওয়ান*, (বৈরুত : আল-মাতাবা'আতুল-কাথূলীকিয়্যাঃ, ১৯০৯ খৃ.), ৩য় সং.।

১১. আবূ তাম্মাম, *দীওয়ান*, সম্পা. আত-তাবরীযী, (বৈরুত : ১২৯২ হি.), ১ম সং.।

১২. ঐ লেখক, *দীওয়ানুল-হামাসা*, (দেওবন্দ, ইউ, পি, : মাকতাবা ই'যাযিয়্যাহ,তা. বি.)।

১৩. আবূ নুওয়াস, *দীওয়ান*, (বৈরুত : দার বায়রূত লিত-তিবা'আঃ ওয়ান-নাশর, ১৪০২ হি./ ১৯৮২ খৃ.)।

১৪. আবূ যায়দ আল-কুরাশী, *জামহারাতু আশ'আরিল-'আরাব*, (দামিশক : দারুল-কালাম, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.), ২য় সং.।

১৫. আল-আ'শা, *দীওয়ান*, সম্পা. R. Geyer (Gibb Mem : N.S. VI, লণ্ডন ১৯২৮ খৃ.)।

১৬. আল-'আসকালানী, আবুল-ফাদল আহমাদ ইব্ন হাজার, *তাহযীবুত-তাহযীব*, (ভারত :

Dhaka University Institutional Repository

মাজলিস দা'ইরাতুল-মা'আরিফ আন-নিজামিয়্যাঃ,১৩২৭ হি.), ১ম সং.।
১৭. ঐ লেখক, *লিসানুল-মীযান,* (বৈরুত লেবানন : মু'আস্সাসাতুল-'আলামী, ১৩৯০ হি./ ১৯৭১ খৃ.), ২য় সং.।
১৮. ঐ লেখক, *আল-ইসাবাঃ ফী তামযীযিস-সাহাবাঃ,* (মিসর : মু'আস্সাসাতুর-রিসালাঃ, ১৩২৮ হি.), ১ম সং.।
১৯. আহমাদ বাহজাত, *আম্বিয়াউল্লাহ ফিল-কুরআনিল-কারীম,* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর-রিয়াদ আল-হাদীছাঃ, তা. বি.)।
২০. আহমাদ আল-হাশিমী, *জাওয়াহিরুল-আদাব,* (বৈরুত : দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাঃ, তা. বি.), ৩০তম সং.।
২১. আহমাদ ইসকানদারী ও মুসতাফা 'ইনানী, *আল-ওয়াসীত ফিল-আদাবিল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি,* (মিসর : মাতবা'আতুল -মা'আরিফ, ১৩৪৭ হি./১৯২৮ খৃ.), ৭ম সং.।
২২. ড. আহমাদ মাতলূব সম্পা., *দীওয়ান দীকুল-জিন্ন,* (বৈরুত : দারুছ-ছাকাফা, তা. বি.)।
২৩. ইউসুফ কানধলাবী, *হায়াতুস-সাহাবাঃ,* (লাহোর : ইদারা-ই-নাশরিয়াত-ই-ইসলামী, তা. বি.)।
২৪. ড. ইউসুফ খুলায়ফ, *তা'রীখুশ-শি'রিল-'আরাবী ফিল-'আসরিল-ইসলামী,* (কায়রো : দারুছ-ছাকাফাঃ, ১৯৭৬ খৃ.), ১ম সং.।
২৫. ড. ইউসুফ নাজম, মুহাম্মাদ, *দীওয়ান 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন কায়স আর-রুকায়্যাত,* (বৈরুত : দার সাদির, ১৩৭৮ হি./১৯৫৮ খৃ.)।
২৬. ঐ লেখক, সম্পা., *দীওয়ান দি'বিল আল-খুযা'ঈ,* (বৈরুত : দারুছ-ছাকাফাঃ, ১৯৬২ খৃ.)।
২৭. ঐ লেখক সম্পা., *শু'আরা 'আব্বাসিয়্যুন,* (বৈরুত : দার মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৫৯ খৃ.)।
২৮. ইব্ন 'আবদ রাব্বিহ, শিহাবুদ্দীন আহমাদ, *আল-'ইকদুল-ফারীদ,* (মিসর : মুসতাফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৩ হি./১৯৩৫ খৃ.)।
২৯. ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, ইউসুফ, *আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল-আসহাব,* (কায়রো : মাকতাবাঃ নাহদাঃ মিসর, তা. বি.)।
৩০. ইব্ন কাছীর, আবুল ফিদা ইসমা'ঈল, *আল-বিদায়াঃ ওয়ান-নিহায়াঃ* (জীযা-মিসর : দারুল-ফিকর আল-'আরাবী, ১৩৫১ হি./১৯৩৩ খৃ.), ১ম সং.।
৩১. ইব্ন কুতায়বাঃ, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ, *আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা,* (বৈরুত লেবানন : দারুছ-ছাকাফাঃ, ১৯৬৪ খৃ.)।
৩২. ঐ লেখক, *'উয়ূনুল-আখবার,* (কায়রো : মাকতাবাঃ দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাঃ, ১৩৪৬ হি./১৯২৮ খৃ.), ১ম সং.।
৩৩. ইব্ন রাশীক আল-কায়রাওয়ানী, আবূ 'আলী আল-হাসান, *আল-'উমদাঃ ফী সানা'আতিশ-শি'র ও নাকদিহি,* (মিসর : ১৯০৭ খৃ.)।
৩৪. ঐ লেখক, *যাহরুল-আদাব ওয়া ছামারুল-আলবাব,* (বৈরুত লেবানন : দারুল-জীল, তা.

Dhaka University Institutional Repository

বি.), ১ম সং.।
৩৫. ইব্‌ন সা'দ, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *আত-তাবাকাতুল-কুবরা,* (বৈরুত : দার সাদির, তা. বি).।
৩৬. ইব্‌ন সাল্লাম, আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম, *তাবাকাতু ফুহূলিশ-শু'আরা,* (কায়রো : মাতবা'আতুল-মাদানী, তা. বি.)।
৩৭. ইব্‌ন হিশাম, 'আবদুল মালিক, *আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যাঃ,* (কায়রো : দারুর-রায়্যান লিত-তুরাছ, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খৃ.), ১ম সং.।
৩৮. ইবনুদ-দুমায়নাঃ, 'আবদুল্লাহ, *দীওয়ান,* (কায়রো : দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাঃ, ১৩৩৭ হি./১৯১৮ খৃ), ১ম সং.।
৩৯. ইবনুল আছীর, মাজদুদ্দীন আল-মুবারক ইব্‌ন মুহাম্মাদ, *উসদুল-গাবাঃ ফী মা'রিফাতিস-সাহাবাঃ,* (বৈরুত লেবানন : দার ইহ্‌ইয়া'ইত-তুরাছ আল-'আরাবী, তা. বি.)।
৪০. ইবনুল-জাওযী, আবুল-ফারাজ 'আবদুর রাহমান, *সিফাতুস-সাফওয়াঃ,* (হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিনাত্য) ভারত : দা'ইরাতুল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যাঃ ১৩৫৫ হি.), ১ম সং.।
৪১. ইবনুল-মু'তায্‌য, আবুল-'আব্বাস 'আবদুল্লাহ, *তাবাকাতুশ-শু'আরা,* সম্পা. 'আবদুস-সাত্তার আহমাদ ফাররাজ, (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৮ খৃ.), ২য় সং.।
৪২. ড. ইবরাহীম,'আবদুর রাহমান, মুহাম্মাদ, *আশ-শি'রুল-জাহিলী : কাদায়াহুল-ফান্নিয়্যাঃ ওয়াল-মাওদূ'ইয়্যাঃ,* (বৈরুত ঃ দারুন-নাহ্‌দাঃ আল-'আরাবিয়্যঃ, ১৪০০ হি./১৯৮০ খৃ.)।
৪৩. আল-ইসফাহানী, আবুল-ফারাজ, *কিতাবুল-আগানী,* (বৈরুত লেবানন : মু'আস্‌সাসাঃ 'ইয্‌যুদ্দীন, তা. বি.)।
৪৪, 'উমর ইব্‌ন আবী রাবী'আঃ, *দীওয়ান,* (বৈরুত : দার সাদির, তা. বি.)।
৪৫. 'উমর ফাররূখ, *তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী,* (বৈরুত : দারুল-'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৯২ খৃ.), ৬ষ্ঠ সং.।
৪৬. কাযী 'ইয়ায, *আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকূকিল-মুসতাফা,* (বৈরুত : দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাঃ, তা. বি.)।
৪৭. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, আবূ বাকর আহমাদ, *তা'রীখু বাগদাদ,* (কায়রো : মাকতাবাতুল-খানজী, ১৩৪৯ হি./১৯৩১ খৃ.), ১ম সং.।
৪৮. আল-খাদারী, মুহাম্মাদ, *মুহায্‌যাবুল-আগানী,* (মিসর : মুসাহামাঃ মিসরিয়্যাঃ, তা. বি.)।
৪৯. ড. খাফ্‌ফাজী, মুহাম্মাদ 'আবদুল-মুন'ইম, *আল-আদাবুল-'আরাবী ওয়া তা'রীখুহু-ফিল-'আসরায়ন আল-উমাবী ওয়াল-'আব্বাসী,* (বৈরুত : দারুল জীল, ১৪১০ হি./১৯৯০ খৃ.)।
৫০. ঐ লেখক, *আল-আদাবুল-'আরাবিয়্যাঃ ফিল-'আসরিল-'আব্বাসী আল-আউয়াল,* (আল-আযহার, কায়রো : মাকতাবাতুল-কাহিরাঃ. তা. বি.)।
৫১. আল-জানাবী, আহমাদ-নাসীফ, *মালামেহ মিন তা'রীখিল-লুগাতিল-'আরাবিয়্যাঃ,* (ইরাক : দারুর-রাশীদ, ১৯৮১ খৃ.)।
৫২. জাবী যাদাহ 'আলী ফাহমী, *হুসনুস-সাহাবাঃ,* (মিসর : ১২২৪ হি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. জামীল বুছায়নাঃ *দীওয়ান*, (বৈরুত : দার সা'ব, ১৯৮০ খৃ.), ৩য় সং.।
৫৪. জারীর, *দীওয়ান*, সম্পা. ইসমা'ঈল 'আবদুল্লাহ আস-সাবী, মুহাম্মাদ, (বৈরুত লেবানন : দার মাকতাবাতিল-হায়াত, তা. বি.)।
৫৫. আল-জাহিজ, আবূ 'উছমান, *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন*, (মিসর : আল-মাকতাবাতুত-তুজজারিয়্যাঃ আল-কুবরা, ১৩৪৫ হি./১৯২৬ খৃ.) ১ম সং.।
৫৬. জুরজী যায়দান, *তা'রীখু আদাবিল-লুগাতিল-'আরাবিয়্যাঃ*, (মিসর : মাতবা'আতুল-হিলাল, ১৯২৪ খৃ.), ২য় সং.।
৫৭. তাজুদ্দীন শালাক সম্পা., *শারহ দীওয়ান জারীর*, (বৈরুত লেবানন : দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খৃ.), ১ম সং.।
৫৮. আত-তাবারী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, *তা'রীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক*, (বৈরুত লেবানন : দারুল-কালাম, তা. বি.)।
৫৯. ড. তা-হা হুসায়ন, *ফিশ-শি'রিল-জাহিলী*, (কায়রো : ফারূক মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহমান, ১৩৫২ হি./১৯৩৩ খৃ.)।
৬০. ঐ লেখক, *মিন-তা'রীখিল আদাবিল-'আরাবী*, (বৈরুত লেবানন : দারুল-'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৮১ খৃ.), ৪র্থ সং.।
৬১. ঐ লেখক, *হাদীসুল-আরবি'আ*, (মিসর : দারুল-মা'আরিফ, তা. বি.)।
৬২. আত-তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ, *আল-জামি' আস-সাহীহ*, (দিল্লী : কুতুবখানায়ে রাশীদিয়্যাঃ, তা. বি.)।
৬৩. আত-তিরিম্মাহ ইব্ন হাকীম, *দীওয়ান*, সম্পা. ড. 'ইয্যাত হাসান, (বৈরুত : দারুশ-শারকিল-'আরাবী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.), ২য় সং.।
৬৪. দাউদ সাল্লূম ও নূরী হাম্মূদী, *হাশিমিয়াতুল-কুমায়ত*, (বৈরুত : মাকতাবাতুন-নাহদাঃ আল-'আরাবিয়্যাঃ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.), ২য় সং.।
৬৫. ড. নায়িফ মাহমূদ মা'রূফ, *দীওয়ানুল-খাওয়ারিজ*, (বৈরুত : দারুল-মাসীরাঃ, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.), ১ম সং.।
৬৬. আন-নু'মান 'আবদুল-মুতা'আল আল-কাযী, *শি'রুল-ফুতূহ আল-ইসলামিয়্যাঃ*, (কায়রো : দারুল-কাওমিয়্যাঃ, ১৩৮৫ হি./১৯৬৫ খৃ.)।
৬৭. ফারাযদাক, *দীওয়ান, খামসাঃ দাওয়াবীনিল-'আরাব*, (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাঃ, তা. বি.)।
৬৮. ফু'আদ 'আবদুল বাকী, মুহাম্মাদ, *আল-মু'জামুল-মুফাহরাস লি-আলফাজিল-কুরআনিল-কারীম*, (কায়রো ঃ দারুল-হাদীস, ১৪০৮ হি./১৯১৮ খৃ.), ২য় সং.।
৬৯. আল-বাগদাদী, 'আবদুল-কাদির, *খিযানাতুল-আদাব*, (বূলাক : আল-মাতবা'আতুস-সীরিয়্যা, তা. বি.), ১ম সং.।
৭০. আল-বালাযুরী, আহমাদ, *ফুতূহুল-বুলদান*, সম্পা. E.J. Brill. (Leiden : 1968).
৭১. বাশ্শার ইব্ন বুরদ, *দীওয়ান*, (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাঃ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

খৃ.), ১ম সং.।
৭২. বাশীর ইয়ামূত, *শা'ইরাতুল 'আরাব ফিল-জাহিলিয়্যাঃ ওয়াল-ইসলাম,* (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যাঃ, ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খৃ.), ১ম সং.।
৭৩. আল-বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল, *আল-জামি' আস-সাহীহ,* (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.), ১ম সং.।
৭৪. আল-বুহতুরী, আবূ 'উবাদাঃ, *দীওয়ান,* (বৈরুত লেবানন : দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যাঃ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.), ১ম সং.।
৭৫. ব্রকেলম্যান্ন, *তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী,* (মিসর : আল-হাই'আতুল মিসরিয়্যাঃ, ১৯৮৩ খৃ.), ৫ম সং.।
৭৬. আল-মা'আররী, আবুল-'আলা, *আল-লুযূমিয়াত,* (মিসর : আল-মাতবূ'আঃ আল-জামালিয়্যাঃ, ১৯১৫ খৃ.)।
৭৭. আল-মারযুবানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'ইমরান, *মু'জামুশ-শু'আরা,* (কায়রো : মাকতাবাতুল-কুদসী, ১৩৫৪ হি).।
৭৮. ড. মাহমূদ গানাবী আয-যুহায়রী, *নাকা'ইদ জারীর ওয়াল-ফারাযদাক,* (বাগদাদ : দারুল-মা'রিফাঃ, ১৯৫৪ খৃ.), ১ম সং.।
৭৯. আল-মিয্যী, জামালুদ্দীন, *তাহযীবুল-কামাল ফী আসমা'ইর-রিজাল,* (বৈরুত : দারুল-ফিকর, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.)।
৮০. ড. মুজাহিদ মুসতাফা বাহজাত, *আত-তায়্যারুল-ইসলামী ফী শি'রিল-'আসরিল-'আব্বাসী আল-আউয়াল,* (ইরাক : আল-ওয়াযারাতুল-আওকাফ ওয়াশ-শু'উনুদ-দীনিয়্যাঃ, ১৪০২ হি./ ১৯৮২ খৃ.)।
৮১. মুতা' সাফাদী ও ঈলিয়া জাবী সম্পা., *আল-মাওসূ'আতুশ-শি'রিল জাহিলী,* (বৈরুত : শারিকাঃ খায়্যাত, ১৯৮৪ খৃ.)।
৮২. আল-মুতানাব্বী, আবুত-তায়্যিব, *দীওয়ান,* (বৈরুত : দার-বায়রূত, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.)।
৮৩. মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ, *দীওয়ান,* (বৈরুত : ১৩০৩ হি.)।
৮৪. মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সাহীহ,* (ইউ.পি. ইণ্ডিয়া: কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যাঃ, দেওবানদ, তা. বি.)।
৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলাবী, আল-মালিকী *আল-হাসানী, আল-মাদহুন-নাবাবী,* (কায়রো : দার ওয়াহদান, তা. বি.)।
৮৬. আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, *তাযকিরাতুল-হুফ্ফাজ,* (দায়দ্রাবাদ, ভারত : দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-'উছমানিয়্যাঃ, ১৩৭৬ হি./১৯৫৬ খৃ.), ৩য় সং.।
৮৭. ঐ লেখক, *সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা,* (বৈরুত : মু'আসসাসাতুর-রিসালাঃ, ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খৃ.), ৪র্থ সং.।
৮৮. আয-যিরাকলী, খায়রুদ্দীন, *আল-আ'লাম,* (বৈরুত : দারুল-'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

খৃ.), ৭ম সং.।
৮৯. রাশীদ ইউসুফ 'আতাউল্লাহ, *তা'রীখুল-আদাবিল-'আরাবিয়্যাঃ*, সম্পা., 'আলী নাজীব 'আতাবী, (বৈরুত লেবানন : মু'আসসাসাঃ 'ইযযুদ-দীন, ১৪১৫ হি./১৯৮৫ খৃ.), ১ম সং.।
৯০. লাবীস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ ফিল-লুগাঃ ওয়াল-আ'লাম*, (বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৯২ খৃ.), ৩৩তম সং.।
৯১. লাবীস শীখো, আল-আব, শু'*আরাউন-নাসরানিয়্যাঃ*, (বৈরুত লেবানন : দারুল মাশরিক, ১৯৯১ খৃ.), ৪র্থ সং.।
৯২. ড. শওকী দায়ফ, *তা'রীখুল-আদাবিল-'আরাবী*, (কায়রো : দারুল-মা'আরিফ, তা. বি.), ১৪শ সং.।
৯৩. আশ-শাফি'ঈ, *দীওয়ান*, সম্পা. ড. যুহদী ইয়াকুন মুহম্মাদ, (বৈরুত : দার ইয়াকুন, ১৪০০ হি./১৯৭৯ খৃ.)।
৯৪. শানফারা আয্দী, *লামিয়াতুল-'আরাব*, সম্পা. ড. 'আবদুল হালীম হাফনী, (কায়রো : মাকতাবাতুল-আদাব, ১৯৮৩ খৃ.)।
৯৫. ড. শুকরী ফয়সল, *আবুল-'আতাহিয়াঃ আশ'আরুহু ওয়া আখবারুহু*, (দামিশক : দারুল-মাল্লাহ, তা. বি.)।
৯৬. ড. সামী আদ-দাহ্হান, *শারহ দীওয়ান সারী'উল-গাওয়ানী মুসলিম ইবনুল-ওয়ালীদ*, (মিসর : দারুল-মা'আরিফ, ১৯৭০ খৃ.), ২য় সং.।
৯৭. ড. সা'দ ইসমা'ঈল শেলেবী, *আশ-শি'রুল-'আব্বাসী আত-তায়্যারু'শ-শা'বী*, (কায়রো : মাকতাবাঃ গারীব, তা. বি.)।
৯৮. ড. সালাহুদ্দীন আল-হাদী, *ইত্তিজাহাতুশ-শি'র ফিল-'আসরিল-উমাবী*, (কায়রো : মাকতাবাতুল-খানজী, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খৃ.), ১ম সং.।
৯৯. আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *তা'রীখুল-খুলাফা*, (বৈরুত : দারুল-জীল, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.), ৩য় সং,।
১০০. আস-সুহায়লী, 'আবদুর রাহমান আল-খাছ'আমী, *আর-রাওদুল-উনুফ ফী তাফসীরি-সীরাত ইব্ন হিশাম*, (বৈরুত লেবানন : দার-ইহ্ইয়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, তা. বি.)।
১০১. আল-হাওফী, আহমাদ মুহাম্মাদ, *আল-ইসলাম ফী শি'রি-শাওকী* (কায়রো : আল-মাজলিসুল- আ'লা লিশ-'শুউনল-ইসলামিয়্যাঃ, ১৩৮২ হি./১৯৬২ খৃ.)।
১০২. হান্না আল-ফাখূরী, *আল-মু'জিয ফিল-আদাবিল-'আরাবী ওয়া তা'রীখিহি*, (বৈরুত : দারুল-জীল, ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.), ২য় সং.।
১০৩. ঐ লেখক, *তারীখুল আদাবিল-'আরাবী*, (বৈরুত : মাতবা'আঃ আল-বু'সাঃ, তা. বি.)।
১০৪. হাস্সান ইব্ন ছাবিত, *দীওয়ান*, সম্পা., Hartwig Hirschfeld, (Leiden : E.J. Brill, 1910); ঐ গ্রন্থ, সম্পা. ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত, (বৈরুত : দার সাদির, ১৯৭৪ খৃ.)।
১০৫. হাসান যায়্যাত, আহমাদ, *তা'রীখুল-আদাবিল-'আরাবী*, (মিসর : তা. বি.), ২৫তম সং.।

Dhaka University Institutional Repository

উরদূ

১. কাসিম মাহমূদ, সায়্যিদ সম্পা., *ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া,* (করাচী : শাহকার বুক ফাউণ্ডেশন, তা. বি.)।

২. মুখতার 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ *'আলী, আত-তাওযীহাত,* (দেওবানদ, ইউ.পি : কুতুবখানায়ে ইমদাদিয়াঃ, তা. বি.)।

বাংলা

১. আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃ.), ১ম সং.।

২. আবদুল জলীল, *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবীদের মনোভাব,* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃ.), ১ম সং.।

৩. আবদুস-সাত্তার, *আধূনিক আরবী সাহিত্য,* (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৪ খৃ.), ১ম সং.।

৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ,* সম্পা., সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা।

৫. নূরুদ্দীন আহমদ, মৌলানা, *অস-সব-'উল-মু'অল্লকাত,* সম্পা. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭২ খৃ.), ১ম সং.।

৬. মাহবুবুল আলম, *বাংলা ছন্দের রূপরেখা,* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৬ খৃ.), ৭ম সং.।

৭. ড. মো: আবূ বকর সিদ্দীক, *আরবী সাহিত্য সমালোচনা,* (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯ খৃ.)।

৮. শ্রীশ চন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন,* (ঢাকা : এ.এ. চৌধুরী, তা. বি.)।

৯. হাকীম আবদুল মান্নান, *শিবলী নোমানীর নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭২ খৃ.), ১ম সং,।

ইংরেজী

1. Dr. Md. Abu Baker Siddique, A Critical Study of Abu Mansur al-Thaalibi's Contribution to Arabic litrature, (Dhaka : Sultana Prokashani, 1988).
2. E. J. Brill, *Encyclopaedia of Islam,* (Leiden : 1978), 2nd ed.
3. Hudson, William Henry, *An Introduction to the study of literature,* (London : Harrap and Co. 1949).
4. *P. K. Hitti, History of the Arabs,* (London : 1949).

সাময়িকী

১. আসটানা পত্রিকা, আসটানা ট্রাষ্ট, দিল্লী, আগস্ট ১৯৫৫ খৃ.।

২. মাজিল্লাতুল-বাহ্ছ আল-'ইলমী ওয়াত-তুরাছ আল-ইসলামী, মক্কা মুকাররামা ১৩৯৯ হি., ২য় সংখ্যা।